সংস্কৃত শিক্ষার পথ-নির্দেশ

[বি., এড., বি. টি, পাঠ্যক্রম অনুসারে লিখিত
বিষয়-পদ্ধতিসহ পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ]

শ্রীপ্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এম. এ. (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত), বি. টি.

অধ্যাপক, হুগলী সরকারী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, হুগলী .
বাঁকুড়াস্থিত শালডিহা মহাবিদ্যালয়ের ও কলিকাতাস্থ
বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের
ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

সোমা বুক এজেন্সী
৪২/১ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা—৭০০০০৯

উৎসর্গ-পত্র

জন্মলগ্নেই যাদের স্নেহসুষমাভরা ক্রোড়ে পেয়েছি স্থান, যারা আমার জীবনে এনেছেন গতি, অধরে ফুটিয়েছেন হাসির রেখা, দেখিয়েছেন পথের আলো, যাঁদের অপরিসীম করুণা—সর্বাধিক ও সর্বপ্রকার আনুকূল্য—অকুণ্ঠ সহযোগিতা—অনির্বচনীয় প্রাণভরা স্নেহ-ভালবাসা সাফল্যপূর্ণ অগ্রগতি এনে দিয়ে আমার জীবনকে করেছেন ধন্য, এক কথায় আমার জীবনে যাদের রয়েছে অভাবনীয়-অনবদ্য-অপরিমেয়-অপরিশোধ্য অবদান আমার প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ সেই ধর্মপরায়ণা পরমারাধ্যা মাতৃদেবী শ্রীযুক্তা রেণুকা দেবী ও সংস্কৃতানুরাগী প্রথিতযশা ত্যাগব্রতী পরমপূজ্য পিতৃদেব শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্নের শ্রীচরণাম্বুজে বিনতিমধুর শ্রদ্ধাঞ্জলিসহ "সংস্কৃত-শিক্ষার পথ-নির্দেশ" গ্রন্থখানি অর্পণ করলাম।

ইতি—

গ্রন্থ-লেখক

শ্রীপ্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ পুস্তকটি সম্বন্ধে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌দের অভিমত ॥

SUNITI KUMAR CHATTERJI

National Professor of India in Humanities
16 Hindusthan Park
Calcutta-29

Dear Sri Banerjee,

I have to apologise for this reply in English to your Bengali letter dated the 28th April 1973, for which many thanks.

I have glanced through your "Sanskrita Sikshar Patha-Nirdes". It is written with the best of intentions, with a view to popularise as well as to make easy the study of Sanskrit. This is an interesting effort which you have made, and I am sure most of the serious students of Sanskrit will benefit from this work. It gives a good introduction to the study of Sanskrit from different aspects, and it also forms a practical handbook to grammar and composition. I hope this work will prove useful.

Yours very truly,
Sd/. ***Suniti Kumar Chatterji***

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য শ্রীযুক্ত রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এম.এ., পি-এইচ.ডি., ডি. লিট., এফ. আর. এ এস. (লণ্ডন) কর্তৃক প্রদত্ত আশীর্বাণী—

আমার পরম স্নেহাস্পদ পুত্রকল্প ছাত্র শ্রীমান প্রণবকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে "সংস্কৃত শিক্ষার পথ-নির্দেশ" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছে জেনে যে কত খুশী হয়েছি, তা এই স্বল্প পবিসবে সাধারণ ভাষায় বর্ণনা কবা সম্ভব নয়।

গুরু বা শিক্ষকের জীবনে সব থেকে বড পাওনা হলো তাঁব শিক্ষার্থীব বা ছাত্রের জীবনে অভীষ্ট সিদ্ধি। পুত্র তার কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে পিতার অন্তর যেমন আনন্দে হয় ভরপুর, তেমনি শিক্ষার্থী বা ছাত্র যদি ভবিষ্যৎ জীবনে যথার্থ উন্নতি লাভ করতে পারে, যদি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে জীবনে প্রতিফলিত ক'রে মানুষের কিঞ্চিৎ হিতসাধনে সক্ষম হয়, যদি সমাজে একটি সমাদৃত আসন লাভ করতে পারে, তখনই সেই শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষক বা গুরুর শিক্ষাদান হবে প্রকৃতপক্ষে সার্থক এবং সেটাই হবে গুরুর যথার্থ আত্মতৃপ্তি ও কর্ম-পরিতৃপ্তির চরম পরাকাষ্ঠা। শিক্ষাব্রতী হিসাবে আমিও সগর্বে এ কথা বলতে পারি যে, অধ্যাপনামূলক কর্মমুখর জীবনে আমিও তখন চরম সার্থকতা অনুভব করি, যখন দেখি দেশের চারিদিকে শ্রীমান্ প্রণবের ন্যায় আমার প্রিয়ভাজন ছাত্র-ছাত্রীরা কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্যপালনে রয়েছে রত এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় করেছে আত্মনিয়োগ।

ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার স্থান যে সর্বোচ্চে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে সেই মাতৃভাষায় সর্বতোভাবে প্রবেশ ক'রে তার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যকে সুষ্ঠুভাবে জানতে হলে যে ভাষার সাহায্য অপরিহার্য তা হলো সংস্কৃত ভাষা। সংক্ষেপে বলা যায়, দেশাত্মবোধ বিকশিত করতে, ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সমুন্নত সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসকে জানতে, ধর্ম ও নীতিশিক্ষায়, মাতৃভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভে, জাতীয় সংহতিসাধনে প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চা যে অপরিসীম সহায়তা করতে পারে, একথা অনস্বীকার্য। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বস্তরের শিক্ষার পাঠক্রমে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্তি একান্ত অত্যাবশ্যক।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের এই উপযোগিতার কথা চিন্তা ক'রে আজ প্রত্যেকটি শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, তার জন্য যত্নবান হওয়া এবং এই সত্যটি তুলে ধরা যে, সংস্কৃত

ভাষা এখনও প্রাণবন্ত, সচল, পৃথিবীর অন্যান্য প্রগতিপূর্ণ ভাষাসমূহের ন্যায় সংস্কৃত ভাষাও যুগের সঙ্গে তাল ফেলে চলতে পারে এবং যুগের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। এই ধরনের সত্যের একটি বিশেষ দিক্ তুলে ধরার জন্যেই শ্রীমান্ প্রণবের এই প্রচেষ্টা। এই গ্রন্থটির মধ্যে একদিকে যেমন সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তি, অপরদিকে তেমনি বিধৃত হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের বিভিন্ন শ্রেণীতে সংস্কৃত শিক্ষাদানের বিবিধ পদ্ধতি। ছাত্র-ছাত্রীর বয়স, রুচি, আগ্রহ, মানসিক স্তর প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে আকর্ষণীয় ও মনোগ্রাহী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংস্কৃতকে কিভাবে উপস্থাপিত করা যায়—এক কথায় সংস্কৃত শিক্ষাকে কিভাবে সুষ্ঠু পন্থার মাধ্যমে আশানুরূপভাবে সার্থক করা যায়, তারই প্রতি লক্ষ্য রেখে শ্রীমান্ প্রণব এই গ্রন্থ রচনা করেছে।

আমার স্নেহভাজন প্রণবের এই সাধু প্রয়াস ফলপ্রসূ হোক, তার 'সংস্কৃত শিক্ষার পথ-নিদেশ' গ্রন্থটি সংস্কৃত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হোক, সুধীসমাজ কর্তৃক গ্রন্থটি সমাদৃত হোক্—এটাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা। আশীর্বাদ করি, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় আরও গভীরভাবে মনোনিবেশ ক'রে শ্রীমান্ প্রণব শিক্ষা-জীবনে সার্থকতা লাভ করুক, কর্ম-জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করুক এবং লাভ করুক তার অভীষ্ট সিদ্ধি।

স্বাঃ—**শ্রীযুক্ত রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়**

॥ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের আশীর্বাণী ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

সংস্কৃত শিক্ষার পথ-নির্দেশ নামক গ্রন্থস্য লেখক মদীয়ান্তেবাসিনাং পণ্ডিতবংশ-প্রসূতানাং সংস্কৃতাঙ্গলভাষাদিষু যথাযথশাস্ত্রজ্ঞানাং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমতাং প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দেবশর্ম্মাণাং অনেন গ্রন্থেন শিক্ষক শিক্ষানুশীলকারিণাম্ সংস্কৃতশিক্ষায়া যথার্থ পথ-নির্দেশেন সর্বাভারতীয়ানাং সংস্কৃতশিক্ষাবিষয়ে বহুতরসাহায্যং বিশেষেণ ভবিষ্যতীতি নাস্ত্যত্র সন্দেহ লেশোঽস্তি।

পরন্তু অস্য গ্রন্থস্য ভাবধারয়া সরললেখন্যা চ সংস্কৃতশাস্ত্রস্য নবনবোন্মেষেণ অস্য নূতনতা স্বভাবত এব।

অতএবাস্মাকং ভগবৎসমীপে প্রার্থনা শ্রীমতঃ প্রণবকুমারস্যাস্য গ্রন্থস্য সর্ব্বোচ্চ-শিক্ষালয়ে পঠনপাঠনেন সমাদৃতো ভূত্বা সর্ব্বেষাং সুমঙ্গলং ভূয়াদিতি (সং)।

কুশলাকাঙ্ক্ষিনঃ **শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থস্য** বিজ্ঞাপনম্ ইতি।

হুগলী গভর্নমেণ্ট শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনমোহন ঘোষ, এম্.এস্-সি. (এডুকেশন), বি.টি., ডবলু.বি.ই.এস্ মহোদয় কর্তৃক প্রদত্ত ভূমিকা।

সংস্কৃত শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় ও বাংলা ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ বর্তমানে রয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ ধরনের গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম। তদুপরি ছাত্র-ছাত্রীর প্রয়োজনীয় সকল প্রকার তথ্যসম্বলিত সংস্কৃত শিক্ষাব ইতিহাস ও শিক্ষণপদ্ধতি বিধৃত এতদ্বিষয়ক একখানি প্রামাণিক গ্রন্থের অভাব সর্বদাই অনুভূত হয়ে থাকে।

ভারতবর্ষের ভাষাসমূহের মধ্যে জননীস্বরূপা সংস্কৃত ভাষা সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী, এ কথা অনস্বীকার্য। ভারতবাসীর পক্ষে ভারতের অতীত সুমহান ঐতিহ্যময় গৌরব ও সংস্কৃতিকে জানতে হলে যে ভাষায় প্রাচীন ভারতীয় ঋষি ও তাঁদের অনলস সাধনা ও ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে উপলব্ধ ভারতজননীর স্বরূপ বর্ণনা করেছেন, যে ভাষায় ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি বিধৃত এবং যে ভাষা অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার উৎসনির্ঝরিণী, সে ভাষা যে জাতিধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে আপামর ভারতবাসীর অবশ্য শিক্ষণীয়—একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। অতএব, আমাদের দেশের সবস্তরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ ক'রে মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় সংস্কৃত পঠন-পাঠনের বিশেষ সুবন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। এই পঠন-পাঠনকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষণ-ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রদানের জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াস করা দরকাব। স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে "সংস্কৃত শিক্ষার পথ-নির্দেশ" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন জেনে যথেষ্ট প্রীতি লাভ করেছি।

গ্রন্থটিতে একদিকে যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ও ছন্দ-অলংকারের প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া আছে, তেমনি অপরদিকে আলিখিত হয়েছে সংস্কৃত শিক্ষণের বিবিধ প্রক্রিয়া ও পরীক্ষার উপযোগী ব্যাকরণ-বিষয়ক আলোচনা। সুতরাং গ্রন্থটি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের, বিশেষ ক'রে সংস্কৃত শিক্ষার্থীনিচয়ের প্রয়োজন সংসাধনে সক্ষম হবে—এটাই আশা করি, এবং কামনা করি, গ্রন্থটি গুণীজনের দ্বারা সমাদৃত হোক এবং গ্রন্থটির হোক বহুল প্রচার।

পূর্ব-ভাষ

সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ও সংস্কৃত শিক্ষণপদ্ধতি অবলম্বনে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দের উদ্দেশ্যে "সংস্কৃত শিক্ষাব পথ-নির্দেশ" গ্রন্থখানি বচিত।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্থান বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে বিবিধ ভাষা ও সাহিত্য-গুলির মধ্যে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত। ইহার স্থান সত্যই অনন্যসাধারণ। সংস্কৃত ভাষার সাহিত্য, তাব দর্শন যুগ যুগ ধরে সকল দেশবাসীর হৃদয়কে মুগ্ধ করেছে এবং অর্জন কবেছে পৃথিবীর সকল মানুষের শ্রদ্ধা। উত্তরে কাশ্মীর হতে দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পূর্বে আসাম হতে পশ্চিমে পাঞ্জাব পর্যন্ত সকল দেশের মানুষের মধ্যে একটি নিবিড় ঐক্য-স্থাপনে সংস্কৃত ভাষার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে, আত্মশক্তির উদ্বোধনে, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষায়, হৃদয়ের ঔদার্য-বৃদ্ধিতে, মাতৃভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভে, আন্তর্জাতিক মর্যাদা-অর্জনে, ভাব-প্রকাশেব ক্ষমতা-বৃদ্ধিতে ও জাতীয় সংহতি-সাধনে ভারতীয় সংস্কৃতি-কৃষ্টি ও ঐতিহ্যেব ধাবিকা ও বাহিকা, জননীস্বরূপা এবং অমূল্য সম্পদ্‌শালিনী সংস্কৃত ভাষার অবদান ও স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল দিক্ থেকে বিচাব করলে বলা যায়, বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তব পর্যন্ত প্রত্যেকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যেব পঠন-পাঠনের সপ্রয়োজনত্ব অনস্বীকার্য।

এই গ্রন্থে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ছন্দ ও অলঙ্কারের উপরও বিশেষভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সংস্কৃত শিক্ষণশৈলী (সংস্কৃত শিক্ষা দিবার পদ্ধতি) সম্পর্কে আলোচনা করার অবকাশে মূল্যায়ন—সংস্কৃত আদর্শপ্রশ্ন (Sanskrit Model Question)—আদর্শ প্রশ্নপত্রের নমুনা—সংস্কৃত কমিশনের সুপারিশ—সংস্কৃতে শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক প্রদীপনের (Sanskrit Audio-Visual Aids) কার্যকারিতা—সংস্কৃত ধ্বনিতত্ত্ব (Sankrit Phonetics) প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়েব উপবও বেশ কিছুটা আলোচনা করাব সাধ্যমত প্রয়াস করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত কয়েকটি বৎসরের বি টি. পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও সংযোজিত হয়েছে।

আমি বিষয়সমূহ যথাসম্ভব সরলভাবে সম্পাদন ক'রে লিখতে চেষ্টা করেছি। গ্রন্থ-খানিকে ত্রুটিমুক্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও হয়ত কিছু কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। কবি শ্রীমধুসূদনের কথার প্রতিধ্বনি ক'রেই বলি—What the human production has not? সংস্কৃত শিক্ষকমণ্ডলী, বি. টি. শিক্ষার্থী ও সংস্কৃতানুরাগী সুধীজনের নিকট বিশেষ অনুরোধ, দয়া ক'রে গ্রন্থখানির ভুল নির্দেশ ক'রে জানালে

বাধিত ও অনুগৃহীত হবো এবং প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো। শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দের এই গ্রন্থের দ্বারা কিছুটা প্রয়োজন সংসিদ্ধ হলে আমি আমার শ্রম সার্থক মনে করবো। মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাগের কাছে প্রথমেই জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং সপ্রশ্রয় অভিবাদন।

শিক্ষা-জীবনে যাঁর সান্নিধ্য পেয়ে আমার জীবন হয়েছে ধন্য ও কৃতার্থ, যাঁর দ্বারা হয়েছি বহুলাংশে সমুপকৃত এবং যাঁর সর্বপ্রকার আনুকূল্য, আন্তরিক শুভাশিস্, প্রাণভরা স্নেহ-ভালবাসা আমার শিক্ষা-জীবনের পথকে করেছে সুগম-সমুজ্জ্বল ও শুভ্র আলোকছটায় পরিপূর্ণ, সেই পিতৃকল্প, ছাত্রদরদী, করুণার্দ্রচিত্ত, সাহিত্যকার, শিক্ষাব্রতী, জ্ঞান ও কর্মের সমন্বিত মূর্তি, প্রতিথযশা, সংস্কৃত আলঙ্কারিক, অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতবিদ্ মদীয় সারস্বত গুরু বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন প্রধান কুলপতিকল্প আচার্য ডঃ শ্রীযুক্ত রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের শ্রীচরণকমলে জানাই ভক্তিবিনম্র প্রণাম।

হুগলী সরকারী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, পরম শ্রদ্ধেয়, শিক্ষাব্রতী, অক্লান্তকর্মা সারস্বতাগ্রজ মাননীয় শ্রীযুক্ত মদনমোহন ঘোষ মহাশয় সারস্বত কর্মের ন্যায় এই গ্রন্থ-রচনায় বহুভাবে আমাকে উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং গ্রন্থ-রচনার অনেকস্থলে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। এর জন্যে তাঁর প্রতি সকৃতজ্ঞচিত্তে আমি জানাই আমার বিনতিমধুর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আমার শিক্ষা-জীবনে যাঁর অবদান সর্বদাই উল্লেখযোগ্য, যার ভাবাদর্শ আমাকে করেছে বিমুগ্ধ এবং যিনি আমার এই গ্রন্থ-রচনার একজন প্রধান প্রেরণাদাতা, সুমহান আদর্শ শিক্ষাব্রতী, আমার মাননীয় গুরু ২৪-পরগনা জেলার অন্তর্গত বিরলাপুর বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও যাদবপুর শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং বর্তমানে কল্যাণী বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি মৈত্র মহাশয়ের প্রতি জানাই সপ্রশ্রয় প্রণতি।

আমার জীবনে যাঁদের সাহায্য অপরিমেয় ও অপরিশোধ্য, যাঁদের আন্তরিকতা, সহানুভূতি—আনুকূল্য—শুভাশিস্ আমার জীবন-পথের পাথেয় এবং যাঁরা এই গ্রন্থ-রচনায় বিশেষভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন, সেই শ্রদ্ধাস্পদা মাতৃকল্পা জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীযুক্তা তারা দেবী ও বরেণ্য পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি নিবেদন করি সকৃতজ্ঞ ভক্তি-নম্র-সশ্রদ্ধ প্রণাম ও অভিবাদন।

যাঁদের নিরন্তর সমর্থন, আনুকূল্য ও উৎসাহ-দান আমার গ্রন্থ-রচনাকে ত্বরান্বিত করেছে, আমার সেই সকল সহকর্মী বান্ধব, অধ্যাপক শ্রীশক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীসুব্রত ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীদিলীপ চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীনিখিল চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীশান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীপ্রবীর ঘোষ, শ্রীনিতাইচন্দ্র জানা, শ্রীঅরুণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে জানাই সদণ্ডবৎ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

'স্বরাজ ভাণ্ডারে'র স্বত্বাধিকারী শ্রীবিনয়েন্দ্র চক্রবর্তী ও শ্রীঅমরেন্দ্র চক্রবর্তী মহোদয়দ্বয়ের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং স্বতঃপ্রণোদিত বিনতিরসসিক্ত অভিবাদনাগুলি। তাঁদের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং নিঃসংকোচ অনাবিল শুভ প্রয়াস আমার "সংস্কৃত শিক্ষার পথ-নির্দেশ" নামক এই গ্রন্থটির মুদ্রণে ও প্রকাশনে যে কতখানি সহায়ক হয়েছে, তা ভাষায় বর্ণনা করার অবকাশ রাখে না। তাঁদের মাধ্যমে এই গ্রন্থটি প্রকাশ ক'রে আমি নিজেকেও ধন্য মনে করি। তাঁদের সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব এবং অকৃত্রিম-সহজ-সরল-নির্মল-বিনতিমধুর-সৎ ব্যবহার আমাকে বিশেষভাব মুগ্ধ করেছে। পরমেশ্বরীর নিকট আমি তাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি।

আমার স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীবাসুদেব সাধুখাঁর এই গ্রন্থ-রচনায় সাহায্য-প্রদানকে আমি সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

আমার সর্বকার্যের উৎসাহ-প্রদায়িত্রী, আমার জীবন-পথের হিতৈষিণী প্রিয়তমা সঙ্গিনী ও প্রধান মধুর সাহচর্য-প্রদায়িনী সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়া গ্রন্থ-রচনার উপযুক্ত পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে আমাকে যে বহু প্রকারে উৎসাহ-অনুপ্রেরণামূলক সহায়তা প্রদান করেছেন, তার জন্য তার প্রতিও প্রকাশ করি অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা।

এই গ্রন্থে যে সকল অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি রয়ে গেছে, তার জন্য সহমর্মী পাঠকবৃন্দের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

এই গ্রন্থটি যদি বি. টি. শিক্ষার্থী ও সাধারণ সংস্কৃতানুরাগী পাঠকদের কিছু উপকারে লাগে, তখনই জানবো আমার এ গ্রন্থ-প্রণয়নের উদ্দেশ্য হয়েছে ফলপ্রসূ।

পরম করুণাময়ী পরমেশ্বরীর শ্রীচরণকমলে ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষার অগ্রগতি ও অভ্যুদয়ের জন্যে জানাই শ্রদ্ধানত ঐকান্তিক প্রার্থনা।

সূচীপত্র

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

॥ নবম অধ্যায় ॥

॥ দশম অধ্যায় ॥

॥ একাদশ অধ্যায় ॥

॥ দ্বাদশ অধ্যায় ॥

॥ ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥

॥ চতুর্দশ অধ্যায় ॥

॥ পঞ্চদশ অধ্যায় ॥

॥ ষোড়শ অধ্যায় ॥

॥ সপ্তদশ অধ্যায় ॥

॥ অষ্টাদশ অধ্যায় ॥

॥ ঊনবিংশ অধ্যায় ॥

॥ বিংশ অধ্যায় ॥

॥ একবিংশ অধ্যায় ॥

॥ দ্বাবিংশ অধ্যায় ॥

॥ ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ॥

॥ চতুর্বিংশ অধ্যায় ॥

॥ পঞ্চবিংশ অধ্যায় ॥

॥ ষড়বিংশ অধ্যায় ॥

সংস্কৃত শিক্ষার পথ-নির্দেশ

প্রথম অধ্যায়

বৈদিক সাহিত্য

॥ বেদ ॥

বেদ কথাটি আসিয়াছে বিদ্ ধাতু হইতে। সাধারণভাবে বিদ্ ধাতুব অর্থ চারিটি—বেত্তি বেদ বিদজ্ঞানে ("জানা" অর্থে, *To know, To regard*), বিন্তে বিদ বিচারণে ("জানা" বা "বিবেচনা করা" অর্থে, *To know or to consider*), বিদ্যতে বিদ সত্তায়াং ("ঘটা"-"হওয়া"-"থাকা" প্রভৃতি অর্থে, *To happen, To live To be, To exist*); লাভে বিন্দতি বিন্দতে ("লাভ করা" বা "অর্জন করা" অর্থে, *To gain or to acquire*)। এই চারিটি অর্থের মধ্যে বেদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে "বেত্তি বেদ বিদজ্ঞানে" এই জানা বা জ্ঞান অর্থটিকে আমার বুঝিয়া থাকি। বেদ কথাটির অর্থ হইল পবিত্র, ধর্মীয়, সমুৎকৃষ্ট জ্ঞান। অধ্যাপক *M. Winternity*-এর ভাষায় বলা যায়—***"The word 'Veda' means 'knowledge', then 'the knowledge for excellence', i. e. the sacred, the religious knowledge."***

বেদ শব্দের প্রকৃত অর্থ

তবে, একদিক দিয়া বিচার করিলে বেদ কথাটির ক্ষেত্রে বিদ্ ধাতুর চারিটি অর্থকেই আমরা একসঙ্গে প্রয়োগ করিতে পারি, যেমন, যাহা তৎকালীন ভারতবর্ষের সমাজের বিভিন্ন দিক হইতে বিবিধ ধরনের বৈশিষ্ট্যমূলক চিত্রকে সুবিবেচনাপূর্বক লাভ করিয়া বা গ্রহণ করিয়া তাহাদের সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্তভাবে গ্রথিত করিয়া সেই উল্লেখযোগ্য চিত্র-গুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা বা যথার্থজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকে তাহাই বেদ বা বৈদিক সাহিত্য, যাহার প্রভাব ভারতবাসীর জীবন-পথের প্রত্যেকটি কর্মে আজও বিদ্যমান। অনেকের মতে, বেদ কোন মানুষের দ্বারা রচিত নহে। ইহা ভগবদ্দত্ত। ইহা চিরস্থায়ী। বৈদিক সূক্তনিচয় ঋষিদের দ্বারা বিরচিত হয় নাই। এই সূক্তগুলিকে ঋষিরা দর্শন করিয়াছেন মাত্র।

বৈশিষ্ট্য

বৈদিক সাহিত্য বলিতে সাধারণতঃ চারিটি বিভিন্ন ধরনের রচনার সমষ্টিকে বুঝাইয়া থাকে। এই চারিটি রচনা হইল—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ।

আর্যেরা বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া ঘোষণা করিলেও বর্তমানকালের ঐতিহাসিক-গণ যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে আর্যদের ঘোষণাকে স্বীকৃতি দিতে রাজী নন। তাঁহারা বৈদিক সাহিত্যের রচনাকাল সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে প্রয়াসী। আধুনিক কিছু ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা হইল এই যে, বেদের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ১২০০ হইতে ১০০০ অব্দের মধ্যে। কেহ কেহ আবার খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দকে বেদের রচনার সময় বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ বলেন, বেদ ও ব্রাহ্মণ-ভাগের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ২৭০০ অব্দের

রচনাকাল

পূর্বে। কোন কোন ঐতিহাসিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৩০০ হইতে ২০০০ অব্দের মধ্যে বেদের রচনাকালকে নির্দিষ্ট করেন। অনেক ঐতিহাসিক বলেন, বেদের রচনাকাল হইল খৃষ্টপূর্ব ৪৫০০ হইতে ২৫০০ অব্দের মধ্যে। কাহারও মতে, ইহার রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ৮০০ হইতে ৫০০ অব্দের মধ্যে। কাহারও মতে, খৃষ্টপূব ১০০০ হইতে ৮০০ অব্দের মধ্যে বেদের রচনার সময়। কেহ কেহ বলেন, খৃষ্টপূর্ব ৬০০ হইতে ২০০ অব্দের মধ্যে বেদ রচিত হইয়াছিল। অধ্যাপক *Winternity*-র মতে, বেদের রচনাকাল হইল খৃষ্টপূব ২০০০—২৫০০ অব্দ হইতে খৃষ্টপূব ৭৫০—৫০০ অব্দের মধ্যে।

অনেক ঐতিহাসিক আবার মনে করেন, খৃষ্টপূব ১৫০০ অব্দ হইতে খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দের মধ্যে বৈদিক সাহিত্য রচিত হইয়াছিল।

সংহিতা

সংহিতা বলিতে বুঝায় স্তোত্র, মন্ত্র, গান প্রভৃতির সংকলন। সংহিতা বলিতে ঋক্-সাম-যজুঃ ও অথর্বকে বুঝায়। ইহার মধ্যে ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিনটিকে একত্রে বলা হয় ত্রয়ী। পরে অথর্ব ইহাতে সংযোজিত হয়। বেদে প্রধানতঃ তিনপ্রকার মন্ত্র দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীর মন্ত্র হইল দেবতার আহ্বান। হোতা নামক একজন বেদবিদ্ এই দেবতার আহ্বানমূলক মন্ত্র উচ্চারণ করেন, অধ্বর্যু নামক বেদবিদ্ দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্র অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতিদানমূলক মন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং উদ্গাতা নামক একজন বেদবিদ্ তৃতীয় শ্রেণীর মন্ত্র অর্থাৎ তাল-লয় সংযোগে সামগানমূলক মন্ত্র উচ্চারণ করেন। যিনি এই তিনজন ঋত্বিকের কার্যাদি পর্যবেক্ষণ করেন তাঁহাকে বলা হয় ব্রহ্মা। হোতার পাঠ্যমন্ত্রগুলিকে একত্রে বলা হয় ঋক্‌সংহিতা, অধ্বর্যুর পাঠ্যমন্ত্রগুলির সংকলনকে বলা হয় যজুঃসংহিতা এবং উদ্গাতার মন্ত্রগুলির (সামগানসমূহের) সমষ্টিকে বলা হয় সামসংহিতা।

মন্ত্র ও তাহার প্রকারভেদ

ঋগ্বেদ

ঋগ্বেদ দশটি মণ্ডলে বিভক্ত। ইহা পদ্যে রচিত এবং উদাত্তাদিভেদে ইহার স্বরগুলি হয় উচ্চারিত। এই ঋগ্বেদ সকল বেদের এবং সমগ্র সভ্য জগতের আদি গ্রন্থ—"*One thing is certain; there is nothing more ancient and primitive, not only in India but in the whole Aryan world, than the hymns of the Rig-Veda.*"—*Maxmüller*.

ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সুপরিকল্পিত নীতি অনুসারে সজ্জিত।

দেবতা, ছন্দ ও সূক্তিগত মন্ত্রগুলির সংখ্যাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রথমেই স্থান দেওয়া হইয়াছে অগ্নিকে :

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য
দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্।"

পরিশেষেও অর্থাৎ দশম মণ্ডলেও পুনরায় অগ্নিকে পাওয়া যায়। বৈদিক ঋষি তাঁহার উদাত্তকণ্ঠে ঐক্যের মন্ত্র, সাম্যের মন্ত্র ঘোষণা করিলেন এইভাবে :

"সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।"

সমুন্নত প্রোজ্জ্বল শিখা-সমন্বিত তেজস্বিতার অধিকারী সর্বদ্রব্যের দ্রবীকরণে সমর্থ অতুল শক্তির অধিকারী অগ্নিকে ঋগ্বেদে প্রথমেই স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং দশম মণ্ডলে ঐক্যমন্ত্রের জয়ধ্বনি গীত হইয়াছে। ইহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ঋগ্বেদের প্রথম হইতে দশম মণ্ডল পর্যন্ত (বালখিল্য সূক্তসমেত) মোট সূক্তসংখ্যা প্রায় ১০২৮ এবং মন্ত্রসংখ্যা প্রায় ১০৫৫২।

ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত : স্তুতি ও প্রার্থনা। প্রথম শ্রেণীতে দেবতার নাম, রূপ ও ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্তুতি করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে দেবতার কাছ হইতে আয়ুঃ, ধন ও পুত্র কামনা করা হইয়াছে।

পরব্রহ্মে স্থিত দিব্য বাক্-এর স্বরূপ জানিতে আগ্রহী তপশ্চরণকারী কয়েকজন মানুষ দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করিলেন সেই বাক্। জানিতে পারিলেন সেই তত্ত্ব। যাঁহারা জানিলেন, তাঁহারা ঋষি নামে হইলেন পরিচিত। যে মন্ত্রসমষ্টির মাধ্যমে তাঁহারা এই তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন, সেই মন্ত্রসমষ্টি হইল সূক্ত। সূক্তে ঋষি যে বিষয়ের সম্বন্ধে বলিলেন, সেই বিষয়টিই সেই সূক্তের দেবতা। মন্ত্রের অক্ষর-পরিমাণকে বলা হয় ছন্দ। প্রতি সূক্তে ঋষি, ছন্দ ও দেবতা আছেন। বেদপাঠের পূর্বে ইঁহাদের সহিত পরিচয় আবশ্যিক।

ঋগ্বেদের মতে পরব্রহ্ম বা পরম সত্য আপাততঃ বিভিন্ন নামে আখ্যাত হইলেও তিনি এক এবং অনন্য :

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু
অথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্
একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মতরিশ্বানমাহুঃ॥"

তিনি এক এবং অনন্ত। তাঁহার সহিত এই জীবজগৎ বিশেষভাবে সম্বদ্ধ।

ধ্যানমগ্ন লৌকিক চিন্তার ঊর্ধ্বে স্থিত এবং সদা-চঞ্চল ও উদর-পূরণের উদ্দেশ্যে ফলাহরণে ব্যস্ত একই শাখায় অবস্থানরত দুইটি পাখীর বর্ণনার মাধ্যমে পরম সত্যের সহিত জীবের সম্পর্কটি খুব সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে ঋগ্বেদে।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং-পরি ষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি
অনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি॥"

সৃষ্টির পূর্বের অবস্থার বর্ণনামূলক মন্ত্রনিচয়

(যেমন, নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ
কিমাবরিবঃ কুহ কস্য শর্মন্
অম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্॥)

সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা সম্বন্ধীয় মন্ত্রসমূহ

(যেমন, হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব
উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য চ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥)

বৈদিক ঋষির দূরদর্শিতার, কবিত্বের ও দার্শনিকত্বের পরিচয় বহন করে।

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ঋগ্বেদের ঋষি কেবলমাত্র ঈশ্বরতত্ত্ব বা ধর্মতত্ত্ব, এবং সৃষ্টিতত্ত্ব লইয়াই চিন্তা করেন নাই, লৌকিক বহু বিষয়কে লইয়াও তাঁহারা সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি লইয়া বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। এক কথায়, প্রাচীন ভারতের সামগ্রিক (পার্থিব + অপার্থিব) রূপকে জানিতে হইলে ঋগ্বেদের আশ্রয় লইতেই হইবে। ঋগ্বেদ একটি অতি মূল্যবান পবিচ্ছন্ন দর্পণ, যাহাতে, তৎকালীন ভারতবর্ষ (যখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশ তমসাচ্ছন্ন) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সার্মাগ্রকরূপে প্রতিফলিত।

ঋগ্বেদের পর সামবেদের গুরুত্ব। যাগানুষ্ঠানের নিমিত্ত কোন কোন ঋক্‌কে, উচ্চারণ না করিয়া গান করা হইত। যে ঋক্‌গুলি গান হিসাবে ব্যবহৃত হইত, তাহাদের

সামবেদ

সমষ্টিকে বলা হয় সামবেদ সংহিতা। সামযজ্ঞে এই গানগুলি করা হইত। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের দেবতা হইলেন সোম। সেইজন্য নবম মণ্ডল হইতে সামবেদের অধিকাংশই গৃহীত। যে ঋক্‌গুলির গান হিসাবে সামযজ্ঞেও ব্যবহার হয়, উদ্‌গাতার সুবিধার জন্য সেইগুলিকে একত্র সংকলিত করিয়া রচনা করা হইয়াছে সামবেদ।

ইহার পর স্থান যজুর্বেদের। যাগানুষ্ঠানে যে যে বিশেষ মন্ত্রগুলির প্রয়োজন হয়, যে নিয়মাবলী অনুসরণ করিতে হয়, অধ্বর্যু্কে যে সময়ে যে মন্ত্রটি উচ্চারণ করিতে হয়,

যজুর্বেদ

ইত্যাদি বিষয়গুলি বা বিধানসমূহই হইল যজুর্বেদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। যজুর্বেদ গদ্যে লিখিত। ইহার প্রধান দুইটি শাখা—কৃষ্ণযজুর্বেদ ও শুক্লযজুর্বেদ। কৃষ্ণযজুর্বেদে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাংশ মিশ্রিত এবং শুক্লযজুর্বেদে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ পৃথকভাবে গ্রথিত।

ইহার পর অথর্ববেদের স্থান। ইহার পূর্ব নাম অথর্ব্বন্ বা অথর্ব্বাঙ্গিরস। বিপদ হইতে রক্ষা, অভিশাপ, শত্রুমারণ, বশীকরণ, হিংস্র জন্তু হইতে আত্মরক্ষা প্রভৃতি

অথর্ববেদ

জাগতিক ফলপ্রদ যজ্ঞাদিতে যে সকল মন্ত্র ব্যবহৃত হইত তাহা-দিগকেই বলা হইত অথর্ব্বন্। গৃহস্থেরা তাহাদের পারিবারিক জীবনে এই অথর্ব্বন্‌গুলিকে ব্যবহার করিত। আঙ্গিরস অথর্ব্বা ঋষি এই মন্ত্রগুলির সংকলন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার বা এই বেদের অপর এক নাম অথর্ব্বন্ বা

অথর্ব্বাঙ্গিরস। এই বেদের আর এক নাম ব্রহ্মবেদ। এই বেদের বেশীর ভাগ পদ্যে লিখিত এবং কিছুটা গদ্যে লিখিত।

অথর্ববেদে যে সকল শ্রেণীর মন্ত্র স্থান পাইয়াছে সেইগুলি হইল—ভৈষজ্য মন্ত্র (জ্বর দূরীকরণের মন্ত্র), অসুরাদির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার মন্ত্র, আয়ুষ্য মন্ত্র (আয়ু কামনামূলক মন্ত্র), পৌষ্টিক মন্ত্র (সুখ-সমৃদ্ধি কামনার জন্য মন্ত্র), প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্র, অভিচার মন্ত্র, শান্তি মন্ত্র, স্ত্রীকামনাপূর্তি মন্ত্র, সৃষ্টিরহস্য মন্ত্র ইত্যাদি।

॥ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ॥

প্রত্যেক বেদে আবার দুইটি বিভাগ বর্তমান, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ—"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম"। মন্ত্র বলিতে বুঝায় যাহার দ্বারা মনন করা যায়। (মন্ত্রাঃ মননাৎ)। মন্ত্রগুলি হইতেই মননকারিগণ অধ্যাত্ম ও আধিদৈবাদি বিষয় চিন্তা করেন। "তেভ্যো হি অধ্যাত্মাধিদৈবিকাদি মন্তারো মন্যন্তে তদেষা মন্ত্রত্বম্ (৭।১।১)"। মন্ত্রভাগের অপর এক নাম সংহিতা। আর

বৈশিষ্ট্য—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ

শ্রুতি নিজেই যে অংশে নিজের অপ্রকাশিত অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন ও সংহিতার প্রয়োগাদি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই বেদাংশকে বলা হয় ব্রাহ্মণ। বিধি বা কর্মচোদনাই হইল ব্রাহ্মণ। "কর্মচোদনা ব্রাহ্মণানি।" অনেকে বলেন, ত্রিবেদজ্ঞ ঋত্বিক ব্রহ্মা যে বেদভাগের সাহায্যে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিতেন, তাহারই নাম ব্রাহ্মণ।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের অর্থ

প্রতি বেদেরই ব্রাহ্মণগ্রন্থ আছে। যেমন, (১) ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ—ঐতরেয় কৌষীতকি সাঙ্খায়ন,

(২) যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ—শতপথ, তৈত্তিরীয়।

(৩) সামবেদের ব্রাহ্মণ—তাণ্ড্য, ষড়বিংশ, সামবিধান, আর্ষেয়, দেবতাধ্যায় মন্ত্রব্রাহ্মণ, সংহিতোপনিষৎ, বংশ ব্রাহ্মণ।

(৪) অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ—গোপথব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণসাহিত্যের ঋষিরা যজ্ঞানুষ্ঠানকে অধিক প্রাধান্য দিয়াছেন। যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়মাবলী বিস্তৃতভাবে বিধৃত হইয়াছে ব্রাহ্মণসাহিত্যে। যজ্ঞে কি করণীয় এবং কি বর্জনীয়, করণীয় অনুষ্ঠানের সুফল এবং বর্জনীয় অনুষ্ঠানের কুফল সম্বন্ধে বক্তব্যাদি সুন্দরভাবে আধৃত হইয়াছে ব্রাহ্মণসাহিত্যে। মন্ত্রের দুরতিক্রমণীয় প্রভাবও পরিলক্ষিত হয় সেখানে। ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের এবং চিন্তাধারার প্রতিফলন লক্ষিত হয় এই সাহিত্যে। এমন কি যে চিন্তাধারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল আরণ্যক ও উপনিষদে, সেই চিন্তাধারার সূত্রপাত যে ব্রাহ্মণসমূহে, ইহাও বলিতে কোন বাধা নাই।

এই প্রসঙ্গে *M. Winternitz*-র বক্তব্যটি এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে:

Thus we see how in the Brahmanas—and therein lies their great significance for the history of Indian thought—all those ideas were already in the making, which attained their full development only in the Aranyakas and Upanishads.

(A History of Indian Literature. Page—196)

ব্রাহ্মণভাগে সাধারণতঃ বিধি, (অপ্রবৃত্ত প্রবর্তক ও অজ্ঞাতজ্ঞাপক), নিষেধ, যাগযজ্ঞ, ইতিবৃত্ত, অর্থবাদ (প্রশংসাপর বা নিন্দাপর বাক্য) উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যা নিবদ্ধ হইয়াছে। এই অংশ গদ্যে লিখিত। ব্রাহ্মণের অংশ-বিশেষকে আরণ্যক বলা হয়, কারণ ইহা অরণ্যে পঠিত হইয়া থাকে এবং আরণ্যবাসীদের অবলম্বনীয়। আরণ্যকসমূহে অনেক উপাসনাদি বিহিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের প্রকারভেদ

সংসারজীবনে বীতশ্রদ্ধ বা আসক্তিশূন্য হইয়া গৃহস্থ যখন নির্জনে অধ্যাত্ম-চিন্তায় নিজেকে ব্যাপৃত করিতে অরণ্যে গমন করিতেন, সেই সময়ে সেই বাণপ্রস্থী আরণ্যকের নিয়মানুসারে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন পরম সত্যের প্রাপ্তির আশায়। এই বাণপ্রস্থী আরণ্যক একাগ্রচিত্তে পরম নিষ্ঠা সহকারে অধ্যাত্মচিন্তাসায়রে নিজেকে করিতেন নিমজ্জিত। পরম জ্ঞানলাভের বা পরম সত্যের উপলব্ধির অব্যবহিত পূর্ব সোপান হইল বা প্রস্তুতিমূলক পর্ব হইল এই আরণ্যক, অপরদিকে বাণপ্রস্থ। ঋগ্বেদের আরণ্যক হইল ঐতরেয় এবং শাঙ্খায়ন।

কৃষ্ণযজুর্বেদের হইল তৈত্তিরীয় আরণ্যক। শুক্লযজুর্বেদের হইল বৃহদারণ্যক।

সংহিতা ও ব্রাহ্মণ উভয় অংশেই উপনিষৎসমূহ বর্তমান। সেই অনুসারে তাহারা সংহিতা-উপনিষৎ বা ব্রাহ্মণ-উপনিষৎ নামে খ্যাত হয়। মন্ত্রভাগের প্রাধান্যবশতঃ বিভিন্ন ভাগের বিভিন্ন নাম সেই মন্ত্রের নাম অনুসারে হইলেও প্রত্যেক বেদের তাহার বিশেষ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ আছে।

॥ উপনিষদ্ ॥

উপনিষদ্-সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

উপনিষদ্ শব্দের অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা। উপ-পূর্বক নি-পূর্বক সদ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়ে গঠিত উপনিষদ্ শব্দটি।

"অত্র চোপনিষচ্ছব্দো ব্রহ্মবিদ্যৈকগোচরঃ।
তত্রৈব চাস্য সম্ভাবাদভিধার্থস্য তৎকৃতঃ॥
উপপোসর্গঃ সামীপ্যে তৎ প্রতীচি সমাপ্যতে।
ত্রিবিধস্য সদর্থস্য নিশব্দোঽপি বিশেষণম্॥
উপনীয়েমমাত্মানং ব্রহ্মাপাস্তদ্বয়ং যতঃ।
নিহন্ত্যবিদ্যাং তজ্জঞ্চ তস্মাদুপনিষদ্ ভবেৎ॥
নিহত্যানর্থমূলং স্বাবিদ্যাং প্রত্যক্তয়া পরম্।
গময়ত্যস্তসংভেদমতো নোপনিষদ্ ভবেৎ॥
প্রবৃত্তিহেতূন্ নিঃশেষাংস্তন্মুলোচ্ছেকত্বতঃ।
যতোঽবসাদয়ে বিদ্যা তস্মাদুপনিষদ্ মতা॥" —(সম্বন্ধ বার্তিক)

স্বামী অরবিন্দের ভাষায়, "*Upanisad means inner knowledge, that which enters into the final truth and settles in it.*" উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত। উপনিষৎ-অবলম্বনে প্রধানতঃ চারিটি মতবাদ প্রচলিত আছে—অদ্বৈত,

বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত ও দ্বৈত। উপনিষদে সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্মের কথা আছে এবং জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগেরও আলোচনা আছে। উপনিষদের তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্য ছয়টি লিঙ্গ আছে—উপক্রমোপসংহার, ঐকরূপ্যাভাস, অপূর্বতা, ফলবত্তা, অর্থবাদ ও যুক্তি। এই উপায় অবলম্বনে সহজেই বোঝা যায় যে, আত্মার একত্বই উপনিষদ্‌গুলির মূল বক্তব্য। দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে ও প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের প্রতিনিধিস্বরূপ দেবতাদিগের আশ্রয়রূপে যে এক বিশ্বব্যাপী পরমব্রহ্ম বিরাজমান তাঁহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করাই উপনিষদ্‌গুলির প্রধানতম উদ্দেশ্য।

কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ড হিসাবে বেদের বিভাগ

সমগ্র বেদকে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। আরণ্যক ও উপনিষদ্‌ভিন্ন সংহিতা ও ব্রাহ্মণগুলি প্রধানতঃ যজ্ঞাদি কার্যে প্রযুক্ত হয় বলিয়া ইহাদিগকে কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়। কর্মকাণ্ড জীবকে স্বর্গাদি অলৌকিক ও ধনরত্নাদি লৌকিক ফল প্রদান করে। আরণ্যক ও উপনিষদ্‌গুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদন। ইহারা জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। জ্ঞানকাণ্ড জীবকে চিত্তশুদ্ধিক্রমে মুক্তির পথে লইয়া যায়।

কোন্ কোন্ ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদ কোন্ কোন্ বেদের সহিত সংযুক্ত

প্রত্যেক বেদের সঙ্গে বহু ব্রাহ্মণ—আরণ্যক ও উপনিষদ্ সংযুক্ত রহিয়াছে। যথা, ঐতরেয় ও কৌষীতকি ব্রাহ্মণ দুইটি ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত। ঐতরেয় আরণ্যক ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এবং কৌষীতকি আরণ্যক কৌষীতকি ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। ঋগ্বেদীয় কৌষীতকি উপনিষৎ কৌষীতকি শাখার অন্তর্ভুক্ত এবং ঐতরেয়োপনিষৎ ঐতরেয় আরণ্যকের শেষ বা ষষ্ঠ অধ্যায়। তাণ্ড্য, পঞ্চবিংশ, তলবকার বা জৈমিনীয়, ও ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ সামবেদের অন্তর্ভুক্ত। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষৎ তাণ্ড্যশাখার ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অন্তর্গত এবং কেনোপনিষৎ তলবকার শাখার অন্তর্ভুক্ত। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যক কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত। কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত কঠোপনিষৎ কাঠক শাখার অন্তর্গত, মহানারায়ণ ও তৈত্তিরীয় উপনিষৎ দুইটি তৈত্তিরীয় আরণ্যকের শেষ ভাগ, মৈত্রায়ণী-উপনিষৎ মৈত্রায়ণী-সংহিতার অংশবিশেষ; শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ শ্বেতাশ্বতর শাখার অন্তর্গত। শতপথ ব্রাহ্মণ শুক্লযজুর্বেদের অন্তর্গত। শুক্লযজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত ঈশোপনিষৎ বাজসনেয়সংহিতার শেষ অধ্যায় এবং বৃহদারণ্যকোপনিষৎ শতপথ ব্রাহ্মণের শেষাংশ। গোপথ ব্রাহ্মণ অথর্ববেদের অন্তর্গত। অথর্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষৎ সম্ভবতঃ সৌনকশাখার এবং প্রশ্নোপনিষৎ পিপ্পলাদশাখার অন্তর্ভুক্ত।

উপনিষদে ত্যাগ এবং ভোগ, কর্ম এবং জ্ঞান, শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়, পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক প্রভৃতির কোনটিকেই কম মূল্য দেওয়া হয় নাই। সংক্ষেপে বলা যায়, ভারতীয় দর্শনে যে কেবলমাত্র ভাববাদই আশ্রয় পাইয়াছে তাহা নহে, সেখানে প্রকৃতিবাদ, প্রয়োগবাদ ও উপযোগিতাবাদও যথাক্রমে স্থান পাইয়াছে—এই সত্যটি প্রমাণিত হয় উপনিষদ্‌সমূহের মাধ্যমে। জানার, পরিচিতের, ক্ষুদ্রের, সহজের, সাধারণের ও মূর্তের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষ যে অজানার, অপরিচিতের, বৃহতের,

কঠিনের, অসাধারণের, বিমূর্তের ও অসীমের সন্ধান পাইতে পারে, সেই সত্য বিধৃত হইয়াছে উপনিষদ্গ্রন্থাদিতে। এই ধরাধাম বা মর্ত্যধাম স্বীকার করিয়া সেখানে স্বীকার করা হইয়াছে অমৃতলোককে। যদিও শেষ পর্যন্ত সেখানে মুখ্য স্থান বা অতি উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে পরম সত্যের উপলব্ধি। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, অপরদিকে ব্রাহ্মণ (যজ্ঞ-কর্মাদি), আরণ্যক প্রভৃতির অন্তে যাহা পাওয়া আমাদের চরম লক্ষ্য তাহা হইল সন্ন্যাস, অপরদিকে উপনিষদ অর্থাৎ পরম জ্ঞান যাহা অসমীমের ও অনন্তের সন্ধান দিয়া জীবকে করে অমৃত প্রদান। সেই পূর্ণের বা পরম সত্যের বৈশিষ্ট্য এইরূপ :

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্" ॥ (কেনোপনিষৎ)

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে" ॥
(কঠোপনিষৎ)

"ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা
সর্বমিদং বিভাতি"। (কঠোপনিষৎ)

অনেকের মতে, ঋগ্বেদের ২১টি শাখা, সামবেদের সহস্র শাখা, যজুর্বেদের ১০০টি শাখা এবং অথর্ববেদের ৯টি শাখা রহিয়াছে। এই বিষয়ে প্রচুর মতবৈষম্য রহিয়াছে।

প্রতি বেদের শাখাসংখ্যা

উপনিৎসমূহের রচনাকাল সম্পর্কেও অনেকে অনেক মতপ্রকাশ করেন। ম্যাকডোনেলের মতে খৃষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে উপনিষৎ রচিত হয়। ডঃ রাধাকৃষ্ণনের মতে খৃষ্টপূর্ব ১০০০ হইতে খৃষ্টপূর্ব ৪০০-৩০০ অব্দের মধ্যে উপনিষদগুলি বিরচিত হয়।

ভারতীয় জীবনে বেদ ও উপনিষদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত

প্রভাব

ভারতীয়েরা যা কিছু করিয়া থাকে এবং যে ভাবাদর্শের দ্বারা তাহারা তাহাদের জীবনকে পরিচালিত করে, তাহার মূলে দেখা যায় বেদ ও উপনিষদের প্রভাব।

॥ বেদাঙ্গ ॥

বেদাঙ্গ ছয়টি—শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। এই ছয়টি বিষয়

বেদাঙ্গের প্রকারভেদ

বেদের প্রধানতম অঙ্গ বা অপরিহার্য অবলম্বন হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকে; যেহেতু ইহারা বেদের অর্থবোধে সাহায্য করে এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সাহায্য করে। এই অঙ্গগুলি সূত্রাকারে লিখিত।

শিক্ষা নামক বেদাঙ্গে নির্ভুল উচ্চারণ সংক্রান্ত আলোচনা রহিয়াছে। স্বর-ব্যঞ্জন উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ ইহাতে বিদ্যমান। যে কয়েকটি শিক্ষার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে পাণিনীয় শিক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষা—সংজ্ঞা ও উদাহরণ

কল্প নামক বেদাঙ্গে যজ্ঞপ্রণালীর সুসংবদ্ধ-সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া ও বিধিসমূহ বিধৃত হইয়াছে। কল্পসূত্র তিন প্রকারের—শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র। যথার্থ শ্রুতি-বিহিত প্রাচীন যজ্ঞাদির সুষ্ঠু প্রণালী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে শ্রৌতসূত্রে। ব্রহ্মচর্যের সমাপ্তিতে গৃহীর জীবনে অবশ্যকর্তব্য ও অনুষ্ঠেয় যজ্ঞসমূহের প্রণালী যেখানে আলোচিত হইয়াছে, তাহাকেই বলা হয় গৃহ্যসূত্র। ধর্মসূত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে পারমার্থিক, রাজনৈতিক ও বর্ণাশ্রমধর্মের নিয়মাবলী, সামাজিক রীতি-নীতি, ব্যবহারিক আইন প্রভৃতি।

কল্প—সংজ্ঞা ও উদাহরণ

নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গে রহিয়াছে বৈদিক শব্দাবলীর বিশ্লেষণ এবং অর্থ। দুর্বোধ্য বৈদিক শব্দগুলির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ প্রদর্শনই হইল নিরুক্তের উদ্দেশ্য। প্রাচীন নিরুক্তকারগণের গ্রন্থসমূহ আজ প্রায় অবলুপ্ত। বর্তমানে কেবল যাস্কাচার্যের নিরুক্তই পরিদৃষ্ট হয়। প্রাচীন বৈদিক শব্দকোষ হিসাবে বিশ্রুত "নিঘণ্টু" গ্রন্থের ভাষ্য হইল যাস্কের নিরুক্ত।

নিরুক্ত—সংজ্ঞা ও উদাহরণ

ব্যাকরণ নামক বেদাঙ্গে সাধুশব্দাবলীর প্রয়োগবিধি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে। শব্দশাস্ত্রের সূক্ষ্মচর্চা ইহাতে হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়।

ব্যাকরণ—সংজ্ঞা

ব্রাহ্মণগুলির কোন-কোনটিতে বৈদিক ছন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, সামবেদের নিদানসূত্রে বৈদিক ছন্দের উল্লেখ দেখা যায়। পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্র এই বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ছন্দ—উদাহরণ

জ্যোতিষ নামক বেদাঙ্গ হইল কালবিজ্ঞান ও গণিতবিজ্ঞান শাস্ত্র। বেদাঙ্গ জ্যোতিষগ্রন্থাদির মধ্যে লগধমুনির ঋগ্বেদীয় বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ও শেষমুনির যজুর্বেদীয় বেদাঙ্গ জ্যোতিষ এখনও বিদ্যমান।

জ্যোতিষ—সংজ্ঞা ও উদাহরণ

প্রশ্নাবলী

1. **What are the Vedas? Give a brief account of the Vedas and Vedic literature. Why are the Vedangas so called?**
2. **What do you mean by the term 'Veda'? Discuss the characteristic features of the Vedas and the Vedangas. Can you point out the approximate date of composition of the Vedas and the Vedangas?**

দ্বিতীয় অধ্যায়
মহাকাব্য

॥ রামায়ণ ॥

রামায়ণ হইল আমাদের আদিকাব্য এবং রচয়িতা বাল্মীকি হইলেন আমাদের আদি কবি। বাল্মীকি যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন পৃথিবী তাহার শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। কবির নিকট সব কিছুই নূতন বলিয়া প্রতিভাত হইল। তিনিই প্রথম কবিচক্ষে সব কিছু দর্শন করিলেন এবং চেষ্টা করিলেন তাহার দৃষ্ট জাগতিক বস্তুগুলিকে কল্পনার তুলিকায় তাহার শিল্পচিত্রপটে ধরিয়া রাখিতে এবং শিল্পী হিসাবে তাহাদিগকে এমন একটি লাবণ্যময় সবজনমনোহর রূপ প্রদান করিতে যে রূপ পৃথিবীতে হই৷ থাকিবে শাশ্বত ও সনাতন। কবির চেষ্টা ফলবতী হইল যেদিন তিনি একজন ব্যাধের তীরে নিহত একটি পুরুষক্রৌঞ্চের জন্য বিলাপরত স্ত্রীক্রৌঞ্চের মর্মন্তুদ করুণ দৃশ্য দেখিয়া অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিলেন,

রামায়ণ মহাকাব্যের মূল সুর ও প্রধান তাৎপর্য

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥"

স্ত্রীক্রৌঞ্চের শোক দয়ার্দ্র কবি বাল্মীকির চিত্তকে স্পর্শ করিয়া কবির নিকট হইতে শ্লোক আকারে বাহির হইয়া আসিল এবং প্রোথিত করিল রামায়ণ মহাকাব্য নামক এক মহাকাব্যের ভিত্তিপ্রস্তর। মহাকবির মহাকাব্যের শুরু শোকে এবং শেষও শোকে। রামায়ণের সর্বত্রই (প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত) মর্মস্পর্শী করুণরসাত্মক শোকের ধ্বনি অনুরণিত। মহাকবি বাল্মীকি তাহার এই মহাকাব্যের মাধ্যমে জীবজগতের একটি শাশ্বত সত্যের প্রতিও অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়াছেন। তিনি এই সত্যটিই উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন যে, জীবজগতের সর্বত্রই এইরূপ শোকের ছায়া বিদ্যমান। জীবকে অতীব কষ্টের মাধ্যমে মাতৃগর্ভে প্রথমে কালাতিপাত করিতে হয় এবং অসহ্য যন্ত্রণা ও ব্যথার মধ্য দিয়া মাতৃগর্ভ হইতে পৃথিবীতে আসিতে হয়। পৃথিবী হইতে চির বিদায় লওয়ার সময়েও জীবকে অনেক ব্যথার ও দুঃখের সম্মুখীন হইতে হয়। মানবশিশু জন্মগ্রহণের সময় মাতাকে দেয় খুব যন্ত্রণা এবং নিজেও খুব ব্যথা-বেদনার মধ্য দিয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিতে পড়িয়াই ক্রন্দন করিয়া থাকে। মানবশিশুর জন্মলগ্নেই ক্রন্দন। তারপর পৃথিবীতে তাহাকে অনেক শোকের সম্মুখীন হইতে হয়। অতঃপর ইহলোক পরিত্যাগের সময় সে যেমন আত্মীয়স্বজনকে কাঁদায়, তেমনি নিজেও এই সংসারের মায়াবন্ধন ছিন্ন করিতে অনেক কষ্ট অনুভব করে, অনেক সময় অসহনীয় মৃত্যুযন্ত্রণা তাহাকে মর্মান্তিক শোকসাগরে করে নিমগ্ন। জীবজগতের সর্বত্রই এই ধরনের শোকের সুর জীবনের বীণার তারে ধ্বনিত হইতে সর্বদা শোনা যায়। আদিকবি বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণের মাধ্যমে এই পরম সত্যটি আমাদের নিকট অতি সুন্দরভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হইল অযোধ্যার রাজা দশরথের ধার্মিকপুত্র যুবরাজ রামচন্দ্রের উপাখ্যান। বিমাতা কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে পত্নী সীতা ও অনুজ যুবরাজ লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্রের নিজ রাজ্য হইতে চৌদ্দ বৎসরের জন্য নির্বাসন, লঙ্কাধিপতি রাবণ কর্তৃক সীতা অপহরণ, বানরপ্রতিভূ হনুমান কর্তৃক রামচন্দ্রকে সাহায্যপ্রদান, রাবণের পরাজয় ও মৃত্যু, সতীত্ব প্রমাণের জন্য সীতার অগ্নিপরীক্ষা এবং এই ধরনের বহু ঘটনা এই মহাকাব্যে বর্ণিত হইতে দেখা যায়।

মূল গল্প

এই মহাকাব্যের উৎসস্থল হিসাবে কেহ কেহ ঋগ্বেদের সংবাদ-মন্ত্রসমূহকে এবং কেহ কেহ গাথা নারাশংসীকে ধরিয়া থাকেন। বর্তমানে মহাকাব্যটিকে যে আকারে দেখা যায়, তাহার মোট শ্লোকসংখ্যা ২৪,০০০ এবং কাণ্ডসংখ্যা মোট সাতটি। এই সাতটি কাণ্ডের মধ্যে প্রথমটির কিছু অংশ ও শেষটি প্রক্ষিপ্ত অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে সংযোজিত। প্রথম ও শেষকাণ্ডে রামচন্দ্রকে সমগ্রজাতির পূজনীয় বীরত্বশালী স্বর্গরাজ্যের একজন দেব-নায়ক হিসাবে এবং দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ কাণ্ডে রামচন্দ্রকে পার্থিব জগতের একজন অসামান্য বীর হিসাবে প্রস্থাপিত করা হইয়াছে। প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডের ভাষা ও রচনাশৈলীর সহিত দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ কাণ্ডের ভাষা ও রচনাশৈলীর অনেক পার্থক্য দেখা যায়। দ্বিতীয় হইতে সপ্তম কাণ্ডে এমন অনেক অংশ আছে যেখানে প্রথম কাণ্ডের ঘটনাসমূহকে অস্বীকার করা হয়। প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডে বর্ণিত ঘটনাবলীর কোন ধারাবাহিকতা দেখা যায় না কিন্তু দ্বিতীয় হইতে সপ্তম কাণ্ডে বর্ণিত ঘটনাবলীর মধ্যে একটি সুসমঞ্জস ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম কাণ্ডের প্রথম ও তৃতীয় সর্গে দুইটি সূচীপত্র পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে প্রথম সূচীপত্রে প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডের কোন উল্লেখ নাই।

প্রক্ষিপ্ত অংশ

রামায়ণমহাকাব্যের সঠিক রচনাকাল নির্ণয় করা খুবই কঠিন। এইস্থলে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, বাল্মীকির রামায়ণের উপাখ্যানটি মহাভারতের বনপর্বে সংক্ষেপে বিবৃত। এইজন্য অনেকেই রামায়ণকে মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমান করেন ; তবে ইহা এখনও বিতর্কিত বিষয়। ডঃ ভিন্‌তারনিৎসের মতে, মহাভারত যদি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে বর্তমান রূপ ধারণ করে তাহা হইলে কমপক্ষে এক অথবা দুই শতক পূর্বে রামায়ণ সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল।

রচনাকাল

কেহ কেহ রামায়ণের উপাখ্যানের সহিত বৌদ্ধধর্মভিত্তিক জাতকের গল্পের (দশরথ জাতকের) সম্বন্ধ স্থাপন করেন। কেহ কেহ রামায়ণের উপর গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করেন এবং অনেকে আবার রামায়ণের উপাখ্যানের রূপকধর্মী ও পৌরাণিকধর্মী ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন।

রামায়ণ একটি জনপ্রিয় মহাকাব্য। ভারতীয় জনগণের জীবনে ইহার প্রভাব অপরিসীম। জাতিধর্মবর্ণবয়স-নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীই রামায়ণের উপাখ্যানে

সহিত পরিচিত। সমাজে এখনও বিভিন্ন স্তরে যে সকল গল্প ও প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশই রামায়ণ হইতে গৃহীত। রামরাজ্য পরিকল্পনা রামায়ণ হইতেই উদ্ভূত। ভারতবাসীর চোখে রামচন্দ্র একজন সর্বগুণোপেত আদর্শ নৃপতি, সীতা মহৎ ধর্মীয় দাম্পত্যপ্রেমের-বিশ্বাসের-ক্ষমাগুণের-সেবাধর্মের ও অতুলনীয় সহনশীলতার প্রধান প্রতীক, ভরত ও লক্ষ্মণ ভ্রাতৃভক্তির প্রতিমূর্তি, বিভীষণ একজন আদর্শ বান্ধব এবং হনুমান প্রভুভক্তির চরম নিদর্শন। ধর্মীয় আলোচনায় ও বক্তৃতায় এখনও রামায়ণ হইতে অনেক কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হয়। বিপদ হইতে ত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে এখনও সমাজের অনেক লোক রামনাম উচ্চারণ করিয়া থাকে। মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট অনেক সময় রামনাম উচ্চারণ করা হয় তাহার মুক্তির উদ্দেশ্যে। এখনও সমাজের অনেক জায়গায় রামনবমী উৎসব আড়ম্বরের সহিত পালন করা হয়, অনেক স্থলে বহুদিন যাবৎ রামলীলা হয়; রামযাত্রা হয়; রামায়ণ গান হয়। এমনকি, বিভিন্ন জায়গায় লোকসাহিত্যে ও কথাসাহিত্যেও রামায়ণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অশ্বঘোষ হইতে শুরু করিয়া ভট্টি-ভবভূতি পর্যন্ত বহু সংস্কৃত খ্যাতনামা লেখক রামায়ণের দ্বারা যে বিশেষভাবে প্রভাবিত, তাহা তাঁহাদের রচনা হইতেই প্রমাণিত হয়। বর্তমানের বহু বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যের লেখকেরাও রামায়ণ হইতে বহু ঘটনা লইয়া তাঁহাদের রচনাসমূহকে সমৃদ্ধিশালী কবিয়া তুলিতেছেন ইহা দেখা যায়। অন্যান্য সাহিত্যেও রামায়ণের প্রভাব বিদ্যমান। রামায়ণের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব সম্পর্কে বলিতে গিয়া স্বনামধন্য পণ্ডিত *V. Sitaramyya* বলেন, "*What is the special merit of this Ramayana ? It is its simplicity, its clarity, its nobility and its cleanliness ; it is its dignity, its kindliness and its vision of the great and the unselfish. Rama is lucky that Valmiki got hold of him, for it is Valmiki's poetry that has made him immortal as the exemplar of human worth of a kind which is dear to India.*

"*The Ramayana and the Mahabharata have become part and parcel of our culture and tradition and given us models of conduct as well as its warnings. The names of persons therein are still the names of our men and women and the Virtues of the heroes are still celebrated in our homes and institutions.*"

সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে ও সমাজে প্রভাব

॥ মহাভারত ॥

মহাকাব্য মহাভারতের রচয়িতা হইলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বা ব্যাস। মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন প্রথমে তাঁহার এই রচনার বিষয়বস্তুটি বৈশম্পায়নকে জানান এবং বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের সময় সম্পূর্ণ রচনাটি আবৃত্তি করেন। সেই আবৃত্তির সময়ে ঋষি লোমহর্ষণের পুত্র সূত উগ্রশ্রবা ইহা শ্রবণ করেন এবং নৈমিষারণ্যে যজ্ঞকালে মুনিগণের সভায় সূত উগ্রশ্রবা যে কাহিনীটি

মহাভারতের রচয়িতা

বর্ণনা করেন তাহাই হইল বর্তমান মহাভারত। সংক্ষিপ্ত কাহিনীর বর্ণনাকারী হইলেন উগ্রশ্রবা এবং মূল কাব্যে বক্তা হইলেন বৈশম্পায়ন।

একথা অনেকেই স্বীকার করেন যে, মহাভারত কোন এক বিশেষ সময়ে কোন এক বিশেষ ব্যক্তির রচনা বা সংকলন নহে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাহিনী-উপকাহিনী ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। এই মহাকাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু হইল ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র ও পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্রের মধ্যে আঠার দিন ব্যাপী মহাযুদ্ধ। এই মহাযুদ্ধের ফলে কৌরবকুল সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হইয়া যায় এবং পাণ্ডবদের প্রতিনিধিস্থানীয় যুধিষ্ঠিব হস্তিনাপুবের সার্বভৌম অধিপতি হন, পরে এই আসল ঘটনার সহিত সংযুক্ত হয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের কাহিনী-উপকাহিনী। বর্তমান আকারে মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা হইল শতসহস্র। ইহা আদি-সভা-বন-বিরাট-উদ্যোগ-ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-শল্য-সৌপ্তিক-স্ত্রী-শান্তি-অনুশাসন-আশ্বমেধিক-আশ্রম-বাসিক-মৌসল্য-মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণিক এই মোট আঠারটি পর্বে বিভক্ত।

চরিত্র ও গল্প

হরিবংশ মহাভারতের একটি প্রক্ষিপ্ত অংশ। ইহাকে মহাভারতের সম্পূরক বা খিল বলা হয়। ইহার বক্তা বৈশম্পায়ন। হরিবংশ (হরির বংশ-বৃত্তান্ত), বিষ্ণুপর্ব (কৃষ্ণ কাহিনী) ও ভবিষ্যপর্ব (পৌরাণিক উদ্ধৃতির সংকলন) এই তিনটি পর্ব লইয়া গঠিত হরিবংশ। অনেকে বলেন, ইহার শ্লোক সংখ্যা হইল ১৬,৩৭৪।

হরিবংশ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা মহাভারতের ভীষ্মপবের একটি অধ্যায়। গ্রন্থেব বিষয়বস্তু হইল বিষণ্ণ অর্জুনকে প্রশমিত করিয়া তাহাকে কর্তব্যকর্মে প্রেরিত করার উদ্দেশ্যে সমুপস্থাপিত ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশসমূহ। সামাজিক ব্যক্তিদিগের নিকট হিন্দুদর্শনের মতবাদসমূহকে সহজবোধগম্যরূপে উপস্থাপিত করাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাতে আঠারটি অধ্যায় রহিয়াছে—অর্জুন-বিষাদযোগ, সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মসন্ন্যাসযোগ, অভ্যাসযোগ, জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ, অক্ষর ব্রহ্মযোগ, রাজবিদ্যারাজ্যগুহ্যযোগ, বিভূতিযোগ, বিশ্বরূপদর্শনযোগ, ভক্তিযোগ, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগযোগ, গুণত্রয় বিভাগযোগ, পুরুষোত্তমযোগ, দৈবাসুরসম্পদ বিভাগযোগ, শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগ এবং মোক্ষযোগ। কেহ কেহ বলেন, খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভেই গীতা রচিত হইয়াছিল। আবার অনেকে বলেন, ইহা খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্তী কালের রচনা নহে।

ভগবদ্‌গীতা

গীতার রচনাকাল

বৈদিক সাহিত্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কোন উল্লেখ নাই। ব্রাহ্মণগুলিতে জনমেজয় ও ভরতের নাম পাওয়া যায়। অথর্ববেদে কুরুজনপদের রাজা হিসাবে পরীক্ষিতের নাম আছে। যজুর্বেদে কুরু ও পাঞ্চালদিগের নাম পাওয়া যায়। সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্রে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উল্লেখ আছে। কঠসংহিতায় ধৃতরাষ্ট্রের উল্লেখ আছে। অশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রে ভারত ও মহাভারতের নাম আছে। পাণিনি যুধিষ্ঠির-ভীম-বিদুর শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় এবং

মহাভারতের রচনাকাল

মহাভারত সমাসের স্বরসঙ্গতি নির্ণয় করিয়াছেন। পতঞ্জলিই প্রথম কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেন। সাধারণভাবে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে মহাভারত রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকেই মনে করেন।

রামায়ণ এবং মহাভারতের মধ্যে বামায়ণকেই অনেকে রচনার দিক হইতে প্রাচীনতব বলিয়া মনে করেন। মহাভারতের বনপর্বে রামায়ণের উপাখ্যানের উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু রামায়ণে মহাভারতের কোন উল্লেখ নাই। মহাভারতে সহমরণের উল্লেখ আছে, কিন্তু রামাণে তাহা নাই। মহাভারতে মহানগরী পাটলীপুত্রেব উল্লেখ আছে, কিন্তু বামায়ণে তাহা নাই। রামায়ণের যুগে আর্যেরা যতখানি জায়গা দখল করিয়াছিল, মহাভারতের যুগে তাহারা সে অপেক্ষা অনেক বেশী আয়তনেব জায়গা দখল করিয়াছিল। এই সকল তথ্য হইতে অনেকে মনে করেন যে, মহাভাবত অপেক্ষা রামায়ণ প্রাচীনতর। আবার কেহ কেহ এই মত অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে মহাভারতে প্রাচীন কাব্যেব বৈশিষ্ট্যেব ছাপ দেখা যায়, কিন্তু রামায়ণে মহাকাব্যেব বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। রামায়ণ একটি অলংকৃত কাব্য। এইখানে বিষয়বস্তু অপেক্ষা বচনাশৈলীর উপব অধিক গুরুত্ব আবোপ করা হয়, কিন্তু মহাভারতে ইহা দেখা যায় না। মহাভারতে "ভীষ্ম বলিলেন" "সঞ্জয় বলিলেন" প্রভৃতি ধরনের ভাষা প্রাচীন চারণ-কাব্যের ভাষার কথা মনে করাইয়া দেয়, কিন্তু রামায়ণে এই ধরনের ভাষার নমুনা পাওয়া যায় না। মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণের প্রকাশরীতি অনেক স্পষ্ট ও সুসমঞ্জস এবং পরিমার্জিত। মহাভারতে একটি যুদ্ধকালীন যুগের কাহিনী বিধৃত এবং রামায়ণে একটি সভ্য যুগের কাহিনী পরিবেশিত। এই সকল তথ্য হইতে অনেকে মনে করেন, রামায়ণ অপেক্ষা মহভারত অধিকতর প্রাচীন।

দুইটি মহাকাব্যের মধ্যে কোনটি অপেক্ষাকৃত পূর্বে রচিত

পরিশেষে এই কথাই বলা চলে যে, ভারতের সমাজ-জীবনে রামায়ণের ন্যায় মহাভারতেরও যথেষ্ট প্রভাব আজও বিদ্যমান। এই দুই কাব্যের বা মহাকাব্যের ভাবাদর্শের দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষ বিশেষভাবে প্রভাবিত। এই দুই মহাকাব্যই হইল ভারতের কৃষ্টির ও সংস্কৃতির প্রধান ধারক ও বাহক। ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্যকে পুংখানুপুংখরূপে জানিতে হইলে এই দুই মহাকাব্যের অনুশীলন অপরিহার্য। পণ্ডিতপ্রবর *V. Raghavan*-এর ভাষায় বলা যায়, *"The Ramayana and the Mahabharata may be said to be the two feet, so to say, on which Hindu culture stands. To call them merely epics or to compare them with the epics of the west does not do justice to the nature and extent of their influence on the mind and life of the people of this country down to this day. Their powerful influence is something unique, for one of the marvellous facts of history is the sway that they gained over the peoples of South-East Asian countries where Indian culture spread through*

সমাজ ও সংস্কৃতিতে মহাভারতের প্রভাব

these epics. In India itself, their stories, sung and expounded to the masses by generations of bards and story-tellers and by parents to their children, have enthralled the heart for three thousand years. Transcending the pure heroes epic character, they took on a religious and spiritual role. In a manner which leaves Homer, Virgil and Milton far behind, the Indian epics have nourished and sustained and have remained the mainstay of Indian culture down to this day. Men and women have taken their names after the characters of these epics ; characters who have served as the exemplars of virtue—Rama and Dharmaputra—continue to shine as beacon-lights of truth, rightcousness and benevolence ; Lakshman of sevice ; Aryuna of chivalry ; Karna a byword of liberality ; Bhisma and Vidura synonyms of wisdom and Sita and Sabitri the embodiments of chastity and wifely devotion."

॥ মহাকাব্য ॥

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে, লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় মহাকাব্যের লক্ষণগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় – প্রযোজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়। প্রয়োজনীয় লক্ষণগুলি এইরূপ—

মহাকাব্যের লক্ষণ

মহাকাব্যের বিষয়বস্তু কল্পনা-ভিত্তিক হইবে না, ইহা হইবে ইতিহাস-ভিত্তিক। মহাকাব্যের নায়ককে হইতে হইবে উচ্চবংশজাত ও গুণশালী ব্যক্তি এবং মহাকাব্যের মধ্যে থাকিবে বিবিধ রস ও ভাব-বৈচিত্র্যের অবতারণা।

অপ্রয়োজনীয় লক্ষণগুলি এইরূপ—মহাকাব্য শুরু হইবে আশীর্বাদ বা অভিবাদন সহযোগে। বিভাগের নাম হইবে সর্গ। সর্গের সংখ্যা ত্রিশের অধিক এবং আটের কম হইবে না। প্রতি সর্গের শ্লোকের সংখ্যা দুইশতের অধিক এবং ত্রিশের কম হইবে না ইত্যাদি। সাহিত্যদর্পণে বলা হইয়াছে—

"স্বর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ ॥
সদ্বংশঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্ত গুণান্বিতঃ।
একবংশ ভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা ॥
শৃঙ্গারবীরশান্তানামেকোঽঙ্গী রস ইষ্যতে।

... .

সন্ধ্যা সূর্যেন্দু রজনী প্রদোষ ধ্বান্তবাসরাঃ।
প্রাতর্মধ্যাহ্নমৃগয়াশৈলর্তু বনসাগরাঃ ॥
সম্ভোগ বিপ্রলম্ভৌ চ মুনি স্বর্গ পুরাধ্বরাঃ।
রণ প্রয়াণোপযম মন্ত্রপুত্রোদয়াদয়ঃ ॥

বর্ণনীয়া যথাযোগং সাঙ্গোপাঙ্গা অমী ইহ।
কবের্বৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা।
নাসাস্য স্বর্গোপাদেয়কথয়া সর্গনাম তু॥"

॥ মহাকাব্যের বিকাশ ॥

অশ্বঘোষ ও তাঁর রচনাসমূহ

অশ্বঘোষ সংস্কৃত সাহিত্যজগতে একজন উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ লেখক। রাজা কণিষ্কের সভায় একজন বিখ্যাত সভাকবি ছিলেন এই অশ্বঘোষ। কণিষ্ক ৭৮ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব, ইহা সহজেই বলা যায় যে, অশ্বঘোষের আবির্ভাবকাল হইল খৃষ্টীয় প্রথম শতক।

অশ্বঘোষের রচনাসমূহের মধ্যে বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হইল বুদ্ধচরিত। ইহা বুদ্ধের জীবনী-কাব্য। ইহাতে ১৮টি সর্গ ছিল; কিন্তু সংস্কৃতে যে গ্রন্থটি পাওয়া যায় তাহাতে সর্গের সংখ্যা হইল ১৭টি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বুদ্ধচরিতের যে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন, তাহাতে মাত্র ১৪টি সর্গের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাওয়া যায়।

বুদ্ধচরিত

কবির এই কাব্যটি একটি মহৎ ও সূক্ষ্ম সৃষ্টি। কাব্যের মধ্যে কবির অলংকারাদি প্রয়োগে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিভাবে রাজকুমারের মনে সাংসারিক ভোগৈশ্বর্যের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগিল, কিভাবে গৃহসমূহের বাতায়নে দণ্ডায়মানা অসংবৃত বসন-ভূষণে সুন্দরী রমণীদের এবং নিদ্রাভিভূত রমণীয় রমণীদের নিরাবরণ দেহ দেখিতে দেখিতে রাজকুমার বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে রাজধানী ত্যাগ করিয়া মুক্তি-সাধনার পথে অগ্রসর হইতেছেন ও কিভাবে রাজকুমার সারথির সহিত কথোপকথনের অবকাশে তাঁহার জাগতিক সুখের প্রতি ঔদাসীন্যের কারণাবলী ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহা কবি অশ্বঘোষের মহৎ বর্ণনা-শক্তি-সম্পন্ন তুলিকার স্পর্শে অনুপম-রমণীয় ও মাধুর্যমণ্ডিত হইয়াছে। কবির রচনাশৈলী, র্ণনাশক্তি, কাব্যপ্রতিভা এবং সৌন্দর্যবোধ সত্যই প্রশংসার অপেক্ষা রাখে।

সৌন্দরানন্দ

সৌন্দরনন্দের প্রধান উপজীব্য হইল নায়িকা সুন্দরী ও নায়ক নন্দের পারস্পরিক প্রেম। নন্দ বুদ্ধদেবের সম্পর্কে ভাই। তিনি নন্দকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। এই মহাকাব্যে বুদ্ধদেবের জীবনী সম্পর্কেও বশ কিছু আলোচনা রহিয়াছে। এই গ্রন্থের সর্গসংখ্যা হইল মোট ১৮। এই হাকাব্যটি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং তনিই ইহা সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

কালিদাস ও তাঁর আবির্ভাবকাল

(মহাকাব্য-রচয়িতা কবিদের মধ্যে মহাকবি কালিদাস অন্যতম। শোনা যায়, তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় ৩৮০-৪১৫ অব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার কাব্য-প্রতিভা বিশেষভাবে বিকাশলাভ করিয়াছিল প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে খৃষ্টীয়

৪১৫-৪৫৫ অব্দে এবং স্কন্দগুপ্তের শাসন-ব্যবস্থাও (খৃষ্টীয় ৪৫৫-৪৬৭ অব্দ) তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

মহাকবির কুমারসম্ভব ১৭টি সর্গে লিখিত একটি মহাকাব্য। ইহার মধ্যে প্রথম ৮টি সর্গকে খাঁটি বলিয়া অনুমান করা হয়। শিব ও উমার বিবাহ, কুমার কার্তিকেয়ের জন্ম এবং কার্তিকেয়ের দ্বারা অসুর তারকের পরাজয় প্রভৃতি হইল এই মহাকাব্যটির প্রধান বিষয়বস্তু। তপস্যারত উমার নিকট তরুণ তাপসের আগমন এবং সেই তাপসের দ্বারা মহাদেবের নিন্দা, তৎপরে উমার তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা এবং পরে তাপসের আত্মপ্রকাশ প্রভৃতি ঘটনাবলী মহাকবির সূক্ষ্ম রসবোধের ও মধুর সুদূরপ্রসারী কল্পনাশক্তির পরিচয় প্রদান করে। তৃতীয় সর্গে শিবের প্রলোভন-বর্ণনায় এবং চতুর্থ সর্গে মৃত স্বামী মদনের জন্য বিলাপরত রতির করুণ দৃশ্য-বর্ণনায় মহাকবির কবিপ্রতিভার উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, মহাকবি রামায়ণের আদর্শে তাঁহার কুমারসম্ভব মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

কুমারসম্ভব

মহাকবির রঘুবংশ নামক মহাকাব্য ১৯টি সর্গে বিরচিত। ইহার ঘটনাবলী রামায়ণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহার বিষয়বস্তু হইল ইক্ষ্বাকুবংশের রাজাদের ও বিশেষ করিয়া রামচন্দ্রের জীবন-বৃত্তান্ত। এই মহাকাব্যটি একটি উচ্চ শিল্পগুণসম্পন্ন রচনা। ইহা কবির পরিণত বয়সের লেখা বলিয়া অনুমান করা হয়। রাম-সীতার জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বন্দ্বমিশ্রিত চিত্রগুলির বর্ণনার মাধ্যমে কবির উচ্চমানসম্পন্ন চমৎকারিত্বপূর্ণ প্রশংসনীয় কাব্য-প্রতিভার পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। এই মহাকাব্যের প্রতিটি সর্গের চিত্তজয়ী সুষমামণ্ডিত চিত্রসমূহ কঠোর সমালোচকেরও অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। কবি এই মহাকাব্যের মধ্য দিয়া দেখাইয়াছেন যে, মানুষ—মর্ত্যের জীব, কত উচ্চ, কত অনুপম, কত সুন্দর ও কত প্রশস্তহৃদয় হইতে পারে, সংসারের সকল সুখ জলাঞ্জলি দিয়া কি প্রকার দৃঢ়-চিত্তে কর্তব্যের সেবা করিতে পারে এবং কর্তব্যের চরণে আত্মবলি দিতে পারে। মানব-হৃদয়ের বল যে কত অসীম, কত অপরাজেয় ও কত দুরধিগম্য তাহা মহাকবি অতি নৈপুণ্যের সহিত দেখাইয়াছেন। এক কথায়, পৃথিবীতে যাহা কিছু মধুর, মনোহর, সুন্দর, নির্মল, পবিত্র, আদর্শময়, দেবত্বময় সেই সকল—মহাকবি তাঁহার রঘুবংশ মহাকাব্যে সুন্দরভাবে অঙ্কন করিয়াছেন।

রঘুবংশ

কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্যের রচয়িতা ভারবির নাম দ্বিতীয় পুলকেশীর বিখ্যাত আইহোল্ শিলালিপিতে পাওয়া যায়—

"যেনা যোজী নবেংশ্ম স্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম।
স বিজয়তাং রবিকীর্তিঃ কবিতাশ্রিত কালিদাস ভারবিকীর্তিঃ॥"

ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে, ভারবি খৃষ্টীয় ৬৩৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেকের মতে, তিনি ৬৩৪-এর কিছু পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিরাতার্জুনীয়ের বিষয়বস্তু মহাভারত হইতে সংগৃহীত। মহাদেবের নিকট হইতে অর্জুন কিভাবে

পাশুপত মহাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই এই মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাকাব্যে ১৯টি সর্গ আছে। কাব্যজগতে সিদ্ধহস্ত সুপ্রসিদ্ধ কবি ভারবির অনুপমরসসিক্ত ভাবালঙ্কারপূর্ণ গুণপ্রৌঢ় সরস শ্লোকগুলি সহৃদয় পাঠক-সমাজকে সহজেই আকৃষ্ট করিয়া থাকে। ভারবির মহাকাব্য কিরাতার্জুনীয়ে সুগভীর অর্থপূর্ণ বাক্য, প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ, ভাবগাম্ভীর্য, অর্থের সুগভীরত্ব, ব্যাকরণনৈপুণ্য, অলঙ্কারবিন্যাস, বিতর্কপটুতা প্রভৃতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ভারবি ও তাঁর আবির্ভাব-সময়

ভট্টিকাব্য বা রাবণবধ মহাকাব্যের রচয়িতা ভট্টি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষে বা সপ্তম শতকের প্রথম দিকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। রাবণবধ মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হইল রামচন্দ্রের জন্ম হইতে রাবণের মৃত্যু পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ে রামচন্দ্রের জীবন-ইতিহাস বর্ণনা। এই মহাকাব্যটি ২২টি সর্গে বিরচিত। মহাকাব্যটি চারিটি অংশে বিভক্ত—প্রকীর্ণকাণ্ড, প্রসন্নকাণ্ড, অলংকারকাণ্ড ও তিঙন্তকাণ্ড। ভট্টি এই মহাকাব্যের মাধ্যমে ব্যাকরণের নিয়মাবলী পর্যালোচনা করিয়াছেন। রচনাটিকে সত্যই ব্যাকরণাত্মক রচনা বলা চলে। এই মহাকাব্যের দ্বিতীয় ও দ্বাদশ সর্গে ভট্টির কাব্যপ্রতিভা ও শিল্পচাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভট্টিকাব্য

জানকীহরণ মহাকাব্যটি কবি কুমারদাসের একটি বিখ্যাত রচনা। কবি কুমারদাস খৃষ্টীয় ৫০০ হইতে ৮০০ অব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। মহাকাব্যটি পঁচিশটি সর্গে লিখিত। ইহার বিষয়বস্তু রামায়ণ হইতে সংগৃহীত।

কুমারদাসের জানকী হরণ

মাঘ একজন সুবিখ্যাত কবি। তিনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের কবি ছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। তাঁহার রচিত শিশুপালবধ একটি মহাকাব্য। ইহা কুড়িটি সর্গে রচিত। ইহার বিষয়সামগ্রী মহাভারত হইতে গৃহীত। তাঁহার অলোকসামান্য কল্পনাশক্তির জন্য অনেকেই তাঁহাকে ঘণ্টা মাঘ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়ের মধ্যবর্তী দণ্ডায়মান এক সু-উচ্চ পর্বতকে কবি মাঘ দুইটি ঘণ্টাযুক্ত একটি হস্তীর সহিত তুলনা করিয়াছেন (সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় হইল ঘণ্টাদ্বয় এবং পর্বত হইল হস্তী)। মাঘের বিপুল বর্ণনাসম্পত্তি, উৎপ্রেক্ষাশক্তি, রমণীয় মধুর অনুরাগ বর্ণনা, বাক্যের স্পষ্টতা—মধুরতা—ঊর্জস্বলতা, ব্যাকরণ-নৈপুণ্য, অলংকারবহুল বর্ণনা, সংগীত মাধুর্য, নবনবশব্দপ্রয়োগ-প্রবণতা প্রভৃতি সত্যই সপ্রশংস-স্মরণযোগ্য। অনেকের মতে, তাঁহার কাব্যগুণসমৃদ্ধ লেখনী ভারবির কাব্যপ্রতিভা সমুজ্জ্বল লেখনীকেও বিশেষ গুণাবলীর দ্বারা অতিক্রম করিয়াছিল—

মাঘ ও তাঁর রচনা শিশুপাল বধ

“তাবদ্ভা ভারবের্ভাতি যাবন্মাঘস্য নোদয়ঃ।
উদিতে তু মাঘেপুনর্ভারবের্ভা রবেরিব॥”

পণ্ডিতগণের মতে মহাকবি কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থগৌরব ও নৈষধের পদলালিত্য এই তিনটি গুণই মাঘের মধ্যে বিদ্যমান ছিল—

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্য' মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ॥"

কবি শ্রীহর্ষের মহাকাব্য নৈষধচরিত খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষের দিকের রচনা বলিয়া অনেকের ধারণা। মহাকাব্যটি বাইশটি সর্গে লিখিত। ইহার বিষয়বস্তু মহাভারত হইতে সংগৃহীত। নল ও দময়ন্তীর সুমনোহর কাহিনী ইহার প্রধান উপজীব্য। ইহাতে মাঝে মাঝে অতিরঞ্জিত বিবৃতি থাকিলেও মোটের উপর এই মহাকাব্যটি কাব্যগুণে অলংকৃত এবং ইহার রচনাশৈলী ও বর্ণনা-নৈপুণ্য সহজেই সহৃদয় সামাজিকের হৃদয়কে অনুরঞ্জিত করে।

শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত

এই মহাকাব্য পাঠের দ্বারা ইহা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, কবি শ্রীহর্ষ ভারতীয় দর্শনসমূহে, অলংকার-প্রয়োগে, ব্যাকরণ-শাস্ত্রে ও শব্দের তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ-প্রদর্শনে ছিলেন অতিশয় সুদক্ষ। তাঁহার অনির্বচনীয় কাব্যগুণ-গৌরবে বিভূষিত রচনারীতি সত্যই সবল, সরস, বর্ণনানুকূলগামী ও প্রবাহশালী। তাঁহার রসমাধুর্যপূর্ণ অনুপ্রাসবহুল শব্দপ্রয়োগ ও পদলালিত্য পাঠক-সমাজের হৃদয়ে আনিয়া দেয় অপরিসীম-অবর্ণনীয় আনন্দ।

প্রশ্নাবলী

1. What is the Mahabharata? How and when did this gigantic work originate?
2. Give a critcal estimate of Valmiki's Ramayana? How has it influenced the later Sanskrit literature of India?
3. What are the central themes of the Ramayana? Of the two great epics the Ramayana and the Mahabharata which is earlier and why?
4. What are the main characteristic features of the court-epics?
5. Indicate the place and important role of the poets like Aswaghosa, Kalidasa, Bhavabhuti, Bharavi, Bhatti and Sriharsa in the field of Sanskrit Court-epics.

তৃতীয় অধ্যায়

নাটক

সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষ পরিচিত প্রাচীনতম গ্রন্থ হইল ভরতের নাট্যশাস্ত্র। নাটকের ইতিহাসে এই গ্রন্থটির গুরুত্ব অনেক বেশী। পণ্ডিতপ্রবর V. Raghavan-এর ভাষায় বলা যায়, "*Bharata's Natyasastra, more full than Aristotle's Poetics, is an important work of Indian culture. From it we learn everything about the composition, production and enjoyment of ancient Indian drama, besides a wealth of details about ancient Indian culture. Legends of drama, types of drama, dress, stage, equipment, production and music, everything is dealt with here.*" এই গ্রন্থের এক কাহিনী হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মা আবৃত্তির জন্য ঋগ্বেদ হইতে কিয়দংশ, সামবেদ হইতে সংগীত, যজুর্বেদ হইতে অঙ্গভঙ্গী এবং অথর্ববেদ হইতে ভাবাবেগ গ্রহণ করিয়া নাটক সৃষ্টি করেন। শিব ও পার্বতীর নিকট হইতে লওয়া হয় তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্য এবং বিষ্ণুর নিকট হইতে লওয়া হয় রীতি। ইন্দ্রধ্বজ উৎসবে প্রথম নাটক অভিনীত হয় এবং অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন ভরতের পুত্র, শিষ্যগণ ও গন্ধর্ব এবং অপ্সরোনিচয়। "অমৃতমন্থন" ও "ত্রিপুরদাহ" নামক "ব্রহ্মা" কর্তৃক লিখিত দুইখানি নাটক প্রথম অভিনীত হয়। অধ্যাপক উইণ্ডিশের মতে সংস্কৃত নাটক গ্রীক নাটক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, কেহ কেহ বসন্তকালীন উৎসব-অনুষ্ঠানাদি হইতে সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, কেহ কেহ আবার পূর্বপুরুষগণের পূজা হইতে এবং কেহ কেহ বিষ্ণুপূজা, কৃষ্ণপূজা, শিবপূজা ও রামপূজা হইতে সংস্কৃত নাটক সমুদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। অধ্যাপক পিশেলের মতে পুতুলনাচ হইতে সংস্কৃত নাটকেব উদ্ভব।

সংস্কৃত নাটকের উৎস-ইতিহাস

অনেক পণ্ডিতের মতে ঋগ্বেদের সংবাদসূক্তসমূহ সংস্কৃত নাটকের উৎসস্থল। এই গাথাস্তোত্রগুলির মধ্যে নাট্যধর্মিতা যথেষ্টভাবে লক্ষণীয়।

সংস্কৃত নাটকে সাধারণভাবে রসাভিব্যক্তিকে, ভাবাবেগকে ও আবেগপ্রবণতাকে বেশী গুরুত্ব প্রদান করা হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, সংস্কৃত নাট্যকারগণ কাব্যগুণ-সম্পন্ন রসমাধুর্যপূর্ণ বিষয়কে নাট্যরূপ-প্রদানে প্রয়াসী। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, নাটকীয় গতি, সক্রিয়তা, ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতি সম্পর্কেও সংস্কৃত নাট্যকারগণ সজাগ। সংস্কৃত নাটকে পাঁচটি সন্ধি অবশ্যই থাকিতে হইবে—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও নির্বহন। সংস্কৃত নাট্যকারদের মতে, নাটকের কাহিনী ক্রমপর্যায়ে সুসংবদ্ধভাবে বিকাশলাভ করিবে, রসপ্রবাহ সর্বত্র অব্যাহত থাকিবে এবং রস ও নাটকের কাহিনীর মধ্যে একটি ত্রুটিমুক্ত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সংস্থাপিত হইবে এবং নয়টি রসের মধ্যে যে-কোন একটি রস নাটকে প্রাধান্য

বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলী

লাভ করিবে ও গুরুত্বানুসারে অন্যান্য রসও তাহার সহিত থাকিবে। প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকারেরা শৃঙ্গার, বীর ও শান্ত রসকেই বেশী গুরুত্ব দিয়া থাকেন। এক কথায় বলা চলে, সংস্কৃত নাটকের প্রধানতম উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি ও সুমধুর আনন্দময় মিলন প্রদর্শন।

সাধারণতঃ সংস্কৃত নাটক দুই প্রকার—মুখ্য (রূপক) এবং গৌণ (উপরূপক)। মুখ্য (রূপক)—নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথি, ও প্রহসন। গৌণ (উপরূপক)—নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যবাসিক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পিক, বিলাসিকা, দুর্মল্লিকা, প্রকরণী, হল্লীশ এবং ভাণিকা।

নাটকের শ্রেণীবিভাগ

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদেব মতে অভিনয় হইল অবস্থার অনুকরণ এবং ইহা আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক এই চাব প্রকাব।

অভিনযের সংজ্ঞা ও প্রকার

"ভবেদভিনয়োঽবস্থানুকাবঃ স চতুর্বিধঃ।
আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈবমাহার্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা॥
নাটকমথ প্রকরণং ভাণব্যায়োগ সমবকার ডিমাঃ।
ঈহামৃগাংকবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকাণি দশ॥
নাটিকা ত্রোটকং গোষ্ঠী সট্টকং নাট্যরাসকম্।
প্রস্থানোল্লাপ্যকাব্যানি প্রেঙ্খণং বাসকং তথা॥
স'লাপক' শ্রীগদিতং শিল্পিকং চ বিলাসিকা।
দুর্মল্লিকা প্রকবণী হল্লীশো ভাণিকেতি চ॥"

বৈয়াকবণ মহামুনি পাণিনি তাঁহাব অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে নটসূত্রেব উল্লেখ করিয়াছেন এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে "কুশীলব" কথাটি পাওয়া যায়। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে কয়েকটি নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণে নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায। হবিব'শে কৃষ্ণেব বংশধবদেব দ্বারা অভিনীত একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহা হইলে আমবা একথা সহজেই বলিতে পারি যে, ভারতবর্ষে নাটকেব প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম হইতে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকেব মধ্যে।

উদ্ভব-সময়

॥ সংস্কৃত নাটকের ক্রমবিকাশ ॥

ভাসের নাম প্রথমেই উল্লেখ্য। সংস্কৃত নাটকের ইতিহাসে ১৯১২ সালে মহামহোপাধ্যায় গণপতিশাস্ত্রী ভাসের তেরখানি নাটক প্রকাশ করেন এবং তাঁর মতে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অথবা তাহার কিছু পূর্বে নাট্যকার ভাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে ভাস খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের লোক। ভাসের নাটকগুলি নাট্যগুণসম্পন্ন এবং উচ্চমানের রচনা।

ভাস ও তাঁর নাট্যাবলী

তাঁহার রচিত প্রতিমা নাটক সাত অঙ্কে লিখিত। ইহার বিষয়বস্তু হইল দশরথের মৃত্যুর পর হইতে লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় রামের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সকল ঘটনার বর্ণনা। তাঁহার ছয় অঙ্কে রচিত অভিষেক নাটক সুগ্রীবের অভিষেক হইতে সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও রামচন্দ্রের অভিষেক পর্যন্ত সকল কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া লিখিত। এই দুইখানি নাটক রামায়ণভিত্তিক।

প্রতিমা নাটক

তাঁহার "মধ্যমব্যায়োগ" একটি এক অঙ্কের নাটক (ব্যায়োগ)। ভীমের সহিত হিডিম্বার প্রণয় হইল ইহার বিষয়বস্তু। "পঞ্চরাত্র" তিন অঙ্কের নাটক (সমবকার)। দুর্যোধনের জন্য দ্রোণ কিভাবে এক যজ্ঞেব দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং দক্ষিণাস্বরূপ পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজত্ব দান দাবি করেন এবং পাচরাত্রির মধ্যে ছদ্মবেশধারী পাণ্ডবদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, এই সতে দুর্যোধন কিভাবে সম্মত হন তাহাই হইল পঞ্চরাত্র নাটকেব বিষয়বস্তু। "দূতকাব্য" এক অঙ্কের নাটক (ব্যায়োগ)। ইহার বিষয়বস্তু হইল কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে সন্ধি-ঘটানোর জন্য দূতরূপে শ্রীকৃষ্ণের আত্মপ্রকাশ। "বালচরিত" পাচ অঙ্কেব নাটক। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনের ঘটনাবলী বর্ণিত। "দূতঘটোৎকচ" এক অঙ্কের নাটক (ব্যায়োগ)। অভিমন্যুর মৃত্যুর কারণ কৌরবদের শাস্তিদানের নিমিত্ত অর্জুন প্রস্তুত হইতেছেন—এই বার্তা লইয়া কৌরবদের নিকট ঘটোৎকচের গমন-বিষয়ক বর্ণনাই হইল এই নাটকের বিষয়বস্তু। "উরুভঙ্গ" এক অঙ্কের নাটক (অঙ্ক)। ভীম কর্তৃক দুর্যোধনের উরুভঙ্গ হইল ইহার মূল কাহিনী। ইন্দ্র কর্তৃক কর্ণের কবচকুণ্ডল অপহরণের কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া রচিত "কর্ণভার" নামক এক অঙ্কের নাটক (ব্যায়োগ)। ভাসের এই নাটকগুলি মহাভারতের ঘটনাবলীর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত।

মধ্যমব্যায়োগ, পঞ্চরাত্র, দূতকাব্য, বালচরিত, দূতঘটোৎকচ, উরুভঙ্গ কর্ণভার

"স্বপ্নবাসবদত্তা" নাটকটি পাচ অঙ্কে লিখিত। বৎসরাজ উদয়ন এবং রাজা দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতীর বিবাহ, উদয়নের মন্ত্রী যোগন্ধরায়ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করিবার জন্য প্রচার করিলেন যে, উদয়নের প্রাক্তন মহিষী বাসবদত্তা অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন, আসলে যোগন্ধরায়ণ বাসবদত্তার সঠিক পরিচয় গোপন করিয়া তাহাকে পদ্মাবতীর নিকট রাখিয়া দিয়াছিলেন—ইহাই হইল এই নাটকের মূল কাহিনী। এই নাটকটিতে পদ্মাবতী ও বাসবদত্তার চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। নাটকটির মধ্যে একটি সুষ্ঠু গতি আছে, চরিত্রগুলি খুবই পরিশীলিত, ভাবোদ্দীপকতা ও আবেগপ্রবণতা ইহার মধ্যে বিদ্যমান এবং ঘটনাসমূহ সুশৃঙ্খলভাবে সুসংবদ্ধ এবং দর্শক ও পাঠকের নিকট চিত্তাকর্ষক। "অবিমারক" নাটকটি ছয় অঙ্কে রচিত। অবিমারকের সহিত রাজকুমারী কুরঙ্গীর প্রণয় এবং সার্থক মিলনই হইল এই নাটকটির মূল কাহিনী।

স্বপ্নবাসব দত্তা

চার অঙ্কে বিরচিত "চারুদত্ত" নামক নাটকটির (প্রকরণ) বিষয়বস্তু হইল ব্রাহ্মণ চারুদত্ত এবং নটী বসন্তসেনার প্রণয়-কাহিনী। "প্রতিজ্ঞাযোগন্ধরায়ণ" নাটকটি চার অঙ্কে লিখিত। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যৌগন্ধরায়ণের উজ্জয়িনীতে আগমন এবং

শিকারের সময়ে বন্দী উদয়নের সহিত বাসবদত্তার পলায়নের ব্যবস্থাপনার কথা।
—নাট্যকার ভাসের এই নাটকগুলির উপাদানসামগ্রী বৃহৎ-কথা হইতে সংগৃহীত।

মৃচ্ছকটিক (প্রকরণ) নাটকের রচয়িতা শূদ্রক, অনেকের মতে, খৃষ্টপূর্ব প্রথম বা খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের নাট্যকার। কেহ কেহ আবার তাঁহাকে দ্বিতীয় শতকের, অনেক সময় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের নাট্যকার বলিয়া ঘোষণা করেন। আদৌ শূদ্রক এই নাটকটির রচয়িতা কি-না সেই বিষয়েও অনেক মতবৈষম্য দেখা যায়। অনেকে মৃচ্ছকটিকের রচনাকার হিসাবে দণ্ডীকে, কেহ-বা ভাসকে উল্লেখ করেন। নাটকটি দশটি অঙ্কে বিরচিত এবং চারুদত্ত ও বসন্তসেনার প্রণয়কাহিনী হইল ইহার প্রধান বর্ণনার বিষয়। ইহা সামাজিক নাটক। নাটকটি অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। চোর, দুর্বৃত্ত, ভিক্ষুক, কোটাল, ব্রাহ্মণ, নিষ্কর্মা, জুয়াড়ী, বারবনিতা প্রভৃতি চরিত্রগুলি নাট্যকারের হাতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সাধারণ সমাজে যে সকল ঘটনা অহোরহঃ আমাদের চোখে পড়িয়া থাকে, সেই সকল সত্যকারের বাস্তব ঘটনাগুলিকে লইয়া নাট্যকার তাহাদিগকে নাট্যগুণে সমৃদ্ধ করিয়া কৌতুক রসের মাধ্যমে পাঠক ও দর্শকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। নাটকের প্রাণবন্ত দৃশ্যগুলি দেখিলেই মনে হয়, সত্যই নাটকটি একটি জীবন্ত সমাজের সাক্ষাৎ প্রতিবিম্ব। নাটকটির নাটকীয় বৈশিষ্ট্যাদি ইহাকে প্রাচীনকালের রচনা বলিয়া প্রমাণ করে।

নাট্যকার শূদ্রক ও তাঁর বিখ্যাত রচনা মৃচ্ছকটিক

॥ মহাকবি কালিদাসের নাটকসমূহ ॥

(সংস্কৃত নাট্যকারদের মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে পরিগণিত। তাঁহার রচনাশৈলী উচ্চমানের এবং হৃদয়াবেগপূর্ণ। তাঁহার নাটকগুলিতে সর্বত্রই বিরাজমান চারিত্রিক পবিত্রতা, নৈতিক আদর্শ এবং শুচিশুভ্র স্নেহমধুরসুস্নিগ্ধ পরিবেশ। তাঁহার "মালবিকাগ্নিমিত্র" নামক নাটকটি পাঁচ অঙ্কে লিখিত। ইহার বিষয়বস্তু হইল মালবিকা ও রাজা অগ্নিমিত্রের প্রেমোপাখ্যান। এই নাটকের একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহার পাত্রাবলীর প্রত্যেকটিই স্ব স্ব চরিত্রের বিশেষ বিশেষ ধর্মে অদ্বিতীয়। কোন পাত্রের চরিত্রেই কোন প্রকার অভাব বা অপূর্ণতা উপলব্ধ হয় না। প্রত্যেকটি চরিত্রই স্ব-প্রকাশ। অবশ্য ইহাতে তিনি তাঁহার চিরপ্রিয় প্রকৃতিসুন্দরীর তেমন উন্মাদিনী বর্ণনা প্রদান করিতে পারেন নাই। একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এ নাটকটি যিনি পড়িবেন বা দর্শন করিবেন তাঁহাকে এই নাটকের সর্বাতিশায়ী সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ থাকিতে হইবে অবশ্যই। তাঁহার "বিক্রমোর্বশীয়" নামক নাটকটি (ত্রোটক) পাঁচ অঙ্কে লিখিত। মর্ত্যের রাজা পুরূরবার সহিত দিব্যাঙ্গনা উর্বশীর মিলনই হইল এই নাটকের বিষয়বস্তু। তাঁহার সুবিখ্যাত নাটক "অভিজ্ঞানশকুন্তলা", নায়ক দুষ্মন্ত নায়িকা শকুন্তলার মিলন এবং ভরত বা সর্বদমনের

মালবিকাগ্নিমিত্র

বিক্রমোর্বশীয়

অভিজ্ঞানশকুন্তলা

জন্মবৃত্তান্তকে কেন্দ্র করিয়া সাত অঙ্কে বিরচিত। নাটকটি সর্বজনপ্রিয়। বহু বিদেশী ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে।

নাটকটির মধ্যে প্রেম-ভালবাসা, স্নেহমমতা, বিবাহ প্রভৃতি মানুষের জীবনের কতকগুলি সাধারণ ঘটনার বিবৃতি থাকিলেও সর্বত্রই যেন মর্ত্যের পরিবেশের পাশাপাশি একটি স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত পবিত্র পরিবেশ বা আবহাওয়াকে লক্ষ্য করা যায় এবং তখনই মনে পড়ে জার্মান কবি গ্যেটের উক্তি—

Wouldst thou the young year's blossoms
and the fruits of its decline
And all by which the soul is charmed
enraptured, feasted and fed,
Wouldst thou the Earth and Heaven
itself in one soul name combine,
I name thee, oh S'akuntala,
and all at once is said.

—*Goethe.*

এই নাটকের সর্বত্রই কালিদাসের অনুপম কবিত্বলহরী উপলাহত নির্ঝরিণীর ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছে। কোথাও কবিত্বের কোন প্রকার অঙ্গহানি ঘটে নাই। প্রকৃতি-প্রেমিক কালিদাসকে এই নাটকে প্রকৃতির আমোদপূর্ণ ও উল্লাসপূর্ণ দৃশ্যাবলীর বর্ণনায় এবং মানুষের সহিত প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ণনায় তন্ময় দেখা যায়। নাটকটি ঘটনার বৈচিত্র্যে ও বর্ণনার পারিপাট্যে অসামান্য। ইহাতে কোথাও কল্পনা-মান্দ্য, পুনরুক্তিদোষ, অতিনাটকীয়তা, নিরর্থকবিষয়সন্নিবেশ প্রভৃতি কিছুই দেখা যায় না। ইহার প্রত্যেকটি পদ, প্রত্যেকটি বাক্য এবং প্রত্যেকটি বৃত্তান্ত সুচারু ও চমৎকারিত্বপূর্ণ। নাটকটি সর্বাংশে নিরবদ্য। যেরূপ একটি অঙ্কুর প্রকৃতির নিয়মে বাড়িতে বাড়িতে শেষ পর্যন্ত একটি বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়, সেইরূপ এই নাটকের ঘটনাবলীও প্রকৃতি পরিবেশে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে মর্ত্যের কণ্বের আশ্রম হইতে স্বর্গের মারীচের আশ্রমে গিয়া উপনীত হইয়াছে। কবির চিত্তমনোহররূপিণী তূলিকার স্পর্শে নাটকটি এমনই সজীব ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে যেন পঠন বা দর্শনকালে পাঠক বা দর্শককে তাহার নিজ পরিবেশ হইতে নাটকটি তাহাকে তাহার নিজ পরিবেশে লইয়া যায়। তাঁহার রচনার এমনই তন্ময়তাকারিণী শক্তি! তাঁহার রচনা-পাঠের পর যথার্থই মনে হয়:—

শকুন্তলা নাটকের রচনা-বৈশিষ্ট্য

"কালিদাস কবিতা নবংবয়ো মাহিষং দধি স-শর্করং পয়ঃ।
ব্রণমাংসমবলা চ কোমলা সম্ভবন্তু মম জন্ম-জন্মসু॥"

পণ্ডিতপ্রবর *V. Raghavan* মহাকবি কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে গিয়া তাঁহাকে জাতীয় কবি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "*The*

Himalayas are our national mountain ; the Ganga is our national river ; the Gita is our national scripture ; and Kalidasa is our national poet. That Kalidasa has passed into mythology, that legends have grown round him, other Kalidasas have appeared and a mass of literature is fathered on him, are proofs of the greatness of Kalidasa. If any gift for love runs in our blood, any conception of a life beautiful enlivens our imagination, it is all the gift of this poet. Valmiki was the father of poesy ; Vyasa was a polymath ; Bana discovered new beauties in the language and was universal in his sweep ; Bhavabhuti excelled with his exuberance in feeling and expression ; but Kalidasa was the king of poets, even as Arjuna was the king of archers though there were on the field Bhisma, Drona and Karna.")

মহাকবি কালিদাসের স্থান

৭। নাটক-রচয়িতা শ্রীহর্ষ ॥

শ্রীহর্ষের আবির্ভাবকাল

কান্যকুব্জের রাজা হর্ষ খৃষ্টীয় ৬০৬ হইতে ৬৪৭ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি তিনটি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, অবশ্য, কাহারও কাহারও মতে এই নাটকগুলির রচয়িতা হইলেন বাণভট্ট।

রত্নাবলী

হর্ষের রচিত "রত্নাবলী" নাটক চার অঙ্কে লিখিত। রাজা উদয়ন ও সিংহল-রাজকন্যা রত্নাবলীর মিলন-কাহিনী হইল এই নাটকের বিষয়বস্তু।

প্রিয়দর্শিকা

তাঁহার প্রিয়দর্শিকা (নাটিকা) নামক নাটকখানি উদয়ন ও রাজা দৃঢবর্মণের কন্যা প্রিয়দর্শিকার মিলন-কাহিনী অবলম্বনে রচিত চার অঙ্কের একটি নাটক।

নাগানন্দ

বিদ্যাধরদের রাজকুমার জীমূতবাহনের আত্মবিসর্জনমূলক প্রধান কাহিনী এবং মলয়বতীর প্রতি নায়কের প্রেমমূলক উপকাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া বিরচিত হর্ষের "নাগানন্দ" একটি পাঁচ অঙ্কের নাটক।

॥ ভবভূতি ও তাঁর রচনাসমূহ ॥

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ভবভূতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্মণের সভাকবি। আনুমানিক তাঁহার আবির্ভাবকাল হইল ৭৩৬ খৃষ্টাব্দ। করুণরসের কবি ভবভূতির ভাষা অতি সুমধুর, বর্ণনারীতি বলিষ্ঠ, এবং চরিত্রাঙ্কন সূক্ষ্ম শিল্পীসুলভ সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক।

তাঁহার "মহাবীরচরিত" নামক নাটকটি রামচন্দ্রের প্রথম জীবনের বীরত্বপূর্ণ কীর্তি অবলম্বনে সাত অঙ্কে বিরচিত। এই নাটকটিতে ভবভূতির নাট্যকার হিসাবে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাবীরচরিত

মালতী ও মাধবের প্রেমোপাখ্যানমূলক প্রধান কাহিনী ও মকরন্দ এবং মদয়ন্তিকার প্রেমসদৃশ উপকাহিনীকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার "মালতীমাধব" নাটকটি দশ অঙ্কে বিরচিত। ইহা একটি প্রকরণ।

মালতীমাধব

ভবভূতির শ্রেষ্ঠ রচনা হইল—"উত্তররামচরিত"। ইহা সাত অঙ্কে বিরচিত। নাটকের বিষয়বস্তু হইল রামচন্দ্রের জীবনের শেষভাগ—সীতার নির্বাসন হইতে আরম্ভ করিয়া রামচন্দ্রের সহিত পুনর্মিলন পর্যন্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা। এই নাটকে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, বাসন্তী, আত্রেয়ী, তমসা, সুমন্ত্র, চন্দ্রকেতু প্রভৃতি চরিত্রগুলি ভবভূতির অসামান্য প্রতিভাবলে সুচারুরূপে চিত্রিত হইয়াছে। ঘটনা-বিন্যাসে কবির সুদক্ষ নাট্যশক্তির এবং অনুপম রচনাশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। বিরহ-ব্যথা-বেদনার মধ্য দিয়া দাম্পত্যপ্রেমকে শুচিশুভ্র আদর্শ স্তরে উপনীত করা হইয়াছে। নাটকটিতে করুণ রসের প্রাধান্য বিদ্যমান। নাট্যকার ভবভূতির প্রতিভাদৃপ্ত তুলিকার স্পর্শে নাটকটিতে করুণ রস একটি মহনীয় ও ভাবগম্ভীর রূপ এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। আমার পরমশ্রদ্ধেয় আচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা "Literary Criticism in Ancient India" গ্রন্থে বলিয়াছেন—"*The search for hermits in multiplicity, that constitutes a peculiar trait of Indian outlook, manifests itself for the first time in this field in the observations of Bhavabhuti, who regards all emotions as formal transformations of the tragic one (Karuṇa Rasa). His commentators try to establish the reality and supremacy of Karuṇa Rasa by pointing out to the fact that, it is relished equally by persons of different dispositions: moreover, they say, the conversion of mind into a liquid form, as is effected by enjoyment of Karuṇa is an essential condition necessary for relishing of other Rasas, and as such, the tragic emotion can rightly be described as the basic one. This observation of Bhavabhuti bears testimony to the firm Indian conviction that a poetry is an emotional approach to an ideal that eludes tight grasp,—a belief that finds a beautifnl expression in the Meghaduta of Kalidasa.*"

উত্তররামচরিত ও রচনা সৌন্দর্য

॥ বিশাখদত্ত ও তাঁর মুদ্রারাক্ষস নাটক ॥

বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটকটি একটি জনপ্রিয় নাটক। ৮৬০ খৃষ্টাব্দে নাট্যকার

বিশাখদত্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া পণ্ডিতদের ধারণা। নন্দরাজের মন্ত্রী রাক্ষস ও রাজনীতিবিদ চাণক্যের মধ্যে কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব, নন্দ বংশের ধ্বংসসাধনে চাণক্যের দৃঢ় সংকল্প, রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে আনয়নের সফল প্রয়াস ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করিয়া মুদ্রারাক্ষসের প্রধান পটভূমি রচিত। নাটকটি সাত অঙ্কবিশিষ্ট। ইহা শৃঙ্গাররসবিবর্জিত প্রণয়-কাহিনী-বিচ্ছিন্ন নায়িকাবিহীন একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের নাটক।

নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রচিত্রণে নাট্যকারের নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে নাট্যকারের রাজনীতিশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশাখদত্তের রচনাশৈলীও যথেষ্ট প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। সংস্কৃত নাটকের ইতিহাসে মুদ্রারাক্ষসের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রহিয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর স্বনামধন্য সংস্কৃতজ্ঞ V. Raghavan-এর ভাষায় বলা যায়, "*In the history of Sanskrit drama Visakhadatta occupies a unique place, for he is the author of dramas which are out of the common run of heroic and romantic comedies. They are especially noteworthy for their dramatic interest, action and characterization, qualities which are generally lost in the poetic style in which many specimens of the Sanskrit theatre are couched. It is not without justification that the historian of Sanskrit drama, Keith, calls Visakhadatta's Mudrarakshasa "a great drama".*

মুদ্রারাক্ষস নাটকটির রচনাশৈলী

....

The style of the play is also extremely well suited to the theme and the tempos of the events and incidents which are fitted in like the parts of a piece of machinery. The diction is not overlaid with poetic effusion but is straight and elegant, with the result there is the constant feeling of moving action."

॥ ভট্টনারায়ণ ও তাঁর রচনা ॥

'বেণীসংহার' নাটকের রচয়িতা ভট্টনারায়ণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষে বা অষ্টম শতকের মাঝামাঝি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকের অনুমান। মহাভারতের কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া এই নাটকটি ছয় অঙ্কে বিরচিত। ইহার প্রধান বিষয়বস্তু হইল ভীম কর্তৃক দুঃশাসন-নিধন, দুঃশাসনের রক্তে দ্রৌপদীর বেণী-মোচন এবং দুর্যোধন-নিধন। নাটকটিতে সাধারণভাবে বীররসের প্রাধান্য। নাট্যকার ভট্টনারায়ণ চরিত্রচিত্রণে এবং ঘটনার উপস্থাপনে প্রভূত পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বীররসাত্মক চিত্রোপস্থাপনে যে কতখানি কুশলী তাহার ইঙ্গিত এই নাটকে পাওয়া যায়। তবে, নাটকটিতে কোন

বেণীসংহার

কোন স্থলে বাগাড়ম্বর, কষ্ট-কল্পনা, জটিল বাক্য প্রভৃতি ত্রুটিগুলিও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়।

সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে ভট্টনারায়ণের পর নাট্যকার রাজশেখরকে উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজশেখর সম্ভবতঃ অষ্টম শতকের লোক ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। কাহারও কাহারও মতে খৃষ্টীয় নবম শতকের প্রথমার্ধে তাঁহার আবির্ভাব ঘটে। তবে শোনা যায়, কনৌজের রাজা মহেন্দ্রপালের (খৃষ্টীয় ৮৯৩-৯০৭) তিনি ছিলেন একজন বিশ্রুত শিক্ষক। তাঁহার "বালরামায়ণ" রামের জীবন-ইতিহাস লইয়া দশ অঙ্কে বিরচিত একটি নাটক। রাজা বিদ্যাধর ও রাজা চন্দ্রবর্মণের কন্যা মৃগাঙ্কবতীর বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া তিনি "বিদ্ধশালভঞ্জিকা" নামক একটি চার অঙ্কের নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার আর একটি নাটক "কর্পূরমঞ্জরী"। ইহা প্রাকৃত ভাষায় চার অঙ্কে লিখিত একটি নাট্যগ্রন্থ। তাঁহার আরও একটি নাটক পাওয়া যায়; নাটকটির নাম "বালভারত"।

নাট্যকার রাজশেখর ও তাঁর রচিত বাল রামায়ণ, বিদ্ধশাল-ভঞ্জিকা ও কর্পূরমঞ্জরী

রাজশেখরের পর উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হইলেন কৃষ্ণ মিশ্র। তাঁহার আবির্ভাব-কাল হিসাবে অনেকেই খৃষ্টীয় একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকেই ধরিয়া থাকে। তাঁহার লেখা "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকটি রূপকধর্মী। নাটকটি ছয় অঙ্কে রচিত। বিবেক, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি হইল এই নাটকের চরিত্র। নাট্যকার কৃষ্ণ মিশ্রের রচনারীতি ও বর্ণনাভঙ্গী প্রশংসনীয়। তাঁহার বিমূর্ত চিন্তা এবং প্রতীক ব্যবহারের মধ্যে সূক্ষ্ম ভাবধারা ও সাবলীল প্রকাশ-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃষ্ণ মিশ্র

প্রবোধচন্দ্রোদয়

প্রশ্নাবলী

1. What are tl e characteristic features of the Sanskrit drama ?

2 Mention the original source frcm which Sanskrit drama emanated.

3. Give an account of development of the Sanskrit drama.

4. Give the rules to be observed in composing a Sanskrit drama and during its enactment on the stage.

5. Draw a chart of principal Sanskrit dramas, with short notes on their authors, beginning from Bhasa down to the Eleventh Century playwrights

6. Make an estimate of the pcsition of Kalidasa and Bhavabhuti as dramatists.

চতুর্থ অধ্যায়
গীতিকাব্য

॥ ভূমিকা ॥

লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্য গীতিকবিতায় পরিপূর্ণ। প্রকৃতি-প্রেম, মন্ময়ভাবনা দেশাত্মবোধ, বিষাদচেতনা, অতীত প্রীতি—সংস্কৃত গীতিকাব্যের প্রেক্ষণীয় লক্ষণ। প্রকৃতি-ভাবনায় গীতি কবিতার বিশেষ প্রকাশ। সংস্কৃত গীতিকবিরা প্রকৃতির সহিত মানব-হৃদয়ের এক নিগূঢ় অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কবোধ অনুভব করেন। জলপদ্ম ও কমল, চকোর, চক্রবাক প্রভৃতি সকল কিছুই মানব-জীবন ও প্রেমের বিভিন্ন স্তরের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যেমন, মহাকবি কালিদাসের ভাষায় বলা যায়, "রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেশরশ্চাত্র শতঃ প্রত্যাসন্নৌ কুরবকবৃত্তের্মাধবীমণ্ডপস্য। এক সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপদাভিলাষী কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরা' দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥" বাংলা কবির ভাষায় বলা চলে, "প্রণয় করেছি আমি প্রকৃতি রমণী সনে, যাহার লাবণ্যচ্ছটা মোহিত করেছে মনে ॥" (বিহারীলাল)

ইংরেজী কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলা যায়,

সংস্কৃত গীতিকাব্যের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

"For nature then
(The coarser pleasures of my boyish days,
And their glad animal movements all gone by)
To me was all in all—I can not paint
What then I was. The sounding cataract
Haunted me like a passion, the tall rock,
The mountain, and the deep and gloomy wood,
Their colours and their forms, were then to me
An appetite." (Wordsworth)

বেদ-উপনিষদের ঋষিরা এবং লৌকিক সংস্কৃত গীতিকাব্যের কবিরা উপলব্ধি করিয়াছেন—প্রকৃতি প্রাণময়ী। মানব ও প্রকৃতি একই মহান্ সত্যের প্রকাশ। তাঁহারা প্রকৃতির সৌন্দর্যমাধুর্যে আত্মহারা। অনেক গীতিকবিরা প্রকৃতির সৌন্দর্যের মাধ্যমে পরমসুন্দর ও পরম রসময়কে আস্বাদন করিয়াছেন। দ্যুলোকে ভূলোকে সৌন্দর্যসত্তার যে পরিব্যাপ্তি, তাহা পরম করুণাময় পরম পুরুষের বিচিত্র মাহাত্ম্যপূর্ণ লীলার পরিচয়।

গীতিকাব্যে একক ব্যক্তি হৃদয়ের আন্তরিক তীব্র প্রকাশ। ব্যক্তি মনের গূঢ় গভীর ধ্যান-ধারণা সংস্কৃত গীতিকাব্যে চমৎকারিত্ব লাভ করে।

বন্ধন অসহিষ্ণু স্বাধীনতাকামী জীবের আন্তরিক আবেদন গীতি-কবিতার প্রধান প্রেরণা। এই প্রেরণায় গীতিকাব্যের কবি জীবকে ক্ষুদ্র বন্ধন বা শৃঙ্খলা হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন মুক্ত অঙ্গনে তাহার বিশ্রব্ধ বিচরণে সাহায্য করিতে চায়।

গীতিকাব্যের মধ্যে কবির নিঃসঙ্গ একক বেদনা-ব্যাকুলতার গভীর আর্তনাদও শুনিতে পাওয়া যায়।

গীতিকাব্যের মধ্যে যুগ-চেতনাও কবির হাতে রসসমৃদ্ধ ভাবমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া অনেক সময় আত্মপ্রকাশ করে।

গীতিকাব্যের সংজ্ঞা

এক কথায় বলা চলে, যে কাব্যে কবির নিজস্ব ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রাধান্য লাভ করে এবং যেখানে সেই ব্যক্তিগত অনুভূতি চিত্তচমকপ্রদ ভাষা ও শ্রুতিমধুর ছন্দের স্পর্শে রোমান্টিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তাহাকেই বলা চলে গীতিকাব্য। সংস্কৃত গীতিকাব্য ধর্মীয় হইতে পারে, ধর্মনিরপেক্ষ হইতে পারে, নীতিবাক্যমূলক হইতে পারে এবং শিক্ষামূলকও হইতে পারে।

গীতিকাব্যের প্রকার

।। সংস্কৃত গীতিকাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ।।

গাথা সপ্তশতী

প্রাকৃত ভাষায় রচিত "সত্তসঈ" বা "সপ্তশতী" নামক একটি বিখ্যাত গীতিকাব্য রহিয়াছে। ইহার রচয়িতা হইলেন সাতবাহন। গ্রন্থটিতে সাতশত শ্লোক বিদ্যমান। সপ্তশতীতে হালের সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী সময়ের দাক্ষিণাত্যের লোকসমাজে প্রচলিত ধর্ম, দর্শন ও দেবদেবীর পূজাদি সম্বন্ধে, সেই সময়ে প্রচলিত চিত্রাঙ্কন ও সংগীত-শিল্প সম্বন্ধে, স্ত্রীলোকদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয় সম্বন্ধে, গ্রামের আর্থিক ও সামাজিক চিত্র সম্পর্কে বহুবিধ তথ্য পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা অত্যধিকভাবে পরিস্ফুট। রসিকজনের উপভোগ্য নানারকম হাব-ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে রতিবিহ্বলা, কামবিদ্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, বিরহিণী, অভিসারিকা, স্বাধীনভর্তৃকা, বধূ-কন্যা প্রভৃতির এবং কামাসক্ত, লম্পট, জারভাবাপন্ন পুত্র, যুবক, দেবরাদির সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভের কথা বিবিধভাবে মনোহর পন্থায় বর্ণিত।

মহাকবি হালের রচনাশৈলী ও বর্ণনাভঙ্গিমার পরিচয় দেওয়ার জন্য তাঁহার গ্রন্থ হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল :

"হিঅঅন্নএহিঁ সমঅং অসমত্তাইং পি জহ সুহাবেন্তি।
কজ্জাই মণে ণ তহা ইঅরেহিঁ সমাবিআইং পি ॥"
"অন্নোন্ন-কডক্খন্তর-পেসিঅ-মেলীণ-দিট্‌ঠী-পসরাণং।
দোচ্চিঅ মন্নে কঅ-ভণ্ডণাই সমঅং পহসিআইং ॥"

মেঘদূত

সংস্কৃত গীতিকাব্যের ক্ষেত্রেও মহাকবি কালিদাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচিত "মেঘদূত" একখানি সুবিখ্যাত গীতিকাব্যমূলক গ্রন্থ। গ্রন্থখানি কেবল ভারতবর্ষেই নয়, ভারতের বাহিরেও বহু দেশে পণ্ডিতগণের দ্বারা উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসিত। এই কাব্যে মহাকবি কালিদাস রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত যক্ষের যক্ষপ্রিয়ার (অলকাস্থিত) প্রণয় ও হৃদয়াবেদনের বার্তা বহনের জন্য মেঘকে দূত হিসাবে নিয়োগ করেন।

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতা জীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্।
সঃ প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার॥

গ্রন্থটির দুইটি অংশ—পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ। ইহা মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিরচিত। গীতিকাব্যের প্রায় সর্বগুণই ইহার মধ্যে বিদ্যমান। ইহাতে মহাকবির সু-উচ্চ কাব্য-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

ঋতুসংহার

তাঁহার দ্বিতীয় গীতিকাব্য হইল ঋতুসংহার। ইহাতে ছয়টি সর্গে ছয়টি ঋতুর বর্ণনা পাওয়া যায়। গ্রীষ্মাদি ছয়টি ঋতুর সৌন্দর্য ও উপভোগযোগ্যতা প্রেমিক পতি প্রিয়তমাকে দেখাইতেছেন। গিরিনির্ঝরিণীর ন্যায় তর্ তর্ করিয়া কবির ভাবপ্রবাহ তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে চলিতেছে। ইহাতে শব্দের দৈন্যে বা ভাবের মান্দ্যে কোথাও রসাভিব্যক্তির বাধা জন্মায় নাই। তবে ইহা মহাকবির অল্প বয়সের রচনা অনেকেই মনে করেন।

ভর্তৃহরির তিনটি শতক

ভর্তৃহরি, কাহারও মতে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষে আবার কাহারও মতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার তিনখানি শতক (শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক) গীতিকাব্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে। ভর্তৃহরির তিনটি শতক পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক ও শব্দতত্ত্ববিৎ। প্রেম ও বৈরাগ্যের দ্বন্দ্বের চিত্র তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করিবার অবসরে ভাবের আতিশয্য, কামুকতা ও সন্ন্যাসিসুলভ বিরাগ কাব্যের বিভিন্ন শ্লোকে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। কবি-হিসাবে তাঁহার পরিচয় দেওয়ার জন্য তাঁহার তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল :

"দানং ভোগো নাশস্তিস্রো গতয়ো ভবন্তি বিত্তস্য।
যো ন দদাতি ন ভুঙ্‌ক্তে তস্য তৃতীয়া গতির্ভবতি॥" (নীতিশতক)

নামৃতং ন বিষং কিঞ্চিদেকাং মুক্ত্বা নিতম্বিনীম্।
সৈবামৃতলতা রক্তা বিরক্তা বিষবল্লরী॥" (শৃঙ্গারশতক)

"একাকী নিঃস্পৃহঃ শান্তঃ পাণিপাত্রো দিগম্বরঃ।
কদা শম্ভো! ভবিষ্যামি কর্মনির্মূলনক্ষমঃ॥" (বৈরাগ্যশতক)

অমরু শতক

"অমরু শতক" একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গীতিকাব্য। এই গ্রন্থের রচনাকাল আনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে খৃষ্টীয় নবম শতকের মধ্যে। ইহা একশত স্তবকের একটি গীতিকাব্য। সুদক্ষ প্রতিভাধর গীতিকবি অমরু এই গ্রন্থে জীবনের ও প্রেমের বিভিন্ন স্তরে নারীদের অবস্থা কিরূপ হয় তাহার একটি বিস্তৃত ও অনুপম বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি সত্যই একজন সার্থক প্রেমের কবি। তাঁহার সৌষ্ঠবপূর্ণ প্রেমবৈচিত্র্যমুখর "অমরু শতক" গ্রন্থখানি বহু গুণিজনের

দ্বারা সমাদৃত। অমরু শতকে বিভিন্ন শ্রেণীর নায়িকা, প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয়, প্রণয়ের বিভিন্ন অবস্থা প্রভৃতি সুচারুরূপে হইয়াছে আলিখিত।

প্রেমের সীমায় নিজেকে সীমিত রাখিয়াছেন কবি। যদিও মাঝে মাঝে দৈহিক ভোগের মাঝেও সেখানে অতিন্দ্রিয় ভাবের সুর অনুরণিত হয়। প্রেমের সুরতরঙ্গের তালে তালে যেভাবে পাঠক-হৃদয়কেও নাচিতে হয়, তাহার জন্য কৃতিত্বের অধিকারী কবি স্বয়ং। তাঁহার কাব্য হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল যাহার মধ্যে তাঁহার কবিত্বশক্তি লুক্কায়িত :

"গাঢ়ালিঙ্গনবামনীকৃত কুচপ্রোদ্‌ভিন্নরোমোদ্‌গমা
সান্দ্রস্নেহরসাতিরেক বিগলকাঞ্চীপ্রদেশাম্বরা।
মা মা মানদ! মাতি মামলমিতি ক্ষামাক্ষরোল্লাপিনী
সুপ্তা কিং নু মৃতা নু কিং মনসি কিং লীনা বিলীনা নু কিম্॥"

সংস্কৃত গীতিকাব্যের ইতিহাসে কাব্যগুণসমৃদ্ধ "গীতগোবিন্দ" নামক গ্রন্থখানি উচ্চমানের এক প্রশংসনীয় গ্রন্থ, যে গ্রন্থের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন উইলিয়াম জোন্‌স, পিশেল, লেভি, শ্রোয়েডার, ল্যাসেন প্রভৃতি বিদেশী সুধীবৃন্দ। এই গ্রন্থের প্রণেতা কবি জয়দেব খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে বাংলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রতিভাবান মহৎ শিল্পী। তাঁহার রচনাশৈলী অনিন্দ্য সৌন্দর্যমধুরিমায় পরিপূর্ণ। তাঁহার ভাষা অতি সহজ ও সরল এবং সর্বজনহৃদয়গ্রাহী।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ

"ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভব-জলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্॥"
"পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥"

এই কয়েকটি শ্লোক হইতেই বোঝা যায় তাঁহার ভাব। ব্যবহার, শব্দ নির্বাচন, রচনা-কৌশল প্রভৃতি কত সুমধুর ও সৌষ্ঠবপূর্ণ। কৃষ্ণকাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থখানি বিরচিত। অনেক পণ্ডিত গ্রন্থখানিকে সভা-মহাকাব্য হিসাবে বর্ণনা করিয়া থাকেন।

প্রশ্নাবলী

1. **Give an account of the lyric poems in Sanskrit.**
2. **Delineate the nature and features of the Sanskrit lyric poems.**
3. **Trace the development of Sanskrit lyrics.**
4. **Write all you know of Kalidasa and Joydeva and their lyric poems.**

পঞ্চম অধ্যায়

ঐতিহাসিক কাব্য

॥ ভূমিকা ॥

ভারতবর্ষ একটি প্রাচীন দেশ এবং ইহার সভ্যতাও খুব প্রাচীন। ভারতবর্ষ যখন সমুন্নতির সু-উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, শিক্ষাগত, ধর্মীয় প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে যখন ভারতবর্ষের আশাতীত সার্থক অগ্রগতি ঘটে, তখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশ তমসাচ্ছন্ন অর্থাৎ বহুলাংশে খুবই পশ্চাৎপদ। অথচ, এই প্রাচীন ভারতবর্ষের সুসভ্যতাকে ইতিহাসের পাতায় সুষ্ঠুভাবে ধরিয়া রাখিবার মত কোন বিশেষ চেষ্টা তখনকার কোন ভারতবাসীর ছিল না। দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লইয়া ভারতবাসী তখন এত বেশী ব্যস্ত থাকিত যে, জাগতিক প্রয়োজনের দিকটি ছিল তাহাদের নিকট অতি নগণ্য এবং সেইজন্য সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিজ্ঞানমূলক পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনাদির প্রতি দেখা যায় ভারতবাসীর ঔদাসীন্য। এই সকল কারণে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যের সম্পর্কে কোন বিশেষ ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাওয়া যায় না এবং এই ঐতিহাসিক গ্রন্থের অভাব লৌকিক সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের বহু অসুবিধার ও বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন করে।

ঐতিহাসিক রচনার অভাব ও তার কারণ

প্রাচীনতম ঐতিহাসিক রচনা হিসাবে পুরাণগুলির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবে হিন্দুর সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে যাঁহারা অনুসরণ করিতে চান ও বজায় রাখিতে চান সেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগী ব্যক্তিগণ যখন খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহাদের উদ্বেগ দূর করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে সমাগত হইলেন মহর্ষি ব্যাসদেব।

প্রাচীনতম ঐতিহাসিক রচনার নিদর্শন

পুরাণসমূহের রচনাকাল সম্বন্ধে যথেষ্ট বৈমত্য আছে। সাধারণভাবে বলা যায়, খৃষ্টীয় প্রথম শতক হইতে খৃষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যে বোধ হয় পুরাণগুলি রচিত হইয়াছিল। পুরাণগুলির উৎসস্থল হিসাবে অনেকে একটি মূল পুরাণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই পুরাণটির নাম "পুরাণ-সংহিতা" যাহার সংকলন করিয়াছিলেন মহর্ষি ব্যাস স্বয়ং।

পুরাণের আলোচ্য বিষয় পাঁচটি : সর্গ—সৃষ্টি, প্রতিসর্গ—প্রলয় এবং পুনরায় জগতের শুরু, বংশ—দেবতা ও মুনিঋষিদের বংশবৃত্তান্ত, মন্বন্তর—কালের মনুযুগসমূহ, এবং বংশানুচরিত—সূর্য ও চন্দ্র বংশসমূহের ইতিবৃত্ত।

পুরাণের বৈশিষ্ট্য

পুরাণগুলির মাধ্যমে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায়। যেমন, বায়ুপুরাণ হইতে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের ইতিহাস, বিষ্ণুপুরাণ হইতে মৌর্যবংশের ইতিবৃত্ত এবং মৎস্য-পুরাণ হইতে অন্ধ্রবংশের ইতিহাস জানা যায়।

ধর্মীয় শিক্ষার দিক্ হইতেও পুরাণগুলির মূল্য অনেক বেশী। পুরাণের মধ্য দিয়াই হিন্দুধর্মের একটি সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। সাহিত্য-শিল্পের নিদর্শনও পুরাণগুলিতে পাওয়া যায়।

মহাপুরাণের সংখ্যা হইল আঠারটি। যথা—

মহাপুরাণ

(১) ব্রহ্ম—১০,০০ শ্লোক, (২) পদ্ম—৫৫,০০০, (৩) বিষ্ণু—২৩,০০০, (৪) শিব—২৪,০০০, (৫) ভাগবত—১৮,০০০, (৬) নারদীয়—২৫,০০০, (৭) মার্কণ্ডেয়—৯,০০০, (৮) অগ্নি—১৪,৪০০, (৯) ভবিষ্য—১৪,৫০০, (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত—১৮,০০০, (১১) লিঙ্গ—১১,০০০, (১২) বরাহ—২৪,০০০, (১৩) স্কন্দ—৮১,১০০, (১৪) বামন—১০,০০০, (১) কূর্ম—১৭,০০০, (১৬) মৎস্য—১৪,০০০, (১৭) গরুড—১৯,০০০, (১৮) ব্রহ্মাণ্ড—১২,০০০ শ্লোক (Verses)

উপপুরাণের সংখ্যাও হইল আঠারটি। যথা—(১) সনৎকুমার, (২) নরসিংহ,

উপপুরাণ

(৩) বায়ু, (৪) শিবধর্ম, (৫) আশ্চর্য, (৬) নারদ, (৭) নন্দিকেশ্বরদ্বয়, (৮) উশনস্, (৯) কপিল, (১০) বরুণ, (১১ শাম্ব, (১২) কালিকা, (১৩) মহেশ্বর, (১৪) কল্কি, (১৫) দেবী, (১৬) পবাশর, (১৭) মরীচি, (১৮) সূর্য।

॥ ঐতিহাসিক রচনার ক্রমবিকাশ ॥

গৌড়বহো

প্রাকৃত ভাষায় লিখিত একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাওয়া যায়। গ্রন্থটির নাম "গৌড়বহো"। কনৌজের রাজা যশোবর্মণের দিগ্বিজয় ও জনৈক গৌড-রাজের পরাজয়ের কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া গ্রন্থখানি রচিত। গ্রন্থপ্রণেতা বাক্‌পতি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর লোক।

নবসাহসাঙ্কচরিত

পদ্মগুপ্তের "নবসাহসাঙ্কচরিত" একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহা আঠারটি সর্গে বিরচিত। ইহাতে মালবের সিন্ধুরাজ নবসাহসাঙ্ক সম্পর্কে কিছু জানিতে পারা যায়। রাজকুমারী শশীপ্রভাকে জয় করিবার কাহিনী এই গ্রন্থে বিধৃত।

রামপালচরিত

"রামপালচরিত" একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থপ্রণেতা সন্ধ্যাকর নন্দী, অনেকের মতে খৃষ্টীয় ১০২৫ অব্দ হতে ১০৯৫ অব্দের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার আবির্ভাবের সঠিক সময় সম্পর্কে কিছু ভিন্ন মতও পাওয়া যায়। ইহাতে বাংলাদেশের পালবংশীয় রাজা রামপালের কাহিনী বিদ্যমান। রামপাল ভীম নামক এক শক্তিশালী কৈবর্তবংশীয় রাজার নিকট হইতে তাঁহাদের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন এবং মিথিলা জয় করেন।

বিহ্লণ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের (খৃষ্টীয় ১০৭৬—১১২৭) গৌরবমাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য "বিক্রমাঙ্কদেবচরিত" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

বিক্রমাঙ্কদেবচরিত

ভারতীয় ঐতিহাসিক কাব্যের ক্ষেত্রে কহ্লণের "রাজতরঙ্গিণী" একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস-গ্রন্থ। রাজা হর্ষের পরলোকগমনের পর দেশের সর্বত্র যখন অরাজকতা দেখা দিয়াছে এবং দেশ যখন বিভিন্ন সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতির সম্মুখীন, সেই সময়কার কাশ্মীরের অবস্থা কিরূপ তাহার একটি সুষ্ঠু বর্ণনা পাওয়া যায় 'রাজতরঙ্গিণী'র মধ্যে। গ্রন্থখানি আনুমানিক ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থখানি বহু গুণী ব্যক্তির দ্বারা সমাদৃত ও প্রশংসিত।

কহ্লণ ও রাজতরঙ্গিনী

চালুক্যরাজ কুমারপালের চরিতগাথা হিসাবে হেমচন্দ্র (১০৮৮—১১৭২ খৃষ্টাব্দ) "কুমারপালচরিত" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

কুমারপালচরিত

প্রশ্নাবলী

1. What are the Puranas ? What light do they throw on the religious and social conditions of India at the time they were written ? How far can they be taken as historical records ?

2. Which were the earliest Indian historical writings ? How far can they be treated as reliable evidences ?

3 Give an account of the historical Kavyas in Sanskrit literature.

4. Write a clear note on the Ramapalacharita of Sandhyakar Nandy and Rajatarangini of Kalhana.

ষষ্ঠ অধ্যায়
গদ্যকাব্য

॥ ভূমিকা ॥

প্রাচীন সংস্কৃত গদ্যের নিদর্শন কৃষ্ণযজুর্বেদ, অথর্ববেদ, ব্রাহ্মণ, মহাভারতের কিছু অংশ, দুই একটি পুরাণ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বিখ্যাত প্রাচীন সংস্কৃত টীকাকার বা ভাষ্যকার হিসাবে যাঁহাদের নাম পাওয়া যায়, তাঁহাদের রচনাতেও উচ্চমানের গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

সংস্কৃত গদ্যকাব্যের উৎপত্তিস্থল

সাধারণভাবে গদ্য দুই রকমের হইতে পারে—আখ্যায়িকা ও কথা।

আখ্যায়িকার কথক (বর্ণনা-প্রদানকারী) স্বয়ং নায়ক, কিন্তু কথার কথক নায়ক ভিন্ন অন্য কেহ। আখ্যায়িকায় অধ্যায় বা ভাগকে বলা হয় উচ্ছ্বাস এবং কথায় ইহাকে বলা হয় লম্ভক। আখ্যায়িকায় বক্ত্র ও অপরবক্ত্র ছন্দ দেখা যায়, কিন্তু কথায় আর্যাদিছন্দের প্রাধান্য। আখ্যায়িকায় কন্যাহরণ, সংগ্রাম, বিরহ প্রভৃতি দেখা যায়। আখ্যায়িকায় কবি ইচ্ছা সহকারে তাঁহার কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করিতে পারেন। আলঙ্কারিক বিশ্বনাথের ভাষায় বলা যায়,

গদ্যের প্রকার—আখ্যায়িকা ও কথা

"কথায়াং সরসং বস্তু গদ্যৈরেব বিনির্মিতম্।
ক্বচিদত্র ভবেদার্যা ক্বচিদ্বক্ত্রাপবক্ত্রকে।
আদৌ পদ্যৈর্নমস্কারঃ খলাদের্বৃত্তকীর্তনম্॥"
"আখ্যায়িকা কথাবৎ স্যাৎ কবের্বংশানুকীর্তনম্।
অস্যামন্য কবীনাঞ্চ বৃত্তং পদ্যং ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥
কথাংশানাং ব্যবচ্ছেদ আশ্বাস ইতি বধ্যতে।
আর্যাবক্ত্রাপরবক্ত্রাণাং ছন্দসা যেন কেনচিৎ॥
অন্যাপদেশেনাশ্বাস মুখে ভাব্যর্থসূচনম্॥

॥ সংস্কৃত গদ্যকাব্যের ক্রমবিকাশ ॥

সংস্কৃত গদ্যকাব্যের ক্ষেত্রে দণ্ডীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দণ্ডীর আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে অনেক মতবৈষম্য থাকিলেও মোটামুটিভাবে খৃষ্টীয় সপ্তম শতককে তাঁহার আবির্ভাবকাল হিসাবে ধরা যায়। তাঁহার রচনা 'দশকুমার-চরিত' একটি আখ্যায়িকা-শ্রেণীর গ্রন্থ। রাজবাহন প্রমুখ আটজন রাজকুমারের কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া অপর একজন রাজকুমারের কাহিনী গ্রন্থের পূর্বপীটিকায় এবং অপর একজন রাজকুমারের

দণ্ডী ও তাঁর গদ্য-সাহিত্য

অসম্পূর্ণ কাহিনী গ্রন্থের উত্তরপীঠিকায় রহিয়াছে। গদ্যলেখক হিসাবে দণ্ডীর স্থান অনেক উচ্চে। তাঁহার গদ্য অতি সুমধুর ও হৃদয়াকর্ষক এবং সুস্বরলহরী প্রস্রবণের ন্যায় সংগীতমুখর। তাঁহার অলঙ্কারবিন্যাস, পদলালিত্য, রচনামাধুর্য ও শব্দপ্রয়োগনৈপুণ্য সমস্ত সহৃদয় সুধিকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। সত্যই সিদ্ধসারস্বতবৈভব মহাকবিচূড়ামণি দণ্ডী অনির্বচনীয় কাব্যগুণ-গৌরবে গরিষ্ঠ।

দশকুমারচরিত

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে সুবন্ধু আবির্ভূত হ'ন বলিয়া পণ্ডিতগণের ধারণা। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাসবদত্তা'র বিষয়বস্তু হইল রাজপুত্র কন্দর্পকেতু ও রাজকুমারী বাসবদত্তার প্রণয়কাহিনী। কবির কাব্যপ্রতিভা এই গ্রন্থে বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

সুবন্ধুর বাসবদত্তা

সংস্কৃত গদ্যলেখক হিসাবে বাণভট্টের স্থান সর্বাগ্রে এবং সর্বোচ্চে। তিনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষে অথবা খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচনা "হর্ষচরিত" রাজা হর্ষকে কেন্দ্র করিয়া বিরচিত এবং তাঁহার অপর আর একটি গ্রন্থ "কাদম্বরী" গদ্যগ্রন্থের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরীর বিভিন্ন জন্মের প্রেমকাহিনী এবং পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতার প্রণয়কাহিনীস্বরূপ উপকাহিনীকে ভিত্তি করিয়া এই গ্রন্থখানি বিরচিত। বাণের রচনাশৈলী অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাঁহার গদ্যরচনার ভঙ্গী সূক্ষ্ম ও লাবণ্যমণ্ডিত এবং সর্বদিক দিয়া সৌষ্ঠবপূর্ণ। সংস্কৃত গদ্যলেখকগণের মধ্যে তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। বাণভট্টের গদ্যরচনার প্রশংসা করিয়া বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন কবি বিভিন্ন কথা বলিয়াছেন :—

বাণভট্টের হর্ষচরিত ও কাদম্বরী

বাণভট্টের স্থান

"শশ্বদ্বাণদ্বিতীয়েন নমদাকারধারিণা।
ধনুষেব গুণাঢ্যো ন নিঃশেষো রঞ্জিতোজনঃ॥"—নলচম্পূ
"যুক্তং কাদম্বরীং শ্রুত্বা কবয়ো মৌনমাশ্রিতাঃ।
বাণধ্বনাবনধ্যায়ো ভবতীতি স্মৃতির্যতঃ॥"—কীর্তিকৌমুদী।
"জাতা শিখণ্ডিনী প্রাগ্ যথা শিখণ্ডী তথাবগচ্ছামি।
প্রাগল্‌ভ্যমধিকমাপ্তুং বাণী বাণো বভূবেতি॥"—আর্যাসপ্তশতী।
"শ্লেষে কেচন শব্দগুম্ফবিষয়ে কেচিদ্রসে চাপরেঽ-
লঙ্কারে কতিচিৎসদর্থবিষয়ে চান্যে কথাবর্ণনে।
আ সর্বত্র গভীর ধীর কবিতা বিন্ধ্যাটবীচাতুরী—
সঞ্চারী কবিকুম্ভি কুম্ভভিদুরো বাণস্তু পঞ্চাননঃ॥"—শ্রীচন্দ্রদেব।

গুণাঢ্যের "বৃহৎকথা" একটি উপকথা-ভিত্তিক গদ্যগ্রন্থ। ইহা খৃষ্টীয় প্রথম শতক হইতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে রচিত হয় বলিয়া অনুমান করা হয়। বর্তমানে মূল গ্রন্থটি পাওয়া যায় না। তবে ইহার বর্ণিত কাহিনীগুলি সোমদেবের "কথাসরিৎসাগর", বুদ্ধস্বামিনের "শ্লোকসংগ্রহ" এবং

গুণাঢ্যের বৃহৎকথা

ক্ষেমেন্দ্রের "বৃহৎকথামঞ্জরী" এই তিনটি গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রন্থটি পৈশাচী প্রাকৃত ভাষায় রচিত।

বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র

বিষ্ণুশর্মার "পঞ্চতন্ত্র" আর একখানি উল্লেখযোগ্য উপকথামূলক গদ্যগ্রন্থ। ইহা পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থটির উপজীব্য বা উৎসস্থল হইল প্রাচীন গ্রন্থ "তন্ত্রাখ্যায়িকা।" এই "পঞ্চতন্ত্র" গ্রন্থটি বহু দেশী ও বিদেশী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

প্রশ্নাবলী

1. **Give a short account of the prose romance in Sanskrit for which it is so famous.**
2. **State, in brief, the origin and development of the Sanskrit prose romances.**

সপ্তম অধ্যায়

ছন্দ ও অলঙ্কার

॥ ছন্দ ॥

ছন্দ বলিতে বুঝায়, সুষমামণ্ডিত গতিবেগ। ছন্দই অন্তরের ভাবকে এবং সু-সম পদবিন্যাসকে হৃদয়স্পর্শী করিয়া তুলে। সু-সম, সুনিয়ন্ত্রিত, স্বতঃস্ফূর্ত প্রবহমাণ ধ্বনি-প্রবাহ যাহা ভাষাকে করে হৃদ্য, রূপসম্ভারপূর্ণ, শ্রুতিমধুর এবং ভাষার মধ্যে সৃষ্টি করে এক মন-মাতানো ও হৃদযদোলানো তরঙ্গলীলা, তাহাকেই বলা যায় ছন্দ। কাব্যকে রসাত্মক করিয়া তুলিবার জন্য আদর্শমূলক পদ্ধতি অনুসারে বাক্যের যে বিন্যাস এবং যে পরিমিত শ্রুতিমধুব বাক্য-বিন্যাসে একটি গীতমাধুর্যেব সুর হয় অনুরণিত, তাহাকেই বলা চলে ছন্দ। ছন্দ ভাষাকে তাহার জডধর্ম হইতে মুক্তি দিয়া তাহাকে একটি সুন্দর গতি প্রদান করে। প্রাচীন ছান্দরসিকের মতে, "মিতত্বে বর্ণমাত্রানাং ছন্দঃ স্যাৎ পাদকল্পনা। শ্রুতিসুখাবহত্বাত্তু সাম্নি ছন্দ ইতীবিতম্॥" "ছাদ্যতে ইতি ছন্দঃ।" "ছাদয়তি এনং পাপাৎ কর্মণঃ" প্রভৃতি। এবারক্রোম্বীর মতে "*Metre is the modulated repetition of a rhythmical pattern.*" জনৈক পাশ্চাত্ত্য সমালোচকের ভাষায় বলা যায়, "*Metre like music, makes in itself a profound appeal to the feelings.. it is evident that metre is not a merc accessory or conventional ornament of poetry, but a vital product of the poetic spirit and that the commonsense of the world is right in regarding it—whatever occasional exceptions may have to be made—as a distinctive and fundamental characteristic of poetry as a form of art.*"

ছন্দের সংজ্ঞা

যাহা কাব্যকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে, কাব্যের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে, বসাভিব্যক্তির পথে যাহার সাহায্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং কাব্যের অন্তরাত্মাকে যে জাগ্রত করে, তাহাকেই বলা যায় অলঙ্কার। দণ্ডীর মতে "কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে"। কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তিতে বলা হইয়াছে "কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ"। ধ্বন্যালোকে বলা হইয়াছে, "রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ। অপৃথগ্‌যত্ননির্বত্যঃ সোঽলঙ্কারো ধ্বনৌ মতঃ॥" *H. Caudwell*-এর মতে "*All men under the stimulus of the feelings become poets in some very small degree—in a state of excitement they will have recourse to metaphors, similes, personifications and exaggeration—and as the effect of these emotions on the ordinary man is to make him see pictures and speak in images, so it is, with greater intensity, on the artist........there have alwavs been boetic forms of sbeech.*"

অলঙ্কারের সংজ্ঞা

ছন্দ মানুষের মুখের ভাষাকে সুস্পষ্ট ও উদ্দেশ্যমুখী করিয়া তুলে। মানুষের কথা ছন্দের সহায়তায় হইয়া উঠে মর্মকথা। শিশু ছড়া পড়িতে ভালবাসে, কারণ ছড়া হইল ধ্বনিব্যঞ্জিত ছন্দবৈচিত্র্যমুখর। শিক্ষার্থীর দৈহিক জৈব আনন্দ-পিপাসা নিবারণে ছন্দ সক্ষম। ছন্দের যাদুকাঠি-স্পর্শেই বৈচিত্র্যপূর্ণ পদকদম্ব পরিমিত আবর্তন-তরঙ্গের হিল্লোলে হয় হিল্লোলিত এবং ভাষার মধ্যে ছন্দ সৃষ্টি করে একটি নৃত্যপূর্ণ সঙ্গীতমধুরিমা, মধু তরঙ্গময় প্রবাহ। ছন্দহিল্লোলের আনন্দ-বিতরণ সংস্কৃত কাব্যাদি পাঠের ক্ষেত্রে একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। সংস্কৃত শিক্ষক মাত্রই ছন্দ সম্বন্ধে বা ছন্দের বৈশিষ্ট্যাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থাকিবেন—এইটিই কাম্য। ছন্দ সম্পর্কে সংস্কৃত শিক্ষকের স্পষ্ট ধারণা থাকিলে তিনি শিক্ষার্থীদের নিকট পাঠের মাধ্যমে আনন্দ সঞ্চার করিতে পারিবেন এবং রস-সঞ্চারী পাঠের দ্বারা রসসুষমামণ্ডিত সংস্কৃত সাহিত্যের গীতিমাধুর্য উপভোগ করিতে সাহায্য করিতে পারিবেন। ছন্দ শিক্ষার্থীর মনে দেয় দোলা এবং আবেদন করে শিক্ষার্থীর অন্তরের কাছে। শিক্ষার্থীর প্রাণে সাড়া জাগাইয়া স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায় এই ছন্দ-যাদুকর। অলঙ্কারের সাহায্যে কবি কাব্যের শব্দধ্বনিকে করিয়া থাকে শ্রুতিমধুবর্ষণকারী ও অনুপমভাবসম্বলিত এবং অর্থদ্যোতনাকে করিয়া তুলে হৃদয়গ্রাহী ও রসসম্পৃক্ত। অলঙ্কার কাব্যকে করিয়া থাকে বিভূষিত ও সৌন্দর্যসিক্ত। অলঙ্কার কাব্যের অন্তরাত্মার সহিত অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ। অলঙ্কার কবিকে রসাত্মক বাক্যে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিতে এবং কাব্যকে রসব্যঞ্জনাময় করিয়া তাহাকে হৃদয়গ্রাহী, শ্রুতিমধুর ও সুষমাশোভিত করিতে সাহায্য করে। ছন্দ ও অলঙ্কার করিয়া তুলে বিষয়ের বাণী, ভাব ও রসকে মূর্ত এবং পাঠকচিত্তকে রসাভিভূত ও স্বর্গীয় আনন্দভাবধারাপ্লুত।

ছন্দ ও অলঙ্কার পঠন-পাঠনের উপযোগিতা

॥ ছন্দ ॥

"পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা।
বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ ॥"

চারিটি চরণ মিলিয়ে পদ্য হয়। ছন্দ দ্বারা বদ্ধ পদগুলিকে একত্রে বলা হয় পদ্য। পদ্য দুই প্রকার—বৃত্ত ও জাতি। অক্ষরের সংখ্যার দ্বারা নিরূপিত পদ্যের নাম বৃত্ত। মাত্রার সংখ্যার দ্বারা নিরূপিত পদ্যের নাম জাতি।

পদ্য ও তার প্রকারভেদ

বৃত্ত তিন প্রকার—সম, অর্ধসম ও বিষম। যে বৃত্তে চারিটি পদে গুরুলঘুক্রমে সমান সংখ্যক অক্ষর থাকে, তাহাকে বলা হয় সমবৃত্ত। যে বৃত্তে দ্বিতীয় পাদ চতুর্থ পাদের অনুরূপ এবং প্রথম পাদ তৃতীয় পাদের অনুরূপ, তাহাকে বলা হয় অর্ধসমবৃত্ত। যে বৃত্তে চারিটি পাদের প্রত্যেকটি পাদের সহিত প্রত্যেকটি পাদের বৈষম্য রহিয়াছে, তাহাকে বলা হয় বিষমবৃত্ত।

বৃত্ত ও তার ভেদ

"সমমর্ধসমং বৃত্তং বিষমঞ্চেতি তত্রিধা।
সমং সমচতুষ্পাদং ভবত্যর্ধসমং পুনঃ॥
আদিস্তৃতীয়বদ্‌যস্য পাদস্তুর্যো দ্বিতীয়বৎ।
ভিন্নচিহ্ন চতুষ্পাদং বিষমং পরিকীর্তিতম্‌॥"

তিনটি অক্ষরেব সমন্বয়ে এক-একটি গণ হয়। মোট আটটি গণ রহিয়াছে— ম-গণ, য-গণ, র-গণ, স-গণ, ত-গণ, জ-গণ, ভ-গণ, ন-গণ। এই গণগুলির প্রত্যেকটি তিন অক্ষরের। কিন্তু গ-গণ ও ল-গণ ইহাবা প্রত্যেকে এক-একটি অক্ষর লইয়া গঠিত।

গণসমূহের বিশেষ চিহ্ন :

গুরুর চিহ্ন হইল '—' এবং লঘুব চিহ্ন হইল '⏑'
ম=(তিনটি গুরু) — — —
ন=(তিনটি লঘু) ⏑ ⏑ ⏑
ভ =(প্রথম গুরু ও শেষ দুটি লঘু) — ⏑ ⏑
য=(প্রথম লঘু ও শেষ দুটি গুরু) ⏑ — —
জ=(প্রথম ও শেষ লঘু, মধ্যটি গুরু) ⏑ — ⏑
র=(প্রথম ও শেষ গুরু, মধ্যটি লঘু) — ⏑ —
স=(প্রথম দুটি লঘু ও শেষটি গুরু) ⏑ ⏑ —
ত=(প্রথম দুটি গুরু ও শেষটি লঘু) — — ⏑
গ=(একটিমাত্র গুরু) —
ল=(একটিমাত্র লঘু) ⏑

"মস্ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুশ্চ নকারো ভাদিগুরুঃ পুনরাদিলঘুর্যঃ।
জোগুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ সোঽন্তগুরুঃ কথিতোঽন্তলঘুস্তঃ
গুরুরেকো গকারস্তু লকারো লঘুরেককঃ।
ক্রমেণ চৈষাং রেখাভিঃ সংস্থানং দর্শ্যতে যথা॥"

গুরু—দীর্ঘস্বর, অনুস্বারযুক্ত অক্ষব, সংযুক্ত বর্ণের পূর্বের অক্ষর এবং অনুস্বারযুক্ত অক্ষর গুরু হইবে এবং শ্লোকের পাদের অন্তে স্থিত অক্ষরটি বিকল্পে গুরু হইবে।

"—সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ।
বর্ণঃ সংযোগ পূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোঽপি বা॥"

যতি—জিহ্বার ঈপ্সিত বিশ্রামস্থানকে বলা হয় যতি।

"যতির্জিহ্বেষ্ট বিশ্রামস্থানং কবিভিরুচ্যতে।
সা বিচ্ছেদবিরামাদ্যৈঃ পদৈর্বাচ্যা নিজেচ্ছয়া॥"

॥ প্রয়োজনীয় কয়েকটি ছন্দের সংজ্ঞা ও উদাহরণ ॥

সমবৃত্ত

১। **এগারো অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দঃ**

(ক) ইন্দ্রবজ্রা—"স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ।"
(ত ত জ গ গ—এই পাঁচটি গণ)

চিহ্ন= — — ◡ — — ◡ ◡ — ◡ — —।

উদাহরণ—নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষাঃ
দর্ভানুপাত্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ।
তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখ ভাব-
মত্যন্তমাসীদ্রুদিতং বনেঽপি ॥

(খ) উপেন্দ্রবজ্রা—"উপেন্দ্রবজ্রা প্রথমে লঘৌ সা।"
(জ ত জ গ গ—পাঁচটি গণ)

চিহ্ন= ◡ — ◡ — — ◡ ◡ — ◡ — —।

উদাহরণ—স্মরাতুরাং দৈবতবৈদ্য হৃদ্যাং
ত্বদঙ্গসঙ্গামৃত মাত্র সাধ্যাম্।
বিমুক্তবাধাং কুরুষে ন রাধা-
মুপেন্দ্রবজ্রাদপি দারুণোঽসি ॥

(গ) উপজাতি—

অনন্ত রোদীরিতলক্ষভাজৌ
পাদৌ যদীয়াবুপজাতয়স্তাঃ।
ইত্থং কিলান্যাস্বপি মিশ্রিতাসু
বদন্তি জাতিম্বিদমেব নাম ॥

ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার সংমিশ্রণে হয় উপজাতি ছন্দ। চারিটি পাদের মধ্যে কয়েকটি বা একটি পাদ যদি ইন্দ্রবজ্রা বিশিষ্ট হয় এবং বাকি পাদসমূহ উপেন্দ্রবজ্রা-বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে বলা হয় উপজাতি।

উদাহরণ—অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥

(ঘ) শালিনী—"মাত্তৌ গৌ চেচ্ছালিনী বেদলোকৈঃ।"
(ম ত ত গ গ—এই পাঁচটি গণ)

চিহ্ন= — — — — — ◡ — — ◡ — —।

উদাহরণ—সা নিন্দন্তী স্বানি ভাগ্যানি বালা
বাহূৎক্ষেপং ক্রন্দিতুঞ্চ প্রবৃত্তা।
স্ত্রীসংস্থানং চাপ্সরস্তীর্থমারাদ্
উৎক্ষিপ্যৈনাং জ্যোতিরেকং জগাম॥

২। বার অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দ:

(ক) বংশস্থবিল—"বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ।"
(জ ত জ র—এই চারিটি গণ)

চিহ্ন=— ⌣ — ⌣ — — ⌣ ⌣ — ⌣ — ⌣ —।

উদাহরণ—তথা সমক্ষং দহতা মনোভবং
পিনাকিনা ভগ্নমনোরথা সতী।
নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী
প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা॥

(খ) দ্রুতবিলম্বিত—দ্রুতবিলম্বিতমাহ নভৌ ভরৌ।
(ন ভ ভ র—এই চারিটি গণ)

চিহ্ন=— ⌣ ⌣ ⌣ — ⌣ ⌣ — ⌣ ⌣ — ⌣ —।

উদাহরণ—নব পলাশ পলাশ বনং পুরঃ স্ফুট পরাগপরাগতপঙ্কজম্।
মৃদুলতান্ত লতান্তমলোকযৎ (লতান্তমনোহরং) স সুরভিং সুরভিং
সুমনোহরৈঃ॥

৩। চৌদ্দ অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দ:

বসন্ততিলক—"জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং ত ভজ জগৌ গঃ।"
(ত ভ জ জ গ গ—মোট ছয়টি গণ)

চিহ্ন= — — ⌣ — ⌣ ⌣ ⌣ — ⌣ ⌣ — ⌣ — —।

উদাহরণ—কষ্টো জনঃ কুলধনৈরনুরঞ্জনীয়—
স্তন্নো যদুক্তমশিবং ন হি তৎক্ষমং তে।
নৈসর্গিকী সুরভিণঃ কুসুমস্য সিদ্ধা
স্থিতির্ন চরণৈরবতাড়নানি॥

৪। পনের অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দ

মালিনী—"ন ন ম য য যুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ।"
(ন ন ম য য—পাঁচটি গণ)

চিহ্ন=⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ — — — ⌣ — — ⌣ — —।

উদাহরণ—শশিনমুপগতেয়ং কৌমুদী মেঘমুক্তং
জলনিধিমনুরূপং জহ্নুকন্যাবতীর্ণা।
ইতি সমগুণ যোগ প্রীতয়স্তত্র পৌরাঃ
শ্রবণকটু নৃপাণামেকবাক্যং বিবব্রুঃ॥

৫। সতের অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দ :

(ক) মন্দাক্রান্তা—"মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসনগৈ র্মো ভনৌ তৌ গযুগ্মম্ ॥"
(ম ভ ন ত ত গ গ—সাতটি গণ)

চিহ্ন= — — — — ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ — — ◡ — — ◡ — — ।

উদাহরণ—শ্যামা স্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি ॥

(খ) শিখরিণী—"রসৈরুদ্রৈশ্ছিন্না য ম ন স ভ লাগঃ শিখরিণী।"
(য ম ন স ভ ল গ—এই সাতটি গণ)

চিহ্ন= ◡ — — — — — ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ — — ◡ ◡ ◡ — ।

উদাহরণ—অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈর্
অনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘম্
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ ॥

৬। উনিশ অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দ – শার্দূলবিক্রীড়িত :

(ক) "সূর্যাশ্বৈর্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্"
(ম স জ স ত ত গ—সাতটি গণ)

চিহ্ন= — — — ◡ ◡ — ◡ — ◡ ◡ ◡ — — — ◡ — — ◡ — ।

উদাহরণ—অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্বাস্ববস্থাসু যদ্
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ প্রেমসারে স্থিতং
ভদ্রং তস্য সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রার্থ্যতে ॥

৭। একুশ অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দ :

(ক) স্রগ্ধরা—"ম্রভ্নৈর্যাণাং ত্রয়েণ ত্রিমুনিযতিযুতা কীর্তিতেয়ম্।"
(ম র ভ ন য য য—সাতটি গণ)

চিহ্ন= — — — — ◡ — — ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ — — ◡ — — ◡ — — ।

উদাহরণ—যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতিবিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্
যামাহুঃ সর্ববীজ প্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ ॥

৮। **অনুষ্টুভ্ ছন্দ** (ইহা বিষমবৃত্তের অধীন ; কিন্তু প্রতি পাদে ৮ অক্ষর থাকায় জন্ম ইহাকে সমবৃত্তের অধীন বলা যায়) :

(ক) "শ্লোকে ষষ্ঠং গুরুজ্ঞেয়ং সর্বত্রলঘু পঞ্চমম্।
দ্বিচতুঃপাদয়োর্হ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ ॥"

উদাহরণ—পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

॥ অলঙ্কার ॥

অলঙ্কার সাধারণতঃ দুই প্রকার—**শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার।**

শব্দালঙ্কার প্রকৃতপক্ষে ধ্বনির অলঙ্কার। ধ্বনি বর্ণধ্বনি, পদধ্বনি বা বাক্যধ্বনিও হইতে পারে। শব্দালঙ্কারে অর্থের দিক্‌টি অত্যন্ত গৌণ। শব্দের বিশেষ বর্ণসমাবেশের গঠনরূপে বর্ণসমূহের মিলিত ধ্বনির এইখানে প্রাধান্য। শব্দালঙ্কার শব্দের পরিবর্তন সহ্য করিতে পারে না।

অলঙ্কারের প্রকারভেদ

অর্থালঙ্কার সম্পূর্ণভাবে অর্থের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এখানে শব্দের অর্থই সর্বস্ব। অর্থালঙ্কার শব্দের পরিবর্তন সহ্য করিতে পারে।

১। শব্দালঙ্কার :

(ক) অনুপ্রাস ও তার শ্রেণীবিভাগ :—

একই বর্ণ বা বর্ণসমূহ যুক্তভাবেই হোক্ আর বিযুক্তভাবেই হোক্ একাধিকবার ধ্বনিত হইলে অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়। স্বরবর্ণের বৈষম্য থাকিলেও শব্দসাদৃশ্য থাকিলে অনুপ্রাস হয়।

"অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং বৈষম্যেঽপি স্বরস্য যৎ।"

অনুপ্রাস পাঁচ প্রকারের হইতে পারে, যথা—

(অ) ছেকানুপ্রাস—ব্যঞ্জনবর্ণসমূহের অনেক প্রকারে একবার সাদৃশ্যকে বলা হয় ছেকানুপ্রাস।

"ছেকো ব্যঞ্জনসঙ্ঘস্য সকৃৎসাম্যমনেকধা।"

উদাহরণ—আদায় বকুলগন্ধানন্ধীকুর্বন্ পদে পদে ভ্রমরান্/অয়মেতি মন্দং মন্দং কাবেরীবারিপাবনঃ পবনঃ ॥

(আ) বৃত্ত্যনুপ্রাস—রসানুগত অনুপ্রাসের নাম বৃত্ত্যনুপ্রাস।

"অনেকস্যৈকধা সাম্যমসকৃদ্বাপ্যনেকধা।
একস্য সকৃদপ্যেষ বৃত্ত্যনুপ্রাস উচ্যতে ॥"

উদাহরণ :—

**উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপব্যাধূতচূতাঙ্কুরক্রীড়ৎকোকিলকাকলীকলকলৈরু-
দ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ ।**
**নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপিধ্যানাবধানক্ষণ প্রাপ্ত প্রাণ সমা সমা-
গমরসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ ॥**

(ই) শ্রুত্যনুপ্রাস—বাগ্‌যন্ত্রের একই স্থান হইতে উচ্চারিত শ্রুতিগ্রাহ্য-সাদৃশ্যময় ব্যঞ্জনধ্বনির নাম শ্রুত্যনুপ্রাস।

"উচ্চার্যত্বাদ্ যদেকত্র স্থানে তালুরদাদিকে।
সাদৃশ্যং ব্যঞ্জনস্যৈব শ্রুত্যনুপ্রাস উচ্যতে॥

উদাহরণ—দৃশা দগ্ধং মনসিজং জীবয়ন্তি দৃশৈব যাঃ।
বিরূপাক্ষস্য জয়িনীস্তাঃ স্তুমো বামলোচনাঃ॥

(ঈ) অন্ত্যানুপ্রাস—পাদান্তের সঙ্গে পাদান্তের, চরণান্তের সঙ্গে চবণান্তের ধ্বনিসাম্যের নাম অন্ত্যানুপ্রাস।

"ব্যঞ্জনং চেদ্ যথাবস্থং সহাদ্যেন স্বরেণ তু।
আবর্ত্ত্যতেঽন্ত্যযোজ্য ত্বাদন্ত্যানুপ্রাস এব তৎ॥"

উদাহরণ—কেশঃকাশস্তব কবিকাসঃ কায়ঃ প্রকটিত করভবিলাসঃ।
চক্ষুর্দগ্ধবরাটককল্পং ত্যজতি ন চেতঃ কামমনল্পম্॥

(উ) লাটানুপ্রাস—তাৎপর্যের ভেদবশতঃ শব্দ ও অর্থের যে পুনরুক্ততা হয়, তাহাকে লাটানুপ্রাস বলে।

"শব্দার্থয়োঃ পৌনরুক্ত্যং ভেদে তাৎপর্যমাত্রতঃ॥
লাটানুপ্রাস ইত্যুক্তো॥"

উদাহরণ—স্মের রাজীব নয়নে নয়নে কিং নিমীলিতে।
পশ্য নির্জিতকন্দর্পং কন্দর্পবশগং প্রিয়ম্॥

(জ) শ্লেষ-অলঙ্কার ও তার প্রকার— ৮

যুগপৎ অনেকার্থবোধক পদসমূহের দ্বারা অনেক অর্থের প্রকাশ হইলে তাহাকে শ্লেষ অলঙ্কার বলে।

"শ্লিষ্টৈঃ পদৈরনেকার্থাভিধানে শ্লেষ ইষ্যতে।"

উদাহরণ—সর্বস্বং হর সর্বস্য ত্বং ভবচ্ছেদতৎপরঃ।
নয়োপকারসাংমুখ্যমায়াসি তনুবর্তনম্॥

শ্লেষ তিন প্রকার—সভঙ্গ, অভঙ্গ ও উভয়াত্মক।

(অ) শব্দকে ভাঙ্গিয়া অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ রাখিয়া একাধিক অর্থে যদি তাহার প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে বলা হয় সভঙ্গ শ্লেষ।

(আ) শব্দকে না ভাঙ্গিয়া অর্থাৎ পূর্ণরূপে রাখিয়া একাধিক অর্থে যদি তাহার প্রয়োগ করা যায়, তাহার নাম অভঙ্গ শ্লেষ।

(ই) সভঙ্গ ও অভঙ্গের একত্র অবস্থানে হয় উভয়াত্মক।

উদাহরণ—

যেন ধ্বস্তমনোভবেন বলিজিৎকায়ঃ পুরাস্ত্রীকৃতো
যশ্চোদ্বৃত্তভুজঙ্গহারবলয়ো গঙ্গাঞ্চ যোঽধারয়ৎ।

যস্যাহুঃ শশিমচ্ছিবোহব ইতি স্তুত্যং চ নানামবাঃ পায়াৎ
স স্বযমন্ধককক্ষযকবস্ত্বাং সর্বদোমাধবঃ ॥

এইখানে "যেন ধ্বস্ত" ইত্যাদি স্থলে সভঙ্গ শ্লেষ এবং "অন্ধক" ইত্যাদি স্থলে অভঙ্গ শ্লেষ।

(গ) যমকালঙ্কার—

দুই বা তাহাব বেশী ব্যঞ্জনবর্ণ স্ববধ্বনিসমেত নির্দিষ্টক্রমে সার্থক বা নিবর্থক ভাবে ব্যবহৃত হইলে **যমক** অলঙ্কাব হয।

"সত্যর্থে পৃথগর্থাযাঃ স্ববব্যঞ্জনসংহতেঃ।
ক্রমেণ তেনৈবাবৃত্তির্যমকং বিনিগদ্যতেঃ ॥"

উদাহবণ—নবপলাশ পলাশ বনং পুবঃ স্ফুটপবাগপবাগতপঙ্কজম্।
মৃদুলতান্তলতান্তমলোকযৎ স সুবভিং সুবভিং সুমনোভৎবৈঃ ॥

২। অর্থালঙ্কার ঃ

(ক) উপমা অলঙ্কার ও তার শ্রেণী-বিভাগ—

একই বাক্যে স্বভাব-ধর্মে বিজাতীয দুইটি পদার্থেব বিসদৃশ কোন ধর্মেব উল্লেখ না কবিযা যদি কোন বিশেষ গুণে বা অবস্থায বা ক্রিযায পদার্থ দুইটিব সাদৃশ্য দেখানো হয়, তাহা হইলে তাহাকে উপমা অলঙ্কাব বলে।

"সাম্যং বাচ্যমবৈষম্যং বাক্যৈক্য উপমাদ্বযোঃ।"

(অ) **পূর্ণোপমা**—যে উপমায উপমেয়, উপমান, সাধাবণ ধর্ম ও তুলনামূলক শব্দ—এই চাবিটি অঙ্গই বিদ্যমান তাহাকে বলা হয পূর্ণোপমা।

"সা পূর্ণা যদি সামান্যধর্ম ঔপম্যবাচি চ।
উপমেযং চোপমানং ভবেদ্বাচ্যম ॥"

উদাহবণ—সৌবভমম্ভোরুহবন্মুখস্য কুম্ভাবিব স্তনৌ পীনৌ।
হৃদয়ং মদয়তি বদনং তব শবদিন্দুর্যথা বালে ॥

(আ) **লুপ্তোপমা**—লুপ্তোপমায একমাত্র উপমেয় ছাড়া অন্য তিনটি অঙ্গের মধ্যে একটি, দুইটি বা তিনটিই লোপ পাইতে পাবে।

"লুপ্তা সামান্যধর্মাদেবেকস্য যদি বা দ্বয়োঃ।
ত্রয়াণাং বানুপাদানে শ্রৌত্যার্থী সাপি পূর্ববৎ ॥"

উদাহবণ—মুখমিন্দুর্যথা পাণিঃ পল্লবেন সমঃ প্রিয়ে।
বাচঃ সুধা ইবৌষ্ঠস্তে বিম্বতুল্যো মনোহশ্মবৎ ॥

পূর্ণোপমা মোট ছয় প্রকারের এবং লুপ্তোপমা মোট একুশ প্রকাবের হইতে পারে।

(ই) মালোপমা—মালোপমায় উপমেয় মাত্র একটি এবং উপমান অনেক।

"মালোপমা যদেকস্তোপমানং বহু দৃশ্যতে ॥"

উদাহরণ—বারিজেনেব সরসী শশিনেব নিশীথিনী।
যৌবনেনেব বনিতা নয়েন শ্রীর্মনোহরা ॥

(ঈ)—উপমেয়োপমা—উপমেয়োপমায় দুইটি পদার্থ পর্যায়ক্রমে উপমান ও উপমেয়ের স্থান দখল করে।

উদাহরণ—কমলেব মতির্মতিরিব কমলা তনুরিব বিভা বিভেব তনুঃ।
ধরণীব ধৃতির্ধৃতিরিব ধরণী সততং বিভাতি বত যস্য ॥

(উ) স্মরণোপমা—কোন পদার্থের অনুভব হইতে যদি তৎসদৃশ অপর বস্তুর স্মৃতি মনে জাগে, তাহাকে স্মরণোপমা বলে।

"সদৃশানুভবাদ্ বস্তুস্মৃতিঃ স্মরণমুচ্যতে।"

উদাহরণ—অরবিন্দমিদং বীক্ষ্য খেলংখঞ্জনমঞ্জুলম্।
স্মরামি বদনং তস্যাশ্চারু চঞ্চললোচনম্ ॥

(ঊ) রসনোপমা—রসনোপমায় উপমেয় পরের পদে উপমানে পরিণত হয়।

উদাহরণ—

চন্দ্রায়তে শুক্লরুচাপি হংসো হংসায়তে চারুগতেন কান্তা।
কান্তায়তে স্পর্শমুখেন বারি বারীয়তে স্বচ্ছতয়া বিহায়ঃ।

উপমা অলঙ্কারে বস্তু-প্রতিবস্তু ও বিম্ব-প্রতিবিম্ব বলিতে কি বুঝায় সেই সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা থাকা ভাল।

একই সাধারণ ধর্ম যদি উপমেয় আর উপমানে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সাধারণ ধর্মের এই ভিন্ন ভাষারূপ দুইটিকে বলা হয় বস্তু-প্রতিবস্তু এবং উপমেয়ের ধর্ম ও উপমানের ধর্ম যদি বিভিন্ন হয়, অথচ উহাদের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলে ধর্ম দুইটিকে বলা হয় বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবমূলক সাধারণ ধর্ম।

(খ) রূপকালঙ্কার ও তার বিভিন্ন শ্রেণী—

নিষেধশূন্য উপমেয়ে উপমানের আরোপ হইলে রূপক অলঙ্কার হয়। "রূপকং রূপিতারোপাদ্ বিষয়ে নিরপহ্নবে।" ইহা তিন প্রকারের—পরম্পরিত, সাঙ্গ ও নিরঙ্গ।

(অ) পরম্পরিত—যদি একটি উপমেয়ে উপমানের আরোপ অন্য উপমেয়ে তার উপমানের আরোপের কারণ হয়, তাহাকে বলা হয় পরম্পরিত রূপক।

"যত্র কস্যচিদারোপঃ পরারোপণকারণম্। তৎপরম্পরিতম্।"

উদাহরণ—আহবে জগদুদ্দণ্ড! রাজমণ্ডলরাহবে।
শ্রীনৃসিংহ মহীপাল! স্বস্ত্যস্তু তব বাহবে ॥

(আ) সাঙ্গ—সাঙ্গরূপকে অঙ্গের সহিত অঙ্গী উপমানের অভেদারোপ বুঝায়।

"অঙ্গিনো যদি সাঙ্গস্য রূপণং সাঙ্গমেব তৎ।"

উদাহরণ—রাবণাবগ্রহক্লান্তমিতি বাগমৃতেন সঃ।
অভিবৃষ্য মরুচ্ছস্যং কৃষ্ণমেঘস্তিরোদধে ॥

(ই) নিরঙ্গরূপক—

ইহাতে উপমান ও উপমেয়ের অভেদারোপণ বুঝায়।
"নিরঙ্গং কেবলস্যৈব রূপণং তদপি দ্বিধা।"

উদাহরণ—

দাসে কৃতাগসি ভবত্যুচিতঃ প্রভূণাং পাদপ্রহার ইতি সুন্দরি! নাত্র দূয়ে।
উদ্যৎ কঠোর পুলকাঙ্কুরকণ্টকাগ্রৈর্যদ্ ভিদ্যতে মৃদুপদং ননু সা ব্যথা মে॥

(গ) উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার ও প্রকার—

উপমেয়ের উপমানরূপে উৎকটসংশয় হইলে হয় উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।
"ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা।"

ইহা দুইপ্রকার—বাচ্যা ও প্রতীয়মানা।

(অ) বাচ্যোৎপ্রেক্ষায় সম্ভাবনা-বাচক শব্দ উল্লিখিত থাকে।

উদাহরণ—উকঃ কুরঙ্গক দৃশশ্চঞ্চল চেলাঞ্চলো ভাতি।
সপতাকঃ কনকময়ো বিজয়স্তম্ভঃ স্মরস্যেব॥

(আ) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষায় সম্ভাবনাসূচক শব্দের উল্লেখ থাকে না, তবে অর্থ হইতে সম্ভাবনার ভাবটি বোঝা যায়।

উদাহরণ—তন্বঙ্গ্যাঃ স্তনযুগ্মেন মুখ ন প্রকটীকৃতম্।
হারায় গুণিনে স্থানং ন দত্তমিতিলজ্জয়া॥

(ঘ) অতিশয়োক্তি অলঙ্কার—

সম্ভাবনারূপ অধ্যবসায় (বিষয় বা উপমেয়কে গ্রাস করিয়া বিষয়ী বা উপমানকর্তৃক উপমেয়ের সহিত অভিন্ন প্রতিপাদন) নিশ্চয়াত্মক হইলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়।

"সিদ্ধত্বেঽধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তির্নিগদ্যতে।"

উদাহরণ—

কথমুপরি কলাপিনঃ কলাপো বিলসতি তস্য তলেঽষ্টমীন্দুখণ্ডম্।
কুবলয়যুগলং ততো বিলোলং তিলকুসুমং তদধঃ প্রবালমস্মাৎ॥

অতিশয়োক্তি পাঁচ প্রকার—

ভেদে অভেদ, সম্বন্ধে অসম্বন্ধ, অভেদে ভেদ, অসম্বন্ধে সম্বন্ধ ও কার্যকারণের পৌর্বাপর্যের ব্যতিক্রম।

(ঙ) ব্যতিরেক অলঙ্কার—

উপমেয়কে উপমান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট করিয়া দেখাইলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়।

'আধিক্যমুপমেয়স্যোপমানান্ন্যূনতাঽথবা।"

উদাহরণ—"অকলঙ্কং মুখং তস্যা ন কলঙ্কী বিধুর্যথা।"

হেতু উক্ত হইলে এক প্রকার এবং হেতু অনুক্ত হইলে তিন প্রকার হয়। শব্দ, অর্থ ও ব্যঞ্জনার দ্বারা সাদৃশ্য বুঝাইলে এই চারি প্রকার হয় বারো প্রকার। শ্লেষের প্রয়োগ ও অপ্রয়োগ হেতু ইহারা চব্বিশ প্রকার। উৎকর্ষ ও অপকর্ষহেতু ইহারা আটচল্লিশ প্রকার। ব্যতিরেক তাহা হইলে মোট আটচল্লিশ প্রকার হইতে পারে।

(চ) সমাসোক্তি অলঙ্কার—

প্রস্তুতের উপর অপ্রস্তুতের ব্যবহার আরোপিত হইলে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়।

"সমাসোক্তিঃ সমৈর্যত্র কার্যলিঙ্গবিশেষণৈঃ।
ব্যবহারসমারোপঃ প্রস্তুতেঽন্যস্য বস্তুনঃ॥"

সমাসোক্তি অলঙ্কারে প্রস্তুতটি বাচ্য, অপ্রস্তুতটি প্রতীয়মান। আরোপিত ব্যবহার হইতে হয় অপ্রস্তুতের প্রতীতি।

উদাহরণ—অসমাপ্তজিগীষস্য স্ত্রীচিন্তা কা মনস্বিনঃ।
অনাক্রম্য জগৎ কৃৎস্নং ন সন্ধ্যাং ভজতি রবিঃ॥

(ছ) প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার—

প্রতিবস্তূপমালঙ্কারে উপমান ও উপমেয় দুইটি পৃথক স্বাধীন বাক্যে থাকে ; দুইটি বাক্যেই সাধারণ ধর্ম উল্লিখিত থাকে ; সাধারণ ধর্ম একটি হইলেও প্রকাশিত হয়। একার্থক ভাষায় বিভিন্নভাবে ; তুলনামূলক শব্দের প্রয়োগ থাকে না।

"প্রতিবস্তূপমা যা স্যাদ্ বাক্যয়োর্গম্যসাম্যয়োঃ।
একোঽপি ধর্মঃ সামান্যো যত্র নির্দিশ্যতে পৃথক্॥"

উদাহরণ—"ধন্যাসি বৈদর্ভি। গুণৈরুদারৈর্যয়া সমাকৃষ্যত নৈষধোঽপি।
ইতঃস্তুতি কা খলু চন্দ্রিকায়া যদব্ধিমপ্যুত্তরলীকরোতি॥"

(জ) দৃষ্টান্ত অলঙ্কার—

সদৃশ বস্তুর প্রতিবিম্বনকে বলা হয় দৃষ্টান্তালঙ্কার।

"দৃষ্টান্তস্তু সাধর্ম্যস্য বস্তুনঃ প্রতিবিম্বনম্॥"

উদাহরণ—ত্বয়ি দৃষ্টে কুরঙ্গাক্ষ্যাঃ স্রংসতে মদনব্যথা।
দৃষ্টানুদয়ভাজীন্দৌ গ্লানিঃ কুমুদসংহতেঃ॥

(ঝ) নিদর্শনা অলঙ্কার—

যে অলঙ্কারে দুটি বস্তুর অসম্ভব বা সম্ভব সম্বন্ধ ব্যঞ্জনায় বস্তুটির মধ্যে উপমেয়-উপমান-ভাব দ্যোতিত করে তাহার নাম নিদর্শনা অলঙ্কার।

"সম্ভবন্ বস্তুসম্বন্ধোঽসম্ভবন্ বাপি কুত্রচিৎ।
যত্র বিম্বানুবিম্বত্বং বোধয়েৎ সা নিদর্শনা॥"

উদাহরণ—প্রয়াণে তব রাজেন্দ্র! মুক্তা বৈরীমৃগীদৃশাম্।
রাজহংসগতিঃ পদ্ভ্যামাননেন শশিদ্যুতিঃ॥

(ঞ) অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার—

অপ্রস্তুত সামান্য হইতে প্রস্তুত বিশেষ, অপ্রস্তুত বিশেষ হইতে প্রস্তুত সামান্য, অপ্রস্তুত কার্য হইতে প্রস্তুত কারণ, অপ্রস্তুত কারণ হইতে প্রস্তুত কার্য, অপ্রস্তুত সমান পদার্থ হইতে প্রস্তুত সমান পদার্থের প্রতিপাদন হইলে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার হয়।

"ক্বচিদ্ বিশেষঃ সামান্যাৎ সামান্যং বা বিশেষতঃ।
কার্যান্নিমিত্তং কার্যংচ হেতোরথ সমাৎ সমম্॥
অপ্রস্তুতাৎ প্রস্তুতং চেদ্ গম্যতে পঞ্চধা ততঃ।
অপ্রস্তুত প্রশংসা স্যাদ্॥"

উদাহরণ—পাদাহতং যদুত্থায় মূর্ধানমধিরোহতি।
স্বস্থাদেবাপমানেঽপি দেহিনস্তদ্ বরং বজঃ॥

(ট) ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার—

নিন্দা ও স্তুতিমূলক বাক্যের মাধ্যমে স্তুতি ও নিন্দার ব্যঞ্জনা হইলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়।

"নিন্দা স্তুতিভ্যাং বাচ্যাভাং গম্যত্বে স্তুতিনিন্দয়োঃ।"

উদাহরণ—"স্তনযুগমুক্তাভরণাঃ কণ্টককলিতাঙ্গযষ্টয়ো দেব।
ত্বয়ি কুপিতেঽপি প্রাগিব বিশ্বস্তা রিপুস্ত্রিয়ো জাতাঃ॥"

(ঠ) অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার—

সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যের মাধ্যমে যদি বিশেষের দ্বারা সামান্যের, সামান্যের দ্বারা বিশেষের, কারণের দ্বারা কার্যেব, কার্যেব দ্বারা কারণের সমর্থন বুঝায় তাহা হইলে তাহাকে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার বলে।

"সামান্যং বা বিশেষেণ বিশেষস্তেন বা যদি।
কার্যং চ কারণেনেদং কার্যেণ চ সমর্থ্যতে॥
সাধর্ম্যেণেতরেণার্থান্তরন্যাসোঽষ্টধা ততঃ॥"

উদাহরণ—বৃহৎসহায়ঃ কার্যান্তং ক্ষোদীয়ানপি গচ্ছতি।
সম্ভূয়াম্ভোধিমভ্যেতি মহানদ্যা নগাপগা॥

(ড) কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার—

যেখানে কোন বাক্যের বা পদের অর্থকে ব্যঞ্জনা দ্বারা কোন বর্ণনীয় বিষয়ের কারণ স্বরূপে দেখানো হয়, সেইখানে হয় কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কাব।

"হেতোর্বাক্য পদার্থত্বে কাব্যলিঙ্গং নিগদ্যতে।"

উদাহরণ—ত্বদ্বাজিরাজিনির্ধূতধূলিপটলপঙ্কিলাম্।
ন ধত্তে শিরসা শিরসা গঙ্গাং ভূরিভারভিয়া হরঃ॥

(চ) বিভাবনা অলঙ্কার—

কারণ ব্যতীত কার্যের উৎপত্তি হইলে বিভাবনা অলঙ্কার হয়।

"বিভাবনা বিনাহেতুং কার্যোৎপত্তির্যদুচ্যতে।
উক্তানুক্তনিমিত্তত্বাদ দ্বিধা সা পরিকীর্তিতা॥"

উদাহরণ—অনায়াসকৃশং মধ্যমশঙ্কতরলে দৃশৌ।
অভূষণ মনোহারি বপুর্বয়সি সুভ্রুবঃ ॥

(ণ) বিশেষোক্তি অলঙ্কার—

কারণ থাকিতেও যদি কার্যের উৎপত্তি না হয় তাহা হইলে বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়।

"সতি হেতৌ ফলাভাবো বিশেষোক্তিস্তথাদ্বিধা।"

উদাহরণ—ধনিনোঽপি নিরুন্মাদা যুবানোঽপি ন চঞ্চলাঃ।
প্রভবোঽপ্য প্রমত্তাস্তে মহামহিমশালিনঃ ॥

প্রশ্নাবলী

1. What is Alamkara? Name five Alamkaras in Sanskrit literature and use them in appropriate sentences of your own.
2. What is the utility of teaching Chhanda and Alamkara in school stage?
3. Suggest your own view regarding the following statement—"Each and every Sanskrit teacher should possess a clear conception of the Sanskrit rhetoric and prosody."

অষ্টম অধ্যায়

ব্যাকরণ

[পরীক্ষার দৃষ্টিতে কতকগুলি প্রয়োজনীয় সূত্রের
সংজ্ঞা ও উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা।]

॥ ১ ॥ **লোপঃ শাকল্যস্য (৮।৩।১৯)**—শাকল্যমুনির মতে অ-ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী পদের অন্তে অবস্থিত অয়্ অব্ আয়্ আব্ ইহাদের য়্ ও ব্-এর বিকল্পে লোপ হয়।

উদাহরণ—সখে আগচ্ছ=সখয়াগচ্ছ, সখ আগচ্ছ।

রবৌ অস্তমিতে=রবাবস্তমিতে, রবা অস্তমিতে।

॥ ২ ॥ **ঋতে চ তৃতীয়া সমাসে**—কেবলমাত্র তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাসের ক্ষেত্রে অ-কারের পর ও আ-কাবেব পর ঋতে শব্দ থাকিলে 'ঋ' স্থানে বৃদ্ধি হইয়া আর্ হয়। যথা—সুখ ঋতঃ=সুখার্তঃ। পিপাসা ঋতঃ=পিপাসার্তঃ।

॥ ৩ ॥ **শকন্ধ্বাদিষু পররূপং বাচ্যম্**—শকন্ধু প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের মধ্যে যে সন্ধি হয় তাহাতে পূর্ববর্তী শব্দের 'টি' (শব্দের শেষে যদি স্বরবর্ণ থাকে, তাহাকে টি বলে ; শেষের স্বরবর্ণের পর যদি ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে, তবে শেষের স্বরবর্ণ ও পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণকে 'টি' বলা হয়—দেব শব্দের শেষের অ-কার 'টি'। রাজন্ শব্দের অন্ অংশটি 'টি'।) অংশটির সহিত পরবর্তী স্বর মিলিত হইয়া উভয়ে মিলিয়া পরের স্বর প্রাপ্ত হয়।

যথা—শক অন্ধুঃ=শকন্ধুঃ, সীমন অন্তঃ=সীমন্তঃ, মনস্ ঈষা=মনীষা, পতৎ অঞ্জলিঃ=পতঞ্জলিঃ।

॥ ৪ ॥ **ঋত্যকঃ (৬।১।১২৮)**—ঋ-কার পরে থাকিলে পদান্ত অ ই উ ঋ ও ৯-কারের বিকল্পে সন্ধি হয় না এবং হ্রস্ব হয়।

যথা— জন্ম ঋতুঃ=জন্ম ঋতুঃ, জন্মর্তুঃ।
ব্রহ্মা ঋষিঃ=ব্রহ্ম ঋষিঃ, ব্রহ্মর্ষিঃ।

॥ ৫ ॥ **মোঽনুস্বারঃ (৮।৩।২৩)**—ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে পদের শেষের ম্ স্থানে অনুস্বার হয়। যথা—গ্রামং গচ্ছতি, সত্বরং ধাবতি।

॥ ৬ ॥ **ঋন্নেভ্যো ঙীপ্ (৪।১।৫)**—ঋ-কারান্ত ও ন্-কারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়। যথা—কর্তৃ—কর্ত্রী, গুণিন্—গুণিনী, রাজন্—রাজ্ঞী।

॥ ৭ ॥ **উগিতশ্চ (৪।১।৬)**—মুখ্য ও গৌণ উভয় প্রকার উ-কার-ইৎ ও ঋ-কার

ইৎ প্রত্যয়ের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়। যথা—(শতৃ) সৎ—সতী, (ঈয়সুন্) শ্রেয়স্—শ্রেয়সী, (ক্তবতু) গতবৎ—গতবতী।

॥ ৮ ॥ **বহ্বাদিভ্যশ্চ (৪৷১৷৪৫)**—বহু প্রভৃতি শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীষ্ হয়। যথা—বহু—বহুঃ, বহ্বী; মুনি—মুনিঃ, মুনী; শক্তি—শক্তিঃ, শক্তী; কল্যাণ—কল্যাণা, কল্যাণী।

॥ ৯ ॥ **পুংযোগাদাখ্যায়াম্ (৪৷১৷৪৮)**—স্ত্রী বুঝাইতে পুরুষবাচক শব্দের উত্তর ঙীষ্ হয়। যথা—ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়ী।

॥ ১০ ॥ **তথাযুক্তং চানীপ্সিতম্ (১৷৪৷৫০)**—ঈপ্সিততমের ন্যায় অনীপ্সিত (দ্বেষ এবং উদাসীন) বিষয় ক্রিয়ার দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে উহাও কর্মকারক হয়। যথা—বিষং ভুঙ্‌ক্তে গ্রামং গচ্ছন্, তৃণং স্পৃশতি।

॥ ১১ ॥ **অকথিতং চ (১৷৪৷৫১)**—অপাদান প্রভৃতি কোন বিশেষ কারকের বিবক্ষা না থাকিলে, দুহ্, যাচ্, পচ্, দণ্ড্, রুধ্, প্রচ্ছ্, চি, ব্রূ, শাস্, জি, মন্থ্, মুষ্ এই বারোটি ধাতু এবং নী, হৃ, কৃষ্, বহ্, এই চারিটি ধাতুর কর্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত অন্য কারকেরও কর্মসংজ্ঞা হয় এবং এইরূপ কর্মকে অকথিত বা গৌণ কর্ম বলে। যথা—গাং দুগ্ধং দোগ্ধি, ব্রাহ্মণঃ বৃক্ষং পুষ্পং চিনোতি।

॥ ১২ ॥ **অভুক্ত্যর্থস্য ন**—উপবাস অর্থাৎ অনাহার অর্থে বস্ ধাতুর অধিকরণের কর্মসংজ্ঞা হয় না। যথা—সাধুঃ বনে উপবসতি।

॥ ১৩ ॥ **দিবঃ কর্ম চ (১৷৪৷৩৪)**—দিব্ ধাতুর করণকারক বিকল্পে কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যথা—অক্ষান্ দীব্যতি, অক্ষৈঃ দীব্যতি।

॥ ১৪ ॥ **অপবর্গে তৃতীয়া (২৷৩৷৬)**—ফলপ্রাপ্তি ও ক্রিয়াসমাপ্তি বুঝাইলে কাল ও পথের পরিমাণবাচক শব্দের উত্তর ব্যাপ্তি অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—স বৎসরেণ ব্যাকরণমপঠৎ, অহ্না ক্রোশেন বা অনুবাকঃ অধীতঃ।

॥ ১৫ ॥ **সহযুক্তেঽপ্রধানে (২৷৩৷১৯)**—"সহ" এই অর্থবোধক শব্দের যোগে অপ্রধানে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। প্রধানের ক্ষেত্রে "উক্তে কর্তরি প্রথমা" বিভক্তি হয়। যথা—পুত্রেণ সহ আগতঃ পিতা বা পুত্রেণ আগতঃ পিতা।

॥ ১৬ ॥ **হেতৌ (২৷৩৷২৩)**—হেতু বা কারণ অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—বিদ্যয়া যশঃ, শোকেন দুঃখম্।

॥ ১৭ ॥ **স্পৃহেরীপ্সিতঃ (১৷৪৷৩৬)**—চুরাদি স্পৃহ্-ধাতুর প্রয়োগে কর্তার ঈপ্সিত বস্তু সম্প্রদান কারক হয়। যথা—বালকঃ পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি, সর্বে ধনায় স্পৃহয়ন্তি।

॥ ১৮ ॥ **তাদর্থ্যে চতুর্থী**—নিমিত্ত ("পাওয়া ও নিবৃত্ত করা" দ্বিমুখী প্রয়োজন) অর্থে চতুর্থী হয়। যথা—আতপায় ছত্রম্, যূপায় দারু।

॥ ১৯ ॥ **উৎপাতেন জ্ঞাপিতে চ**—শুভাশুভসূচক ভৌতিক বিকারকে উৎপাত বলে। উৎপাত দ্বারা যাহা জ্ঞাপিত হয় তাহার উত্তর চতুর্থী হয়। যথা—বাতায় কপিলা বিদ্যুৎ, দুর্ভিক্ষায় সিতা ভবেৎ।

॥ ২০ ॥ পরাজেরসোঢ়ঃ (১।৪।২৯)—পরাপূর্বক্ জি-ধাতুর প্রয়োগে যাহা অসহনীয় তাহার অপাদান হয়। এখানে পরাপূর্বক্ জি-ধাতু অকর্মক। যথা—ছাত্রঃ অধ্যয়নাৎ পরাজয়তে।

২১ ॥ আখ্যাতোপযোগে (১।৪।২৯)—নিয়ম পূর্বক্ বিদ্যা গ্রহণ বুঝাইলে বক্তা (উপদেশ-দাতা) অপাদান হয়। যথা,—উপাধ্যায়াদ্ অধীতে।

॥ ২২ ॥ পঞ্চমী বিভক্তে (২।৩।৪২)—দুইটি বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে যাহা হইতে কোন পদার্থের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝায় তাহাব উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা—ন চ দৈবাৎ পরং বলম্, স হি পিকাৎ কৃষ্ণঃ।

॥ ২৩ ॥ কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি (২।৩।৬৫)—কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগে কর্তায় ও কর্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—শিশোঃ দর্শনম্, অশ্বস্য গতিঃ, অর্থস্য লাভঃ।

॥ ২৪ ॥ ক্তস্য চ বর্তমানে (২।৩।৬৭)—বর্তমানকালে বিহিত ক্ত প্রত্যয়যোগে কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—পণ্ডিতঃ সর্বেষা' পূজিতঃ, এতৎ মম মতম্।

॥ ২৫ ॥ কৃত্যানাং কর্তরি বা (২।৩।৭১)—কৃত্যপ্রত্যয় অর্থাৎ তব্য, অনীয়, ণ্যৎ, যৎ ও ক্যপ্ প্রত্যয়যোগে কর্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—মম ময়া বা চন্দ্রঃ দ্রষ্টব্যঃ; বালকস্য বালকেন বা কুসঙ্গঃ পরিত্যাজ্যঃ।

॥ ২৬ ॥ আশিষি নাথঃ (২।৩।৫৫)—"আমার ইহা হউক" এইরূপ আশা করা অর্থে নাথ্ ধাতুর কর্মে সম্বন্ধবিবক্ষায় (শেষে) ষষ্ঠী হয়। যথা,—স সর্পিষো নাথতে।

॥ ২৭ ॥ ক্তস্যেন্ বিষয়স্য কর্মণ্যুপসংখ্যানম্—ক্ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর ইনি প্রত্যয়যোগে কর্মে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—অধীতী ব্যাকরণে।

॥ ২৮ ॥ নিমিত্তাৎ কর্মযোগে—কর্মের সহিত নিমিত্তের বা হেতুর যোগ থাকিলে নিমিত্তের উত্তর সপ্তমী হয়। যথা, চর্মণি দ্বীপিনং হন্তি।

॥ ২৯ ॥ ষষ্ঠী চানাদরে—(২।৩।৩৮)—ভাবে সপ্তমীর স্থলে যদি অনাদরের বা উপেক্ষার আধিক্য বুঝায়, তবে যাহাকে অনাদর করা হয় তাহার উত্তর বিকল্পে ষষ্ঠী ও সপ্তমী হয়। যথা, রুদতি পুত্রে (রুদতঃ পুত্রস্য) পিতা প্রাব্রাজীৎ।

॥ ৩০ ॥ যথাঽসাদৃশ্যে (২।১।৭)—সাদৃশ্য না বুঝাইলে "যথা" শব্দের সহিত অব্যয়ীভাব সমাস হয়। যথা—যথাবৃদ্ধম্, যথাশক্তি, যথাজ্ঞানম্।

॥ ৩১ ॥ পারে মধ্যে ষষ্ঠ্যা বা (২।১।১৮)—ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত পার ও মধ্য শব্দের অব্যয়ীভাব সমাস হয়। ইহার দ্বারা একবার অব্যয়ীভাব, একবার ষষ্ঠী তৎপুরুষ হয়। একবার ব্যাসবাক্যও রাখা চলে। যথা—গঙ্গায়াঃ পারাৎ—পারেগঙ্গাৎ (অব্যয়ীভাব), গঙ্গাপারাৎ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। গঙ্গায়াঃ মধ্যাৎ—মধ্যেগঙ্গাৎ, গঙ্গামধ্যাৎ।

॥ ৩২ ॥ গিরেশ্চ সেনকস্য (৫।৪।১১২)—অব্যয়ীভাব সমাসে গিরি শব্দ অন্তে থাকিলে তাহার উত্তর বিকল্পে টচ্ হয়। যথা—গিরেঃ সমীপম্—উপগিরম্, উপগিরি।

॥ ৩৩ ॥ **কর্তৃকরণে কৃতা বহুলম্ (২।১।৩২)**—কৃৎপ্রত্যয় নিষ্পন্ন সুবন্ত পদের সহিত কর্তায় ও করণে বিহিত তৃতীয়া বিভক্ত্যন্ত পদের অনেক স্থানেই তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা, ব্যাঘ্রেণ হতঃ—ব্যাঘ্রহতঃ।

॥ ৩৪ ॥ **বিশেষণং বিশেষ্যেণ বহুলম্ (২।১।৫৭)**—বিশেষ্য পদের সহিত বিশেষণ পদের যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহাকে কর্মধারয় বলে। যথা—কৃষ্ণ সর্পঃ, নীলোৎপলম, রামো জামদগ্ন্যঃ (কোথাও সমাস নিত্য. কোথাও বিকল্প, কোথাও সমাস হয় না)।

॥ ৩৫ ॥ **কিংক্ষেপে (২।১।৬৭)**—নিন্দা বুঝাইলে কিম্ শব্দের সহিত কর্মধারয় সমাস হয়। যথা, কুৎসিতঃ রাজা = কিংরাজা, কিংসখা, কিংভৃত্যঃ ইত্যাদি।

॥ ৩৬ ॥ **রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্ (৫।৪।৯১)**—তৎপুরুষ সমাসে রাজন্, অহন্ ও সখি শব্দের উত্তর টচ্ হয়। যথা—মহান রাজা—মহারাজঃ, রামস্য সখা—রামসখঃ।

॥ ৩৭ ॥ **ধনুষশ্চ (৫।৫।১৩২)**—বহুব্রীহি সমাসে ধনুস্ শব্দের উত্তর নিত্য অনঙ্ হয়। যথা—অধিজ্যং ধনুঃ যস্য—অধিজ্যধন্বা, শার্ঙ্গধন্বা প্রভৃতি।

॥ ৩৮ ॥ **তৎপুরুষে কৃতি বহুলম্ (৬।৩।১৪)**—উপপদ সমাসে উত্তরপদ কৃদন্ত হইলে বহুস্থানেই নিত্য বা বিকল্পে সপ্তমী বিভক্তির লোপ হয়। যথা—বনেচরঃ বা বনচরঃ, সরসিজম্ বা সরোজম্।

॥ ৩৯ ॥ **ষষ্ঠ্যা আক্রোশে (৬।৩।২১)**—নিন্দার্থে অনিষ্টভাষণ বুঝাইতে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হয় না। যথা—দাস্যাঃ পতিঃ, দস্যোর্ভ্রাতা।

॥ ৪০ ॥ **গ্রামজনবন্ধুভ্যস্ তল্ (৪।২।৪৩)**—গ্রাম, জন ও বন্ধু শব্দের উত্তর তল্ হয়। যথা—গ্রামাণাং সমূহঃ—গ্রামতা, জনানাং সমূহঃ—জনতা, বন্ধূনাং সমূহঃ—বন্ধুতা।

॥ ৪১ ॥ **তদধীতে তদ্বেদ (৪।২।৫৯)**—তাহা পড়ে বা তাহা জানে অর্থে শব্দের উত্তর অন হয়। যথা—ব্যাকরণম্ অধীতে বেদ বা বৈয়াকরণঃ। স্মৃতিম্ অধীতে বেদ বা স্মার্তঃ।

॥ ৪২ ॥ **তেন প্রোক্তম্ (৪।৩।১০১)**—তাহার দ্বারা কথিত অর্থে শব্দের উত্তর অন্ হয়। যথা—ঋষিণা প্রোক্তম্—আর্ষম্, বিষ্ণুনা প্রোক্তম্—বৈষ্ণবম্।

॥ ৪৩ ॥ **তত্র ভবঃ (৪।৩।৫৩)**—সেইস্থানে বিদ্যমান অর্থে শব্দের উত্তর অন্ হয়। যথা—রাষ্ট্রে ভবঃ—রাষ্ট্রয়ঃ,মথুরায়াং ভবঃ—মাথুরঃ।

॥ ৪৪ ॥ **তত্র সাধুঃ (৪।৪।৯৮)**—সেই বিষয়ে কুশল অর্থে শব্দের উত্তর যৎ হয়। যথা—শরণে সাধুঃ শরণ্যঃ, সভায়াঃ সাধুঃ সভ্যঃ।

॥ ৪৫ ॥ **প্রতিজনাদিভ্যঃ খঞ্ (৪।৪।৯৯)**—"তত্র সাধু" অর্থে প্রতিজন প্রভৃতি শব্দের উত্তর খঞ্ হয়। যথা—সর্বজনে সাধুঃ সার্বজনীনঃ।

॥ ৪৬ ॥ **তস্যেদম্ (৪।৩।১২০)**—'তাহার ইহা' অর্থে শব্দের উত্তর অন্ হয়। যথা—শিবস্য ইদম্ শৈবম্, চক্ষুষঃ ইদম্, চাক্ষুষম্।

।। ৪৭ ।। **উদন্বান্ উদধৌচ** (৮।২।১৩)—নাম বুঝাইতে বা সমুদ্র অর্থে উদন্বৎ হয়। যথা—উদকমস্ত অস্তি, উদন্বান্ (সমুদ্র ও ঋষির নাম বুঝায়)

।। ৪৮ ।। **দণ্ডাদিভ্যো যৎ** (৫।১।৬৬)—'তৎ অর্হতি' এই অর্থে দণ্ড প্রভৃতি শব্দের উত্তর যৎ হয়। যথা—দণ্ডমর্হতি দণ্ড্যঃ, বনমর্হতি বন্যঃ।

।। ৪৯ ।। **প্রকারে গুণবচনস্য** (৮।১।১২)—প্রকার শব্দে সাদৃশ্য বুঝাইতে গুণবাচক শব্দ দ্বিরুক্ত হয়। যথা—(ঈষৎ পটু, ঈষৎ মৃদু অর্থে) পটুপটুঃ, মৃদুমৃদুঃ।

।। ৫০ ।। **দৃশেশ্চ**—দৃশ্ ধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা, ণিজন্ত অবস্থায় কর্ম হয়। যথা—শিশুঃ চন্দ্রং পশ্যতি—মাতা শিশুং চন্দ্রং দর্শয়তি।

।। ৫১ ।। **উদোঽনূর্ধ্বকর্মণি** (১।৩।২৪)—উর্ধ্বচেষ্টাভিন্ন অর্থে উৎপূর্বক স্থা ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। যথা—সাধুঃ মুক্তৌ উত্তিষ্ঠতে।

।। ৫২ ।। **অকর্মকাচ্চ** (১।৩।২৬)—অকর্মক উপপূর্বক স্থা ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। যথা—একঃ বিহগঃ প্রত্যহং ভোজনকালে উপতিষ্ঠতে।

।। ৫৩ ।। **উদশ্চরঃ সকর্মকাৎ** (১।৩।৫৩)—সকর্মক উৎপূর্বক্ চর্ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। যথা—দুর্জনঃ ধর্মম্ উচ্চরতে।

।। ৫৪ ।। **ভুজোঽনবনে** (১।৩।৬৬—পালন ভিন্ন অন্য অর্থে ভুজ্ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। যথা—সাধুঃ ফলং ভুঙ্ক্তে।

।। ৫৫ ।। **ঈদাসঃ** (৭।২।৮৩)—অদাদিগণীয় আস্ ধাতুর উত্তর শানচ্ (আন) প্রত্যয়ের আকার ঈকার হয়। যথা—আস্>আসীনঃ, উদাসীনঃ প্রভৃতি।

।। ৫৬ ।। **বিদেঃ শতুর্বসুঃ** (৭।১।৩৬)—অদাদিগণীয় বিদ্ ধাতুর পরবর্তী শতৃ প্রত্যয়স্থানে বিকল্পে বস্ আদেশ হয়। যথা, বিদ্বস্—বিদ্বান্, বিদ্বাংসৌ, বিদ্বাংসঃ।

।। ৫৭ ।। **নিষ্ঠা** (৩।২।১০২)—প্রধানতঃ কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে অতীতকালে ধাতুর পর ক্ত প্রত্যয় হয়। ক্তবতু প্রত্যয় অতীতকালে কেবলমাত্র কর্তৃবাচ্যে হয়। ক্ত ও ক্তবতু প্রত্যয়কে নিষ্ঠা বলে।

কর্মবাচ্যে—শ্রুতম্, পঠিতম্; ভাববাচ্যে—স্নাতম্, হসিতম্; কর্তৃবাচ্যে ক্তবতু—দৃষ্টবান্, শ্রুতবান্।

।। ৫৮ ।। **মতিবুদ্ধিপূজার্থেভ্যশ্চ** (৩।২।১৮৮)—ইচ্ছার্থক, বোধার্থক ও পূজার্থক ধাতুর পর বর্তমানকালে ক্ত প্রত্যয় হয়। যথা—রাজ্ঞাং মতঃ, সতাং জ্ঞাতঃ প্রভৃতি।

।। ৫৯ ।। **নলোপো ব্রহ্মণঃ**—আন্ হইলে ব্রহ্মন্ শব্দের ন-কারের লোপ হয়। ব্রহ্মণো জায়া ইতি ব্রহ্মাণী। ব্রহ্মণম্ আনয়তি জীবয়তীতি ব্রহ্মন্—অন্ (to breathe)+অণ্ (কর্মণ্যন্)=ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মাণ+স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্, এইরূপে সিদ্ধ হইয়াছে।

॥ ৬০ ॥ **অদসো মাৎ**—অদস্ শব্দনিষ্পন্ন দীর্ঘ ঈকারান্ত ও দীর্ঘ উকারান্ত (অর্থাৎ অমী ও অমূ) পদের সহিত পরপদের সন্ধি হয় না। যথা—অমী—অশ্বাঃ= অমী অশ্বাঃ; অমী—ইষবঃ=অমী ইষবঃ; অমূ—অর্ভকৌ=অমূ অর্ভকৌ।

॥ ৬১ ॥ **আতশ্চোপসর্গে**—উপসর্গের পরবর্তী আকারান্ত ধাতুর উত্তরও ক হয়। যথা—বিজ্ঞঃ, অভিজ্ঞঃ, প্রদঃ, অধিপঃ প্রভৃতি।

॥ ৬২ ॥ **সাস্য দেবতা**—সা অস্য দেবতা (এখানে দেবতা শব্দ দেব ও দেবী উভয় বোধক) এই অর্থে প্রাতিপাদিকের উত্তর যথাসম্ভব অণ্ প্রত্যয় হয়। যথা—শিবোঽস্য দেবতা শৈবঃ, প্রজাপতিরস্য দেবতা প্রাজাপত্যঃ প্রভৃতি।

॥ ৬৩ ॥ **তস্য বিকারঃ**—তস্য বিকারঃ, এই অর্থে প্রাতিপাদিকের উত্তর অণ্, অঞ্, ঢক্ প্রভৃতি প্রত্যয় হয়। যেমন—স্বর্ণস্য বিকারঃ সৌবর্ণঃ, দেবদারোর্বিকারঃ দৈবদারবঃ, অগ্নের্বিকারঃ আগ্নেয়ঃ প্রভৃতি।

॥ ৬৪ ॥ **তদস্য শীলম্**—তদ্ অস্য শীলম্ এই অর্থে শব্দের উত্তর ঠক্ হয়। যথা—পরুষবচনং শীলং যস্য পারুষিকঃ, করুণা শীলম্ অস্য কারুণিকঃ ইত্যাদি।

॥ ৬৫ ॥ **ভূতপূর্বে চরট্**—ভূতপূর্ব অর্থে শব্দের উত্তর চরট্ প্রত্যয় হয়। যথা—ভূতপূর্বঃ আঢ্যঃ আঢ্যচরঃ, ভূতপূর্বঃ শিক্ষকঃ শিক্ষকচরঃ ইত্যাদি।

॥ ৬৬ ॥ **প্রকারে গুণবচনস্য**—প্রকার শব্দে ভেদ ও সাদৃশ্য দুইই বুঝায়। এখানে সাদৃশ্য অর্থ গৃহীত। সাদৃশ্য বুঝাইতে গুণবাচক শব্দ দ্বিরুক্ত হয়। যথা—পটুপটুঃ, মৃদুমৃদুঃ—ঈষৎ পটু, ঈষৎ মৃদু এইরূপ অর্থ।

॥ ৬৭ ॥ **অনোরকর্মকাৎ**—মনুষ্য কর্তা হইলে অকর্মক অনুপূর্বক বদ্‌ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। যথা—কঠঃ কলাপস্য অনুবদতে।

॥ ৬৮ ॥ **পরোক্ষে লিট্**—অনদ্যতন পরোক্ষ অতীত ঘটনায় লিট্ হয়। যথা—রামো রাবণং জঘান, পাণ্ডবা বনং জগ্মুঃ ইত্যাদি।

॥ ৬৯ ॥ **ময়ূর ব্যংসকাদয়শ্চ**—কর্মধারয় সমাসে ময়ূরব্যংসক প্রভৃতি পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা—ময়ূরো ব্যংসকঃ (ধূর্তঃ) ময়ূরব্যংসকঃ, উদক্ চ অবাক্ চ উচ্চাবচম্।

॥ ৭০ ॥ **বেঃ শব্দকর্মণঃ**—শব্দকর্মক হইলে বি-পূর্বক কৃ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। যথা—ক্রোষ্টা স্বরান্ (শুভাশুভসূচকান্ বিবিধ স্বরান্) বিকুরুতে (উচ্চারয়তীত্যর্থঃ)।

॥ ৭১ ॥ **ব্যক্তবাচাং সমুচ্চারণে**—অনেক মনুষ্যের একসঙ্গে উক্তি বুঝাইতে বদ্ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। যথা—বালকাঃ সম্প্রবদন্তে।

॥ ৭২ ॥ **আশংসায়াং ভূতবচ্চ**—আশা করি বুঝাইলে ধাতুর উত্তর ভবিষ্যৎকালে অতীত এবং বর্তমানকালও হইয়া থাকে। যথা—দেবশ্চেৎ বর্ষিষ্যতি (বর্ষতি অবর্ষীৎ)।

অশুদ্ধি সংশোধন

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
১। দুর্যোধনঃ পাণ্ডবান্ ন অস্নিহ্যৎ	১। দুর্যোধনঃ পাণ্ডবেষু ন অস্নিহ্যৎ।
২। দিবসে ত্রিঃ সন্ধ্যামুপাসীত	২। দিবসস্য ত্রিঃ সন্ধ্যামুপাসীত।
৩। সহি ধর্মেণ প্রজান্ শাসতি	৩। স হি ধর্মেণ প্রজাঃ শাস্তি।
৪। স মুখং প্রক্ষালয়িত্বা পঠিতুমাবভতি	৪। স মুখং প্রক্ষাল্য পঠিতুম্ আরভতে।
৫। রাত্রৌ বালকা শয্যায়ামধিশয়ন্তে	৫। রাত্রৌ বালকাঃ শয্যাম্ অধিশেরতে।
৬। বিনা মেঘে বজ্রপাতঃ	৬। বিনা মেঘং মেঘেন বা মেঘাৎ বজ্রপাতঃ।
৭। মাতৃন্ প্রণত্বা গচ্ছ গৃহম্	৭। মাতৄঃ প্রণম্য গচ্ছ গৃহম্।
৮। স্বাদুং ফলং বালকস্য বোচতে	৮। স্বাদু ফলং বালকায় রোচতে।
৯। বিপদাৎ রক্ষ মাং ভবান	৯। বিপদঃ রক্ষতু মাং ভবান্।
১০। ভীতঃ পক্ষীগণঃ সমন্তাৎ পলায়ন্তি	১০। ভীত পক্ষীগণঃ সমন্তাৎ পলায়তে।
১১। প্রিয়মপি মিথ্যাং মা বদস্ব	১১। প্রিয়মপি মিথ্যা মা বদ।
১২। গুণীনাং মুনীনাং সান্নিধ্যং পাবনম্	১২। গুণিনাং মুনীনাং সান্নিধ্যং পাবনম্।
১৩। বিদ্যালয়ং গচ্ছন্ তে পথে ক্রীডারতা অভবন্	১৩। বিদ্যালয়ং গচ্ছন্তঃ তে পথি ক্রীড়ারতা অভবন্।
১৪। অস্মিন্ দিশি সর একো বর্ততে	১৪। অস্যাং দিশি সব একং বর্ততে।
১৫। সিংহা দিবায়াং পর্বতগুহাসু অধিবসন্তি	১৫। সিংহা দিবা পর্বতগুহাঃ অধিবসন্তি।
১৬। গুরুং সেবন্তো জনাঃ জ্ঞানং লভিতুং সমর্থাঃ	১৬। গুরুং সেবমানাঃ জনাঃ জ্ঞানং লব্ধুং সমর্থাঃ।
১৭। তে যাচকান্ ধনানি দদন্তি	১৭। তে যাচকেভ্যঃ ধনানি দদতি।
১৮। সখিনা যৎ কৃতং কর্ম তন্ময়া স্পিয়তেঽধুনা	১৮। সখ্যা যৎকৃতং কর্ম তন্ময়া স্মর্যতেঽধুনা।
১৯। বর্ষায়াং হংসা অপশ্যন্ত	১৯। বর্ষাসু হংসা অদৃশ্যন্ত
২০। পাণিপাদেসু বিংশতয়ঃ অঙ্গুলয়ঃ	২০। পাণিপাদে বিংশতিঃ অঙ্গুলয়ঃ।
২১। স লক্ষ্মীমান্ পুরুষো বারাণস্যামধ্যাস্তে	২১। স লক্ষ্মীবান্ পুরুষো বারাণসীমধ্যাস্তে।
২২। শত্রূন্ বিজিত্বা রামেণ জলনিধিঃ আক্রান্তা	২২। শত্রূন্ বিজিত্য রামেণ জলনিধিঃ আক্রান্তঃ।
২৩। রামো সর্বেষাং প্রকৃতীনাং প্রিয়োঽভবৎ	২৩। রামঃ সর্বাসাং প্রকৃতীনাং প্রিয়োঽভবৎ।
২৪। ভবন্ত জানানি দেবদেবস্ত মহিমাম্	২৪। ভবন্তঃ জানন্তি দেবদেবস্ত মহিমানম্।

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
২৫। স হি অদ্য রামং বৃক্ষং আরোঢ়ুম্ অপশ্যৎ	২৫। স হি অদ্য রামং বৃক্ষম্ আরোহন্তম্ অপশ্যৎ।
২৬। বৎস ! মে বাচং শ্রূয়তাম্	২৬। বৎস ! মম বাক্ শ্রূয়তাম্।
২৭। দৃষ্ট্বা কনীয়সং পুত্রং ননন্দ স্নেহমান্ পিতা	২৭। দৃষ্ট্বা কনীয়াংসং পুত্রং ননন্দ স্নেহবান্ পিতা।
২৮। ধর্মনো গতিঃ কদাপি সুখোপায়েন বিজ্ঞানন্তে মনুষ্যাঃ	২৮। ধর্মস্য গতিং কদাপি সুখোপায়েন বিজানান্তি মনুষ্যাঃ।
২৯। উপৈতি ইয়ং জ্যোতির্ময়ী নিশা	২৯। উপৈতি ইয়ং জ্যোতিষ্মতী নিশা।
৩০। ধনস্য লিপ্সুঃ বাণিজ্যায় প্রতস্থৌ	৩০। ধনং লিপ্সুঃ বাণিজ্যায় প্রতস্থে।
৩১। তিসৃষু দারাসু দশরথস্তুল্যাং প্রীতিং বিভ্রতি	৩১। ত্রিষু দারাসু দশরথস্তুল্যাং প্রীতিং বিভর্তি।
৩২। গোপো দ্বাদশান্ গা অদোহৎ	৩২। গোপো দ্বাদশ গা অধোক্।
৩৩। শ্রীরামোবাচ পশ্যাত্র গঙ্গাং প্রবহমাণাম্	৩৩। শ্রীরাম উবাচ পশ্যাত্র গঙ্গাং প্রবহন্তীম্।
৩৪। আমুক্তিং কৃষ্ণং সেবিষ্যামঃ	৩৪। আ মুক্তেঃ বা আমুক্তি কৃষ্ণং সেবিষ্যামহে।
৩৫। হরিণনযনী বধূঃ নবপত্যা গৃহং নীয়তে	৩৫। হরিণনয়না বধূঃ নরপতিনা গৃহং নীয়তে।
৩৬। মাতৃপিতৃহীনাং রুদন্তীং বালিকাং পশ্য	৩৬। মাতাপিতৃহীনাং রুদতীং বালিকাং পশ্য।
৩৭। তস্য দারা পাককার্যে পটীয়সী	৩৭। তস্য দারাঃ পাককার্যে পটীয়াংসঃ।
৩৮। প্রাতে সো ভুজগং দদর্শ	৩৮। প্রাতঃ স ভুজগম্ অদর্শৎ।
৩৯। অয়ং পথঃ তপোবনং উপতিষ্ঠতি	৩৯। অয়ং পন্থাঃ তপোবনম্ উপতিষ্ঠতে।
৪০। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধায়	৪০। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততে সিদ্ধয়ে।
৪১। বিসর্জয়িত্বা স্বজনান্ রামোঽরণ্য' প্রতিষ্ঠত	৪১। বিসর্জ্য স্বজনান্ রামোঽরণ্যং প্রাতিষ্ঠত।
৪২। লক্ষ্মীমন্তো জনা ভুঞ্জন্তি শ্রিয়ম্	৪২। লক্ষ্মীবন্তো জনা ভুঞ্জতে শ্রিয়ম্।
৪৩। বেদবিদ্যা বিদ্যাভ্যঃ শ্রেষ্ঠতমা	৪৩। বেদবিদ্যা বিদ্যাসু শ্রেষ্ঠা।
৪৪। ভবান্নন্নং ভুক্ত্বা তত্র গচ্ছ	৪৪। ভবানন্নং ভুক্ত্বা তত্র গচ্ছতু।
৪৫। চতুর্ষু দিক্ষু রবিরক্তিমা বিকীর্ণা	৪৫। চতসৃষু দিক্ষু রবিরক্তিমা বিকীর্ণঃ।
৪৬। পুণ্যাৎ কর্মাৎ বিরমন্তে দুর্মতয়ঃ	৪৬। পুণ্যাৎ কর্মণঃ বিরমন্তি দুর্মতয়ঃ।
৪৭। মহারাজা অশ্বেন সঞ্চরতি	৪৭। মহারাজঃ অশ্বেন সঞ্চরতে।
৪৮। এবং বিবদন্তঃ ভবন্তঃ কুত্র গচ্ছথ	৪৮। এবং বিবদমানাঃ ভবন্তঃ কুত্র গচ্ছন্তি।

অশুদ্ধরূপ	শুদ্ধরূপ
৪৯। অহোরাত্রিং পুণ্যকর্মণি চরিত্বা যশমাপ্নুহি	৪৯। অহোরাত্রং পুণ্যকর্মাণি চরিত্বা যশঃ আপ্নুহি
৫০। সর্বে প্রজাস্তং রাজানং পিত্রায়ন্তে	৫০। সর্বাঃ প্রজাস্তং রাজানং পিত্রীয়ন্তি।
৫১। মম প্রিয়সখা রথেন সঞ্চবতি	৫১। মম প্রিয়সখঃ রথেন সঞ্চবতে।
৫২। রামোবাচ আপো মে দেহি	৫২। রাম উবাচ অপো মে দেহি।
৫৩। রুদন্তী বালা গৃহম্ প্রবিশৎ	৫৩। রুদতী বালা গৃহং প্রাবিশৎ।
৫৪। গ্রামস্য পূর্বে মহান সবো বর্ততে	৫৪। গ্রামাৎ পূর্বে মহৎ সবো বর্ততে।
৫৫। ভবান্ সুহৃদস্য সাহায্যং লভিষ্যসি	৫৫। ভবান্ সুহৃদঃ সাহায্যং লপ্স্যতে।
৫৬। মহানস্য মহীপত্যুর্যশঃ	৫৬। মহদ্ অস্য মহীপতেঃ যশঃ।
৫৭। দিবাং ফলানি ভুঞ্জন্তু ভবন্তঃ	৫৭। দিবা ফলানি ভুঞ্জতাম্ ভবন্তঃ।
৫৮। অশ্বমারোহিত্বা অন্য বনং গচ্ছ	৫৮। অশ্বমারুহ্য অন্যদ্ বনং গচ্ছ।
৫৯। শিষ্যা গুরোরুভযতো বর্তন্তো দৃশ্যন্তে	৫৯। শিষ্যাঃ গুরুম উভযতো বর্তমানা দৃশ্যন্তে ।।
৬০। সাধ্বিমৌ মুনিবালকৌ বনেঽধিবসতঃ	৬০। সাধূইমৌ মুনিবালকৌ বনম্ অধিবসতঃ।
৬১। অহনৎ রক্ষোপতিং রামঃ	৬১। অহন্ রক্ষঃপতিং রামঃ।
৬২। অক্ষিণা কাণোঽপি মহাতেজোঽয়ং জনঃ	৬২। অক্ষ্ণা কাণোঽপি মহাতেজা অয়ং জনঃ।
৬৩। ধাবতীমশ্বীঃ পশ্য	৬৩। ধাবন্তীম্ অশ্বাং পশ্য।
৬৪। অম্বে কথ্যতাং তব রোদনস্য হেতুম্	৬৪। অম্ব কথ্যতাং তব রোদনস্য হেতুঃ।
৬৫। দেবীং সংপূজয়িত্বা সো বনং প্রস্থিতঃ।	৬৫। দেবীং সংপূজ্য স বনং প্রস্থিতঃ।

॥ পার্থক্য-নির্ণয় ॥

১। আচার্যা—স্বয়ং অধ্যাপিকা=আচার্যা বালিকাঃ পাঠয়তি।
আচার্যাণী—আচার্যের পত্নী=আচার্যাণী আচার্যেণ সহ গচ্ছতি।

২। অরণ্যম্—বন=নদীতীরে অরণ্যম্ অস্তি।
অরণ্যানী—মহৎ বন=ইমাম্ অরণ্যানীং শ্বাপদা অধিবসন্তি।

৩। যবনী—যবনের স্ত্রী = যবনী যবনেন সহ বসতি।
যবনানী—যবনের লিপি = স যবনানীং সাধু পঠতি।

৪। পুত্রায়তে—পুত্রের ন্যায় আচরণ করে (পুত্র ইব আচরতি) = শিষ্যঃ গুরৌ পুত্রায়তে।
পুত্রীয়তি—পুত্রের ন্যায় দেখে (পুত্রম্ ইব আচরিত) = গুরুঃ শিষ্যং পুত্রীয়তি।

৫। মহারাজঃ—মহান্ রাজা (কর্মধারয়) = মহারাজঃ দশরথঃ পুত্রবৎ প্রজাঃ পালয়ামাস।
মহারাজা—মহান্ রাজা যেখানে (বহুব্রীহি) = মহারাজা অয়ং দেশঃ।

। বিংশতিঃ—কুড়িটি (বিশেষণ) = বিংশতিঃ বালকাঃ অত্র ক্রীড়ন্তি।
বিংশতয়ঃ—অনেক কুড়ি (বিশেষণ) = আম্রাণাং তিস্রঃ বিংশতয়ঃ ময়া দৃশ্যন্তে।

৭। অর্থী—যাচক = রাজা অর্থিভ্যো ধনং বিতরতি।
অর্থবান্—ধনবান = অর্থবান্ অয়ং নরঃ।

৮। পিতৃবৎ—পিতার ন্যায় = গুরুঃ পিতৃবৎ পূজ্যঃ।
পিতৃমৎ—পিতা আছে যার = মম মিত্রং পিতৃমৎ।

৯। স্বেষাম্—নিজেদের = সর্বে স্বেষাং হিতম্ ইচ্ছন্তি।
স্বানাম্—জ্ঞাতিগণের = স্বানাং নিধনং কোঽপি ন ইচ্ছতি।

১০। সর্বস্মৈ—সকলের নিকট = সত্যং সর্বস্মৈ রোচতে।
সর্বায়—শিবকে = সর্বায় ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ।

১১। উত্তিষ্ঠতি—উপরের দিকে উঠে = স আসনাৎ উত্তিষ্ঠতি।
উত্তিষ্ঠতে—চেষ্টা করে = সাধুঃ মুক্তৌ উত্তিষ্ঠতে।

১২। আক্রামতি—গ্রহনক্ষত্র ভিন্ন পদার্থের উর্ধ্বগমনে = গৃহাৎ ধূমঃ আক্রামতি।
আক্রমতে—গ্রহনক্ষত্রের উর্ধ্বগমনে = সূর্যঃ আক্রমতে।

১৩। ইন্দ্রসখঃ—ইন্দ্রের সখা (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) = ইন্দ্রসখঃ দশরথঃ তদর্থম্ অসুরৈঃ সহ যুযুধে।
ইন্দ্রসখা—ইন্দ্রসখা যার (বহুব্রীহি) = ইন্দ্রসখ্যুঃ দশরথস্য রাজ্যে সদৈব সুবৃষ্টিঃ বভূব।

১৪। ভুনক্তি—পালন করে = রাজা মহীং ভুনক্তি।
ভুঙ্‌ক্তে—খাওয়া অর্থে = সঃ অন্নং ভুঙ্‌ক্তে।

১৫। ভোজ্যম্—ভোজন দ্রব্য = সর্বং ভোজ্যং দেবেভ্যো দেয়ম্।
ভোগ্যম্—ভোগ্যের যোগ্য = মহাগুরুনিপাতে বর্ষভোগ্যং দেহাশৌচম্।

১৬। কৃষ্ণসর্পঃ—গোক্ষুর সাপ = কৃষ্ণসর্পং দৃষ্ট্বা স ভীতঃ প্রলায়িতঃ।
কৃষ্ণঃ সর্পঃ—কালো রঙ-এর সাপ = কৃষ্ণঃ সর্পঃ প্রায়শঃ ভয়ঙ্করঃ।

১৭। এতম্—ইহাকে = এতম্ জনম্ অহং জানামি।
এণম্—মৃগকে = এণম্ হত্বা যজ্ঞকার্যং সম্পাদয়।

১৮। বিক্রমতে—(পাদবিক্ষেপ অর্থে) সাধু বিক্রমতে বাজী।
বিক্রামতি—(দ্বিধা হয়) সন্ধিঃ বিক্রামতি।

১৯। সীমন্ত—কেশপাশ = অস্যাঃ বধ্বাঃ সীমন্তে সিন্দূরং শোভতে।
সীমান্ত—সীমার শেষ ভাগ = চৈনিকাঃ ভারতস্য উত্তরসীমান্তে অধুনা বর্তন্তে।

২০। বাক্যম্—বাণী = শিশোঃ বাক্যম্ অতিমধুরম্।
বাচ্যম্—বলার যোগ্য = ত্বয়া এবম্ কদাপি ন বাচ্যম্।

২১। স্থলা—কৃত্রিমা ভূমি = স্থলেয়ং গোধূমায় প্রশস্তা।
স্থলী—অকৃত্রিমা ভূমি = সৈষা স্থলী যত্র ভ্রষ্টং নূপুরমেকং ময়া দৃষ্টম্।

২২। সুগন্ধি—যাহার নিজের গন্ধ আছে = সুগন্ধি কুসুমম্ উদ্যানে শোভতে।
সুগন্ধঃ—পরের গন্ধে গন্ধবান্ = সুগন্ধঃ বায়ুর্বাতি।

২৩। মহাবুদ্ধিঃ—মহতী বুদ্ধি = জম্বুকস্য মহাবুদ্ধিরস্তি।
মহদ্বুদ্ধিঃ—মহৎব্যক্তির বুদ্ধি = মহদ্বুদ্ধিঃ সর্বৈরেব গ্রাহ্যা।

২৪। নীলা—আচ্ছাদন বুঝাইলে = নীলা শাটী যুবতিভ্যঃ রোচতে।
নীলী—ওষধি বা প্রাণী বুঝাইলে = নীলীরসপূর্ণে মহাভাণ্ডে জম্বুকঃ পপাত।

২৫। রাজবান্—রাজযুক্ত = রাজবান্ অয়ং দেশঃ পাপপূর্ণঃ।
রাজন্বান্—উত্তমরাজসমন্বিত = রাজন্বান্ অয়ং দেশঃ সুখসমৃদ্ধিশালী।

২৬। উচ্চরতি—উপরে উঠে = গৃহাৎ ধূমঃ উচ্চরতি।
উচ্চরতে—লঙ্ঘন করে = স গুরুবচনম্ উচ্চরতে।

২৭। ক্ষত্রিয়ী—ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী = ক্ষত্রিয়ী কুন্তী পাণ্ডবজননী।
ক্ষত্রিয়া—ক্ষত্রিয়জাতীয়া স্ত্রী = ক্ষত্রিয়া যুদ্ধবিদ্যামপি জানাতি।

২৮। সখীয়তে—সখীর মত আচরণ করে = সা সখীয়তে সেবিকাসু।
সখীয়তি—সখার মত দেখে = সা মাম্ সখীয়তি।

২৯। সংক্রীড়তে—খেলা করে = বালকঃ প্রান্তরে সংক্রীড়তে।
সংক্রীড়তি—অস্ফুটধ্বনি করে = চক্রং সংক্রীড়তি।

৩০। সূর্যা—সূর্যের দেবী স্ত্রী = সূর্যা শনৈশ্চরজননী আসীৎ।
সূরী—সূর্যের মানবী স্ত্রী = সূরী পাণ্ডবজননী আসীৎ।

৩১। অনুবদতে—অনুকরণ করা = কঠঃ কলাপস্য অনুবদতে।
(কর্তা মনুষ্যপদবাচ্য, বদ্ ধাতু সকর্মক)
অনুবদতি—পুনরাবৃত্তি করা = উক্তম্ অনুবদতি।
(কর্তা অমনুষ্যপদবাচ্য, বদ ধাতু সকর্মক) বীণা অনুবদতি।

৩২। আশ্চর্যম্—অদ্ভুত = আশ্চর্যং তব বচনম্।
আচর্যম্—আচরণযোগ্য = আচর্যং কর্মশোভনম্।

৩৩। বিশ্বামিত্রঃ—অন্য অর্থে = বিশ্বামিত্রঃ ঋষিঃ তেজস্বী আসীৎ।
বিশ্বমিত্র—বিশ্বের মিত্র যে = বিশ্বমিত্রঃ মানবকঃ।

৩৪ কবরী—চুলের খোঁপা = কবরী নারীণাং শোভাং বর্ধয়তি।
কবরা—বিচিত্রা = কবরা ইয়ং পৃথিবী।

৩৫। পাণিগৃহীতী—ভার্যা = সীতা রামস্য পাণিগৃহীতী।
পাণিগৃহীতা—যাহার হস্ত ধারণ করা হয়েছে = ইয়ং দাসী ময়া পাণিগৃহীতা গচ্ছতি।

৩৬। ত্রিফলা—তিনটি ফলের সমাহার (দ্বিগু) = ত্রিফলাং মহ্যং দেহি।
ত্রিফলী—যাহার তিনটি ফল আছে (বহুব্রীহি) = ত্রিফলী লতা দৃশ্যতে।

৩৭। পতিমতী—প্রভুবিশিষ্টা = পতিমতী পৃথিবী।
পতিবত্নী—যে নারীর পতি জীবিত = পতিবত্নী ইয়ং রমণী।

৩৮। সুদন্তা—সুন্দর দন্তযুক্ত নারী = ইয়ং সুদন্তা যাতি।
সুদতী—সুন্দর দন্ত যুক্ত কুমারী বা যুবতি = ইয়ং সুদতী যৌবনে আরূঢ়া।

৩৯। যুবতিঃ—কুমারী রমণী (young lady) = যুবতিঃ বিদ্যালয়ে পঠতি।
যুবতী—যে নারী পতিকে সুখী করে = যুবতী ইয়ং অতীব পতিপ্রাণা।

৪০। জীবকা—যাহার দীর্ঘজীবন আছে = জীবকা নারী ইয়ং ভাগ্যবতী।
জীবিকা—জীবনধারণের উপায় = পরসেবা মে প্রধানা জীবিকা।

৪১। ভীষয়তে—স্বয়ং ভয় দেখানো = সর্পঃ শিশুং ভীষয়তে।
ভায়য়তি—অন্যের দ্বারা ভয় দেখানো = সর্পেণ বৃদ্ধঃ শিশুং ভায়য়তি।

৪২। রজয়তি—বধ করা = ব্যাধঃ মৃগান্ রজয়তি।
রঞ্জয়তি—তুষ্ট করা = মুনিঃ মৃগান্ তৃণদানেন রঞ্জয়তি।

৪৩। উদন্বান্—ঋষি বা সমুদ্র। উদকবান্—জলপূর্ণ (ঘট)।

৪৪। রাজন্বান্—শোভন নৃপবিশিষ্ট। রাজবান্—রাজাযুক্ত।

৪৫। দন্তী—হস্তী। দন্তবান্—দাঁতযুক্ত (বালক)।

৪৬। বর্ণী—ব্রহ্মচারী বর্ণবান্—বর্ণযুক্ত (পদার্থ)

৪৭। পূর্বাহ্ণঃ—কর্মধারয় সমাস। পূর্বাহ্নঃ—একদেশী সমাস।

৪৮। পূর্বরাত্রিঃ—কর্মধারয় সমাস। পূর্বরাত্রঃ—একদেশী সমাস।

৪৯। গ্রামার্ধঃ—ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস। অর্ধগ্রামঃ—একদেশী সমাস

৫০। ঘটয়তি—সঙ্ঘটিত করে। ঘাটয়তি—যুক্তবদ্ধ করে।

৫১। দূষয়তি—খারাপ করে।
দোষয়তি—চিত্তবিকার জন্মায়।

৫২। স্মরয়তি—উৎকণ্ঠার সহিত স্মরণ করায়।
স্মারয়তি—স্মরণ করাইয়া দেয়।

৫৩। অশনায়তি—অশনম্ ভোক্তুম্ ইচ্ছতি।
অশনীয়তি—অশনম্ লব্ধুম্ ইচ্ছতি।

৫৪। ধনায়তি—লোভবশাৎ অর্থং লব্ধুম্ ইচ্ছতি।
ধনীয়তি—অর্থং প্রাপ্তুম্ ইচ্ছতি।

৫৫। মহাভুজঃ—যাহার বাহু বিশাল। মহাভুজঃ স রাজা শত্রুভ্যো ন বিভেতি।
মহদ্ভুজঃ—মহৎব্যক্তির বাহু। মহদ্ভুজঃ পরেষাং রক্ষণায় প্রবর্ততে।

৫৬। সুহৃদ্—মিত্র। শৃগালঃ হরিণস্য সুহৃদ্ অভবৎ।
সুহৃদয়ঃ—মহৎ অন্তঃকরণবিশিষ্ট। সুহৃদয়ঃ জনঃ ন কস্মৈ দ্রুহ্যতি।

৫৭। করোতি—কাজের ফল পরের উদ্দেশ্যে।
কুরুতে—কাজের ফল নিজের প্রাপ্য।

৫৮। বনপতি—বনের মালিক।
বনস্পতি—পুষ্পহীন ফলবিশিষ্ট বড গাছ।

৫৯। জানাতি—(জানে) স মম গাং জানাতি।
জানীতে—(নিজের বলে জানে) স গাং জানীতে।

৬০। সংপশ্যতি (সম্-দৃশ্ ধাতু সকর্মক)—সংপশ্যতি পর্বতম্।
সংপশ্যতে (সম্-দৃশ্ ধাতু অকর্মক)—সংপশ্যতে শিশুঃ।

৬১। সংজানাতি (স্মরণ করে)—সংজানাতি গুরোঃ গুরুং বা শিষ্যঃ।
সংজানীতে (স্মরণ ভিন্ন অর্থে, সন্ধান করা ইত্যাদি অর্থে)—সংজানীতে শতম্।

নবম অধ্যায়
সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

॥ ভূমিকা ॥

সংস্কৃত শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কবিতে হইলে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃত শিক্ষাদান পদ্ধতির পটভূমি রচিত হইবে। অতএব, সংস্কৃত পঠন-পাঠন পদ্ধতির আলোচনাব পূর্বে সংস্কৃত ভাষাব গুরুত্ব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া সঙ্গত।

॥ সংস্কৃত ভাষার বিরোধীদের মত ॥

যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাব বিবোধী তাঁহারা প্রধানতঃ কয়েকটি কারণের উপর ভিত্তি করিয়া এই ভাষা শিক্ষার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, ভাষাব যে সকল গুণ থাকা প্রয়োজন, সংস্কৃতের ক্ষেত্রে সেই গুণাবলীর অত্যধিক অভাব রহিয়াছে।

সংস্কৃত বর্তমান যুগের ভাবের ধারিকা নব

॥ ১ ॥ ভাষা হইবে যুগের ধারক ও বাহক। অতীতকে সে যেরূপ ধরিয়া রাখিবে বর্তমানকেও সে সেইরূপ বহন করিবে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকেও সে তাহাব দূরদৃষ্টিব প্রভাবে প্রকাশ কবিতে ভুলিবে না। বিরোধী পক্ষের মতে সংস্কৃত ভাষা অতীতের ধারিকা হইলেও বর্তমানের ধ্যান-ধারণা-চিন্তা-ভাবনার বাহিকা নয়।

যুগোপযোগী নয়

॥ ২ ॥ দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত ভাষা যুগোপযোগী নহে। যুগের প্রয়োজন মিটানো ভাষার অন্যতম কাজ। সংস্কৃত ভাষা এই যুগের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে অক্ষম।

গতিশীল নয়

॥ ৩ জগতের বৈশিষ্ট্য যদি হয় পরিবর্তনশীলতা, তাহা হইলে ভাষার মধ্যেও সেই গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়। সংস্কৃত ভাষার মধ্যে এই গতিশীলতার অভাব সর্বদাই অনুভূত হয়।

ভাবের আদান-প্রদানের সক্ষম মাধ্যম নয়

॥ ৪ ॥ যেহেতু এই ভাষার মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান করা এখন সম্ভব হয় না, যেহেতু দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন-সাধনে ইহা সহায়ক নহে, যেহেতু মৌখিক কাজ-কর্ম ইহার দ্বারা সংসাধিত হয় না, সেই সকল কারণে ইহা মৃত ভাষা।

বৈজ্ঞানিক সত্য পরিবেশনে অক্ষম

॥ ৫ ॥ বৈজ্ঞানিক প্রভাবে প্রভাবিত বর্তমান যুগে বিজ্ঞান-জগতের কোন সংবাদ এই ভাষা পরিবেশন করিতে পারে না।

চিত্তবিনোদনের সহায়ক নয় ॥ ৬ ॥ অবসর-যাপনের বা অবকাশ সময়ে চিত্তবিনোদনের বিশেষ কোন উপকরণ এই ভাষা প্রদান করিতে পারে না।

॥ ৭ ॥ ব্যাকরণের বাহুচ্ছায়াবিষ্ট এই ভাষা বিশ্রম্ভগতি-লাভে বঞ্চিত। ব্যাকরণ-নির্ভর ব্যাকরণের নিয়মাবলীর দ্বারা অত্যধিক নিয়ন্ত্রিত থাকায় এই ভাষা সাধারণ মানুষের নিকট অপ্রয়োজনীয় ও দুরূহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

॥ ৮ ॥ আর্থিক-সমস্যা সমাধানে ও বেকার সমস্যা-সমাধানে এই ভাষা কতখানি সক্ষম তাহা বেশ কিছুটা চিন্তার অপেক্ষা রাখে। কাব্যের বিবিধ আর্থিক প্রয়োজন পূরণে অক্ষম উদ্দেশ্যের মধ্যে আর্থিক প্রয়োজন মিটানো একটি উদ্দেশ্য। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রাদিতে এই কথা বারংবার বিঘোষিত হইয়াছে।

যথা :—কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশ যুজে॥ (কাব্য প্রকাশ, ১/২)
ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।
প্রীতিং করোতি কীর্তিং চ সাধুকাব্যনিবন্ধনম্॥ (কাব্যালঙ্কার, ১/২)

বর্তমান যুগে সংস্কৃত ভাষা সম্বলিত কাব্যনিচয় কতদূর পুরুষার্থসাধক, শ্রেয়ঃসাধক, অর্থসাধক ও দুঃখপূর্ণ সংসারে পরম আহ্লাদজনক তাহা লইয়া অনেক মত-বৈষম্য রহিয়াছে। সুতরাং সাধারণেব চাহিদা-পূরণে এই ভাষার অক্ষমতা প্রণিধানযোগ্য।

এই সকল কারণের উপর ভিত্তি করিয়া বিরোধী পক্ষ সংস্কৃত শিক্ষার সপ্রয়োজনত্বকে কোন প্রকাবেই স্বীকার করেন না।

॥ সংস্কৃত ভাষার সমর্থকদের মতাবলী ॥

বিরোধিদল প্রদর্শিত উপর্যুক্ত যুক্তিগুলি কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। বিদ্বদ্‌সমাজের নিকট যুক্তিগ্রাহ্য পরিবেশের নিকট তত্ত্বদর্শী মানবের নিকট ও ধীসম্পন্ন মনের নিকট সংস্কৃত শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপযোগিতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত এবং বহুভাবে প্রমাণিত।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার পূর্বে ভাষার সঠিক সংজ্ঞা এবং ভাষার বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান থাকা প্রয়োজনীয়।

ভাষার সংজ্ঞা মানুষের দ্বারা উচ্চারিত বহুজনবোধগম্য অর্থপূর্ণ ধ্বনি-সমষ্টিই হইল ভাষা। ধ্বন্যারূঢ় প্রতীকদ্যোতনাই ভাষার স্বরূপ লক্ষণ।

"A language is a system of arbitrary local symbols by means of which the members of a society interact in terms of their total culture".—Cornelius.

ভাবের আদানপ্রদান, সর্বব্যাপকতা, সুষ্ঠু সামাজিক রূপ, স্থান বা ভৌগোলিক পরিবেশের পরিবর্তনবশতঃ পরিবর্তনশীলতা, গতিশীলতা, বৈচিত্র্য, স্বকীয় স্বাধীন

রূপধারণ প্রভৃতি ভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যায়, যথার্থ ভাষা আমরা তাহাকেই বলিব যাহা একটি *social phenomenon, all-pervasive means of communication, geographically localised, socially stratified, subject to change, subject to standardising influences, retaincr of indcpendent own pattern* প্রভৃতি।

ভাষার প্রকৃতি

এই বৈশিষ্ট্যসমূহ সংস্কৃত ভাষার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

সংস্কৃত ভাষার গতিশীলতা বা পরিবর্তনশীলতা সম্বন্ধে যাঁহারা বিরুদ্ধমত পোষণ করেন, তাঁহাদের মত নিরসনের জন্য এই কথাই বলা যায় যে, ভারতবর্ষে একদিন এমন ছিল যখন এই ভাষা ছিল গতিশীল ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে এই ভাষার গতিশীলতা হইয়াছে রুদ্ধ। ইহার কারণ, সংস্কৃত ভাষার প্রতি আমাদের সমাজের উন্নাসিকতামূলক দৃষ্টিভঙ্গী ও অবজ্ঞাসূচক মনোভাব। সমাজ যদি একজন মানুষকে একঘরে (*isolat'd*) করিয়া দেয়, তবে সেই মানুষটির জীবনযাত্রা যেরূপ ধীরে ধীরে স্তব্ধ হইয়া যায় সংস্কৃত ভাষার ক্ষেত্রেও তদ্রূপ ঘটিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা আজ গতিশীলতাধর্ম হইতে বঞ্চিত। ইহার জন্য দায়ী এই ভাষা নয়, দায়ী আমরা স্বয়ং—অধুনাতন সুসভ্যতার আলোকে আলোকিত ভারতবাসী।

সংস্কৃত ভাষার গতিশীল তার অভাবের কারণ আমাদের উন্নাসিকতা

এই ভাষা জগতের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভারতীয় ভাষাসমূহের ইহা জননী। সকল প্রকার প্রাচ্য ভাষার মূল ইইল সংস্কৃত ভাষা। অলঙ্কার-ঘটনাবৈচিত্র্য-গাম্ভীর্য-মাধুর্য প্রভৃতির দ্বারা এই সুসমৃদ্ধ ভাষা প্রত্যেকেরই মানসভূমিকে আনন্দরসে প্লাবিত করিয়াছিল।

ভারতীয় ভাষাবলীর জননীস্বরূপ

ইতিহাস-পাঠকদিগের নিকট ইহা সুবিদিত যে, ভারতবর্ষ যখন তাহার প্রাণভূত ঐক্যসূত্র ও সমুন্নত সংস্কৃতিকে হারাইয়া বহিঃশত্রুর কবলীভূত হইল তখন স্বাধীনতা হইল সর্বতোভাবে বিঘটিত। পুনরায় যখন বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া সকল শ্রেণীর ভাষাগত অনৈক্য ভুলিয়া ভারতমাতার মুক্তি-কামনায় 'বন্দে মাতরম্' মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সংহত প্রচেষ্টায় আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রণী হইলাম তখনই স্বাধীনতা পুনর্বার আসিল। আজ আমরা স্বাধীন।

ঐক্য সাধনে সক্ষম

কোন জাতিই কখনও ভাষাগত বা প্রদেশগত বিরোধকে অবলম্বন করিয়া কলহের দ্বারা উন্নতি লাভ করিতে পারে না। সংহতিই কার্যসিদ্ধির মূল কারণ। সংহতি-সাধনে ভাষা গরীয়সী ভূমিকা অবলম্বন করে। আজ ভাষা-কলহের দিনে আমরা যদি মাতৃস্বরূপ সংস্কৃত ভাষার শরণার্থী হই এবং ইহাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করি, তাহা হইলে ভারতবর্ষে ভাষা-বিরোধের মীমাংসা ও স্থায়ী সমাধান এখনই সম্ভব।

সংহতি সাধনে সংস্কৃত ভাষা

আন্তর্জাতিক মর্যাদা অর্জনের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা একটি প্রয়োজনীয় ভূমিকা

অলঙ্কৃত করে। আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রাপ্ত মর্যাদার পশ্চাতে রহিয়াছে সংস্কৃত ভাষাশ্রিত ভারতীয় সংস্কৃতির শাশ্বত অবদান। সংস্কৃত-বর্জিত ভারতবর্ষ ও সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ ভারতবাসী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কেবল অপাংক্তেয় নহে, অবজ্ঞার পাত্রও বটে।

আন্তর্জাতিক মর্যাদা অর্জনে সংস্কৃত ভাষা

"India was the motherland of our race, and Sanskrit the mother of Europe's languages; she was the mother of our philosophy, mother through the Arabs of much of our Mathematics: mother through the Buddha of the ideals embodied in Christianity; mother through the village community of self-government and democracy. Mother India is in many ways the mother of us all."—(Will Durant)

যে অগাধ তত্ত্বজ্ঞান সংস্কৃতে নিহিত রহিয়াছে, তাহা শ্রবণ মাত্রেই অনন্ত আনন্দের ও উন্নত বিচার-শক্তির প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া থাকে। ইহা নিঃসন্দেহ যে, অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার অনিবার্যতাকে পরিহার করিয়া ভারতীয় সন্তান-সন্ততিকে ভারতীয় সংস্কৃতির নিকট সমুপস্থিত করার অন্য কোন পথ নাই। সুতরাং সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাপারে অধিকতর যত্ন গ্রহণ করা বিধেয়।

অপরিসীম তত্ত্বজ্ঞানের আধার

ছাত্রেরা যাহাতে সংস্কৃত ভাষা পড়িতে, উপলব্ধি করিতে, লিখিতে, ভাবনিবহ প্রকাশ করিতে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলিতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

"Our aim in teaching Sanskrit will, therefore, be to enable the pupils (i) to read, understand and appreciate classical Sanskrit, (ii) to write Sanskrit in an intelligent manner and (iii) to know the ways and manners of the ancient Aryans whose mother tongue was Sanskrit, to get insight into their culture and to use that heritage to build up a new civilization."—(V. P. Bokil)

বিচিভাষাভাবজাতিভূষিত এই ভারতবর্ষে জাতির জীবনের সর্বস্বভূত সচ্চারিত্র্য শিক্ষণ একান্ত প্রয়োজনীয়। "সত্যং বদ, ধর্মং চর, স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য, প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্।" প্রভৃতি উপনিষদ্ বাক্যসমূহ সচ্চারিত্র্যশিক্ষণের যে নিদর্শন প্রদান করে, তাহা সত্যই গ্রহণীয় ও পালনীয়।

চারিত্র্য রক্ষণে সমর্থ

যে ভাষায় সন্নিবদ্ধ হইয়াছে বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থ; যাহার আরাধনা করিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রমুখ বিদগ্ধ শাস্ত্র-প্রণেতৃবৃন্দ অমরত্ব লাভ করিয়াছেন; মেঘদূত অভিজ্ঞানশকুন্তলা প্রভৃতিতে যাহার সুধাধারা প্রবাহিত; আয়ুর্বেদে যাহার মঙ্গলমূর্তি প্রকাশ পাইয়াছে, সেই ভাষা যদি বিলুপ্ত হয় তাহা হইলে সত্যশিব-সৌন্দর্য-গৌরব হইবে পরিভ্রষ্ট এবং সেই ভাষার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বের মঙ্গল সংসাধিত হইবে অবশ্যই।

সত্যশিব-সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা

যদি সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ কেহ না থাকে তাহা হইলে তত্ত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু প্রকাশ করিয়া ভারতের কেই-বা উপকার সাধন করিবে?

বঙ্গ বা হিন্দী বা ইংরেজী বা তামিল ভাষাকে সম্বল করিয়া যদি প্রত্যেকে পিতৃক্রিয়ানুষ্ঠানে অথবা দেবক্রিয়া-সম্পাদনে অগ্রসর হইয়া শাস্ত্রোক্ত-মন্ত্রনিচয় প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই সকল মন্ত্রের অর্থবোধে এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধা দেখা দিবে। ফলে সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান হইবে অস্তাচলগামী। এখনও পর্যন্ত আমরা যেইরূপ সুসভ্যতাকে আশ্রয় করিতে পারি নাই যদ্দ্বারা সকল পিতৃক্রিয়ানুষ্ঠানের, দেবক্রিয়ানুষ্ঠানের অনুপযোগিত্ব বা অনর্থতাকে অবধারণ করিয়া কেবলমাত্র রোগপীড়িতের শুশ্রূষার, দরিদ্রের প্রতি দয়া-প্রদর্শনের মাধ্যমে অথবা গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া নিজেদের প্রতি মহাপুরুষত্ব আরোপণের দ্বারা সকল প্রকার জাগতিক তাৎপর্যকে অনুভব করিব। ইহা অনস্বীকার্য যে, অলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠানাদির জন্যও সংস্কৃত ভাষা যথেষ্ট প্রয়োজনীয়।

অলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে এই ভাষার গুরুত্ব

সংস্কৃত ভাষা কখনই মৃতভাষা নহে। এখনও পর্যন্ত পঁচিশ হাজারেরও বেশী শিক্ষিত লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংস্কৃতভাষায় কথা বলে, দশহাজার টোলে ও গুরুকুলে সংস্কৃতভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়, হিন্দুদের বিভিন্ন শুভ অনুষ্ঠানাদিক্ষেত্রে পঞ্চাশ হাজার পুরোহিত সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাদের কর্তব্যকর্ম পরিচালনা করেন এবং এখনও পর্যন্ত আয়ুর্বেদ-ন্যায়-ধর্ম-জ্যোতিষ-সংগীত-নাটক প্রভৃতিতে সংস্কৃত ভাষার ও সাহিত্যের একাধিপত্য। সমগ্র ভারতবর্ষে যে ভাষার এত প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি তাহা মৃতভাষা নয়।

প্রাত্যহিক আলাপ-আচরণে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ

প্রয়াস করিলে পর বিজ্ঞান-জগতের সংবাদও সংস্কৃতভাষায় পাওয়া যায়। বিজ্ঞান-জগতে সংস্কৃতের অবদান অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। জ্যোতিষ-অঙ্ক-জ্যামিতি-বীজগণিত-ভাষাতত্ত্ব-চিকিৎসা প্রভৃতি সম্পর্কে বহু শতাব্দী পূর্বে সংস্কৃতভাষায় সুচারুরূপে সমুন্নত আলোচনা হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক সংবাদ পরিবেশনে এই ভাষা

"In the domain of exact Sciences, Sanskrit embodies a very valuable literature. It is an erroneous notion that Sanskrit was only a language of muses, a language of religion and philosophy, and it did not cover other branches. In this respect A. B. Keith authoritatively points out that Sanskrit was also the language of sciences, not merely grammar, prosody, phonetics and etymology, but doubtless also of specialised sciences like medicine, mathematics, and astronomy. Kasyapa, Susruta, Charaka and Nagarjuna developed Ayurveda, the Indian science of medicine. That surgery was also actually practised, is evidenced by such works. This science was further specialised by Dhanwantari and

Va'gbhatta. Va'tsayana and Ko'ka specialised in the science of sex. The science of geometry owes its origin to the Su'lva-sutra of the Vedic times. The invention of zero and decimal notation is a landmark in the progress of Mathematics. Mathematics including Geometry, Arithmetic and Algebra and Astronomy received great impetus at the hands of such masterminds as Varahamihira, Brahmagupta, Aryabhatta and Bhaskaracharya.

Besides the above sciences, there are works in Sanskrit on architecture, jewellery, agriculture, irrigation, veterinary, artillery, music, dance and minor arts and skills."—(R. N. Safaya).

শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, মানবহৃদয়ে পূতভাব ও ধর্মভাব জাগাইতে হইলে, ভারতীয় সংস্কৃতিকে বজায় রাখিতে হইলে এবং ভাষাদ্বেষকে দূরীভূত করিতে হইলে সমৃদ্ধ সরল অত্যুন্নত সাহিত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভূয়িষ্ঠ লোকায়ত প্রয়োজননিষ্ঠ অধ্যাত্ম-সমৃদ্ধিসম্পন্ন সংস্কৃত ভাষার পঠন-পাঠন অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য।

সংস্কৃতি সংরক্ষণে এই ভাষা

শিক্ষাব্যবস্থা এইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহার উপর নির্ভর করিয়া আমাদের জাতীয়তা ও দেশোন্নতি প্রগতির পথে অগ্রসর হয়। সেই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া আমরা ভারতবাসী জাতীয় জীবনের সকল প্রয়োজনীয় দিকে আশানুরূপভাবে সফল হইব। জাতির কল্যাণই শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল কথা। সমুন্নত, শক্তিশালী, আদর্শনিষ্ঠ, জাতীয়তাবোধে প্রদীপ্ত, প্রয়োজনীয় সামাজিক গুণসম্পন্ন, দেশপ্রীতিতে উদ্বুদ্ধ ও মানবিক গুণালঙ্কৃত এবং উদার নীতি-পরায়ণ জাতি সংগঠনে সর্বজনীন শিক্ষার পাঠ্যক্রমে সংস্কৃত শিক্ষার সপ্রয়োজনত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। সংস্কৃতভাষার অমৃতস্পর্শে সঞ্জীবিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া সনাতন সংস্কৃতের প্রশংসা করিতে গিয়া বৈদেশিক পণ্ডিত "উইল্‌সন্" বলিয়াছিলেন :—

সার্বিক প্রগতির ক্ষেত্রে এই ভাষার ভূমিকা

"ন জানে বিদ্যতে কিং তন্মাধুর্যমত্র সংস্কৃতে
সর্বদৈব সমুন্মত্তা যেন বৈদেশিকা বয়ম্।
যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্যহিমাচলৌ
যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্।"

দশম অধ্যায়

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে সংস্কৃত শিক্ষার স্থান এবং লক্ষ্য

॥ সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব ॥

পাঠক্রমে সংস্কৃত শিক্ষার স্থান বা বিবিধ বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার স্থান সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্বে সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান প্রধান তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব সম্বন্ধে একটি যথার্থ ধারণা থাকা অত্যধিক প্রয়োজন।

॥ ক ॥ ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে জানার জন্য সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণীয়।

॥ খ ॥ ভারতবর্ষে আর্যজাতির ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক উন্নয়ন এবং ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার উৎস-স্থল সম্পর্কে ধারণা আহরণ করিতে হইলে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করা উচিত।

॥ গ ॥ প্রাচীন ভারতে সাহিত্য, দর্শন, নন্দনতত্ত্ব, শিল্পকলা, ভেষজশাস্ত্র ও বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থাদির পরিচয় লইতে হইলে শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কৃতভাষার পঠনের আবশ্যকতা যথেষ্ট রহিয়াছে।

॥ ঘ ॥ বৌদ্ধিক ও মানসিক শক্তি-বিকাশের জন্য সংস্কৃতভাষারূপ উত্তমোত্তম খাদ্য অবশ্যই গ্রহণীয়।

॥ ঙ ॥ চিকিৎসা, শিক্ষা, আইন, কারুকার্য, বৈদেশিক কার্য, সাংবাদিকতা, গবেষণা প্রভৃতি বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করা বিধেয়।

॥ চ ॥ জাতীয় সংহতি সাধনের জন্য, আধ্যাত্মিক ধর্মীয় প্রভৃতি শিক্ষার জন্য সংস্কৃতভাষা অধ্যয়ন করা সঙ্গত।

॥ ছ ॥ এককথায়, পৃথিবীর আদিমতম যুগের স্বরূপকে জানিতে হইলে ও সমগ্র ভারতবর্ষকে সুষ্ঠুরূপে বুঝিতে হইলে সংস্কৃতভাষার শরণাপন্ন আমাদিগকে হইতেই হইবে।

॥ জ ॥ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংযোগ-রক্ষাকারী ভাষা হিসাবে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

পাঠক্রমে সংস্কৃত শিক্ষার স্থান সুষ্ঠুভাবে নির্ণয় করিবার পূর্বে কতকগুলি মৌলিক বিষয় জানিয়া রাখা দরকার। যথা :—

॥ ক ॥ সংস্কৃত কেবলমাত্র ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির ন্যায় পাঠ্যভাষা বা বিষয় নহে ; ইহা হইল শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

॥ খ ॥ ইহা কেবল একটি ভাষামাত্র নহে ; ইহা সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টিগত বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। সমাজবিজ্ঞান বা সাধারণ বিজ্ঞানের সহিত ইহা তুলনীয়।

॥ গ ॥ সাধারণ শিক্ষার বা মৌলিক শিক্ষার অথবা মানবিক শিক্ষার সহিত সংস্কৃত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

॥ ঘ ॥ ভাষার উন্নতিসাধনের জন্য এবং মাতৃভাষা-সম্বলিত সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য সংস্কৃত অবশ্যই পঠনীয়।

॥ ঙ ॥ গঠনমূলক শিক্ষাদির জন্য অর্থাৎ *Formative* ও *informative utility*-র জন্যও সংস্কৃতভাষা শিক্ষণীয়।

ভারতের প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে সংস্কৃত যাহাতে আবশ্যিক পাঠ্যবিষয়রূপে গৃহীত হয় তাহার জন্য সংস্কৃত-কমিশন যথেষ্ট সুপারিশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া সংস্কৃত-কমিশনের রিপোর্টের এক জায়গায় বলা হইয়াছে—"*That, for the purpose, compulsory provision for the teaching of Sanskrit unaffected by arguments of economy of number of students taking Sanskrit, should be made in all the schools in the country.*"

বিদ্যালয়স্তরে সংস্কৃতভাষার অবশ্য পঠন-পাঠন সম্বন্ধে কখনও কোন দ্বিমত থাকিতে পারে না। শিক্ষা যদি অঙ্গী হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, সংস্কৃতভাষা তাহার একটি প্রধান অঙ্গ। প্রধান অঙ্গ হিসাবে শরীরের বর্তমান মুখাবয়ব যদি ছিন্ন হয় তাহা হইলে শরীরী যেরূপ নিরর্থক হইয়া পড়ে, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণ যদি দূরীভূত হয় তাহা হইলে শিক্ষারূপ একটি বিরাটকায় শরীরী সেইরূপ বিগতাঙ্গ হইয়া মস্তকবিহীন মনুষ্যবৎ নিরর্থকতায় পর্যবসিত হইবে।

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সংস্কৃতভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলিতে গিয়ে বারাণসী সংস্কৃত বিশ্বপরিষদের এক সভায় একবার বলিয়াছিলেন —"*Our whole culture, literature and life would remain incomplete so long as our scholars, our thinkers and our leaders and our educationists remain ignorart of Sanskrit.*"

শিক্ষালয়সমূহে সংস্কৃতশিক্ষার জন্য কয়েকটি স্তর ভাগ করা যাইতে পারে।

সংস্কৃত শিক্ষার স্তরসমূহ

সাধারণভাবে সংস্কৃত শিক্ষার পাঁচটি স্তর হইতে পারে; যথা,

॥ ক ॥ **প্রাথমিক বা নিম্নবুনিয়াদী স্তর** অর্থাৎ প্রথম হইতে চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। এই স্তরে পঠনরত ছাত্রছাত্রীর বয়স সাধারণতঃ ছয় হইতে এগার বৎসর পর্যন্ত হইয়া থাকে।

॥ খ ॥ **উচ্চ বুনিয়াদী বা নিম্ন মাধ্যমিক স্তর** অর্থাৎ পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। এই স্তরের ছাত্র-ছাত্রীর বয়স সাধারণতঃ এগার হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত হইয়া থাকে।

॥ গ ॥ **উচ্চ মাধ্যমিক স্তর** অর্থাৎ নবম হইতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। এই স্তরের ছাত্র-ছাত্রীর বয়স সাধারণতঃ চৌদ্দ হইতে সতের বৎসর পর্যন্ত হইয়া থাকে।

॥ ঘ ॥ **মহাবিদ্যালয় স্তর** অর্থাৎ প্রথম বর্ষ হইতে তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত—এক

কথায় এই স্তরের ব্যাপ্তি তিন বৎসর যাবৎ। এই স্তরের ছাত্র-ছাত্রীর বয়স সতের হইতে বিশ বৎসর হইয়া থাকে।

॥ ঙ ॥ **বিশ্ববিদ্যালয় স্তর**—সংস্কৃত শিক্ষার এই পাঁচটি স্তরকে নিম্নাঙ্কিত চিত্রের মাধ্যমে এইভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে :—

সংস্কৃত শিক্ষার স্তরসমূহের পূর্ণাঙ্গ চিত্র—
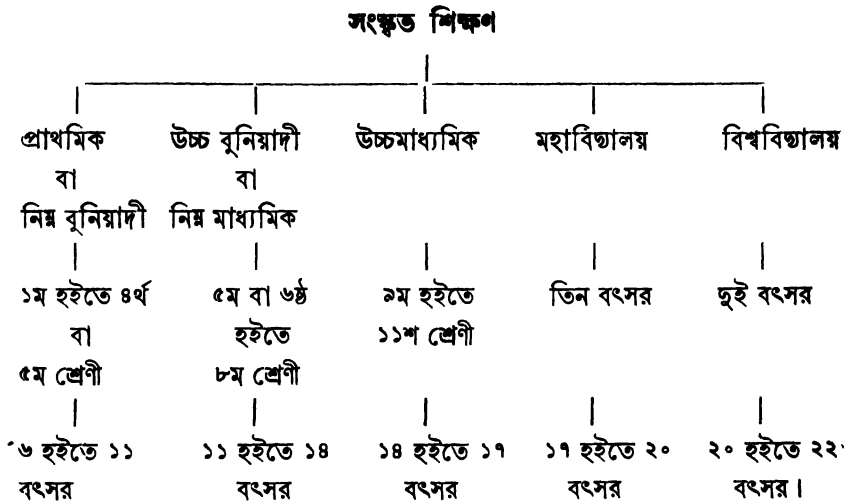
অনেকের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়স্তরের পর গবেষণাদির স্তরকেও সংস্কৃত শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য স্তর হিসাবে গণ্য করা উচিত।

॥ প্রাথমিক স্তর ॥

ভূমিকা : প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা শুরু হয়। প্রাথমিক স্তরের শেষের দিকে সেই ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত যাহার মাধ্যমে সর্বপ্রকার কার্য পরিচালিত হয়, অর্থাৎ যাহাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা বা *official language* বলে। চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণীতে ছাত্রদিগকে একটি আধুনিক ভাষার সংস্পর্শে আনা যাইতে পারে। সেই আধুনিক ভাষাটি এরূপ হওয়া সঙ্গত যাহাতে তাহার সহিত মাতৃভাষার এবং রাষ্ট্রভাষার যথেষ্ট সান্নিধ্য থাকে এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। সেই দিক্ হইতে বিচার করিলে বলা যায়, এই আধুনিক ভাষার পর্যায়ে পড়ে একমাত্র সংস্কৃত ভাষা। চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণীতে এইভাবে দেবনাগরী হরফ-শিক্ষার মাধ্যমে শুরু হইবে সংস্কৃত শিক্ষা। এই শ্রেণীতে প্রধানভাবে উদ্দেশ্য হইবে নির্ভুল দেবনাগরী হরফ শিক্ষা দেওয়া এবং সেই হরফসমূহের যথার্থ উচ্চারণ-বিধি সম্পর্কে ছাত্রদের জাগ্রত করা। এই শ্রেণীর শিশুদের বা ছাত্র-ছাত্রীর খেলা-ধুলার মতন দৈনন্দিন কার্যাবলীর সহিত সংস্কৃত শিক্ষাও যাহাতে যুক্ত হইতে পারে, তাহার জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করিলে ভালো হয়।

॥ অ ॥ বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্য শুরু হওয়ার পূর্বে শাস্ত্রনিরুক্তমন্ত্র বা শ্লোকাবলী ছাত্রদের দ্বারা প্রার্থনার ন্যায় পাঠ করানো উচিত। যথা :—

যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবেতি।
দূরংগমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু ॥
যেন কর্মাণ্যপসো মনীষিণো যজ্ঞে কৃণ্বন্তি বিদথেষু ধীরাঃ।
যদপূর্বং যক্ষমন্তঃ প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু ॥

—বাজসনেয়ি-সংহিতা

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥
যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নানীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্ ॥

—শ্বেতশ্বতরোপনিষদ্।

॥ আ ॥ সংস্কৃতকাব্য-মহাকাব্য-নাটক-উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ছাত্রোপযোগী সুমধুর চিত্তাকর্ষক গল্পসমূহ উদ্ধৃত করিয়া ছাত্র-ছাত্রীর নিকট পরিবেশন করা উচিত।

যথা—কঠোপনিষদ্ হইতে নচিকেতার গল্প, মুণ্ডকোপনিষদ্ হইতে দুই বিদ্যার গল্প, কথাসরিৎসাগর হইতে জীমূতবাহনের গল্প, দশকুমারচরিত হইতে দশটি কুমারের উপাখ্যান, রামায়ণ-মহাভারত হইতে বিবিধ আখ্যান, মুদ্রারাক্ষস হইতে রাক্ষসের কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনাবলী প্রভৃতি।

এই সকল গল্পের উদ্দেশ্য হইবে ছাত্রছাত্রীকে সংস্কৃত ভাষার গৌরবান্বিত মহিমা ও গুরুত্বের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া তাহাদের প্রাক্ষোভিক ও বৌদ্ধিক দিক্‌সমূহের এবং নৈতিক চরিত্রের উন্নতি-সাধনের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখা।

॥ ই ॥ নীতিশিক্ষামূলক কিছু কিছু সংস্কৃত বাক্য তাহাদের নিকট মাঝে মাঝে পরিবেশিত হইলে ভালো হয়। এইগুলির অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়া ছাত্রেরা যাহাতে মনে রাখিতে পারে তাহার জন্য শিক্ষক মহাশয় প্রয়াস করিবেন। যথা :—

অহিংসা পরমো ধর্ম ইত্যেবং পরমা মতিঃ,
উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ, বিদ্যারত্নং মহাধনম্,
দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎপাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥
আরব্ধে হি সুদুষ্করেঽপি মহতাং মধ্যে বিরামঃ কুতঃ,
উদিতে পরমানন্দে নত্বং নাহং ন বৈ জগৎ,
কালেন কলতে তীর্থং সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ প্রভৃতি।

॥ ঈ ॥ কিছু কিছু উন্নত শিক্ষাবিধায়ক সংস্কৃত শ্লোক ছাত্রেরা যাহাতে মুখস্থ করে, তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত।

॥ উ ॥ ছাত্রদের দ্বারা জনগণমন……, বন্দে মাতরম্……প্রভৃতি গানগুলি করানো উচিত।

॥ ঊ ॥ গীতগোবিন্দ, গীতা প্রভৃতি হইতে নির্বাচিত শ্লোকসমূহের আবৃত্তি করাইতে পারিলে ভালো হয়।

॥ ঋ ॥ শ্রেণীকক্ষের দেওয়ালে সুনির্বাচিত কিছু কিছু সংস্কৃত সুভাষিত কাগজে ভালভাবে লিখিয়া সংলগ্ন করিয়া দিলে খুব ভালো হয়। ছাত্রেরা শ্রেণীকক্ষে অবস্থানের সময় এই সকল সুভাষিত যাহাতে পড়ে ও হৃদয়ঙ্গম করে শিক্ষক তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

॥ নিম্নমাধ্যমিক স্তর ॥

ভূমিকা ঃ প্রকৃতপক্ষে এই স্তরেই সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্য-সাধনের প্রারম্ভিক কাজ শুরু। কিন্তু ষষ্ঠ শ্রেণীতে সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার প্রবর্তন কয়েকটি সমস্যার সৃষ্টি করিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া এই স্তরে যদি সংস্কৃতকে আবশ্যিক পাঠ্যরূপে প্রবর্তিত করা হয়, তাহা হইলে সমস্যাটি হয় প্রকট।

এই স্তরে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, ইংরেজী, হিন্দী ও সংস্কৃত এই চারিটি ভাষা পড়া ছাত্রদের পক্ষে কিছুটা কষ্টকর বলিয়া অনেকে মনে করেন।

অনেকে আবার উপর্যুক্ত মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁহাদের মতে চারিটি ভাষা শিক্ষা কোন শিক্ষামূলক সমস্যারই সৃষ্টি করে না।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মতে অল্প বয়সের দিকে প্রবল ধৈর্য ও তীব্র স্মৃতিশক্তির দ্বারা শিশু যত বেশী ভাষা শিক্ষা করিতে পারে বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে শিশু তত বেশী ভাষা শিক্ষা করিতে পারে না। ভাষাসমূহের বৈশিষ্ট্য ও উচ্চারণ-বিধি অল্প বয়সে খুব সহজেই ও সুচারুরূপে আয়ত্ত করিতে পারা যায়। সুতরাং নিম্নমাধ্যমিক স্তরে চারিটি ভাষার শিক্ষা অবশ্যই সম্ভব।

এই স্তরে ইংরেজী এবং হিন্দীভাষা পড়ানো হয় ঐ ভাষা-বিধৃত সাহিত্যাদিগ্রন্থ পড়ার জন্য নহে ; ঐ ভাষাদ্বয় শিক্ষার এই স্তরে প্রধান উদ্দেশ্য হইল ঐ ভাষা দুইটি সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ের ধারণা পরিবেশন করা।

সুতরাং এইভাবে বিচার করিলে এই স্তরে চারিটি ভাষা শিক্ষার দ্বারা কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না, ইহা বলাই বাহুল্য।

এতদ্ব্যতীত ইহাও বলা যায় যে, ভারতের বাহিরে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে এই স্তরে চারিটি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। অতএব, ভারতবর্ষের বিদ্যালয়-সমূহে এই স্তরে চারিটি ভাষা শিক্ষা দেওয়া সম্ভব।

নিম্নমাধ্যমিক স্তরে সংস্কৃতভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে এইভাবে বর্ণনা করা যায় :—

॥ ক ॥ সুষ্ঠুভাবে দেবনাগরী হরফকে জানা ও লিখিতে পারা।

॥ খ ॥ প্রয়োজনীয় শব্দরূপ ও ধাতুরূপ শিক্ষা করা।

॥ গ ॥ শিক্ষা করা শব্দরূপ ও ধাতুরূপ সমূহের দ্বারা ছোট ছোট বাক্যরচনা করা।

॥ ঘ ॥ উহাদের দ্বারা (ঐ সকল শব্দরূপ ও ধাতুরূপ) বাক্যরচনা ব্যতীত নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় কথোপকথন করা।

॥ ঙ ॥ সন্ধি, কারক ও সমাসের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহের অর্থকে মোটামুটিভাবে জানা ও তাহাদিগকে প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করা।

॥ চ ॥ এই স্তরের উপযোগী নির্বাচিত গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ পঠন। (এই গদ্যাংশ ও পদ্যাংশসমূহের ভাষা ও বিষয়বস্তু অতি সহজ, সরল ও বোধগম্য হওয়া সঙ্গত। পাঠ্য বিষয় যেন ছাত্র-ছাত্রীকে বাস্তবোপযোগী জ্ঞান প্রদান করিতে পারে এবং তাহাদের যেন নীতি-শিক্ষা ও চারিত্র্যসংরক্ষণনীতি প্রদান করিতে পারে।

নিম্নমাধ্যমিক স্তরে সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহকে সংক্ষেপে এইরূপভাবে ব্যক্ত করা যায় :—

॥ ক ॥ নির্বাচিত গদ্য ও পদ্যসমূহকে যথার্থ উচ্চারণবিধি, যতি, ছেদ, বিরতি, শ্বাসাঘাত, স্বরভঙ্গী প্রভৃতিকে অনুসরণ করিয়া পড়িবার প্রাথমিক পর্যায়ের যোগ্যতা অর্জন করা।

॥ খ ॥ সহজ ইংরেজী বা বাংলা অংশসমূহের সরলতম সংস্কৃতভাষায় অনুবাদ করিবার যোগ্যতা অজন করা।

॥ গ ॥ অতি সহজে সংস্কৃতে কথোপকথন করিবার যোগ্যতা অর্জন করা।

॥ ঘ ॥ প্রয়োজনীয় ব্যাকরণের অংশসমূহে সাধ্যমত প্রবেশ করিবার যোগ্যতা লাভ করা।

॥ উচ্চমাধ্যমিক স্তর ॥

ভূমিকা : মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম ও দশম শ্রেণীতে সংস্কৃত ভাষা আবশ্যিক পাঠ্যরূপে গৃহীত হওয়া উচিত। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীতে সংস্কৃত অবশ্যই পড়া উচিত এবং এই তিনটি শ্রেণীতে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্যরূপে গৃহীত হওয়া সমীচীন।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা দিবার লক্ষ্য :—

॥ ক ॥ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে মানবিক বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীকে *clcctive* বিষয়সমূহের মধ্যে সংস্কৃত অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ সংস্কৃত হইবে ***compulsory elective subjcct.***

॥ খ ॥ বিজ্ঞান বিভাগেও সংস্কৃতের পঠন-ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। জীববিদ্যার সহিত সংস্কৃত গ্রহণ করিলে আয়ুর্বেদ পাঠের যথেষ্ট সুবিধা হয়।

॥ গ ॥ পদার্থবিদ্যা ও গণিতের সহিত সংস্কৃত গ্রহণ করিলে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুবিধা হয়।

।। ঘ ।। ললিতকলা বিভাগে সংস্কৃত পঠনের ব্যবস্থা থাকা উচিত। সংগীতবিদ্যা বা নাট্যবিদ্যার সহিত সংস্কৃত পাঠ্যবিষয়রূপে থাকিলে অনেক সুবিধা হয়।

।। ঙ ।। উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কলা, বিজ্ঞান, ললিতকলা, কৃষি, বাণিজ্য, প্রযুক্তিবিদ্যা, গৃহবিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিভাগেই সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ধারিকা সংস্কৃত ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য স্থান থাকা বাঞ্ছনীয়। কলা, বিজ্ঞান ও ললিতকলা ছাড়াও অন্যান্য বিভাগে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীকে ভারতীয় সংস্কৃতি জানার জন্য সংস্কৃত পড়িতে হইবে এবং অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সংস্কৃতেও পরীক্ষা দিতে হইবে। এই পরীক্ষামূলক সংস্কৃত প্রশ্নপত্রের মান হইবে ন্যূনতম ১০০ নম্বর।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে নবম শ্রেণীতে সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে সরল সংস্কৃতে কথোপকথন করা, ইংরেজী-বাংলা হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে শিক্ষা করা, সংস্কৃত ব্যাকরণে মনোনিবেশ সহকারে প্রবেশ করা, যথার্থ উচ্চারণাদিবিধি অনুসারে গদ্যাংশ-পদ্যাংশ পড়িতে পারা, সরল সংস্কৃতে রচনা শিক্ষা করা ইত্যাদি।

দশম ও একাদশ শ্রেণীতে সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে সহজ ও দুর্বোধ্য সংস্কৃত সাহিত্যকে জানা, ব্যাকরণের নিয়মাদি বজায় রাখিয়া সংস্কৃত ভাষায় অবিরাম গতিতে কথা বলিতে শিক্ষা করা, সুন্দর ও সাবলীল গতিতে সরল অলঙ্কারপূর্ণ সংস্কৃতে গদ্য-পদ্য রচনা করিতে শিক্ষা করা।

অপরাপর ভাষা হইতে অলঙ্কারপূর্ণ সংস্কৃতে অনুবাদ করিবার যোগ্যতা অর্জন করা, কঠিন সংস্কৃত সাহিত্যকে উপলব্ধি করিতে ও অনুবাদ করিতে পারা, ব্যাকরণের সন্ধি-সমাস-কারক-প্রত্যয় প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তিলাভ করা প্রভৃতি।

সংস্কৃত শিক্ষাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে শিক্ষক এবং অভিভাবকের প্রধান কাজ হইবে সংস্কৃত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করা। সংস্কৃত শিক্ষামূলক চর্চা এবং আলোচনার পরিধিকে যথেষ্ট বৃদ্ধি করিতে হইবে। চর্চা এবং আলোচনার দ্বারা ভাষা শিক্ষা দ্রুততর হয়। বিদ্যালয়ের সর্বস্তরেই সংস্কৃত শিক্ষা প্রদানের সময় সংস্কৃত শিক্ষকদের প্রধানতম কর্তব্য হইবে সংস্কৃতের সহজ সুমধুর রূপটি ছাত্রদের সম্মুখে সমুপস্থাপিত করিয়া তাহাদের আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করা; কেবলমাত্র সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে জানার জন্যই সংস্কৃত পড়িতে হইবে, এইরূপ মত পোষণ না করিয়া বাস্তব প্রয়োজন সংসাধন এবং দৈনন্দিন জীবন ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োজন রহিয়াছে এইরূপ ধারণা লইয়া সংস্কৃত শিক্ষা দিতে হইবে।

॥ মহাবিদ্যালয় স্তর ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তর ॥

কলেজীয় স্তরে পাঠরত ছাত্রছাত্রীকে সংস্কৃত পড়িতে হইবে। বিশেষ করিয়া যাহারা কলাবিভাগে পড়াশুনা করিয়া থাকে. তাহাদের অবশ্যই সংস্কৃত পড়া উচিত। মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে সমালোচনামূলক ও তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যয়ন।

এই দুইটি স্তরে অত্যন্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সংস্কৃতের পঠন-পাঠন করা বাঞ্ছনীয়।

সংস্কৃতে যথার্থ ব্যুৎপত্তি অর্জন করিবার নিমিত্ত সংস্কৃতের সঙ্গে অন্যান্য ভাষায় প্রবেশাধিকার লাভ করা উচিত। বিজ্ঞানমূলক আলোচনা সংস্কৃত ভাষায় করা উচিত। গবেষণাদিক্ষেত্রে সংস্কৃত সাহিত্যের নূতন নূতন দিক্‌গুলির প্রতি আলোকপাত করিবার সময় অন্যান্য সাহিত্যের সাহায্য লওয়া অসঙ্গত নহে। সংস্কৃত সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক সাহিত্যবাসরে আরও মূল্যবান্ স্থান দিবার জন্য সংস্কৃতসাহিত্যের এখনও যে সকল দিক্ আমাদের নিকট অজ্ঞাত ও লুক্কায়িত সেই সকল দিক্‌গুলিকে সমালোচনা ও তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্বলিত পথের আলোকে আলোকিত করার উদ্দেশ্যে এই স্তরে উন্নত অধ্যয়ন ও গবেষণার ব্যবস্থা থাকা সমীচীন।

মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য

একাদশ অধ্যায়

মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংস্কৃত পাঠ্যতালিকা

[Syllabus of Sanskrit of Different Stages]

॥ সংস্কৃত পাঠ্যতালিকার বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ ॥

সংস্কৃত পাঠ্যতালিকা তৈয়ারী করিবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি সবিশেষ নজর দিতে হইবে :

॥ ক ॥ পাঠ্যতালিকা হইবে সর্বব্যাপক। মৌখিক কাজ, উচ্চারণ, পঠন, শব্দ-সম্ভার, ব্যাকরণ, অনুবাদ, রচনা, উপলব্ধি প্রভৃতি সংস্কৃত শিক্ষার সকল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির পাঠ্যতালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন।

॥ খ ॥ ছাত্র-ছাত্রীর পূর্ববর্তী জ্ঞান ও সংস্কৃত ভাষা বিষয়ক ভিত্তির পরিচয়-গ্রহণের ব্যবস্থা পাঠ্য-তালিকার মধ্যে থাকা উচিত।

ছাত্র-ছাত্রীর চারিপার্শ্বের শারীরিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ হইতে পাঠ্য বিষয়বস্তু গ্রহণ করা দরকার। সাধারণভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা যে পরিবেশের মধ্যে জাত ও বর্দ্ধিত, সেই পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ্যতালিকা তৈয়ারী করা উচিত।

॥ গ ॥ বিভিন্ন বয়সের ছাত্র-ছাত্রীর রুচি ও আগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যের নির্বাচন করা সঙ্গত। পাঠ্যতালিকাতে বিভিন্ন বিষয়বস্তু সংযোজনকালে বিবিধ বয়সের শিশুদের রুচি ও আগ্রহ প্রথমেই বিচার্য।

॥ ঘ ॥ সংস্কৃত পাঠ্যতালিকা হইবে স্থিতিস্থাপক।

॥ ঙ ॥ পাঠ্যতালিকা হইবে সুষ্ঠু ক্রমবর্দ্ধমান ধারায় বিন্যস্ত।

॥ চ ॥ সংস্কৃত পাঠ্যতালিকায় সেই সকল বিষয়বস্তু গৃহীত হওয়া উচিত যাহাদের সহিত অন্যান্য বিষয়েরও (যেমন—ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতির) পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এক কথায়, পাঠ্যতালিকা রচনাকালে অনুবন্ধ-নীতিকে অনুসরণ করিতে হইবে।

॥ ছ ॥ ব্যক্তিগত বৈষম্য নীতিকে স্বীকার করিয়া পাঠ্যতালিকায় বৈচিত্র্যের সমাবেশ প্রয়োজন।

॥ জ ॥ পাঠ্যতালিকায় ব্যাকরণের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান থাকা প্রয়োজন ; কিন্তু তাই বলিয়া ব্যাকরণই সব, ব্যাকরণ ভিন্ন সংস্কৃতে প্রবেশ সম্পূর্ণ অসম্ভব, ব্যাকরণের সকল অংশেই প্রবেশ থাকা দরকার—এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া ব্যাকরণকে অগ্রাধিকার দেওয়া সঙ্গত নয়। সংস্কৃত সাহিত্যের অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে হইলে ব্যাকরণের সাহায্য লইতে হইবে। ব্যাকরণ সেইক্ষেত্রে অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাক্ষেত্রে একটি প্রধান সহায়ক।

বাস্তব প্রয়োজন সাধনে যে সকল ব্যাকরণের অংশ বা নিয়ম বা সূত্র-বিশেষ প্রয়োজনীয়, বিদ্যালয়-স্তরে সেই সকল অংশ বা নিয়মের উপর বিশেষ জোর দেওয়া উচিত। অপ্রয়োজনীয় অংশ বর্জন করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিদ্যালয়-স্তরে নিম্নলিখিত ধাতুগুলিকে পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করিলেও চলে ; কারণ ধাতুগুলি সচরাচর ব্যবহারে আসে না।

'ইক্ষ্' (ভ্বাদিগণীয়) 'দেখা', 'উহ্' (ভ্বাদিগণীয়) 'উপলব্ধি অথবা চিন্তা করা', 'ঋ' (হ্বাদিগণীয়) 'যাওয়া', 'কু' (অদাদিগণীয়) 'শব্দ করা', 'ঊর্ণু' (অদাদিগণীয়) 'আচ্ছাদন করা', 'ডী' (ভ্বাদি ও দিবাদিগণীয়) 'উড়া', 'খ্যা' (ভ্বাদিগণীয়) 'নিক্ষেপ করা', 'পৄ' (ক্র্যাদিগণীয়) 'পূর্ণ করা' ইত্যাদি।

।। ঝ ।। পাঠ্যতালিকা এইরূপ হওয়াই সঙ্গত যাহাতে সেই পাঠ্যতালিকা পরবর্তী অগ্রবর্তী মানের পড়াশুনার পথের নির্দেশনা দিতে পারে। এক কথায়, সংস্কৃত সাহিত্যের অপরিমেয় রত্নভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে চায় যাহারা তাহারা যেন এই পাঠ্যতালিকা হইতে ভবিষ্যৎ পথের সন্ধান পাইতে পারে।

।। ঞ ।। সর্বোপরি, প্রত্যেকটি শ্রেণীর পঠনীয় বিষয়বস্তুর বিস্তৃত বিবরণ পাঠ্য-তালিকায় সুবিন্যস্তভাবে থাকা উচিত। পাঠ্যতালিকার সম্পূর্ণতার প্রতি সর্বদাই দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি শ্রেণীতে সংস্কৃতের কোন্ কোন্ বিষয় পড়ানো উচিত, তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

॥ ষষ্ঠ শ্রেণীর সংস্কৃত শিক্ষার পাঠ্যতালিকা ॥

।। ক ।। মৌখিক কাজ—পরিচিত বিষয়বস্তুর উপর পনের হইতে কুড়িটি অনুশীলনী এবং যে পরিবেশের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রী জাত ও বর্দ্ধিত সেই পরিবেশ হইতে বিভিন্ন বস্তু, বিবিধ ঘটনা ও নানারকম বিষয়কে গ্রহণ করিয়া তাহাদের উপর সরলতম সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত কথোপকথন।

।। খ ।। শব্দসম্ভার—প্রত্যেকটি পাঠ (lesson) পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আটটি করিয়া নূতন শব্দ শিখিতে হইবে। পাঠ্যতালিকায় এই নূতন শব্দগুলি অবশ্যই দেওয়া থাকিবে।

।। গ ।। পাঠ্যপুস্তক (Text)—আটটি গদ্যপাঠ। ইহার মধ্যে চারিটি গল্প হইবে সাধারণ প্রাণী-বিষয়ক ও বর্ণনামূলক ; বাকী চারিটি পাঠ হইবে ছোট ছোট সহজ সরল বাক্যসম্বলিত পুষ্পবিষয়ক, বৃক্ষবিষয়ক, মনুষ্যপদবাচ্য-বিষয়ক প্রভৃতি। তদুপরি চারিটি পদ্যপাঠ। পদ্যগুলি হইবে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। পদ্যের পরিবর্তে ১৫টি শ্লোকও দেওয়া যাইতে পারে।

।। ঘ ।। অনুবাদ—অন্ততঃ ১৫টি অনুশীলনী অথবা মাতৃভাষা হইতে সংস্কৃতে ৫০টি বাক্যের এবং সংস্কৃত হইতে মাতৃভাষায় ৫০টি বাক্যের অনুবাদ।

॥ ঙ ॥ রচনা *(Composition)*—অন্ততঃপক্ষে আটটি শ্রুতিলিখনের অনুশীলনী এবং ছোট ছোট বাক্য-গঠন ও ছোট ছোট বাক্য-লিখন।

॥ চ ॥ ব্যাকরণ—শব্দরূপ—নর, মুনি, সাধু, লতা, নদী, ফল, এক, দ্বি, ত্রি, চতুর্, সর্ব, তদ্ প্রভৃতি।

ধাতুরূপ—ভূ, বদ্, স্মৃ, গম্, দৃশ্, স্থা, দা প্রভৃতি ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী ধাতুগুলির কেবল লট্ ও লঙ্-এর রূপ।

উপসর্গ—অনু, আ, অধি, প্রতি, উপ প্রভৃতি উপসর্গগুলির ক্রিয়ার সহিত ব্যবহার।

অব্যয়—অচিরম্, অকস্মাৎ, অত্র, অতীব, অতঃ, অথবা, অন্যত্র, অপি, অবশ্যম্, ঈষৎ, ইতি, ইহ, কদা, কদাপি, কথম্, কুতঃ, কুত্র, খলু, চিরম্, নূনম্, তত্র, পর প্রভৃতি।

॥ সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা ॥

॥ ক ॥ মৌখিক কাজ—পরিচিত বিষয়ের উপর অন্ততঃ পঁচিশটি অনুশীলনী এবং পাঠ্যপুস্তকে বিবৃত বিষয়সমূহকে ও অন্যান্য বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া সহজ সংস্কৃতের মাধ্যমে কথোপকথন ও মৌখিক সাবলীল বর্ণনা।

॥ খ ॥ শব্দ-সম্ভার—প্রত্যেকটি পাঠের সঙ্গে দশটি করিয়া নূতন শব্দসংযোজন।

॥ গ ॥ পাঠ্যপুস্তক—১০টি গদ্য ও ৫টি পদ্য। এইগুলি কৌতুকপ্রদ গল্পের, মহৎ পুরুষের জীবনীর ও সুন্দর বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইবে।

॥ ঘ ॥ অনুবাদ—কমপক্ষে কুড়িটি অনুশীলনী অথবা ৬০টি বাক্যের সংস্কৃত হইতে মাতৃভাষায় ও ৬০টি বাক্যের মাতৃভাষা হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ।

॥ ঙ ॥ রচনা—শ্রুতিলিখনের জন্য কম পক্ষে বারোটি অনুশীলনী ও সরল বাক্য লিখন।

॥ চ ॥ ব্যাকরণ—শব্দরূপ : পতি, সখা, সুধী, মতি, বধূ, ভূ, বারি, অক্ষি, মধু, স্বাদু, পঞ্চন্, অষ্টন্, অস্মদ্, যুষ্মদ্, যদ্, এতদ্ প্রভৃতি।

ধাতুরূপ—স্পৃশ্, ইষ্, প্রচ্ছ্, মুচ্ প্রভৃতি তুদাদিগণীয় পরস্মৈপদী ধাতুগুলির ; সেব্, বৃত্ প্রভৃতি ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী ধাতুগুলির ও নৃত্, বিদ্, জন্ ইত্যাদি দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী ধাতুগুলির লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙের রূপ।

উপসর্গ—প্র, পরা, অভি, বি, অপি প্রভৃতি উপসর্গসমূহের ক্রিয়ার সহিত ব্যবহার।

অব্যয়—অধুনা, অন্তরেণ, অভিতঃ, অর্থে, উপরি, কৃতে, বৃথা, প্রত্যহম্, প্রায়ঃ, বরম্, সদা, পশ্চাৎ, যদ্যপি, সমম্, সহসা, সুষ্ঠু, সুতরাম্ প্রভৃতি।

সন্ধি—স্বরসন্ধির প্রথম কয়েকটি সূত্র ও তাহাদের প্রয়োগ (যথা, অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ, আদ্‌গুণঃ, বৃদ্ধিরেচি, ইকোযণচি, এচোঽয়বায়াবঃ প্রভৃতি সূত্র)

বাচ্য—সাধারণ ধারণা ও প্রাথমিক পরিচয় পরিবেশন বাচ্য সম্পর্কে।

॥ অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা ॥

॥ ক ॥ মৌখিক কাজ—পরিচিত বিষয়ের উপর ত্রিশটি অনুশীলনী ; পাঠ্যপুস্তক পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীর মধ্যেই ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সহজ-সরল সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে পঠনীয় বিষয়কে অবলম্বন করিয়া প্রশ্নোত্তরমূলক কথোপকথন।

॥ খ ॥ শব্দসম্ভার—প্রত্যেকটি পাঠের সঙ্গে ছাত্রদের শিক্ষার জন্য কমপক্ষে পনেরটি নূতন শব্দ সংযোজন।

॥ গ ॥ পাঠ্যপুস্তক—১২টি গদ্য ও ৮টি পদ্য। সপ্তম শ্রেণীর জন্য নির্বাচিত গদ্য-পদ্য অপেক্ষা অষ্টম শ্রেণীর জন্য নির্বাচিত গদ্য-পদ্য হইবে উন্নততর ও কিছুটা উচ্চ স্তরের।

॥ ঘ ॥ অনুবাদ—সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পঠিত ব্যাকরণের বিভিন্ন অংশগুলির উপর ভিত্তি করিয়া কিছুটা উচ্চস্তরে রচিত প্রায় কুড়িটি হইতে পঁচিশটি অনুশীলনী। সংস্কৃত ভাষা হইতে বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য কুড়িটি অনুশীলনী।

॥ ঙ ॥ রচনা—শ্রুতিলিখন, সহজ সহজ বাক্য গঠন, শূন্য স্থান পূরণ ও নূতন নূতন শব্দ দ্বারা বাক্য নির্মাণ।

॥ চ ॥ ব্যাকরণ—শব্দরূপ : দাতৃ, ভ্রাতৃ, গো, ধেনু, বণিক্, ধাবৎ, মহৎ, সুহৃদ্, গুণিন্, পথিন্, রাজন্ প্রভৃতি।

ধাতুরূপ—মৃ, মস্জ্ প্রভৃতি তুদাদিগণীয় ; সদ্, পা, ঘ্রা প্রভৃতি ভ্বাদিগণীয় ; দিব্, শম্ প্রভৃতি দিবাদিগণীয় ; কৃ, তন্ ইত্যাদি তনাদিগণীয় ; আস্, যা, ই, অস্ প্রভৃতি অদাদিগণীয় ধাতুর রূপ।

উপসর্গ—নির্, দুর্, উদ্, নি, সু প্রভৃতি।

সন্ধি—স্বরসন্ধির বাকী প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ ও ব্যঞ্জনসন্ধির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রাথমিক সূত্রসমূহ।

কৃত্য-প্রত্যয়—তব্য, অনীয়, ক্ত, ক্তবতু প্রভৃতি।

তরপ্ ও তমপ্-এর ব্যবহার।

কারক ও সমাসের প্রাথমিক আলোচনা।

॥ নবম শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা ॥

॥ ক ॥ পাঠ্যপুস্তক—গদ্যপাঠ : গদ্যাংশ-সম্বলিত পুস্তক হইবে অন্ততঃ ৮০ পৃষ্ঠার। কাহিনীর সংখ্যা কমপক্ষে ১০টি। এই ৮০ পৃষ্ঠার মধ্যে ৪০ পৃষ্ঠায় থাকিবে কাহিনীগুলি এবং বাকী ৪০ পৃষ্ঠায় থাকিবে টীকা ও অনুশীলনী।

পদ্যপাঠ—কমপক্ষে ৫০টি স্তবক। বিষয়বস্তু আদর্শমূলক ও মনোরম হওয়া বাঞ্ছনীয়। সদুক্তি-সম্বলিত স্তবক এই স্তরে প্রয়োজনীয়।

॥ খ ॥ অনুবাদ—সংস্কৃত হইতে মাতৃভাষায়, হিন্দী ভাষায় ও ইংরেজী ভাষায় এবং মাতৃভাষা, হিন্দী ভাষা ও ইংরেজী ভাষা হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ করিবার জন্য কমপক্ষে ৩০টি অনুশীলনী *(Exercises)*।

॥ গ ॥ রচনা—পরিচিত বিষয়বস্তুর উপর অনুশীলনী, নূতন নূতন শব্দবিন্যাস, বাক্যগঠন ও শূন্য স্থান পূরণ।

॥ ঘ ॥ মৌখিক কাজ—সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে ও ছাত্রদের নিজেদের মধ্যে কথোপকথনের ব্যবস্থা করা।

॥ ঙ ॥ ব্যাপক অধ্যয়ন *(Extensive reading)*—অন্ততঃ পঁচিশটি পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি দ্রুতপঠনমূলক পুস্তক। ভাষা-শিক্ষণ, নূতন শব্দ আয়ত্তীকরণ, ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সামান্য ধারণা, বিজ্ঞান-জগতের সম্বন্ধে অবগতি, সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে সাধারণভাবে সম্পর্ক-স্থাপন প্রভৃতি হইবে দ্রুতপঠন পাঠের উদ্দেশ্য।

॥ চ ॥ ব্যাকরণ—শব্দরূপ : স্ত্রী, পথিন্, রাজন্, বিদ্বন্, জাগ্রৎ, যুবন্, শ্রী, বধূ, স্বাদু, জলমুচ্, প্রাচ্, প্রত্যচ্, উদচ্, সম্রাজ্, ভূভৃৎ, লঘিমন্, শ্বন্, অপ্, বৃত্রহন্, গির্, দিব্, দিশ্, বেধস্, লঘীয়স্, আশিস্, দদৎ, কর্মন্, পয়স্, ধনুষ্ প্রভৃতি।

ধাতুরূপ—ক্রী, গ্রহ্, জ্ঞা, রুধ্, ভুজ্, আস, রুদ্ জাগৃ, শাস্, শী, হন্, ব্রূ প্রভৃতি ধাতুর লট্, লোট্, লৃট্ ও বিধিলিঙ্-এর ব্যবহার। ভূ, শী, যা, দৃশ্, গম্ প্রভৃতি ধাতুর লুট্ ও লৃঙের ব্যবহার ; ভূ, গম্, স্মৃ, গ্রহ্ প্রভৃতি ধাতুর আশীর্লিঙের ব্যবহার ; বিদ্, নী, ছিদ্, গদ্, শ্রু, যা, দা, ভূ, গম্, হন্, বচ্ প্রভৃতি ধাতুর লিটের ব্যবহার।

ঈয়স্, ইষ্ঠ, তরপ্ ও তমপ্-এর ব্যবহার।

সকল প্রকার কারক ; সমাসের মধ্যে অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ ও দ্বন্দ্ব।

কৃদন্ত—তুমুন্, ল্যপ্, শতৃ, শানচ্।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনকালে উচ্চারণ, যতি, ছেদ, বিরতি, শ্বাসাঘাত প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা প্রদান।

॥ দশম শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা ॥

॥ ক ॥ পাঠ্যপুস্তক—গদ্যপাঠ : গদ্যাংশ-সম্বলিত পুস্তকখানি হইবে কমপক্ষে ১০০ পৃষ্ঠার। ৬০ পৃষ্ঠা হইবে বিবিধ জীবনীমূলক ও বর্ণনামূলক রসোদ্দীপক গল্পের জন্য এবং বাকী ৪০ পৃষ্ঠা হইবে টীকা ও অনুশীলনীর নিমিত্ত। গদ্যপাঠের জন্য বিভিন্ন গল্প নিম্নবর্ণিত গ্রন্থসমূহ হইতে গ্রহণ করা যাইতে পারে—

গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা', সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর', বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র', নারায়ণের 'হিতোপদেশ', শ্রীবরের 'কথাকৌতুক', 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা', 'শুকসপ্ততি' ইত্যাদি।

পদ্যপাঠ—পদ্য গ্রন্থে ৭০ হইতে ৭৫টি স্তবক থাকিবে। বিষয়বস্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, গীতগোবিন্দ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

॥ খ ॥ ব্যাকরণ—সনন্তধাতু, যঙন্তধাতু, নামধাতু, পরস্মৈপদ-আত্মনেপদ বিধান, কৃৎপ্রকরণ ও বহুব্রীহি সমাস।

॥ গ ॥ অনুবাদ—নবম শ্রেণীর অনুবাদ-শিক্ষা অপেক্ষা কিছুটা উন্নত মানের অনুবাদ-শিক্ষা দশম শ্রেণীতে প্রচলিত থাকিবে।

॥ ঘ ॥ রচনা *(Composition)*—অপেক্ষাকৃত উন্নত মানের রচনা।

॥ ঙ ॥ ছন্দসম্পর্কে সাধারণ ধারণা পরিবেশন ও নিম্নলিখিত ছন্দগুলির সংজ্ঞা ও উদাহরণসহ ব্যাখ্যা—অনুষ্টুভ্, মন্দাক্রান্তা, শিখরিণী, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, উপজাতি, শালিনী, বংশস্থবিল, বসন্ততিলক, দ্রুতবিলম্বিত ও মালিনী।

॥ চ ॥ ব্যাপক অধ্যয়ন *(Extensive reading)*—প্রায় ৪০ পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি দ্রুতপঠনমূলক গ্রন্থ।

॥ ছ ॥ সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে অধিকতর প্রবেশের জন্য এবং নূতন নূতন শব্দবিন্যাস, স্থানোপযোগী সুষ্ঠু শব্দচয়ন, বিবিধ প্রণালীর বাক্যগঠন ও প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে যথার্থ ধারণা পোষণের নিমিত্ত পাঠক্রমস্বরূপ কিছু কিছু (অন্ততঃ ৫ খানা পুস্তক) সংস্কৃত পুস্তক পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকা ভাল। এই পুস্তকসমূহ *non-detailed study*-মূলক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হইবে। পরীক্ষার মধ্যে এই পুস্তকসমূহের অন্তর্ভুক্তি অনাবশ্যক অর্থাৎ বিধিবদ্ধ পরীক্ষার জন্য এই পুস্তকগুলি পঠিত হইবে না। উপরি-বর্ণিত উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত এই পুস্তকসমূহের অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সপ্তাহে অন্ততঃ ২টি পিরিয়ড এই *non-detailed study*-র জন্য প্রদত্ত হইবে। ছাত্র-ছাত্রীকে অধ্যয়নের কাজে সাহায্য করিবার জন্য একজন শিক্ষক এই দু'টি পিরিয়ডে নিযুক্ত থাকিবেন।

॥ একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা ॥

॥ ক ॥ পাঠ্যপুস্তক *(text)*—১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত পুস্তক। ইহার মধ্যে ৮০ পৃষ্ঠায় থাকিবে গদ্য ও পদ্য এবং বাকী ৪০ পৃষ্ঠায় থাকিবে টীকা *(notes)* ও অনুশীলনী *(Exercises)*।

ভাসের প্রতিমা নাটক—'বাসবদত্তা', কালিদাসের 'শকুন্তলা', ভবভূতির 'উত্তর-রামচরিত', দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত', বাণের 'কাদম্বরী' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে গদ্যাংশগুলি গ্রহণ করিতে হইবে। উপনিষদ্সমূহ হইতে শিক্ষামূলক সরলতম অংশনিচয়ও গ্রহণ করিলে ভাল হয়।

অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত', কালিদাসের 'কুমারসম্ভব', 'রঘুবংশ', 'ঋতুসংহার', ভর্তৃহরির 'শতকত্রয়ম্', ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়ম্', ভট্টির 'রাবণবধ' প্রভৃতি কাব্য হইতে পদ্যাংশগুলি গ্রহণ করিলে ভালো হয়।

॥ খ ॥ মাধুর্য, প্রসাদ ও ওজঃ প্রভৃতি গুণের এবং রীতি সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ের ধারণা জ্ঞাপন।

॥ গ ॥ অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেক, অতিশয়োক্তি, স্বভাবোক্তি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় অলঙ্কারগুলি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা।

॥ ঘ ॥ ব্যাকরণ—তদ্ধিত-প্রত্যয়, স্ত্রী-প্রত্যয় এবং কারক-বিভক্তি-সমাস প্রভৃতির উপর বিস্তৃত আলোচনা।

॥ ঙ ॥ অন্ততঃ ৮ খানি গ্রন্থ (কাহিনীমূলক) *non-detailed study*-র জন্য অর্থাৎ সাধারণভাবে হাল্কা সুরে পড়ার জন্য নির্বাচিত করিতে হইবে।

বর্তমানে সংস্কৃত ভাষা বিধৃত এই ধরনের গ্রন্থ বিরল। এই ধরনের গ্রন্থ-প্রণয়নে আমাদের প্রত্যেককেই উদ্যোগী হইতে হইবে। এই গ্রন্থগুলিতে থাকিবে একদিকে যেমন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের গল্পনিচয়, অপরদিকে তেমনি আধুনিককালের গল্প-সমূহ। গল্পগুলি হইবে আকর্ষণীয়, চিত্তহর্ষী ও রোমাঞ্চকর এবং সর্বত্র তাহাদের মধ্যে থাকিবে হাল্কা সুরের অনুরণন। ছাত্রদের আগ্রহ ও রুচির দিকে তাকাইয়া এই গ্রন্থগুলির নির্বাচন করিতে হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিদ্যালয়ে সংস্কৃতভাষার প্রচলিত পাঠ্যক্রমের পর্যালোচনা

সংস্কৃতের বর্তমান পাঠ্যসূচী আলোচনা করিবার পূর্বে সাধারণভাবে পাঠ্যক্রম বলিতে কি বুঝায় এবং পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যাবলী কি কি, সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে শিক্ষার্থী যে সকল বিদ্যা, কর্ম ও অভিজ্ঞতা অর্জনে নিযুক্ত থাকে, সেইগুলিই হইল পাঠ্যক্রমের মূল ভিত্তি—ইহাই পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত সাধারণ ধারণা। কিন্তু এই ধারণা সংকীর্ণতা-দোষে দুষ্ট। পাঠ্যক্রম কেবলমাত্র পুস্তকনির্ভর, তত্ত্বকেন্দ্রিক ও পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রিত হইলে চলিবে না। সেই পাঠ্যক্রমকেই আদর্শ পাঠ্যক্রম বলা যায় যেখানে অনুসৃত হইবে ব্যক্তিপ্রাসঙ্গিকতার নীতি, সমাজপ্রাসঙ্গিকতার নীতি, জীবনপথে দৃশ্যমান সমস্যাবলীর সমাধানের ও জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার নীতি, জীবনকেন্দ্রিক নীতি, কর্মকেন্দ্রিক নীতি, সৃজনমূলক ও গঠনমূলক শক্তিবিকাশের নীতি, পরিবর্তনশীলতার নীতি, বৃত্তিপরিচিতি-নীতি, নৈতিক মানোন্নয়নের নীতি, আন্তর্জাতিক সম্প্রীতিবোধ নীতি প্রভৃতি। পাঠ্যক্রম রচনার সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে :

(ক) শিক্ষার্থীর আগ্রহ, রুচি, প্রবণতা, পরিবেশ, সামর্থ্য, বয়স, মানসিক স্তর প্রভৃতি।

(খ) শিক্ষার্থীর কর্মস্পৃহা ও অভিজ্ঞতারাশি।

(গ) শিক্ষার্থীর সামাজিক পরিবেশ।

(ঘ) শিক্ষার্থীর বয়স ও আগ্রহ অনুসারে বিষয়াবলীর গুরুত্বানুসারে মনোবিজ্ঞান-সম্মত ক্রমবিন্যাস।

(ঙ) গণতান্ত্রিক সমাজে বসবাস করিবার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী।

(চ) সত্যানুসন্ধিৎসা, চিন্তা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা, বিচারক্ষমতা প্রভৃতির বৃদ্ধিসাধন।

(ছ) আর্থিক ও উৎপাদন ক্ষেত্রে দক্ষতার্জন।

(জ) নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবধারার, তথা দেশের, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঞ্চারণ।

(ঝ) শারীরিক, চারিত্রিক ও মানসিক উৎকর্ষসাধন এবং সহযোগিতা, বন্ধুত্ব ও সঙ্গতিসাধনমূলক মনোভাবের জাগরণ।

(ঞ) শিক্ষার্থীর সুসমঞ্জস ও সর্বমুখী বিকাশসাধন।

এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, পাঠ্যক্রম এইরূপভাবে রচনা করিতে হইবে যে, সেখানে তত্ত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়াও বাস্তব অভিজ্ঞতার যেন গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা থাকে,

জীবন ও জগতের সহিত পরিচিত হইবার যেন সুযোগ থাকে, এমন কর্মসূচী সেখানে থাকিবে যাহাতে শিক্ষার্থী সাগ্রহে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতে পারে, জানা হইতে অজানা—মূর্ত হইতে বিমূর্ত—সহজ হইতে কঠিন প্রভৃতি নিয়ম যেন অনুসৃত হয়, শিক্ষার্থীর সকল প্রকার চাহিদা, সকল প্রকার জিজ্ঞাসা, সকল শ্রেণীর কৌতূহল পরিপূরণের যেন ব্যবস্থা থাকে, এবং ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তা বিকাশের অনুকূল পরিস্থিতির যেন সৃষ্টি করা হয়; কিন্তু কেবলমাত্র পাঠ্যক্রম-রচনার কতকগুলি উদ্দেশ্য বা নীতি-নির্ধারণ করিলেই চলিবে না, সেই উদ্দেশ্য বা নীতিগুলি যাহাতে সর্বতোভাবে বাস্তবে রূপ লাভ করিতে পারে, তাহার জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। যে নীতি বা উদ্দেশ্য মুখে উচ্চারিত হইয়া মুখেই নিঃশেষিত হয়, অথবা যাহা চিরদিন কাগজে-কলমেই শোভা বর্দ্ধন করে অর্থাৎ বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে না, সেই ধরণের নীতি বা উদ্দেশ্যের প্রয়োজন কি? সুতরাং পাঠ্যক্রমের কার্যকারিতা বা ব্যবহার্যতাও পাঠ্যক্রমের অন্যতম নীতি বা উদ্দেশ্য। পাঠ্যক্রম-প্রণয়নকারী ও বাস্তবে পাঠ্যক্রম-রূপদানকারী উভয় পক্ষের সমতালে সমভাবে সমসময়ে অগ্রগতি একান্ত বাঞ্ছনীয়। সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে, বাস্তবক্ষেত্রে যদি পাঠ্যক্রমকে কার্যকররূপে প্রবর্তিত করা যায়, তাহা হইলে তাহা মূল্যহীন। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ প্রবর্তিত মাধ্যমিক স্তরের নূতন পাঠ্যক্রম অনেক তাৎপর্যপূর্ণ, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মৌখিক পরীক্ষা, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন, শারীর শিক্ষা, কর্মশিক্ষা, সমাজসেবা-প্রকল্প প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের প্রবর্তন সত্যই প্রশংসার যোগ্য। শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে এইগুলির গুরুত্ব সর্বদাই স্বীকার্য। কিন্তু এইগুলির বাস্তব রূপায়ণ যদি সর্বত্র সমানভাবে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও আস্থার সহিত করা না হয় বা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে পাঠ্যক্রম মহৎ আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইলেও তাহার আদর্শ কার্যতঃ সংরক্ষিত হইতে পারে না। সেইজন্য বাস্তব রূপায়ণ সর্বদাই কাম্য। পাঠ্যক্রমকে যাহাতে কার্যকর করা যায় বা বাস্তবে প্রয়োগ করা যায়, তাহার জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা বিধেয়।

এখন আলোচনা করা যাক্ পাঠ্যক্রমে সংস্কৃত ভাষার স্থান লইয়া। সংস্কৃত *Classical Language* বা প্রাচীন ভাষা বা প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বহনকারী ধর্মীয় ভাষা হিসাবে আমাদের নিকট সাধারণভাবে পরিচিত; কিন্তু সংস্কৃত ভাষার পরিচয় আরও ব্যাপক। প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জগতের, এক কথায় সমগ্র ভারতের সর্বাঙ্গসুন্দর পরিচয় যে ভাষার মাধ্যমে আধৃত, তাহা হইল সংস্কৃত—যাহা হইতে উদ্ভূত ভারতের অধিকাংশ ভাষা। সুতরাং পাঠ্যক্রমে সংস্কৃত ভাষার স্থান সম্পর্কে কোন দ্বিমত থাকিতে পারে না। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, নৈতিক-মানসিক-চারিত্রিক উৎকর্ষসাধন, সত্যানুসন্ধিৎসার জাগরণ, মাতৃভাষা তথা দেশীয় ভাষা সমূহের উৎসস্থলের সহিত পরিচয়লাভ, দেশের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সহিত পরিচিতি, সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণালাভ প্রভৃতি যেখানে পাঠ্যক্রমের মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহ,

সেখানে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার অপরিহার্যত্ব বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহই থাকিতে পারে না।

পাঠ্যক্রমে সংস্কৃতভাষার স্থান সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভারতীয় কমিশনের মন্তব্য এই স্থলে খুবই প্রণিধানযোগ্য।

মুদালিয়র কমিশনের মতে, "*To the bulk of Indians, Sanskrit which is mother of most Indian languages has always appealed both from the cultural and religious points of view ... ... There is a great deal to be said in favour of the view that the study of this language should be promoted and that those who wish to take to it should be given every encouragement possible.*" (*Pages No. 53-54 ; Report of Seconary Edu. Commsn.*) **কোঠারী কমিশনের** মতে, "*We recognise the importance of the study of classical languages and of the special system of education .. .. We are in favour of the proposal of adopting a combined course of the mother tongue and Sanskrit .... We would, instead, commend an emphasis on the study of Sanskrit and other classical languages in all lingusitics and the establishment of advanced centres of study in these languages in some of our important universities*". (*Page No. 197, Report of the Edn. Commission*)

সংস্কৃত কমিশনের মতে, "*As a matter of fact, so far as Indian education is concerned, Sanskrit may not be counted hereby as one of the numerous subjects of study ; it must rather be regarded as constituing the foundation of all humanistic subjects ; of course, for Indians, there is something more in the study of Sanskrit than its antiquariarn or historical interest.* (*Page No. 95*)

Thus our first preference would be for the compulsory study of the following three languages in secondary schools :

(i) The mother-tongue (or the regional language), (ii) English (or Hindi or for Hindi-speaking students, any other modern Indian language) and (iii) Sanskrit (or any other classical language). Our second preference would be this : If the present Three-language Formala, as recommended by the Government, namely, (i) the mother-tongue (or the regional, language) (ii) English and (iii) Hindi (or any other modern

Indian Language for Hindi-speaking students) was retained. Sanskrit should be introduced, in addition to the above three languages, as a full and independent examination subject.

Sanskrit should be taught compulsorily, but there should be no examination in that subject; or if there is to be an examination, the learners should not be counted towards passing, but only for rank and scholarship.

Sanskrit should form part of a composite course with the regional language (which, for all practical purposes is assumed to be identical with the mother-tongue) or with Hindi or with both.

১৯৭৪ সনে প্রবর্তিত মধ্যশিক্ষাপর্ষদের নূতন পাঠ্যক্রমে সংস্কৃত ভাষাকে তৃতীয় ভাষার স্থানে অভিষিক্ত করিয়া যে উদ্দেশ্যসমূহ নির্ণয় করা হইয়াছে এবং পাঠ্যসূচীটি যে ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা এইখানে উদ্ধৃত করা হইল :

The objectives of the study of a Third Language :

(1) *To enable pupils to acquire basic preliminary knowledge of the language.*

(2) *To awaken interest in pupils to compare and contrast fundamental rules and technicalities of the third language with those of the first and second.*

(3) *To develop pupils' conception of the fact that languages are but sounds produced and guided by definite rules in their articulate and written forms differing in intonation and script formation.*

(4) *To develop wider sympathy for and interest in people of different language groups and thus to generate liberality of mind.*

SYLLABUS IN SANSKRIT AS A THIRD LANGUAGE

CLASS VII

I. Alphabet—Devnagari script—Svara, Vyanjana and Yukta-varnas.

II. Grammar—mainly functional through connected pieces, though rudiments of formal grammar are to be included.

(a) Declension of the following words :—
Nara, Phala, Lata, Muni, Nadi, Pitr, Go, Matr, Asmad, Yusmad, Tad (in 3 genders)

(b) Conjugation of the main roots belonging to the classes in and past tense with the use of sma.

(c) Case-endings and adjectives.

(d) Indiclinables like the following and their use in sentences : Atra, Kutra, Tatra, Yatra, Sarvatra, Yada, Tada, Kada, Sada, Na, Ca, Va, Tu, Kintu, Pratah, Adya, Adhuna, Diva, Naktam, Sayam, Punah, Mithya, Brtha, Uccaih, Akasmat, Sahasa, Idanim, Artha.

III. Written exercises—
Elementary translation of simple sentences into Sanskrit.

IV. Memory work—
10 Slokas from Chanakya to be included in the text.

V. Text book—
A copiously illustrated text book of approximately 40 pages which should contain—

(i) Alphabet—Vowels, consonants and conjuncts.

(ii) Short prose passages of about ten connected sentences per lesson which are
(a) interesting to children of the age group,
(b) descriptive or narrative,
(c) simple and graded and
(d) within the students' intellectual capaity.

(iii) 10 Chanakya slokas.
Reading matter included in the lessons should not exceed 20 pages. Each lesson should be illustrated.

It is essential that the prescribed grammar syllabus should be covered by the lessons and that the approach should be functional. Repetition of forms should be intelligently arranged for the purpose of drililng in grammar, but dull monotony should be scrupulously avoided. After each lesson exercises of different kinds should be given, e. g. comprehension test from the lesson, filling up of blanks, making sentences with given words etc.

Text book—Size 22″ × 32″(1/16)—14 Point.

CLASS VIII

I. GRAMMAR

(a) Declensions—

Familiar stems in common use ending in vowels and consonants.

Numerals upto Dasa (in all genders)

Pronouns—Yad, Idam, Etad, Adas.

(b) Indeclinables in sentence structures—

Nicaih, Sanaih, Rte, Nikasa, Vina, Saha, Aho, Drutam, Cirena, Acirena, Atha, Athakim, Adhah, Alam, Avasyam, Abhitah, Arat, Iti, Iha, Ubhayata, Eva, Iva, Katham, Kathamapi, Kutah, Prayah, Bahih, Svah, Hyah, Pascat, Puratah, Ekatra, Dhik, Prati.

(c) Roots—

Lat, Lot, Lang, Vidhiling, and Lrit forms of Bhwadi, Tudadi, Divadi and Churadi classes in Parasmaipadi, of Sru, and Kri in Parasmaipadi.

√Mr, √Jan, √Sev, √Labh in Lat and Lrit.

(d) Sandhi—Easy and common forms of Vowel, Consonant and Visarga Sandhi.

(e) Karakas and Vibhaktis in outline,

(f) Suffixes—The use of Ktva, Ktavatu, Ktvac, Lyap, Tumun.

II. TRANSLATION, COMPOSITION of simple and connected sentences in Sanskrit.

III. ORAL WORK.

TEXTS—Text book, copiously illustruted of about 50 pages. There should be 30 pages of actual text.

These should—

(a) be graded,

(b) use idiomatic, elegant and simple Sanskrit,

(c) contain lessons from familiar tales, fables as well as narratives preferably from Sanskrit classics retold in simple Sanskrit,

(d) have exercises at the end of each lesson on the same pattern as recommended for class VII, and

(e) contain 15 subhasita slokas in easy and simple metres.

Text Book—Size 22" x 32"(1/16)—14 Point.

Grammar and Composition.

A book on Sanskrit Grammar, Translation and Composition of Upakramanika type, written according to the syllabus for classes VII and VIII (combined) may be used.

Pages not more than 160, size 22" x 32", Pica type.

CLASSES IX & X

ALLOTMENT OF MARKS

A. TEXT—55 marks as detailed below :

Short questions (to be answered in Sanskrit, English/Major Vernacular ...	15 Marks
Translation from Sanskrit into Major Vernacular/English	15 "
Explanation in Sanskrit/Major Vernacular/English	10 "
Comprehension Test in Sanskrit	10 "
Memory work	5 "
Total	55 Marks

B. TRANSLATION—20 marks as detailed below :—

Translation from Sanskrit Unseen Passages to English/Major Vernacular	10 Marks
Translation from English/Major Vernacular Passages to Sanskrit	10 "

C. GRAMMAR—25 marks as detailed below—

Textual Grammar	10 "
Grammar from outside the text ...	15 "
Total	100 Marks

[While writing Sanskrit, Devnagari Script will be regarded as optional.]

GRAMMAR

[Quotation of sutras will not be insisted on.]

1. General rules of Sandhi including Sandhi-nisedha to be covered in detail. Uncommon and irregular forms may be omitted.

2. Declension—All the common declensions of nouns, pronous and numerals.

3. Major and familiar indeclinables.

4. An elementary knowledge of णत्वविधान and षत्वविधान।

5. Conjugation—लट्, लोट्, लङ्, विधिलिङ् and लृट् of only the familiar and important roots in the भ्वादि, तुदादि, दिवादि, चुरादि and of the following roots :—

अदादि—या, जागृ, शास्, अस्, हन्, विद्, आस्, शी, दुह

ह्वादि—भी, दा   स्वादि—आप्, शक्, श्रु,

रुधादि—भुज्, छिद्, युज्   तनादि—कृ

क्र्यादि—ज्ञा, क्री, ग्रह्

लिट्—Some common forms of roots like the following :—

गम्, दृश्, या, भू, ग्रह्, वच्, चिन्त्।

6. कृत् Suffixes—A general idea of the important suffixes like the following :—

शतृ, शानच्, क्त, क्तवतु, क्त्वाच्, ल्यप्, तुमुन्, तव्य, अनीय, ण्यत्, यत्, क्यप्, घञ्, क्तिन्, ल्युट्, णिनि।

7. तद्धित suffixes—तरप्, तमप्, ईयसुन्, इष्ठन्, अण्, छ, तल्, इमनिच्, मतुप्, मयट्।

8. Causative Verbs—Verbs with णिच् (causative) suffixes :—owly familiar form should be taught.

9. Change of Voice—in general, including that with द्विकर्मक।

10. Cases and case-endings in general.

11. Compounds—General Knowledge of Principal compounds along with main समासान्तs।

12. Feminine endings—mainly with टाप् and ङीप्।

TEXT

The following pieces are prescribed from संस्कृत-साहित्य-संग्रहः published by the West Bengal Board of Secondary Education :—

CLASS IX

জীর্ণধনকথা, কলহপ্রিয়াখ্যানম্, ব্রাহ্মণচ্ছাগধূর্তত্রয়কথা, ব্রাহ্মণ-নকুলকৃষ্ণসর্পকথা, ঘ্রিবিকথা, সূক্তিরত্নাবলী (1st to 20 slokas)

CLASS X

আচার্য স্তুতিঃ, হেমন্তাগমঃ, মৃগকাকশৃগালকথা, পঞ্চতন্ত্রকথা-মুখম্, দ্বিজ-ভোজরাজসংবাদঃ, আরুণিরুপাখ্যানম্, ভীমসেনেন ব্রাহ্মণ-পুত্রমোচনম্, সূক্তিরত্নাবলী (remaining slokas)

Grammar and Composition

A book on Sanskrit Grammar, Translation and Composition, written according to the syllabus for classes IX and X (combined) may be used. Pages not more than 260, size 22″×32″—small pica type.

দেখা যাইতেছে যে, ভাষাটির সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষার সহিত তুলনার ভিত্তিতে তৃতীয় ভাষার উচ্চারণ, প্রয়োগ প্রভৃতি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নিয়মাবলীর সম্পর্কে ধারণা, উচ্চারণ ও আক্ষরিক রূপ গ্রহণের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও মূলতঃ বাগ্‌যন্ত্রাদির মাধ্যমে উচ্চারিত অর্থযুক্ত ধ্বনিসমষ্টিই হইল ভাষা সমূহের প্রাথমিক লক্ষণ—এই বিষয়ে ধারণা; মনের ঔদার্য-বৃদ্ধিপূর্বক বিভিন্ন ভাষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আস্থা ও আগ্রহ জাগরণ—এইগুলিই হইল সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার লক্ষ্য।

লক্ষ্যগুলি সম্বন্ধে পর্যালোচনার প্রাথমিক পর্বে প্রথমেই বলা যায় যে, সংস্কৃত ভাষা আমাদের ভারতবর্ষের এক সুসমৃদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞানভূয়িষ্ঠ সংস্কৃতিধারিকা বহুভাষাজননী-স্বরূপা ভাষা হইলেও বর্তমানে দৈনন্দিন জীবনের সহিত যেহেতু এই ভাষার সংযোগ খুবই কম, সেইহেতু এই ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক স্তরে উদাহরণ, অনুষ্ঠান ও শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক উপকরণের মাধ্যমে অর্থাৎ অনুকূল পরিবেশ-সৃষ্টির মাধ্যমে এই ভাষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করা উচিত। এই ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি প্রাথমিক বা নিম্ন-মাধ্যমিকের প্রথম ধাপেই করা যাইতে পারে। এইভাবে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের মনোজগৎকে প্রস্তুত করিয়া ষষ্ঠ শ্রেণী বা সপ্তম শ্রেণী হইতে সংস্কৃত ভাষার আক্ষরিক রূপের সহিত তাহাদিগকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচিত করা যাইতে পারে।

আগ্রহের অনুপাতে সপ্তমশ্রেণী হইতে অথবা সম্ভব হইলে ষষ্ঠ শ্রেণী হইতেই যদি মনোরম গল্প, ছড়া, অনুষ্ঠান বা চিত্রাদির মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষা শুরু করা যায়, তাহা হইলে বিত্তালয়ে থাকাকালীন অভীপ্সু শিক্ষার্থীরা কাম্যফললাভে অধিকারী হইবে।

সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে 'স্ম'-এর ব্যবহার (ধাতুর লঙ্-এর পরিবর্তে) প্রশংসনীয়। শব্দরূপ, ধাতুরূপ ও যে অব্যয়গুলি নির্দিষ্ট আছে সেইগুলির মিছক কণ্ঠস্থীকরণের পরিবর্তে পরিচিত পরিবেশের জ্ঞাত ঘটনা সম্বলিত সহজবোধ্য বিভিন্ন ধরনের বাক্যাদির

মাধ্যমে যদি সেইগুলির ব্যবহার শিখানো যায়, তাহা হইলে শিক্ষার্থীরা সহজেই উক্ত বিষয়গুলি আয়ত্ত করিতে পারিবে। পাঠ্যসূচীতে এইগুলির কেবল নির্দেশ থাকিলেই চলিবে না, সংস্কৃত শিক্ষক যাহাতে সেইগুলি কার্যতঃ প্রয়োগ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পাঠ্যপুস্তকের যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও সমর্থনযোগ্য।

তবে এই স্তরে শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক উপকরণের ব্যবহার, সংস্কৃতভিত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন, মাতৃভাষা ও সংস্কৃতভাষার সংমিশ্রণে কথোপকথনের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। ব্যাকরণকে পৃথকভাবে না পড়াইয়া পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে আরোহণ-পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া কার্যকর।

অষ্টম শ্রেণীর জন্য ব্যাকরণের যে বিষয়গুলির নির্বাচন করা হইয়াছে, সেইগুলিও যতদূর পাঠ্যপুস্তকের আকর্ষণীয় গল্পাদির মাধ্যমে শিখানো যায় ততই ভাল। এই স্তরে প্রবর্তিত মৌখিক কাজ প্রশংসনীয়। পাঠ্যপুস্তকে পরিচিত বা নীতি বা উপদেশমূলক গল্পাদি ছাড়াও বাঙলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় বা বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ বা বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়াদিকে ভিত্তি করিয়া সরলতম সংস্কৃতে রচিত কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত গল্পাদির পরিবেশনও প্রয়োজনীয়। এই স্তরেও সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষার সংমিশ্রণে কিছু কিছু সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর (আবৃত্তি, বিতর্ক, আলোচনা, বক্তৃতা, গল্পপরিবেশন প্রভৃতি) প্রবর্তন করা উচিত। তবে সমস্ত কিছুই শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের ভিত্তিতে করিতে হইবে।

পাঠ্যসূচীতে নবম-দশম শ্রেণীর জন্য বিন্যস্ত মানের চিত্রটিতে দেখা যায় যে, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্য মাত্র ১৫ নম্বর রাখা হইয়াছে। এই নম্বর কিছুটা বাড়ানো উচিত। সমগ্র বিষয়ের উপর (যেখানে গদ্য-পদ্যের সংখ্যা ৬ কিংবা ৭) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাদি রচনা করিয়া শিক্ষার্থীদের যেখানে পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে সেইখানে ১৫ নম্বরের স্থানে অন্ততঃ কমপক্ষে ২০ নম্বর রাখিলে ভাল হয়। সংস্কৃত হইতে বাংলা বা ইংরেজীতে অনুবাদের ক্ষেত্রে বরং ১৫ নম্বরের পরিবর্তে ১০ নম্বর রাখা যাইতে পারে। এই অনুবাদ অপেক্ষা প্রথমোক্ত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের গুরুত্ব অনেক বেশী। নিম্নশ্রেণীতে এই ধরনের অনুবাদের গুরুত্ব যত বেশী, উচ্চশ্রেণী বা দশমে ইহার গুরুত্ব তুলনামূলক ভাবে কম। বোধগম্যতামূলক প্রশ্নের উত্তর-প্রদানের ক্ষেত্রে ১০ নম্বর রাখা হইয়াছে। ইহা খুবই প্রশংসার দাবী রাখে। ব্যাখ্যায় ১০ নম্বর রাখা আছে। ইহা সমর্থনযোগ্য। তবে ব্যাখ্যা লেখার মাধ্যম এইস্তরে সহজতম সংস্কৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বাঙ্‌লা বা ইংরেজী না রাখিলেই ভাল হয়। বাঙ্‌লা বা ইংরাজী হইতে সংস্কৃত অনুবাদের জন্য ১০ নম্বর আছে। এই নম্বর কিছুটা বর্ধিত হওয়া দরকার। অনুবাদের বিষয়টি শিক্ষার্থীদের যেন গ্রহণসাধ্য ও সংসাধনযোগ্য হয়।

ব্যাকরণপাঠে যাহাতে আরোহণ-পদ্ধতি অনুসৃত হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এইস্তরে যে সকল গদ্য ও পদ্য নির্বাচিত হইয়াছে, সেইগুলি ছাড়াও কিছু কিছু বাস্তব ঘটনা সম্বলিত, বিজ্ঞান সংক্রান্ত, শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাভিত্তিক গল্পাদির সংযোজন

দরকার। এই স্তরে মৌখিক কাজের জন্যও কিছু নম্বর (অন্ততঃ ৫ নম্বর) নির্দিষ্ট করা উচিত। শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের আগ্রহসৃষ্টিপূর্বক যাহাতে আকর্ষণীয় উপায়ে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর (পত্রিকা, প্রকাশন, বিতর্কানুষ্ঠান, আবৃত্তি, বক্তৃতা, সাহিত্য-সভা ইত্যাদি) প্রবর্তন করেন, তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, রুচি, গ্রহণ ও ধারণ ক্ষমতা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগের মধ্য দিয়া যদি পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে তাহাদের অগ্রসর হইতে দেওয়া হয় তাহা হইলে সংস্কৃতভাষার জনপ্রিয়তা খুব দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইবে।

পাঠ্যসূচীতে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে কর্মশিক্ষা, প্রকল্প রচনা প্রভৃতির সুযোগ থাকাও দরকার।

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা, ইংরেজী ভাষা বা মাতৃভাষা বা ইংরেজী ভাষার ও সংস্কৃত ভাষার সংমিশ্রিত রূপ গ্রহণ করিলেও নবম ও দশমে যাহাতে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়, তাহার জন্য পাঠ্যসূচীতে নির্দেশ থাকা দরকার। তবে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও গ্রহণ-সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সব কিছুর প্রবর্তন দরকার।

উপসংহারে বলা যায় যে, নবপ্রবর্তিত সংস্কৃত পাঠ্যসূচী বড বেশী বিষয়ভিত্তিক। ইহাকে কিছুটা অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক করা একান্ত দরকার। সংস্কৃত ভাষার ও সাহিত্যের সহিত প্রাথমিক পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা যাহাতে ভবিষ্যতে সংস্কৃতভাষা-বিধৃত বিষয়সমূহের সহিত পরিচিত হইবার, ভারতের প্রাচীন গৌরবের ইতিহাসকে জানিবার, সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে আঞ্চলিক ভাষাসমূহের উন্নতি করিবার, গবেষণাদির মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষাকে সহজোপায়ে বহুল প্রয়োগ করিবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহসহকারে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিদ্যালয়স্তরে সংস্কৃত ভাষার পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করা অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পাঠশালা-পদ্ধতি বা প্রাচীনকালের প্রচলিত পদ্ধতি

[Pathsala or Traditional Method of Teaching]

প্রাচীন ভারতবর্ষে শিক্ষাপ্রদানের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হইত, তাহাকে বলা হয় পাঠশালা-পদ্ধতি বা ঐতিহ্যময়ী পদ্ধতি। বৈদিক যুগে শিক্ষালয়সমূহে এই পদ্ধতির প্রাধান্য ছিল যথেষ্ট। এখনও পর্যন্ত এই পদ্ধতির কিছু কিছু প্রচলন দেখা যায়।

প্রাচীনকালে ও ইংরেজ আমলে এই পদ্ধতির অস্তিত্ব

প্রাচীনকালে শিক্ষা দিবার প্রধান প্রধান স্থল ছিল পাঠশালা, আশ্রম, গুরুকুল, টোল, মঠ, বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ইংরেজ মিশনারীরা প্রথম দিকে এই ভাষার প্রতি ও পাঠশালা, আশ্রম প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রগুলির প্রতি যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শন করিয়াছিল ; কিন্তু লর্ড বেন্টিঙ্কের সময় হইতে অর্থাৎ প্রায় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই পৃষ্ঠপোষকতা বেশ কিছুটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল এবং শিক্ষার পাঠক্রমে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য কমিয়া গেল ও ইংরেজী ভাষার আধিপত্য হইল পূর্ণভাবে স্বীকৃত। সেই সময় হইতে পাশাপাশি দুই ধরনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চালু হইল। একদিকে ছিল তৎকালীন ইংরেজ সরকারের দ্বারা পূর্ণ-সমর্থিত ও সর্বতোভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরেজী মানের বিদ্যালয়, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে সংস্কৃতকেও শিক্ষা দেওয়া হইত এবং আর একদিকে ছিল পাঠশালা, চতুষ্পাঠী, টোল, মক্তব ও মাদ্রাসা যাহারা কোন রকমে তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল।

পাঠশালা, টোল, চতুষ্পাঠী, আশ্রম, গুরুকুল প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রে যে শিক্ষাধারা অনুসৃত হইত, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ। যাহারা পার্থিব

এই পদ্ধতিমূলক শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য

বস্তুনিচয় সম্যক্‌ভাবে উপভোগ করিয়া ধনৈশ্বর্য, মান-সম্মান, স্ত্রী-পুত্র-সমন্বিত একটি সুন্দর সংসারজীবন যাপন করিতে চাহিত তাহাদের জন্য যে বিদ্যার প্রচলন ছিল তাহার নাম অপরাবিদ্যা এবং যাহারা পার্থিব বা জাগতিক বিষয়বস্তুর মায়া কাটাইয়া অমৃতত্ব পানের আশায় আধ্যাত্মিক মার্গে গমন করিতে চাহিত, তাহাদের জন্য যে বিদ্যার প্রচলন ছিল তাহার নাম পরা বিদ্যা। পরা এবং অপরা বিদ্যা সম্পর্কে কঠোপনিষদের বক্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত—স্তৌ সম্পরীতঃ বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি-প্রেয়সো বৃণীতে, প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥ মুণ্ডকোপনিষদে বলা হইয়াছে—'তস্মৈ স হোবাচ, দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতিহস্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি-পরা চৈবাপরা।

তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি, অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

যে বিদ্যার অধ্যয়ন বা শ্রবণদ্বারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া বিজ্ঞান লাভ করা যায় না, তাহা অপরা বিদ্যা ; এবং যে বিদ্যার অধ্যয়ন বা শ্রবণ দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা হইল পরা বিদ্যা। শিক্ষার্থীর শিক্ষা শুরু হইত উপনয়নের অব্যবহিত পর হইতে অর্থাৎ উপনয়নই শিক্ষার দ্বারে শিশুকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার্থী হিসাবে উপনীত করিত। শিক্ষার্থীকে গুরু বা শিক্ষকের নিকট শিক্ষা গ্রহণের সময়ে সর্বদা থাকিতে হইত। সেইজন্য শিক্ষার্থীর অপর নাম ছিল অন্তেবাসী। শিক্ষার্থীকে গুরু-শুশ্রূষা, আশ্রমের কার্যাবলী, রন্ধনকার্য, কাষ্ঠাহরণ, গোধন বিচারণ, পুষ্পোদ্যান পরিচর্যা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কাজ করিতে হইত। শিক্ষার পাঠক্রমের মধ্যে ছিল বৈদিক সাহিত্য, ষড়্‌বেদাঙ্গ অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ, ষড়্‌দর্শন অর্থাৎ পূর্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা, বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য ও যোগ, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি। শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে প্রথমস্তরে ছিল শব্দরূপ, ধাতুরূপ, অমরকোষ, সমাসচক্র প্রভৃতি। দ্বিতীয় স্তরে ছিল লঘুকৌমুদী, মধ্য কৌমুদী, সিদ্ধান্ত কৌমুদী ও পরে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রভৃতি। তৃতীয় স্তরে ছিল বিবিধ সাহিত্যমূলক গ্রন্থ ; যথা, মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ভারবির কিরাতার্জুনীয়, মাঘের শিশুপাল বধ, হর্ষের নৈষধচরিত, নারায়ণের হিতোপদেশ, বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র, দণ্ডীর দশকুমারচরিত, ভাসের বাসবদত্তা, বাণের হর্ষচরিত—কাদম্বরী, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক, মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলা, ভবভূতির উত্তররামচরিত, বেণীসংহার, চম্পূসাহিত্য, মম্মটের কাব্যপ্রকাশ, বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণ, জগন্নাথের রসগঙ্গাধর—বক্রোক্তিজীবিত, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা, অভিনব গুপ্তের ধ্বন্যালোক, পিঙ্গলাচার্যের ছন্দশাস্ত্র প্রভৃতি। এই স্তরে কতকগুলি প্রকরণ-গ্রন্থও পড়িতে হইত। যথা, তর্কসংগ্রহ, ভাষা-পরিচ্ছেদ, তর্কভাষা, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী, ন্যায়মঞ্জরী, বেদান্তসার, পঞ্চদশী, চতুঃসূত্রী, শঙ্করাচার্যের ভাষ্যসহ ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত গণিতবিদ্যাবিষয়ক আর্যভট্টের রচনা, ব্রহ্মগুপ্তের রচনা, মহাবীরের ত্রিশতী, ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্তশিরোমণি, চিকিৎসা-বিদ্যাবিষয়ক চরকসংহিতা, বাগ্‌ভট্টের অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ, নাগার্জুনের রসরত্নাকর, চক্রপাণিদত্তের চিকিৎসাসার সংগ্রহ, লোলিম্বরাজের বৈদ্যজীবন। নৃত্য ও সংগীত বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থাদিও পড়ানো হইত (যথা, নৃত্য সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্র, অভিনয়-দর্পণ, শ্রীহর্ষমুক্তাবলী, নর্তননির্ণয় এবং সঙ্গীত সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্র সঙ্গীত মকরন্দ, সঙ্গীতসুদর্শন, সঙ্গীতরত্নাকর, সঙ্গীতদর্পণ, রাগবিরোধ প্রভৃতি)।

আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা-জীবনে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীর করণীয়

শিক্ষার পাঠক্রম

পাঠশালা-পদ্ধতির প্রধানতম লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীকে প্রকৃত পণ্ডিত হিসাবে গড়িয়া তোলা। শিক্ষার্থী যাহাতে সংস্কৃত শাস্ত্রাদি বিষয়ে ভাসা ভাসা জ্ঞানার্জন না করিয়া লক্ষণীয় বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে প্রবেশ করিতে পারে ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথার্থভাবে সুগভীর জ্ঞানার্জন করিতে পারে, পঠনীয় বিষয় যাহাতে শিক্ষার্থী ধৈর্য সহকারে একাগ্রতার সহিত মনোযোগপূর্বক গভীর ও বিস্তৃতভাবে পড়াশুনা করে, শিক্ষার্থী যাহাতে মৌলিক

আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষক ও সহপাঠীর সহিত পঠনীয় বিষয়ের বিস্তৃত চর্চা করে, শিক্ষার্থীর স্মৃতিশক্তি ও পুনরাবৃত্তিশক্তি যাহাতে প্রখর, তীক্ষ্ণ ও স্থায়ী হয়, শিক্ষার্থী তাহার অধিগত বিষয়সমূহের ভাব ও অভিজ্ঞতাকে যাহাতে যথা সময়ে যথাস্থানে প্রয়োগ করিতে পারে এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞানকে যথার্থভাবে উজ্জীবিত রাখিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থী যাহাতে প্রত্যহ আবশ্যিকভাবে পড়াশুনা করিবার অভ্যাস গড়িয়া তোলে পাঠশালা-পদ্ধতি সেই দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করিত। পাঠশালা-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর যুক্তি-বিচার-বিশ্লেষণী শক্তি বৃদ্ধি ও বিকাশের উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইত। বিষয়বস্তুর পঠন, আলোচনা ও উপস্থাপনের জন্য হার্বার্ট যেরূপ পাঁচটি সোপানের (প্রস্তুতি, উপস্থাপন, সংযুক্তিকরণ, সূত্রনির্ণয় ও অভিযোজন) সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমাদের দেশে বহুপূর্ব হইতেই এইরূপ সোপান ছিল। হার্বার্টের বহুসহস্র বৎসর পূর্বে আমাদের দেশের ঋষিতুল্য সংস্কৃতজ্ঞ উপাধ্যায়বৃন্দ বিষয়বস্তুর সম্যক্ আলোচনা, পঠন ও উপস্থাপনের নিমিত্ত এবং সহজবোধের নিমিত্ত ক্রমপর্যায়ে সুবিন্যস্ত যুক্তিনির্ভর কতকগুলি সোপান বা ধাপের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনাদিক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা, উদাহরণ, উপনয়ন, নিগমন, বেদান্ত ও মীমাংসা শাস্ত্রের আলোচনাদিক্ষেত্রে বিষয়, বিশয়, পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, সংগতি, গদ্য-পদ্য পড়াইবার ক্ষেত্রে দণ্ডান্বয়, খণ্ডান্বয় প্রভৃতি প্রণালী বা সোপান অবলম্বন করা হইত। এক কথায় বলা যায়, বিষয়বস্তুর মৌখিক আলাপ-আলোচনা, চর্চা, যথার্থ পাণ্ডিত্যার্জন, শিক্ষক-ছাত্রের অতি নিকটতম মধুর সম্পর্ক, বিষয়বস্তুতে সুগভীর প্রবেশ, ধর্মীয় ও যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানভিত্তিক মনোভাব, নৈতিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক শিক্ষা, স্বদেশের সংস্কৃতি-চর্চা, সংযম, শৃঙ্খলা প্রভৃতির উপর প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা তথা পাঠশালা-পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিত।

এই পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য

এই পদ্ধতির প্রধান প্রধান সুবিধা :

পাঠশালা-পদ্ধতির প্রধান প্রধান সুবিধার কথা বলিতে হইলে প্রথমেই বলা যায়, সংস্কৃতি-কৃষ্টি-আধ্যাত্মিকতামূলক মূল্যবান শিক্ষা, মানসিক-চারিত্রিক ও নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয় পরিবেশে অবস্থান, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিকটতম সুমধুর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্থাপন, সুশৃঙ্খল ও সংযত জীবন-যাপন, চিন্তা, কথা ও কাজের মধ্যে পবিত্রতা-আনয়ন প্রভৃতির জন্য এই পদ্ধতির প্রয়োজন আছে।

শাস্ত্রীয় মত ও বিবিধ ব্যাখ্যাকে জিহ্বাগ্রে বর্তমান রাখা ও প্রয়োজনানুসারে অনতিবিলম্বে বিধিসম্বলিত উপায়ে সুমার্জিতভাবে তাহা প্রকাশ করা, সুতীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তিকে ধারণ করা, সুসমঞ্জস বুদ্ধিবৃত্তির ঐক্য সাধন করা, সুগভীর গবেষণামূলক পড়াশুনা করা, মূল গ্রন্থাদির মাধ্যমে দেশের ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতিকে জানা, শব্দভাণ্ডারকে সুসমৃদ্ধ করা প্রভৃতির জন্য পাঠশালা-পদ্ধতির প্রয়োজন অনেক বেশী।

এই পদ্বতির এত সুবিধা বা প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, এই পদ্ধতি ঠিক যুগোপযোগী নয় বা বর্তমান যুগপরিপ্রেক্ষিতে যে সকল চাহিদা-পূরণের প্রয়োজন আছে, এই পাঠশালা-পদ্ধতি সেই সকল প্রয়োজনীয় চাহিদা-পূরণের ক্ষেত্রে ঠিকভাবে সক্ষম নয়।

এই পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ ঃ—

বর্তমান যুগে সংস্কৃত শিক্ষাক্ষেত্রে যুগের ও আবহাওয়ার দৃষ্টিকোণ হইতে তুলনামূলক ঐতিহাসিক ও সর্বোপরি যুক্তিভিত্তিক সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর নিতান্ত প্রয়োজন আছে। সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের সহিত অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যকে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে পড়া ও সর্বশেষে অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের তুলনায় সংস্কৃতের স্থান কোথায় তাহা নির্ণয় করা—ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে ইতিহাসের মূল্যবান্ প্রয়োজনীয় তথ্য-রাজির উপর ভিত্তি করিয়া সংস্কৃতের পঠন-পাঠন করা ও পূর্ণ সমালোচনার দৃষ্টিতে এবং সুষ্ঠু যুক্তিনির্ভরশীল সমালোচনামূলক পন্থায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সুবিস্তৃত আলোচনা ও পঠন-পাঠন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; কিন্তু পাঠশালা-পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর তুলনামূলক—ঐতিহাসিক ও সমালোচনাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা বা উপস্থাপনের প্রতি বিশেষ কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই।

পাঠশালা-পদ্ধতিতে মুখস্থ বিদ্যার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হইত, বর্তমানে কিন্তু এই ধরনের মুখস্থ বিদ্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

পাঠশালা-পদ্ধতিতে মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতির বিশেষ প্রচলন ছিল না। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির প্রয়োজন অনেক বেশীভাবে অনুভূত হয়।

পাঠশালা-পদ্ধতিতে শিক্ষক ও পঠনীয় বিষয়বস্তুর ভূমিকা ছিল সক্রিয় ও প্রধান। বর্তমানে কিন্তু এ ব্যবস্থা অপ্রচলিত। এখন শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে সর্বদা অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেওয়া হয়।

পাঠশালা-পদ্ধতিতে মৌখিক আলোচনার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হইত। বর্তমান যুগপরিপ্রেক্ষিতে মৌখিক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে লিখনের গুরুত্বও অনেক বেশী বলিয়া মনে হয়।

পাঠশালা-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের কাছে থাকিয়া শিক্ষকের নানারকম কাজকর্ম দেখা-শুনা করিতে হইত। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর পক্ষে এই ধরনের কাজকর্ম করা সম্ভবপর নয়।

পাঠশালা-পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃত-বিষয়ক গ্রন্থাদি কেবল পড়ানো হইত। বর্তমানে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক-স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হয়। এই সকল বিষয়ের মধ্যে সংস্কৃত একটি বিষয় (যেমন, সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি)। সাধারণভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে এই সংস্কৃত বিষয় পড়ানোর জন্য সপ্তাহে পাঁচ হইতে ছয় পিরিয়ড প্রদান করা হয়, অর্থাৎ

সপ্তাহে আনুমানিক ২৭০ মিনিট এই বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য ব্যয় করা হয়। পাঠশালা-পদ্ধতিতে সুগভীর ও সুবিস্তৃতভাবে সংস্কৃত পড়াশুনার যেরূপ অবকাশ ছিল, বর্তমানে সংক্ষিপ্ত সময়ে সেরূপভাবে সংস্কৃত পঠন-পাঠন করা কখনই সম্ভবপর নয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, পাঠশালা-পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করিতে হইলে এই পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রয়োজন।

এই পদ্ধতির প্রগতিমূলক সংস্করণের প্রধান প্রধান পদক্ষেপ ঃ—

প্রথমতঃ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে সাধারণভাবে খুব মেধাবী ও একেবারে অল্পবুদ্ধি শিক্ষার্থীর সংখ্যার তুলনায় মাঝামাঝি ধরনের অর্থাৎ মধ্যস্তরের মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশী। আজকাল ইহাও লক্ষ্য করা যায় যে, শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে অনেক-বিষয় পড়িতে ও প্রয়োজনের তাগিদে শিক্ষাকে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে অনেক-সময় বিচার করিতে হয় বলিয়া সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে গভীর মনোনিবেশ সহকারে সুবিস্তৃতভাবে পাঠশালা-পদ্ধতি অনুযায়ী কোন বিশেষ বিষয় পড়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং এই ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠশালা-পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন বা পরিমার্জন অবশ্যই প্রয়োজন। প্রথম দিকে মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে যাহাতে মৌখিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংস্কৃতের পঠন-পাঠন শুরু করা যায়, মাতৃভাষাকে যাহাতে সংস্কৃতশিক্ষার প্রধান অবলম্বন হিসাবে ধরা যায়, ব্যাকরণকে যাহাতে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে পড়ানো যায়, ইতিহাস-গণিত-ভূগোল-বিজ্ঞান প্রভৃতিকে যাহাতে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে পড়ানো যায় এবং সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী ও শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক উপকরণাদিকে যাহাতে সংস্কৃত-পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।/

।। ভাণ্ডারকার পদ্ধতি ।।

(Bhandarkar Method)

ভূমিকা : ইংরেজ সরকার যখন ভারতবর্ষে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উদ্যোগী তখন সংস্কৃত শিক্ষা ইংরেজী শিক্ষার তুলনায় ভারতবর্ষে অবহেলিত। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রাধান্য খুব বেশী। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্থান ছিল অতি নগণ্য। মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেই সময় সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে সাধারণ ও প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ের ধারণা প্রদান করা যাহার উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষার্থী সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকগুলি সংক্ষেপে পড়িয়া অর্থ বুঝিতে পারে এবং বিশাল সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পোষণ করিতে পারে।

পাশ্চাত্যদেশসমূহে গ্রীক-ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য সেই সময়ে যে

পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছিল, সেই পদ্ধতির নাম "ব্যাকরণ-অনুবাদ-পদ্ধতি"। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রসারে উদ্যোগী ব্যক্তিগণ সংস্কৃত ব্যাকরণকে বেশ কিছুটা সহজ ও সরল করিয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহজভাবে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ব্যাকরণ-অনুবাদ-পদ্ধতির প্রয়োজন খুব বেশীভাবে অনুভব করিলেন। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ও অনুভূত প্রয়োজনকে সার্থকভাবে মিটাইবার জন্য অর্থাৎ এক কথায় ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিশেষ করিয়া সংস্কৃত শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাকরণ-অনুবাদ-পদ্ধতিকে অনুসরণ করিবার নিমিত্ত যে সকল ভারতীয় শিক্ষিত ব্যক্তি অগ্রসর হইলেন, তাহাদের মধ্যে অন্যতম হইলেন ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার।

ভাণ্ডারকার পদ্ধতির উদ্ভব

পাশ্চাত্ত্যদেশে গ্রীক-ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য যে ব্যাকরণ-অনুবাদ-পদ্ধতি অনুসরণ করা হইত সেই পদ্ধতি অনুসারে আমাদের দেশেও সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া ডঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার ১৮৬৪ হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দুইখানি গ্রন্থ লিখিলেন। এই গ্রন্থ দুইটির নাম—"মার্গোপদেশিকা" ও "সংস্কৃত-মন্দিরান্তঃ প্রবেশিকা"। তাঁর নামানুসারে এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হয় 'ভাণ্ডারকার-পদ্ধতি।'

এই পদ্ধতির প্রধান লক্ষ্য

শিক্ষার্থীর সম্মুখে ব্যাকরণ ও অনুবাদ অনুশীলাদির মাধ্যমে সংস্কৃত সাহিত্যকে উপস্থাপিত করা, সুবিন্যস্ত ক্রমপর্যায়ে সহজ ও সরলভাবে সংস্কৃত ভাষাকে উপস্থাপিত করা, ব্যাকরণ ও অনুবাদ অনুশীলনের মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া, প্রাথমিক স্তরে ব্যাকরণের সুকঠিন নিয়মাবলীকে পরিহার করিয়া সরলভাবে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া এবং কেবল মুখস্থ-নীতির পরিবর্তে পড়িয়া বুঝিবার বা অনুধাবন করিবার ক্ষমতা ও অভ্যাস বা চর্চা করিবার ক্ষমতা-বৃদ্ধির উপযোগিতা সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু ধারণা স্থাপন করাই হইল ভাণ্ডারকার-প্রবর্তিত পদ্ধতির প্রধানতম লক্ষ্য।

ভাণ্ডারকার পদ্ধতির পাঠক্রম :—

ভাণ্ডারকার পদ্ধতির পাঠক্রম ভাণ্ডারকার-কর্তৃক প্রায় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রচিত দুইটি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে—

(১) মার্গোপদেশিকা (*Margopadesika*)

		সহজ ধাতুরূপগুলি (১ম-৪র্থ-৬ষ্ঠ-১০ম গণ)
পাঠ (*lesson*) ১ম হইতে ৪র্থ	:	লট্‌ ও পরস্মৈপদ
পাঠ (*lesson*) ৫ম হইতে ৯ম	:	অকারান্ত ও ইকারান্ত পুংলিঙ্গ এবং নপুংসকলিঙ্গ বিশেষ্য

পাঠ (*lesson*) ১০ম হইতে ১২শ : আত্মনেপদ ও কর্মবাচ্য
পাঠ (*lesson*) ১৩শ হইতে ১৫শ : অ-ঈ-স্ত্রী প্রত্যয়
পাঠ (*lesson*) ১৬শ হইতে ১৮শ : লঙ্
পাঠ (*lesson*) ১৯শ হইতে ২১শ : স্বরান্ত পুংলিঙ্গ ও নপুংসকলিঙ্গ
পাঠ (*lesson*) ২২শ হইতে ২৪শ : লোট্
পাঠ (*lesson*) ২৫শ হইতে ২৭শ : হলন্ত
পাঠ (*lesson*) ২৮শ : বিধিলিঙ্
পাঠ (*lesson*) ২৯শ হইতে ৩১শ : সর্বনাম

(২) **সংস্কৃত মন্দিরান্তঃ প্রবেশিকা** (*Sanskrita mandirantah pravesika*)

পাঠ (*lesson*) ১ম : অনিয়মিত ক্রিয়াপদ (***Irregular verbs***)
পাঠ (*lesson*) ২য় হইতে ৪র্থ : ৫ম ও ৮ম ধাতুরূপ
পাঠ (*lesson*) ৫ম হইতে ৬ষ্ঠ : ৯ম ধাতুরূপ
পাঠ (*lesson*) ৭ম হইতে ১০ম : ২য় ধাতুরূপ (*2nd conjugation*)
পাঠ (*lesson*) ১১শ : ৩য় ধাতুরূপ (*3rd conjugation*)
পাঠ (*lesson*) ১২শ : ৭ম ধাতুরূপ *7th conjugation*)
পাঠ (*lesson*) ১৩শ হইতে ১৪শ : লিট্
পাঠ (*lesson*) ১৫শ : ল্‌ট্-লুট্-ল্‌ঙ্ ও কর্মবাচ্য
পাঠ (*lesson*) ১৬শ : অনিয়মিত শব্দরূপ (***Declensional irregularities***)
পাঠ (*lesson*) ১৭শ : সংখ্যাবাচক শব্দ
পাঠ (*lesson*) ১৮শ : বিশেষণের তারতম্য
পাঠ (*lesson*) ১৯শ হইতে ২০শ : সমাস
পাঠ (*lesson*) ২১শ : ণিজন্ত ধাতু
পাঠ (*lesson*) ২২শ : লুঙ্ প্রকারভেদ ১ম, ২য়, ৩য়
পাঠ (*lesson*) ২৩শ : লুঙ্ প্রকারভেদ ৬ষ্ঠ ও ৭ম
পাঠ (*lesson*) ২৪শ : লুঙ্ প্রকারভেদ ৪র্থ ও ৫ম, আশীর্লিঙ্
পাঠ (*lesson*) ২৫শ : সনন্ত
পাঠ (*lesson*) ২৬শ : কৃৎ-প্রকরণ প্রভৃতি

ভাণ্ডারকার-পদ্ধতির প্রধান গুণমূলক বৈশিষ্ট্য হইল যে, সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে যাহারা প্রথম প্রবেশকারী তাহারা অল্প পরিশ্রমে অতি সংক্ষেপে অপরের উপর নির্ভর না করিয়া স্বাধীনভাবে সহজভাবে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে পারে। দ্বিতীয়

বৈশিষ্ট্য হইল, শিক্ষকের সহায়তা বিনা পড়াশুনা করা যায়। মৌখিক চর্চা বা আলোচনার কোন প্রয়োজন হয় না। ডঃ ভাণ্ডারকারের দুইটি গ্রন্থের পাঠসমূহের প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। শিক্ষার্থী নিজেই প্রত্যেকটি পাঠ পড়িয়া সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল, এই গ্রন্থ দুইটিতে ব্যাকরণের নিয়মগুলি ক্রমপর্যায়ে ছাত্রের বয়স, আগ্রহ প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সুবিন্যস্তভাবে সাজানো আছে। পাঠশালা-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে যেরূপ ব্যাকরণের সূত্রনিচয়, অমরকোষের শব্দসম্ভার প্রভৃতি অনেক সময় না বুঝিয়া যন্ত্রের মতন মুখস্থ করিতে হয়, ভাণ্ডারকার-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে সেইরূপ যান্ত্রিকভাবে মুখস্থ করার হাত হইতে মুক্তি দেওয়া হয়।

এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলী

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হইল, ডঃ ভাণ্ডারকারের গ্রন্থ দুইটিতে ব্যাকরণাদি বিষয়ের পাঠ বৈজ্ঞানিক পন্থায় মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া সাজানো, অর্থাৎ জানা হইতে অজানা, সরল হইতে জটিল, যুক্তিনির্ভর হইতে মনস্তাত্ত্বিক, মূর্ত হইতে বিমূর্ত, বিশেষ হইতে সামান্য বা সাধারণ, আরোহণ হইতে অবরোহণ প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে গ্রন্থ দুইটিতে আলোচ্য বিষয় শিক্ষার্থীর সহজ ও স্বাভাবিক বোধগমনের জন্য গ্রথিত রহিয়াছে। পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হইল, ভাণ্ডারকার-পদ্ধতিতে পড়াশুনার জন্য অধিক অর্থের প্রয়োজন হয় না। অল্প আর্থিক ব্যয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই পদ্ধতি অবলম্বনে শিক্ষাপ্রদান করা যায় এবং অল্প পরিসরে ও অল্প সময়েও এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব। ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হইল, শিক্ষার্থীর উপলব্ধির ক্ষমতা, বিষয়বস্তু পঠনের মাধ্যমে বোঝার ক্ষমতা, চর্চা বা অভ্যাসের ক্ষমতা যাহাতে বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষার্থীর স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সেইদিকে এই পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকে। সপ্তম বৈশিষ্ট্য হইল, সংস্কৃতভাষা ব্যাকরণভিত্তিক বলিয়া এই পদ্ধতি ব্যাকরণ শিক্ষার উপর বিশেষ প্রাধান্য প্রদান করে এবং সহজ ও সরলভাবে ব্যাকরণ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে ব্যাকরণে দক্ষতা-অর্জনে সাহায্য করে।

অষ্টম বৈশিষ্ট্য হইল, অনুবাদ-নীতির মাধ্যমে এই পদ্ধতি সংস্কৃতভাষা ও ভাষান্তর বা সংস্কৃত ব্যতীত অন্য ভাষার (মাতৃভাষা, ইংরেজী ভাষা) প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা শিক্ষার্থী যেরূপ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করে, তেমনি অনুবাদের সময়ে অন্য ভাষাও কিছু কিছু শিক্ষা করে।

ভাণ্ডারকার-পদ্ধতির প্রধান প্রধান যে ত্রুটিগুলি সাধারণতঃ দেখা যায় তাহার মধ্যে প্রথম ত্রুটি হইল : এই পদ্ধতি অনুযায়ী অর্থাৎ ব্যাকরণ-অনুবাদ-পদ্ধতি নিয়মানুসারে লিখিত সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থী বেশ কিছুটা একঘেয়েমি অনুভব করে। মৌখিক কাজ, উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য, পঠনের রীতি-নীতি প্রভৃতি ব্যাপারে ভাণ্ডারকার-পদ্ধতি সম্পূর্ণ উদাসীন। শিক্ষাক্ষেত্রে মৌখিক আলোচনা, উচ্চারণ ও পঠনের রীতিনীতির গুরুত্বকে ভাণ্ডারকার-পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করায় এই পদ্ধতি সত্যই ত্রুটিযুক্ত।

এই পদ্ধতির ত্রুটিনিচয়

দ্বিতীয় ত্রুটি হইল, এই পদ্ধতি পাঠ্যপুস্তককে বিশেষ কোন গুরুত্ব প্রদান করে নাই। ব্যাকরণকে ও অনুবাদকে কেন্দ্র করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার যে পদ্ধতি ডঃ ভাণ্ডারকার প্রবর্তন করেন, তাহা বর্তমানে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কেবল ব্যাকরণের নিয়মাবলী ও অনুবাদের অনুশীলনীসমূহ শিক্ষার্থীর নিকট একঘেয়েমি সৃষ্টি করিয়া অনেক সময় শিক্ষার্থীর বিরক্তি সৃষ্টি করিতে পারে। পাঠ্যপুস্তক পড়ার প্রয়োজনীয় রীতিনীতিগুলি শিক্ষার্থী যাহাতে ভালভাবে জানিয়া যথার্থভাবে পাঠ্যপুস্তক-বর্ণিত বিষয়সমূহ পড়িতে পারে এবং বিষয়বস্তুর রসসম্ভোগ করিতে পারে, সেইদিকে ভাণ্ডারকার-পদ্ধতি আদৌ গুরুত্ব প্রদান করে নাই।

ডঃ ভাণ্ডারকার লিখিত গ্রন্থ দুইটিতে ব্যাকরণ ও অনুবাদ-অনুশীলনী যেভাবে সাজানো রহিয়াছে, সাজানোর সেই পন্থাটি আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয় বলিয়া অনেকের ধারণা।

তিনি তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রায় শেষের দিকে সমাসকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ঠিক এইভাবে সমাসের সংস্থাপন না করিয়া প্রথম গ্রন্থের শেষের দিকে বা দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রথমে সমাস সম্পর্কে প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় কিছু আলোচনা করিয়া দ্বিতীয় গ্রন্থের শেষের দিকে সমাসের বিস্তৃত আলোচনা থাকিলে ভালো হইত। গ্রন্থের যে পর্যায়ে সন্ধি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই। প্রথমে গ্রন্থের একেবারে শেষে সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই পদ্ধতি সমালোচনাযোগ্য। প্রথম গ্রন্থের প্রথম দিকেই ইহার সংযোজনের প্রয়োজন ছিল।

গ্রন্থ দুইটিতে ধাতুরূপের সকল গণের সমানভাবে সুবিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা ঠিক হয় নাই ; কারণ, শিক্ষার বাস্তব প্রয়োজনের দিক্ হইতে ইহা সহজেই বলা যায় যে, সকল গণের গুরুত্ব সমান নয়। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ গণগুলির সুবিস্তৃত আলোচনা ও কম-গুরুত্বপূর্ণ গণগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাই উচিত।

ভাণ্ডারকার-পদ্ধতির এই সকল ত্রুটি থাকার জন্য অনেকেই এই পদ্ধতিকে সমর্থন করিতে পারিলেন না। তখন ভালভাবে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে আর একটি পদ্ধতির সৃষ্ট হইল। এই পদ্ধতির নাম—"পাঠ্যপুস্তক-পদ্ধতি"।

॥ পাঠ্যপুস্তক-পদ্ধতি ॥

(Text Book Method)

ভূমিকা : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠশালা এবং ব্যাকরণ-অনুবাদ পদ্ধতি যথেষ্ট ফলপ্রদায়ী নয় বলিয়া যখন প্রমাণিত হইল তখন সংস্কৃতশিক্ষাকে অধিকতর সফল করিবার উদ্দেশ্যে আর একটি নূতন পদ্ধতির প্রচলন হইল। এই পদ্ধতির নাম হইল—পাঠ্যপুস্তক-পদ্ধতি বা *Text Book Method.* এই পদ্ধতির মূল কথা হইল,

বিষয়বস্তুকে অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তকের বিষয়কে সম্যক্‌ভাবে পড়া এবং সে সম্বন্ধে যথার্থ বোধ লাভ করা। আমাদের দেশে প্রথমতঃ বিদেশী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় এবং এই প্রয়োগে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। এই পদ্ধতির প্রধানতম সমর্থকদের মধ্যে ডঃ ওয়েস্টের নাম প্রণিধানযোগ্য। ডঃ ওয়েস্টের মতে, ব্যাকরণ বা মৌখিক চর্চার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ না করিয়া পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পড়ার উপর বেশী প্রাধান্য দেওয়া উচিত। পাঠ্যপুস্তকে সুবিন্যস্তভাবে ক্রমপর্যায়ে শব্দকোষ অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং পুস্তকে প্রথমতঃ ভাষার বর্ণমালা, তারপর বর্ণমালা-সম্বলিত ছোট ছোট পদ, তারপর পদ-সম্বলিত বাক্য এবং পরে বাক্য-সম্বলিত অনুচ্ছেদ ক্রমপর্যায়ে সজ্জিত থাকিবে।

ডঃ ওয়েস্টের মতে, শিক্ষার্থী যখনই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ত্যাগ করুক না কেন, অর্থাৎ যে-কোন শ্রেণীতে পড়াশুনা করিতে করিতে যে-কোন কারণেই হউক শিক্ষার্থী যখনই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করুক না কেন সে যেন তাহার পড়াশুনার পরিধির পরিপ্রেক্ষিতে তাহার পাঠ্যবিষয়সমূহ হইতে অতিরিক্ত উপকারস্বরূপ ফললাভ করিতে পারে। শিক্ষার সার্থকতা লাভ নির্ভর করিবে এই উপকারস্বরূপ ফললাভের পরিমাণের উপর। লেখা ও বলা অপেক্ষা পড়ার ক্ষমতা তাড়াতাড়ি অর্জন করা সহজ এবং সেইজন্যই প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ ভাষা-শিক্ষার প্রথম অবস্থায় শিক্ষার্থীর পক্ষে পড়ার ক্ষমতা শীঘ্র অর্জন করা সম্ভবপর, যেহেতু লেখা ও বলার জন্য ভাষায় যেরূপ সক্রিয় ও গভীর প্রবেশ থাকা দরকার পড়ার জন্য সেইরূপ প্রবেশের বা অধিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। সংস্কৃত শিক্ষার্থীর নিকট হইতে প্রথম অবস্থায় এইটুকুই আশা করা উচিত যে, শিক্ষার্থী যেটুকু সংস্কৃত বিষয়ক জ্ঞান লাভ করুক না কেন, সেইটুকু জ্ঞানই যেন তাহাকে ছোট ছোট সংস্কৃত-অনুচ্ছেদ পড়িয়া অর্থ বুঝিতে ও সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ বুঝিতে সাহায্য করে। এককথায় শিক্ষার্থীর সংস্কৃতশিক্ষা ভবিষ্যতে যেন তাহার বাস্তব প্রয়োজনে কাজে লাগে। শিক্ষার্থী যখন তাহার সংস্কৃতশিক্ষা হইতে এইরূপ উপকারস্বরূপ ফললাভ করিতে পারিবে, তখনই বুঝিতে হইবে সংস্কৃতশিক্ষা সার্থক।

পাঠ্যপুস্তকপদ্ধতির প্রথম লক্ষ্য হইল—সহজ-সরল বিষয়বস্তুর মাধ্যমে সংস্কৃতশব্দকোষকে (*Sanskrit Vocabulary*) ক্রম অনুসারে সাজানো। দ্বিতীয় লক্ষ্য হইল, সংস্কৃত গদ্যমূলক ও পদ্যমূলক বিষয়কে যথাযথভাবে সরবে পড়া। তৃতীয় লক্ষ্য হইল, এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য সুন্দর সুন্দর আকর্ষণীয় গল্প বা বর্ণনার মাধ্যমে সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যসমূহের পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা। চতুর্থ লক্ষ্য হইল, সহজ ও সরলভাবে শিক্ষার্থীর আগ্রহ-রুচি-বয়স প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উচ্চশ্রেণীগুলিতে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের পাঠ প্রবর্তন করা। পঞ্চম লক্ষ্য হইল, সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তককে কেন্দ্র করিয়া অর্থাৎ পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে উচ্চারণ-পদ্ধতি, পঠন-পদ্ধতি, শব্দকোষ, ব্যাকরণ, অনুবাদ, রচনা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া। ষষ্ঠ লক্ষ্য হইল, সংস্কৃত বিষয়ে শিক্ষার্থীর এইরূপ দক্ষতা উৎপাদন করা, যাহাতে সে নিজের উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীনভাবে টীকা-টিপ্পনী ও অনুবাদের মাধ্যমে যে কোন ধরনের সংস্কৃতবিষয়ক আলোচনা অনুধাবন করিতে পারে।

সপ্তম লক্ষ্য লইল, পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন রকমের বিষয় পড়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সংস্কৃতে এইরূপ নৈপুণ্য অর্জন করিতে সাহায্য করা যাহাতে শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে সংস্কৃতে বাস্তব প্রয়োজনমূলক কিছু সৃষ্টি করিতে বা গবেষণার পথে অগ্রসর হইতে পারে।

পাঠ্যপুস্তক-পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রারম্ভিক পর্যায়ের পুস্তকে শিক্ষার্থীকে প্রথমে সংস্কৃত বর্ণমালার সহিত পরিচিত করিতে হইবে; তারপর বর্ণমালা-সম্বলিত ছোট ছোট অর্থযুক্ত পদগুলির সহিত শিক্ষার্থীদের পরিচিত করার উদ্দেশ্যে সেই বিশেষ বিশেষ পদবিষয়ক বা পদের অর্থবিষয়ক বিশেষ বিশেষ আকর্ষণীয় চিত্র ব্যবহার করিতে হইবে; তারপর পদ-সম্বলিত অর্থবহ ছোট ছোট সংস্কৃত বাক্যের সহিত শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই স্থলে বাক্যোপযোগী চিত্র ব্যবহার করিলে ভালো হয়। তারপর বিভিন্ন বাক্য দিয়া গড়া ছোট ছোট অনুচ্ছেদের সহিত শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটানো প্রয়োজন। তারপর শিক্ষার্থী যাহাতে বিভিন্ন প্রকারের ছোট ছোট আকর্ষণীয় ও মনোরঞ্জক সংস্কৃত গল্প পড়িয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষার্থীর পূর্ব-প্রস্তুতি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নূতন নূতন শব্দ-পদ-বাক্য প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হইবে। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর পঠনের মাধ্যমে ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার সময় শিক্ষার্থীর এই পূর্ব অভিজ্ঞতা ও তাহার অবগতির পরিধিকে বিশেষ মূল্য দিতে হইবে। যখন বোঝা যাইবে যে, শিক্ষার্থীর বোধশক্তির যথেষ্ট উন্মেষ ঘটিয়াছে এবং সে সহজেই ছোট ছোট সংস্কৃত গল্প পড়িয়া তাহার অর্থ স্বাধীনভাবে বুঝিতে পারে, তখনই বিভিন্ন কাব্য বা মহাকাব্য হইতে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় স্থল উদ্ধৃত করিয়া কিংবা শিক্ষার্থীর নিজ পরিবেশ হইতে বিশেষ বিশেষ কৌতুকপ্রদ ঘটনা গ্রহণ করিয়া পঠনের উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তকে সংযোজিত করিলে ভালো হয়।

এই পদ্ধতি অনুসারে পাঠন ব্যবস্থা

এই পদ্ধতির সুবিধাসমূহ:

এই পদ্ধতির প্রধান প্রধান সুবিধাগুলি সম্পর্কে বলিতে হইলে প্রথমেই বলা যায়, ব্যস্ত-সমস্ত জগতে অল্প সময় ও অল্প পরিসরের মধ্যে এ পদ্ধতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবেশের পথটিকে অতি সহজগম্য করিয়া তোলে এই পদ্ধতি। প্রথমতঃ সরবপাঠে ও পরে নীরবপাঠে একটি ভাল অভ্যাস গড়িয়া তোলে এই পদ্ধতি। পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে সংস্কৃত হইতে বাংলায় ও বাংলা হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ শিক্ষা দিবার সুযোগ দিয়া এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করিয়া থাকে। পড়ার মাধ্যমে সংস্কৃতের সংখ্যাতীত বৈচিত্র্যপূর্ণ শব্দাবলী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা খুব সহজ। বলিতে ও লিখিতে হইলে শারীরিক ও মানসিক সক্রিয় প্রচেষ্টার যেরূপ প্রয়োজন, পড়িতে হইলে সেইরূপ ক্লান্তিকর প্রচেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন নাই। অতএব, বলা ও লেখা অপেক্ষা শিক্ষার্থীর নিকট পড়া অতি সহজ। সেইজন্য এই পদ্ধতি সর্বদাই অবলম্বনীয়।

এই পদ্ধতির অসুবিধাগুলি ঃ

এই পদ্ধতির কতকগুলি অসুবিধাও আছে। যথা—

(১) পঠনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা কখনই সঙ্গত নয়। মৌখিক চর্চা বা আলাপ-আলোচনা যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। মৌখিক আলোচনা একদিকে যেরূপ শিক্ষার্থীর আনন্দ ও আগ্রহ সৃষ্টি করিতে সক্ষম, অন্যদিকে সেইরূপ ভাষার উপর যথেষ্ট দখল আনয়ন করে। (২) কেবল পঠনের মাধ্যমে যথার্থ উচ্চারণ-পদ্ধতি শিক্ষা করা যায় না; প্রকৃত উচ্চারণ-শৈলী আয়ত্ত করিতে হইলে শ্রবণ ও কথনের গুরুত্ব সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকিতে হইবে। পাঠ্যপুস্তক-পদ্ধতিতে ব্যাকরণ বেশ কিছুটা অবহেলিত হয়। পদ্ধতিমূলকভাবে ব্যাকরণ শিক্ষার কোন সুযোগ এই পদ্ধতিতে নাই। (৪) পড়ার ক্ষমতা অর্জন করা অপেক্ষা বলার ক্ষমতা অর্জন করা প্রাথমিক স্তরে অপেক্ষাকৃত সহজ। পড়া অপেক্ষা বলার প্রয়োজন অনেক বেশী। বলার মাধ্যমে ও আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন বিচিত্র শব্দ ও ব্যাকরণের নিয়মাবলী সহজেই শিক্ষা করা যায়। (৫) পাঠ্যপুস্তক-পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মধ্যে কিছুটা যান্ত্রিকতার আবেষ্টনী গড়িয়া তোলে। (৬) সর্বোপরি এই পদ্ধতির মাধ্যমে একটি শ্রেণীতে প্রায় ৪৫।৫০ মিনিট ব্যাপিয়া শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করা খুবই কষ্টকর। সুতরাং এই পদ্ধতি অনেক সময় শিক্ষার্থীর মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতে পারে।

৭॥ সংবাদ-পদ্ধতি বা প্রত্যক্ষ-পদ্ধতি ॥

(Direct Method)

ভূমিকা ঃ সংবাদ বা প্রত্যক্ষ-পদ্ধতির প্রধান বক্তব্য বিষয় হইল, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাব ক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দ ও অর্থের মধ্যে এবং শব্দ বা পদ ও শব্দ বা পদ বিষয়ক অথবা তাহার অর্থবিষয়ক বিশেষ চিত্র ও বস্তুর মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করা ও দ্বিতীয় কোন ভাষার সাহায্য না লইয়া কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে এবং এ ভাষায় মৌখিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে যথার্থভাবে জানা। এক কথায়, সংস্কৃত ভাষার সহিত শিক্ষার্থীর থাকিবে প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ সম্পর্ক এবং শিক্ষার্থী দ্বিতীয় কোন ভাষার অর্থাৎ মাতৃভাষা বা ইংরাজী ভাষার বিন্দুমাত্র সাহায্য না লইয়া কেবল সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই বিষয়বস্তু পড়িবে এবং সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই সেই বিষয়বস্তুর অর্থ সম্যক্‌ভাবে অনুধাবন করিবে।

অনেকের মতে, উইল্‌ডার পেন্‌ফিল্ড প্রবর্তিত মাদাম্‌স্‌-মেথডের সহিত এই সংবাদ-পদ্ধতির বেশ কিছুটা সাদৃশ্য আছে। ডঃ রাউস্‌ (*Dr. Rouse*) ইংলণ্ডের পার্সা বিদ্যালয়ে (*Persa School*) গ্রীক ল্যাটিন শিক্ষা দিবার জন্য সংবাদ বা প্রত্যক্ষ-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তিনি সেই বিষয়ে আশানুরূপ সার্থকতাও অর্জন করেন।

আমাদের দেশে সর্বপ্রথম অধ্যাপক ভি. পি. বোকিল (*Prof. V. P. Bokil*) বম্বের এল্‌ফিন্‌স্টোন্ উচ্চ বিদ্যালয়ে (*Elphinstone High School*) সংস্কৃত শিক্ষা দিবার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অবশ্য, তিনি এই সংবাদ বা প্রত্যক্ষ-পদ্ধতিকে কিছুটা পরিমার্জিত রূপ প্রদান করিয়াছিলেন। এই পরিমার্জিত রূপধারী পদ্ধতিকে বলা যায় মৌখিক পদ্ধতি (*Oral Method*)।

এই পদ্ধতির লক্ষ্য

সংবাদ-পদ্ধতির উদ্দেশ্য হইল, দ্বিতীয় কোন ভাষাকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ না করিয়া অর্থাৎ মাতৃভাষা ও ইংরেজী ভাষা বা অপর কোন ভাষার সাহায্য একেবারে না লইয়া সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া; শব্দ ও অর্থের মধ্যে, চিন্তা ও প্রকাশের মধ্যে, ভাষা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে এবং ভাবনা ও কর্মের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ বা সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা; সংস্কৃত ভাষার উপর অধিকার বা যথেষ্ট দখল আনয়ন করা; অপর কোন ভাষার সাহায্য বিনা সংস্কৃত ভাষায় চিন্তা করিতে, বিচার করিতে, বিশ্লেষণ করিতে ও মানসিক ধারণাকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিতে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করা; শিক্ষার্থীর নিকট শ্রবণ ও জিহ্বা বা রসনেন্দ্রিয়ের সর্বাধিক প্রাধান্য উপস্থাপিত করা; মূর্ত বিষয়াদির উপস্থাপনের দ্বারা নূতন শব্দাদিশিক্ষা করানো এবং মাতৃভাষার ন্যায় সংস্কৃত ভাষাকেও শিক্ষার্থী যাহাতে সহজ সরলভাবে সানন্দে স্বতঃস্ফূর্তচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা।

এই পদ্ধতি অনুসারে পাঠন প্রণালী

এই পদ্ধতি অনুযায়ী পড়াইতে হইলে মূর্ত বিষয়বস্তুর সমুপস্থাপন একান্ত দরকার। শিক্ষার্থী যে পরিবেশে জাত ও বর্দ্ধিত সেই পরিবেশ হইতে তাহার পরিচিত বিভিন্ন রকমের বস্তু আনয়ন করিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে সেই বস্তুগুলিকে শিক্ষার্থীর সহিত পরিচিত করিয়া দিতে হইবে। ধাতুরূপ শিক্ষা দিবার সময় সচরাচর যে ক্রিয়াগুলি, বিশেষ করিয়া শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যে ক্রিয়াগুলি অনুষ্ঠিত হয় ও যাহাদের সহিত শিক্ষার্থী অতি পরিচিত, সেই অতি সাধারণ ক্রিয়াগুলিকে সংস্কৃতে প্রকাশ করিয়া সংস্কৃত ধাতুরূপ শিক্ষা শুরু করা যাইতে পারে। গল্প বলা, নাটক করা, বিতর্কে অংশ গ্রহণ করা, ঘোষণা করা, বক্তৃতা দেওয়া প্রভৃতি মৌখিক কাজ-কর্মের প্রাধান্য এই পদ্ধতিতে অনেক বেশী।

এই পদ্ধতির সুবিধা

এই পদ্ধতির সুবিধাজনক দিকগুলি এইভাবে আলোচনা করা যায়। এই পদ্ধতি পঠনীয় বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীকে অত্যধিক আকৃষ্ট করিতে পারে; এই পদ্ধতিতে পড়া অপেক্ষা বলার উপর খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় বলিয়া শিক্ষার্থী সংস্কৃত উচ্চারণাদি ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি দক্ষতা অর্জন করিতে পারে। সংস্কৃত কথাবার্তা শিক্ষার্থী যাহাতে সহজেই বুঝিতে পারে, সেইদিকে এই পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে; এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী সুন্দরভাবে উন্নত পদ্ধতিতে স্বাভাবিক উপায়ে নিজের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাকে সংস্কৃতে প্রকাশ করিতে পারে; বিশেষ কোন নিয়ম বা পদ্ধতির গণ্ডীতে আবদ্ধ না হইয়া শিক্ষার্থী

কেবল মৌখিক আলোচনা বা চর্চার অভ্যাসের দ্বারা সহজেই এই ভাষায় নৈপুণ্য অর্জন করিতে পারে এবং এই পদ্ধতিতে মুখস্থ-শক্তির বিশেষ কোন প্রাধান্য নাই, প্রাধান্য আছে বোধশক্তির।

এই পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হইল, ইহা অধিক সময়সাপেক্ষ। প্রাথমিক স্থলে অর্থাৎ সংস্কৃতের প্রারম্ভিক পর্যায়ে এই ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু, উচ্চ শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর স্কন্ধে যখন পঠনীয় বিষয়ের বোঝার সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং সংস্কৃত শিক্ষার জন্য অতি অল্প সময় (সাধারণভাবে সপ্তাহে প্রায় ২৭০ মিনিট) যখন প্রদান করা হয়, তখন এই পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভবপর নয়। মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়া কষ্টকর ও অসুবিধাজনক। দ্ব্যর্থব্যঞ্জক শব্দাদির ক্ষেত্রে, বস্তুনিরপেক্ষ বিশেষ্য পদাদির ক্ষেত্রে মাতৃভাষার সহায়তা খুবই প্রয়োজনীয়।

এই পদ্ধতির ত্রুটি

এই পদ্ধতি মেধাবী শিক্ষার্থীর পক্ষে ভাল; কিন্তু সাধারণ মানের ও অত্যল্প মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী এই পদ্ধতি হইতে বিশেষ কোন উপকার পাইতে পারে না।

বর্তমানে সংস্কৃত ভাষা অনেকটা কৃত্রিম ভাষা স্বরূপ। এই ক্ষেত্রে সংবাদ-পদ্ধতি ঠিক গ্রহণযোগ্য নয়। সর্বোপরি, বর্তমানে সুদক্ষ সংস্কৃত শিক্ষকের অভাববশতঃ এই পদ্ধতির প্রচলন এখানে সম্ভবপর নয়। সংবাদ-পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে সুদক্ষ ও নিপুণ শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং সেই শিক্ষকমণ্ডলী প্রয়োজনীয় যে-কোন রকম বিষয়ের উপর সংস্কৃত ভাষায় মৌখিকভাবে অবিরামগতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবলীলাক্রমে আলোচনা করিতে যাহাতে সক্ষম হন, সেই দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমাদের দেশে এই ধরনের শিক্ষকের সংখ্যা অতি অল্প এবং সেইজন্যই সংবাদ-পদ্ধতির প্রচলন এমতাবস্থায় কখনই গ্রহণযোগ্য নয়।

উপসংহার

॥ মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি ॥

(Psychological Method)

ভূমিকা: বর্তমানে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির প্রচলন অনেক বেশী এবং ইহার প্রয়োজনও অনেক বেশী।

পাঠশালা-পদ্ধতি, সংবাদ-পদ্ধতি, ভাণ্ডারকার-পদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক-পদ্ধতি প্রভৃতি যখন শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সার্থকতা আনয়ন করিতে পারিল না, তখন সার্থকতা আনয়নের উদ্দেশ্যে একটি মূল্যবান পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া গেল। এই পদ্ধতিটিকে কেহ বলেন, "অভিনব পদ্ধতি" *(New Method)*, কেহ বলেন, "বিশ্লেষক-সংশ্লেষক পদ্ধতি" *(Analytico-Synthetic Method)*, কেহ বলেন, "সারগ্রাহী পদ্ধতি" *(Eclectic Method)*, আবার কেহ বলেন, "মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি" *(Psychological Method)*।

এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হইল, মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে ভাষা শিক্ষা দিবার মূল নীতি-গুলির মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষার্থীর বয়স-আগ্রহ-রুচি প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া; প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে পরিপূর্ণভাবে সংসাধিত হয়, তাহার জন্য সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া; মৌখিক কাজ, উচ্চারণ, গদ্য, পদ্য, ব্যাকরণ, শব্দকোষ, রচনা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষার্থী যাহাতে ভালভাবে শিক্ষা করিতে পারে, তাহার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা।

এই পদ্ধতিতে প্রাথমিক স্তরে মৌখিক কাজের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। মৌখিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা শুরু হওয়ার পর পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তন করা হয়। সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন দিক্‌গুলির শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তককে কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়। শিক্ষার সুবিধার জন্য শ্রবণ ও দর্শন ভিত্তিক উপকরণসমূহের উপস্থাপন করা হয় শিক্ষার্থীর নিকটে। সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রবর্তন করা হয়। ব্যাকরণকে প্রথমে মুখে মুখে, তারপর পাঠ্যপুস্তককে কেন্দ্র করিয়া, তারপর আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতি অবলম্বনে এবং উচ্চস্তরে বিস্তৃতভাবে ব্যাকরণ গ্রন্থের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। নূতন নূতন পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলিও (*Testing Proccdures*) প্রয়োগ করা হয়।

মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক পড়িতে হইলে ও সংস্কৃত আলাপ-আলোচনা সম্যক্ বুঝিতে হইলে সচরাচর যে সকল সন্ধির নিয়ম-কানুনগুলি অত্যধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয় শিক্ষার্থীকে কেবল সেই সকল সন্ধির নিয়মাবলী পড়ানো হয়; সন্ধিকে কিন্তু একটি আলাদা পাঠ হিসাবে গ্রহণ করিয়া একই সময়ে ঐ পাঠের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সন্ধির নিয়মাবলী একত্রে শিক্ষা দেওয়া হয় না। সন্ধির যে নিয়মগুলি শিক্ষা করানো নিতান্ত দরকার বলিয়া মনে করা হয়, সেইগুলিকে বিভিন্ন পাঠের মধ্যে সংযুক্ত করিয়া পাঠ্যপুস্তক পড়ার সময় যখন যে নিয়মের শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, শিক্ষার্থীকে তখন সেই বিষয়ের অববোধের জন্য সেই নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হয়।

এই পদ্ধতি অনুযায়ী বিষয়ের উপস্থাপন

শিক্ষার্থীর পাঠারম্ভের প্রথম দিকেই সমাস সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা দেওয়া হয়। পাঠ্যপুস্তক পড়ার সময় বা কোন কিছু আলোচনার সময় আলোচ্য বিষয়ের অবগতির জন্য শিক্ষার্থীর সুবিধার্থে তাহার প্রয়োজনাবকাশে প্রয়োজনীয় সমাস সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। অবশ্য, সন্ধি বা সমাস সকল কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয় শিক্ষার্থীর বয়স, পূর্ব জ্ঞানের পরিধি, অভিজ্ঞতার সীমা, রুচি, আগ্রহ, প্রয়োজন, চাহিদা প্রভৃতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া। পাঠ্যপুস্তক পড়িতে পড়িতে শিক্ষার্থীর যাহাতে একঘেয়েমি আসিয়া না যায়, সেইজন্য পুস্তকে মাঝে মাঝে আকর্ষণীয়, শিক্ষার্থীর বয়সোচিত ও মানসিক স্তরের উপযোগী কিছু কিছু গল্প ও বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিক্ষার্থীকে সরাসরি অনুবাদ করিতে না বলিয়া তাহার আগ্রহ-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শূন্যস্থানসহ কিছু কিছু সংস্কৃত বাক্য দেওয়া হয় এবং তাহার নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শূন্যস্থানগুলিতে উপযুক্ত সংস্কৃত পদ বসাইতে বলা হয়; শিক্ষার্থীকে আবার কিছু ভুল সংস্কৃত বাক্য

দেওয়া হয় এবং সেই ভুল বাক্যের নির্ভুল রূপ দিয়া দেওয়া হয় ; ভুল বাক্যগুলিকে যে ক্রমিক পর্যায়ে সাজানো থাকে, নির্ভুল উত্তরগুলি সেইভাবে না সাজাইয়া এলোমেলো ভাবে সাজানো থাকে এবং শিক্ষার্থীকে ভুল বাক্যটির যথার্থ নির্ভুল উত্তর কোন্‌টি তাহা নির্দেশ করিতে বলা হয়। অনেক সময়, শিক্ষার্থীর নিকট এমন বাক্য উপস্থাপিত করা হয়, যাহা আপাতদৃষ্টিতে ভুল বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু আসলে বাক্যটি নির্ভুল। সেই বাক্যটি কেন নির্ভুল তাহা শিক্ষার্থীকে প্রমাণ করিতে দেওয়া হয়। ইহাতে শিক্ষার্থী খুব আনন্দ পায়। অবশ্য, এই সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা, স্তর, আগ্রহ প্রভৃতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শিক্ষণীয় বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া সংস্কৃতে শিক্ষার্থীদের দ্বারা অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং খেলাধুলার ব্যবস্থা করা হয়। অভিনয়, খেলাধুলা প্রভৃতির মাধ্যমে সংস্কৃত পাঠে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করা তাড়াতাড়ি সম্ভব। মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক, ব্যাকরণ প্রভৃতি পড়াইবার সময় বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য ও বিষয়ের সহজ অবগতির জন্য শ্রেণীতে বিভিন্ন প্রকারের চার্ট, অনুকৃতি, চিত্র প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। উচ্চারণ-পদ্ধতি শিক্ষা দিবার সময় শিক্ষার্থীর নিকট উচ্চারণের বিভিন্ন স্থানগুলি দেখানোর জন্য চার্ট বা চিত্র উপস্থাপিত করা হয় এবং উচ্চারণের বিবিধ বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থী যাহাতে ঠিকভাবে শুনিয়া বুঝিতে পারে, তাহার জন্য ভাষামূলক রেকর্ড (*linguaphone records*), টেপরেকর্ড প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। শিক্ষার্থীরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে যাহাতে সংস্কৃতে বিভিন্ন প্রশ্ন করিয়া আলোচনার মাধ্যমে নিজেরাই সংস্কৃত ভাষায় উত্তর দিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হয়।

পরিশেষে এই কথাই বলা যায় যে, অন্যান্য শিক্ষার ন্যায় অর্থাৎ অপরাপর বিষয়ের শিক্ষার ন্যায় সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রেও মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই অনেক বেশী। ইহার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতি সুনিশ্চিত হয়, তাহার যুক্তি ও বিচার-শক্তির প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষা প্রদান করাই এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার্থীর স্কন্ধে অপরিচিত বিষয়কে চাপাইয়া দেওয়া সঙ্গত নয় বলিয়া মনোবিজ্ঞান পরিচিত হইতে অপরিচিতে এবং মূর্ত হইতে বিমূর্তের প্রতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়ার পক্ষপাতী। শিক্ষার্থী তাহার জীবনের পুরাতন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সহিত মিলাইয়া নূতন জ্ঞান আহরণ করে। শিক্ষাকে এইজন্য অনেক সময় জীবন অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন বলা যায়। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বাস্তব রূপ ধারণ করে শিক্ষা। এই বাস্তব শিক্ষার মূলে থাকে শিক্ষার্থীর জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ। শিশু, শিক্ষার্থী তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রেরণায় ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত হয়। এই ক্রিয়া-কলাপের সহিত সংযুক্ত থাকে শিশু-শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও কৌতূহল। সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও কৌতূহল উদ্দীপিত হইলেই তবে শিক্ষার্থী এই শিক্ষাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহজে গ্রহণ করিবে, নচেৎ নয়। এই স্থলেই মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিমূলক শিক্ষার উপযোগিতা।

সংস্কৃত শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান পদ্ধতি

॥ বিভিন্ন পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা ॥
(Comparative study of different methods)

প্রাচীন ভারতবর্ষে যে শিক্ষাদান-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল অর্থাৎ যাহা আমাদের নিকটে পাঠশালা-পদ্ধতি নামে পরিচিত, সেই পদ্ধতিতে পুস্তকস্থ বিদ্যা অপেক্ষা কণ্ঠগত বিদ্যার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইত। পরহস্তস্থিত ধন এবং পুস্তকস্থিত বিদ্যা দুইই সমান। কার্যকালে প্রয়োজনানুসারে যে কোন অবস্থায় যাহাতে সর্বতোভাবে বিদ্যাকে বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় তাহার জন্যই বিদ্যাকে কণ্ঠে স্থাপন করিতে হইবে—ইহাই ছিল প্রাচীন পদ্ধতির মূল কথা। গুরুর পবিত্র সান্নিধ্যে থাকিয়া কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে সংযম অবলম্বন করিয়া আলোচনা, বিতর্ক, বক্তৃতা, আবৃত্তি প্রভৃতি পন্থায় শিক্ষালাভ করিয়া শিষ্য নিজের জীবনকে করিত ধন্য। তৎকালীন আলোচনাদি পদ্ধতিতে প্রশ্নিন্ অভিপ্রশ্নিন্ এবং প্রশ্নবিবাক এই তিনের ভূমিকা ছিল প্রণিধানযোগ্য।

এছাড়া নিম্নলিখিত সোপানাবলীতে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির গৌরব এখনও বহন করে এবং ভবিষ্যতেও করিবে :

শ্রবণ—গুরুমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ।

১। (ক) উপক্রম (প্রারম্ভ বা প্রস্তাবনা)

(খ) অভ্যাস (বারম্বার আবৃত্তি প্রভৃতির দ্বারা আয়ত্তীকরণ)।

(গ) অপূর্বতা (সত্বর অর্থবোধ বা অর্থোপলব্ধি)

(ঘ) ফল (মূল্যবোধ)

(ঙ) অর্থবাদ (ভাষ্য বা ব্যাখ্যাসমূহের মাধ্যমে বিশেষভাবে বিষয়-পরিচিতি)।

(চ) উপপত্তি (উপসংহার)।

২। মনন (নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও একাগ্রতাকে অবলম্বন করিয়া গভীরভাবে বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য অনলস প্রচেষ্টা)।

৩। নিদিধ্যাসন (একাগ্রচিত্তে বিষয়ের মূল তত্ত্বের উপলব্ধি অর্থাৎ মূল তত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যবোধ)।

মূর্ত, যুক্তি, বিচার, জ্ঞাত, অংশ, ক্ষুদ্র, লৌকিক, সাধারণ, নির্দিষ্ট, রূপ, সীমা প্রভৃতি হইতে বিমূর্ত, যুক্তির অতীত, বিচারাতীত, উপলব্ধি, সমগ্র, বিরাট, অলৌকিক অসাধারণ, অনির্দিষ্ট অরূপ ও অসীমের প্রতি যাত্রাই হইল প্রাচীন পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রাচীন পাঠশালা-পদ্ধতিতে বাস্তব অভিজ্ঞতার পথ অনুসরণ করা হইত না—এই কথা কখনই গ্রহণযোগ্য নহে। অভিজ্ঞতার মাধ্যমেও পাঠশালা-পদ্ধতিতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল, তাহার একটি সাধারণ নমুনা নীচে দেওয়া হইল :

শ্বেতকেতুর পিতা আরুণি "শরীরের ক্ষমতা ও ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার উপর মনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া কিভাবে নির্ভর করে" অর্থাৎ "মনস্তত্ত্বের সহিত শরীরতত্ত্বের সম্পর্ক কিরূপ" এই বিষয়টি শ্বেতকেতুকে সম্যক্‌রূপে জানাইবার উদ্দেশ্যে তাহাকে

(শ্বেতকেতুকে) উপবাস করিতে বলিলেন। জল ছাড়া অন্য কিছুই সে গ্রহণ করিতে পারিবে না। এইভাবে উপবাসে ১৫ দিন অতিবাহিত হইবার পর পিতা আরুণি পুত্রকে বেদমন্ত্রাদি আবৃত্তি করিতে বলিলেন। উপবাসে শীর্ণ-ক্লান্ত শ্বেতকেতু তাহা করিতে অসমর্থ। আবৃত্তির হেতু নিজেকে প্রস্তুত করিবার জন্য শারীরিক সামর্থ্য ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে শ্বেতকেতু খাদ্য গ্রহণ করিল এবং তারপর উক্ত কার্যে হইল সমর্থ। ইহার মাধ্যমে সে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিল যে, মন নির্ভর করে অন্নের উপর, বাক্‌শক্তি নির্ভর করে তেজের উপর বা শারীরিক শক্তির উপর। খাদ্যমূল্যই এই শক্তির ভিত্তি।

এইভাবে বাস্তব বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাব মাধ্যমে শ্বেতকেতু তাহার অভীষ্ট বিষয় জানিতে পারিল। (ছান্দোগ্য উপনিষদ)

বিষয়কে সম্যক্ আয়ত্ত করা, বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করা এবং যে-কোন পরিস্থিতিতে সেই বিষয়কে যথার্থভাবে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে বিষয়কে কণ্ঠে স্থায়ী আসন প্রদান করাই ছিল পাঠশালা-পদ্ধতির মূল লক্ষ্য।

সম্ভবতঃ, বর্তমানে এই পদ্ধতিকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করা এবং বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, কিন্তু ইহার মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এখন এবং ভবিষ্যতে চির-প্রশংসনীয় ও গ্রহণীয়। পাঠশালা-পদ্ধতির অন্তরাত্মার পরিচয় যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহারা অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক, জীবনকেন্দ্রিক, মনোবিজ্ঞানসম্মত পন্থার অনুসরণরত প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি আদর্শরূপকে প্রত্যক্ষ করিতে হন সমর্থ।

পাঠ্যপুস্তক-পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তকের প্রাধান্য। পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সংস্কৃত-বিষয়ক সকল কিছু শিক্ষা করিবে, ইহাই এই পদ্ধতির মূল কথা। পড়ার উপর এইখানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সংবাদ-পদ্ধতিতে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই সংস্কৃত শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এইখানে পড়া ও বলা উভয়ের উপর গুরুত্ব থাকিলেও তুলনার দৃষ্টিতে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় বলার উপর।

আবার মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে সংস্কৃত শিক্ষার্থীর আগ্রহ, রুচি, সামর্থ্য প্রভৃতির ভিত্তিতে—"জানা হইতে অজানা, মূর্ত হইতে বিমূর্ত" নীতি অনুসারে অনুকূল পরিবেশ রচনার মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষাদানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে প্রত্যেকটিরই গুণ ও দোষ কিছু-না-কিছু আছে। পাঠশালা-পদ্ধতির উদ্দেশ্যাবলীকে কার্যে রূপায়িত করিতে হইলে যে পর্যাপ্ত সময় ও পরিবেশ প্রয়োজন, তাহা এখন প্রদান করা কি সম্ভব? বর্তমানের বিষয়াধিক্য বা পাঠ্যক্রমের ব্যাপকতা ও জীবনপথের জটিলতা যেখানে অতিমাত্রায় দৃষ্টিগোচরীভূত বা অনুভূত, সেইখানে এই পদ্ধতির পূর্ণ রূপায়ণ কি সম্ভব?

পাঠ্যপুস্তক-পদ্ধতির কেন্দ্রবিন্দু পাঠ্যপুস্তক শিশুদের আনন্দ ও স্ফূর্তি বজায় রাখিতে কি সর্বদা সক্ষম? সংস্কৃত সংক্রান্ত সকল কিছু কি কেবল পাঠ্যপুস্তক পর্যাপ্তভাবে

প্রদান করিতে পারে? কর্মশিক্ষার যুগে সংস্কৃতকে কেবল পাঠ্যপুস্তকে আবদ্ধ রাখা কি সঙ্গত?

আজ সর্বক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনে সংস্কৃতের সহিত আমাদের সম্পর্ক খুব একটা নিবিড় নহে। সুতরাং এহেন পরিবেশে জাত শিক্ষার্থীদের যদি প্রথম হইতেই সংবাদ-পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃত পাঠদান করা হয় তাহা হইলে পাঠ কি সার্থক হইবে?

মনোবিজ্ঞানসম্মত পন্থায় সংস্কৃত পড়াইতে হইলে শিক্ষার্থীদের মনোজগতের সহিত পরিচিত হইবার উদ্দেশ্যে এবং তাহাদের আগ্রহসৃষ্টির জন্য যে ধরনের পূর্ব-প্রস্তুতি, পরিবেশ রচনা ও উপকরণাদির প্রয়োজন, তাহা কি সর্বদা সর্বপ্রকারে বর্তমানে পাওয়া যাইতে পারে?

অপর দিকে ইহাও বলা যায় যে, পাঠশালা-পদ্ধতির আদর্শ আজও গ্রহণীয়। পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাহার সংযোজন-বিয়োজন কিছু প্রয়েজনীয় হইলেও সংস্কৃতানুকূল পরিবেশ, গুরু-শিষ্যের মধুর সম্পর্ক, সংস্কৃতের প্রতি অগাধ বিশ্বাস, অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় পরম আস্থা ও গভীর প্রত্যয়, ভাসা-ভাসা জ্ঞানের পরিবর্তে সুগভীর ও বিস্তৃত জ্ঞানাহরণ, চারিত্রিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রভৃতির তাৎপর্য আজও প্রতি পদক্ষেপে আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করি এবং ইহাদের উপযোগিতার কথা স্মরণ করি। সুতরাং বর্তমান শিক্ষার পাঠক্রমে স্তর বা শ্রেণী অনুপাতে সম্ভাবনা ও সামর্থ্যানুসারে যতখানি সম্ভব পাঠশালা-পদ্ধতির আদর্শকে আমাদের গ্রহণ করা কর্তব্য।

শিশুশিক্ষায় চিত্রাদি সম্বলিত পারিপাট্যপূর্ণ সুন্দর সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তককে কেন্দ্র করিয়া ব্যাকরণাদি অংশকে সহজোপায়ে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

সুতরাং পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। সংস্কৃত পড়ার ক্ষেত্রে ও শব্দভাণ্ডার-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনে ইহা সহায়ক।

সংবাদ বা প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার শিশুশিক্ষায় বা সংস্কৃতশিক্ষার প্রাথমিক পর্বে কঠিন হইবে বলিয়া মনে করিলেও—"সংস্কৃত শিক্ষায় যদি সংস্কৃতভাষা জানা অত্যাবশ্যক বা অপরিহার্য হয়" তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-পদ্ধতির উদ্দেশ্য সাধুবাদ পাওয়ার নিশ্চয়ই যোগ্য। বর্তমানে অন্ততঃ নবম ও দশম শ্রেণীতে ইহার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় বলা যায়।

ভাণ্ডারকার পদ্ধতির ব্যাকরণ অনুবাদের নীতি সর্বস্তরে প্রশংসনীয় না হইলেও সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য সহজোপায়ে ব্যাকরণশিক্ষা ও অনুবাদের মাধ্যমে সংস্কৃতশিক্ষা প্রবর্তন করিলে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। বর্তমান পাঠক্রমে কিয়দংশে ইহার সংযোজন আবশ্যক।

পূর্বোক্ত পদ্ধতিসমূহে মনোবিজ্ঞানের কিছু-না-কিছু প্রভাব যে আছে (কোথাও বেশী কোথাও বা কম) সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তবে সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিতে যদি সংস্কৃত পড়ানো যায়, তাহা হইলে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যে বিশেষ উপকার পাইবে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সুতরাং বলা যায়, কেন্দ্রবিন্দুতে মনোবিজ্ঞানকে স্থাপন করিয়া অন্যান্য পদ্ধতির,

প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য অবলম্বনপূর্বক পাঠ দান করিলে সংস্কৃত শিক্ষা প্রকৃত লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিবে।

মনস্তত্ত্বমূলক পদ্ধতি

ভাণ্ডারকার-পদ্ধতি	পাঠ্যপুস্তক-পদ্ধতি	সংবাদ-পদ্ধতি	পাঠশালা-পদ্ধতি

অবশ্য বিদ্যালয়ে সংস্কৃতশিক্ষা-প্রদানের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিকে জোরপূর্বক প্রবর্তন করা বা কঠোর নিয়মের আওতায় কোন একটি পদ্ধতিকে অনুসরণ করা কখনই সঙ্গত নয়। শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রে সংস্কৃত শিক্ষকের স্বাধীনতা থাকা খুবই দরকার। শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার্থীদের মানসিক বয়স, আগ্রহ, প্রবণতা অনুসারে, পরিস্থিতি ও পবিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে যে পদ্ধতি অনুযায়ী পড়াইলে শিক্ষার্থীদের সুবিধা হয়, শিক্ষক মহাশয় সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন। সম্ভব হইলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করিয়া নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবনও সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয় করিতে পারেন। এক কথায়, পদ্ধতিগ্রহণে সংস্কৃত-শিক্ষকের থাকিবে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা।

চতুর্দশ অধ্যায়

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার কয়েকটি সাধারণ নীতি

[General principles of teaching Sanskrit]

॥ ভূমিকা ॥

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার সাধারণ কয়েকটি নীতি আলোচনা করার পূর্বে ভাষা বলিতে কি বুঝায় এবং ভাষার বৈশিষ্ট্য কি সেই সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করা অবশ্যই দরকার।

ভাষা ও ভাষার প্রকৃতি

ভাষা মানবজীবনের একটি অত্যধিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী যাহা ছাড়া জীবন হইয়া পড়ে পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ। এক কথায়, ভাষা মানবজীবনের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বিভিন্ন মানসিক এবং সামাজিক সংস্কারের মত জন্ম হইতেই মানুষকে ভাষাকেও অধিগত করিতে হয়। ভাষাই মানবশিশুর মানসিক বিকাশ সাধনের প্রধানতম অবলম্বন। আদিম যুগ হইতেই ইহা দেখা গিয়াছে যে, সামাজিক প্রবৃত্তিজাগরণে, সমাজে ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে, কর্মসাধনে এবং একতাবদ্ধতার মূলে ভাষার গরীয়সী ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সমাজ-জীবনে ভাষার অবদান সত্যই অপরিসীম। ভাষা মানুষের চিন্তার ধারিকা, প্রকাশিকা এবং বাহিকাও বটে। ভাষা বলিতে সাধারণভাবে বলা যায়, মানুষের কণ্ঠ হইতে সমুদ্‌গত সুনির্দিষ্ট অর্থযুক্ত ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা। ভাষা ধ্বনিসমষ্টির সাহায্যে বিষয়কে করে প্রস্ফুটিত ও সমুজ্জ্বল। বিশেষ বিশেষ অর্থযুক্ত ধ্বনিসমষ্টি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের প্রতীক। এই জন্যই বলা হয়, ধ্বন্যারূঢ় প্রতীক-দ্যোতকতাই ভাষার স্বরূপ লক্ষণ। সাধারণভাবে ভাষা দুই প্রকারের হইতে পারে—কথ্য ভাষা এবং লেখ্য ভাষা। কথ্য ভাষা অস্থায়ী এবং লেখ্য ভাষা স্থায়ী। বর্তমানে আমরা প্রত্যেকেই সংস্কৃত ভাষার কথ্যরূপের সহিত বিশেষ পরিচিত নহি, আমরা পরিচিত লেখ্যরূপের সহিত বেশী। সাধারণভাবে ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সকল নীতি অনুসরণীয় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার স্থলেও সেই সকল নীতিই অবলম্বন করা প্রয়োজনীয়। এই সকল নীতি নীচে বিবৃত হইল :—

॥ ১ ॥ স্বাধীনতার নীতি *(Principle of freedom)*

॥ ২ ॥ ভাষার প্রাধান্য *(Principle of command over language)*

॥ ৩ ॥ আগ্রহ-নীতি *(Principle of interest)*

॥ ৪ ॥ স্বাভাবিকতার নীতি *(Principle of naturalness)*

॥ ৫ ॥ অভ্যাস-নীতি *(Principle of practice)*

॥ ৬ ॥ প্রেষণা-নীতি *(Principle of motivation)*

॥ ৭ ॥ ধৈর্য-নীতি *(Principle of fortitude)*

॥ ৮ ॥ মৌখিক নীতি *(Princple of oral teaching)*

॥ ৯ ॥ অনুপাত ও ক্রমের নীতি *(Principle of proportion and gradation)*

॥ ১০ ॥ বিবিধমুখী নীতি *(Principle of different lines)*

স্বাধীনতার নীতি

যে-কোন ভাষা শিক্ষা করাইবার সময় সেই ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বা শিক্ষার্থিনীর প্রতি বেশ কিছুটা স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত। সংস্কৃত ভাষা যখন সে শিখিবে তখন সে যাহাতে স্বাধীনভাবে সে-ভাষা শিখিতে পারে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। জোর করিয়া কোন-কিছু তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া কখনই উচিত হইবে না। শিক্ষক কেবলমাত্র সহায়ক হিসাবে বর্তমান থাকিবেন। শিক্ষক সংস্কৃত ভাষা শিখিবার প্রকৃষ্ট ও সহজতম পথটি প্রদর্শন করিবেন। শিক্ষার্থী স্বাধীন চিত্তে ভাষা-শিক্ষার সুযোগ হইতে যদি বঞ্চিত হয় তবে সে শিক্ষা কখনই ফলপ্রসূ হইতে পারে না। সুতরাং স্বাধীনতার নীতি এই স্থলে অবশ্যই গ্রহণ করা বিধেয়। শিক্ষক কেবল লক্ষ্য রাখিবেন যাহাতে শিক্ষার্থী সুশৃঙ্খলভাবে ভাষা শিক্ষা করে। অবশ্য, স্বাধীনতা শিক্ষার্থীকে যাহাতে বিশৃঙ্খল পথে লইয়া না যায় বা সেই স্বাধীনতা শিক্ষার্থীর কোন অনিষ্ট সাধন না করে, সেই দিকেও অবশ্য শিক্ষক সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। আসল উদ্দেশ্য-সাধনের পথে অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা যাহাতে শিক্ষার্থীর হিত সাধন করে, তাহাই লক্ষণীয়। এই ভাবে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে যদি একটি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার উপযোগী সুস্থ পরিবেশে স্বাধীনতার পথে সুশৃঙ্খলভাবে চিন্তা করিবার বা শিক্ষা করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইতে পারে।

ভাষায় সুপ্রবেশের নীতি

যে কোন ভাষা শিক্ষা দিবার সময় শিক্ষককে প্রধানতঃ যে নীতি বা উপায়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা উচিত তাহা হইল ভাষায় প্রাধান্য বা শিক্ষণীয় ভাষায় সুপ্রবেশ। প্রথমতঃ, সেই ব্যক্তিকেই সেই ভাষার শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা উচিত যে ভাষায় সেই শিক্ষকের গভীর প্রবেশ আছে। যেমন, যিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিবেন তাঁহার এই ভাষায় যথেষ্ট দখল থাকা অবশ্যই দরকার। সুতরাং প্রত্যেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের এই ক্ষেত্রে এই নীতিটিকে অনুসরণ করা অবশ্যই দরকার। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এমন একজন বা দুইজন শিক্ষককে নিয়োগ করিবে যে শিক্ষকের এই ভাষায় ভাল প্রবেশ আছে এবং যাঁর ঐ ভাষার প্রতি আছে গভীর শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা বা ভক্তি ছাড়া যেমন শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব নহে, তেমনি শিক্ষা-প্রদানও সম্ভব নহে। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা সেখানেই বাস্তবিক পক্ষে ত্বরিত গতিতে সার্থক হইবে, যেখানে ঐ ভাষা যিনি শিক্ষা দিবেন তিনি যদি ঐ ভাষার প্রতি হন যথার্থ আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধান্বিত এবং তাঁহার যদি ঐ ভাষায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রবেশ থাকে।

শিক্ষার্থী যদি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে গিয়া দেখে যে, ঐ ভাষার প্রতি শিক্ষকের যথেষ্ট আগ্রহ ও আকর্ষণ আছে, ঐ ভাষার সহিত শিক্ষকের একটি মধুর আত্মিক সম্পর্ক আছে, ঐ ভাষার প্রতি শিক্ষক সত্যই শ্রদ্ধাশীল এবং ঐ ভাষায় শিক্ষকের যথেষ্ট দখল আছে, তাহা হইলে শিক্ষার্থী খুব সহজেই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে পারিবে। ভাষার উপর শিক্ষকের যথেষ্ট পরিমাণে দখল থাকা এইজন্য প্রয়োজন যাহাতে জিজ্ঞাসু ও আগ্রহী শিক্ষার্থী ঐ ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহার সকল জিজ্ঞাসার সদুত্তর শিক্ষকের নিকট হইতে যথাসময়ে পায়। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিবার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ঐ ভাষায় গভীর প্রবেশ থাকা দরকার এবং ঐ ভাষার প্রতি প্রভূত আগ্রহ ও শ্রদ্ধাকর্ষণ থাকা বাঞ্ছনীয় এবং তখনই হইবে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা সার্থক।

আগ্রহনীতি

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আগ্রহকে একটি বিশেষ অগ্রাধিকার দিতে হইবে। শিক্ষার্থী যাহা চায় তাহার প্রতি শিক্ষকের একটি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি থাকা দরকার। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, রুচি, প্রবণতা প্রভৃতির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজনীয়। শিক্ষার্থীর আগ্রহ প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং সহানুভূতির সহিত সেইগুলি বিবেচনা করিয়া শিক্ষক যদি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিতে থাকেন, তাহা হইলে এই শিক্ষা নিশ্চয়ই সফল হইবে।

স্বাভাবিকতার নীতি

ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নীতিটিরও একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। যে-কোন-কিছু শিক্ষা করিতে হইলে যেটি প্রধানতম প্রয়োজন, সেটি হইল স্বাভাবিক সুস্থ অনুকূল পরিবেশ। শিক্ষণীয় বিষয় বা বস্তু যত কঠিন হউক না কেন যদি ঐ বিষয় শিক্ষার একটি স্বাভাবিক অনুকূল পরিবেশ গঠন করা যায়, তাহা হইলে ঐ পরিবেশই শিক্ষার্থীকে অতি সহজে দুর্বোধ্য বিষয়কে হৃদয়ঙ্গম করিতে সাহায্য করিবে। শিক্ষার মূল বিষয়টির সহিত পরিচিত হওয়া এবং বিষয়টিকে সানন্দে গ্রহণ করা ও আত্মস্থ করা একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে তখনই অত্যন্ত সহজ হয় যখন সেই শিক্ষার্থী ঐ বিষয় শিক্ষার অনুকূলে একটি উপযুক্ত পরিবেশ পায় যে পরিবেশে স্বাভাবিকতা-স্বাচ্ছন্দ্য-সারল্য-অকৃত্রিমতা ও শিক্ষার্থীর সর্বপ্রকার তৃপ্তি-সাধনের উপযোগী উপকরণাদি সতত বিরাজমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতার নীতিটিকে অনুসরণ করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা যাইতে পারে। যথা—

যে স্কুলে বা যে বিদ্যায়তনে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে সেইখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিদিন রুটিন মাফিক ক্লাস শুরু হওয়ার আগে সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রার্থনা সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও আবশ্যিকভাবে শিক্ষার্থীদের সহিত এই সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করিবেন। অবশ্য, শিক্ষার্থীর বয়স-রুচি-আগ্রহ প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সংস্কৃত সঙ্গীতের নির্বাচন করিতে হইবে।

যে ঘরে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে বিদ্যালয়ের সেই ঘরটির বা ঘরসমূহের দেওয়ালগুলিতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন উপদেশমূলক ও বাস্তব প্রয়োজনভিত্তিক

শ্লোক ও বাক্যগুলি লিখিয়া রাখিলে ভালো হয়। শিক্ষার্থীর বয়স প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপযোগী সংস্কৃত শ্লোক বা বাক্যসমূহ কাগজের উপর লিখিয়া সেই কাগজগুলি ঘরের দেওয়ালের চারিপাশে উপর দিকে রাখা যায়, তাহা হইলে শিক্ষার্থী সর্বদাই সেই ঘরে প্রবেশ করার সময় বা ঘরে অবস্থানকালে সেই সকল শ্লোক বা বাক্যগুলির সহিত স্বাভাবিকভাবেই পরিচিত হইবে এবং ঐ সকল প্রয়োজনীয় বাক্যসমূহের সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও ঐ সকল বাক্যের যথার্থ অর্থ ও তাৎপর্য শিক্ষকদের সাহায্যে উপলব্ধি লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় স্থলে শিক্ষার্থী ঐ বাক্যগুলিকে স্থানবিশেষে প্রয়োগ করিতে নিশ্চয়ই সচেষ্ট হইবে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সহজ-সরল সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এইরূপ কথোপকথনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী স্বাভাবিকভাবেই এই ভাষা শিক্ষা কবিতে পারে। শিক্ষার্থীরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে যাহাতে এই ভাষায় কথাবার্তা বলিতে পারে ও এই ভাষায় কথা বলিতে আগ্রহী হয় তাহার জন্য সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

প্রাচীনকালে যে সকল স্থানে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত এবং এখনও যে-সকল জায়গায় সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট পরিমাণে চর্চা হয়, শিক্ষার্থীরা যাহাতে সেই সকল গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিজের চোখে দেখিতে পায় এবং শিক্ষকদের সাহায্যে সেই সকল জায়গা সম্পর্কে সকল জিজ্ঞাসার উত্তর পায়, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে বিতর্ক-প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা, ভাষণ-প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবেই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে পারিবে। স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে যদি এইরূপ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয় এবং নিজের দেশের ও বহির্দেশের বিবিধ শিক্ষালয়ের উদ্যোগে যদি এই ধরনের সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয় এবং বিজয়ী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার-প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীরা এই ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে হস্তলিখিত দেওয়াল-পত্রিকা ও মুদ্রিত মাসিক বা ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক পত্রিকাদির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সংস্কৃত ভাষায় বিবিধ প্রবন্ধাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে ভালো হয়। এইরূপ প্রবন্ধাদি প্রকাশনের ক্ষেত্রে শিক্ষককে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিতে হইবে এবং শিক্ষার্থীরা যাহাতে এই ব্যাপারে উৎসাহ-উদ্দীপনা পায়, তাহার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষার্থীরা যাহাতে সহজ-সরল সংস্কৃত ভাষায় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে পারে এবং তাহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংস্কৃত ভাষায় পত্রিকা প্রভৃতিতে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারে, তাহার জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের সক্রিয় সহযোগিতা।

কোন বিষয়ে বিশেষভাবে প্রবেশ করিতে হইলে বা কোন বিষয়কে সুন্দরভাবে অধিগত করিতে হইলে যাহা অত্যন্ত প্রয়োজন তাহা হইল অভ্যাস। ভাষাশিক্ষাক্ষেত্রে

এই অভ্যাস-নীতি বিশেষ প্রয়োজনীয়। সন্তরণের ক্ষেত্রে, অঙ্কনের ক্ষেত্রে, নৃত্যের ক্ষেত্রে ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যেরূপ অভ্যাসের একটি বিরাট ভূমিকা আছে, সংস্কৃতভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেইরূপ অভ্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। শিশু পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাহার পিতামাতার ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের ভাষাকে অনুকরণ করিয়া এবং সেই ভাষাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য উচ্চারণাদির মাধ্যমে বারম্বার অভ্যাস করিয়া ভাষাকে সম্পূর্ণভাবে অধিগত করার চেষ্টা করে, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অভ্যাস-নীতি অবশ্যই অনুসরণীয়।

অভ্যাস-নীতি

সংস্কৃত শব্দাদির উচ্চারণের মনোযোগপূর্বক শ্রবণ ও শুদ্ধ উচ্চারণ-ভিত্তিক শব্দাদির বারম্বার প্রয়োগ অর্থাৎ এক কথায় সংস্কৃতশব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণের শ্রবণাভ্যাস ও সেই শব্দের বা শব্দসমূহের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগাভ্যাস সংস্কৃতভাষা-শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করে। সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যসমূহকে বিশুদ্ধভাবে সরবে বা নীরবে পাঠ করার অভ্যাস করিলে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা অতি সহজেই সাধিত হয়।

প্রয়োজনীয় নীতিবাক্যসমূহ ও শব্দরূপ-ধাতুরূপ কণ্ঠস্থীকরণের অভ্যাস অত্যাবশ্যক।

সংস্কৃত পদ্য প্রবাদবাক্য প্রভৃতি মুখস্থ করিবার অভ্যাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সংস্কৃত দুরূহ বানানগুলি বারম্বার লিখিবার অভ্যাস করিলে ভালো হয়।

সংস্কৃত ভাষায় ছোট ছোট বাক্যের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা ভাল। এইরূপ প্রচেষ্টার অভ্যাস সংস্কৃতভাষা-শিক্ষাকে অতি অল্পসময়ে সাফল্যমণ্ডিত করে।

সর্বোপরি, সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ছোট ছোট গল্পের বই, উপন্যাস, বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির আলোচনা প্রভৃতি পড়িবার অভ্যাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই অভ্যাসের দ্বারা সংস্কৃতভাষার প্রতি যেরূপ আকর্ষণ জাগে, সেইরূপ ভাষায় খুব শীঘ্র দখলও আসে।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীর প্রেষণা-আগ্রহ-উৎসাহ প্রভৃতির বৃদ্ধির জন্য শিক্ষককে কতকগুলি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, শিক্ষার্থীর বয়স-রুচি-আগ্রহ-মনোভাব প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কৃত পাঠ্যসূচী নির্বাচন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত পাঠের ক্ষেত্রে উপযোগী চিত্রাদির সমুপস্থাপন, ছোট ছোট সংস্কৃত গল্পের মঞ্চাভিনয়, সরল সংস্কৃতে কথোপকথন, কর্মমূলক সংস্কৃত সঙ্গীত প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী।

তৃতীয়তঃ, সংস্কৃতে আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা, বিতর্ক-প্রতিযোগিতা প্রভৃতির ব্যবস্থা এবং বিজয়ী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে ভালো হয়।

চতুর্থতঃ, খেলার মাধ্যমে সংস্কৃতভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা খুব প্রয়োজনীয়।

পঞ্চমতঃ, আনন্দদায়ক সংস্কৃত সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর বা শিক্ষার্থিনীর নৃত্যের ব্যবস্থা এবং ঐ সঙ্গীতসমূহের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের অঙ্গ-সঞ্চালন ও ব্যায়াম করার শিক্ষা ব্যবস্থা রাখা দরকার।

ষষ্ঠতঃ, সংস্কৃত পাঠের সঙ্গে কতকগুলি শ্রবণ-দর্শন-মূলক উপকরণ ব্যবস্থা করা উচিত। সংস্কৃত শিক্ষা প্রক্রিয়াকে জীবন্ত ও বাস্তব রূপদান করিয়া শিক্ষার্থীর আত্ম-সক্রিয়তার ভিত্তিতে তাহাকে জীবনকেন্দ্রিক করিয়া তুলিতে হইলে সংস্কৃত শিক্ষাকে পুঁথি ও তত্ত্ব হইতে কিছুটা মুক্তি দিয়া বিভিন্ন রকমের উপকরণের মাধ্যমে সমুপস্থাপিত করার প্রয়োজন আছে অবশ্যই। শিক্ষার্থীর আকর্ষণ ও আগ্রহকে উদ্রিক্ত করিতে হইলে—শিক্ষাকে মূর্ত করিয়া তুলিতে হইলে, শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়সমূহের সক্রিয় আত্মপ্রকাশের সুযোগ প্রদান করিতে হইলে, শিক্ষণীয় বিষয়কে বৃহত্তর পরিধিতে ব্যাপ্ত করিতে হইলে, শিক্ষার্থীর শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয়ের সমন্বয় সাধনপূর্বক শিক্ষাকে সাফল্য-মণ্ডিত ও জীবন্ত করিতে হইলে, ব্ল্যাকবোর্ড, মানচিত্র, ছবি, চার্ট, মডেল, ফিল্ম প্রজেক্টর, রেডিও, টেলিভিশন, গ্রামোফোন, টেপ রেকর্ডার, ভ্রমণ প্রভৃতি দৃষ্টিগ্রাহ্য ও শ্রুতি-নির্ভর শিক্ষাসহায়ক উপকরণাদির ব্যবহার খুবই প্রয়োজনীয়। সংস্কৃত শিক্ষা-ক্ষেত্রে এইরূপ প্রদীপনগুলি ব্যবহার করিলে শিক্ষার্থীর সমগ্র সত্তা উপকরণসম্ভারপূর্ণ শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হইয়া প্রাণধর্মের আনন্দে সর্বাঙ্গীণ আত্মবিকাশের সুষ্ঠু পথ দেখিতে পায় এবং সংস্কৃত শিক্ষা শিক্ষার্থীর জীবনের সহিত মিলিত হইয়া একটি প্রত্যক্ষ বাস্তব রূপ ধারণ করে।

সপ্তমতঃ, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুবন্ধ-প্রণালী গ্রহণ করিলে খুব ভালো হয়। সংস্কৃত সাহিত্য-পাঠের ক্ষেত্রে গদ্য-পদ্য-ব্যাকরণ-রচনা ইত্যাদি বিবিধ অংশের মধ্যে সংযোগ ও সম্পর্ক রচনা করিয়া পাঠদানের আয়োজন করা যায়, আবার সংস্কৃত পড়াইবার সময় প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য সাহিত্যের ব্যবহার করা যায়, পুনরায় সংস্কৃতভাষা হইতে উদ্ভূত অন্যান্যভাষামূলক সাহিত্য পড়াইবার সময় সংস্কৃত সাহিত্যকে কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করা যায় এবং তাহা হইলে শিক্ষার্থীর মনে একটি অখণ্ড সংস্কৃত-সাহিত্যবোধ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়। অনুবন্ধহীন পাঠদান শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ বা প্রেরণা জাগাইতে পারে না। সেইজন্য *Raymont* বলিয়াছেন, "*It shuts out the light which one study often sheds upon another, it leads to artificiality of treatment and loss of interest, it deliberately trains the pupil to take a false view of knowledge as a mere agglomeration of independent parts.*"

অষ্টমতঃ, সংস্কৃত শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক ও উৎপাদন-কেন্দ্রিক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতশিক্ষাকে যতখানি সম্ভব ততখানি যদি কর্মকেন্দ্রিক করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে এই শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থী সহজেই সমাকৃষ্ট হইবে।

নবমতঃ, সুনির্বাচিত ও সুষ্ঠু প্রশ্নোত্তর-পদ্ধতি শিক্ষার্থীর প্রেরণা জাগাইতে সক্ষম।

প্রশ্ন হইবে শিক্ষার্থীর মানসিক স্তরের উপযোগী—প্রশ্ন হইবে সংশয় ও দ্ব্যর্থব্যঞ্জকতাহীন—প্রশ্ন হইবে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি, অনুভবশক্তি ও মনন-শক্তিকে সক্রিয় করিতে সক্ষম এবং প্রশ্ন হইবে বৈচিত্র্যপূর্ণ যাহাতে শিক্ষার্থীর একঘেয়েমি বিনষ্ট হয়। সার্থক ও আদর্শ প্রশ্নের দ্বারা একদিকে যেরূপ শিক্ষার্থীর প্রেষণা ও আকর্ষণকে সহজেই জাগানো যায়, সেইরূপ শ্রেণীর পঠন-পাঠনকে করা যায় অতি সক্রিয়। *Raymont*-এর সুরে সুর মিলাইয়া বলা যায়—"*It should incite the pupil to genuine activity of mind; it should cause him to observe, remember and think.*" *Macne:*-এর ভাষায় বলা যায়—"***The right question is the psychological basis of all learning.***"

সংস্কৃত শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আর একটি নীতির বিশেষ প্রয়োজন আছে সেটি হইল ধৈর্য-নীতি। অবশ্য, যে-কোন ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেই এই নীতিটির মূল্য অনেক। যে-কোন উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করিতে হইলে ধৈর্যধারণ প্রথমতঃ বিশেষভাবে প্রয়োজন। সংস্কৃতশিক্ষার ক্ষেত্রে এই শিক্ষাকে সার্থক ও সফল করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে একদিকে শিক্ষার্থীকে যেরূপ ধৈর্যধারণ করিতে হইবে, অপরদিকে শিক্ষককে সেইরূপ ধৈর্য অবলম্বন করিতে হইবে। বর্তমানে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা যথোচিতভাবে সার্থক হইতে পারিতেছে না। তাহার কারণ, মনে হয়, সংস্কৃত শব্দরূপ-ধাতুরূপ বা ব্যাকরণের প্রাথমিক দুই-একটি অংশে প্রবেশ করিতে না করিতেই শিক্ষার্থী ধৈর্যের অভাববশতঃ ও মানসিক তৃপ্তির অভাববশতঃ সংস্কৃতে মনঃসংযোগ করিতে না পারিয়া সংস্কৃত ছাড়িয়া দেয়। অনেক সময় আবার, শিক্ষক তাঁহার যথেষ্ট ধৈর্যের অভাবের জন্য ও সংস্কৃত ভাষার প্রতি শ্রদ্ধার অভাবহেতু সংস্কৃতভাষার গৌরবময়-শ্রীমণ্ডিত স্বরূপটিকে শিক্ষার্থীর নিকট সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত করিতে পারেন না। সুতরাং সংস্কৃতশিক্ষাকে চরিতার্থ করিবার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই একাগ্রতা ও ধৈর্য-নীতি অনুসরণ করিতে হইবে।

ধৈর্য-নীতি

ভাষাশিক্ষার স্থলে মৌখিক নীতির উপযোগিতা অনেক বেশী। সংস্কৃতভাষা শিক্ষার স্থলেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। ভাষার প্রথম আবেদন শ্রবণেন্দ্রিয়ের নিকট এবং পরে দর্শনেন্দ্রিয়ের নিকট। শিশু জন্মগ্রহণের পর অপরের নিকট হইতে ভাষা কানে শুনিয়া থাকে এবং পরে ভাষার লিখিত রূপ দেখিতে ও পড়িতে শেখে। মৌখিক আলোচনাদির মাধ্যমে এই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়। সুতরাং প্রতিটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক যাহাতে সহজ সরল মধুর সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন, শিক্ষকের সেই কথাগুলি শিক্ষার্থীরা যাহাতে যত্নপূর্বক মনঃসংযোগে একাগ্রচিত্তে শুনিয়া থাকে ও যাহাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে ও শিক্ষকের সহিত স্বতঃস্ফূর্তভাবে মৌখিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংস্কৃতভাষার অবিরাম চর্চা করে, তাহার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

মৌখিক নীতি

আনুপাতিক নীতি বলিতে বুঝায় এমন নীতি যাহার মাধ্যমে সংস্কৃতশিক্ষার সকল

উদ্দেশ্য সমান অনুপাতে সংসাধিত হয়। ক্রমিক নীতি বলিতে বুঝায় এমন নীতি, যে-নীতির মাধ্যমে সংস্কৃতভাষা-শিক্ষা পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকটি স্তরের মধ্য দিয়া জানা হইতে অজানা ও সরল হইতে জটিলের প্রতি অগ্রসর হয়। সংস্কৃতভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই আনুপাতিক ও ক্রমিক নীতির গুরুত্ব অনেক বেশী।

ক্রমিক বা আনুপাতিক নীতি

সংস্কৃতভাষা শিক্ষার প্রধানতম উদ্দেশ্যগুলি এইরূপ :—

(ক) গ্রহণমূলক—বলার সময় ও লেখার সময় বুঝিতে পারা,

(খ) প্রকাশমূলক—বলিতে পারা ও লিখিতে পারা,

(গ) সৌন্দর্য বা রুচিমূলক—কবিতার রসাস্বাদ গ্রহণ করা ও উৎকর্ষের মূল্য নির্ধারণ করা।

এই উদ্দেশ্যসমূহের সাফল্যের পথে যাহা প্রধান সহায়-সম্বল তাহা হইল উচ্চারণ, মৌখিক কাজ, ব্যাকরণ, হাতের লেখা ও বানান, শব্দভাণ্ডার, পাঠ্যপুস্তক পঠন, রচনা ও অনুবাদ প্রভৃতি ভাষাশিক্ষার দিক্‌গুলি। সংস্কৃতভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ঐ ভাষা বলার সময় ও লেখার সময় সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে পারা। পাঠ্যপুস্তকপঠনে দক্ষতা অর্জন করা ও আলোচ্য ভাববস্তুকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা সংস্কৃতশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রধানতম কর্তব্য। পাঠ্যপুস্তক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ধীর পদক্ষেপে ক্রমপর্যায়ে হাতের লেখা ও বানান, উচ্চারণ, মৌখিক আলোচনা, শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি, ব্যাকরণ, অনুবাদ ও রচনা প্রভৃতি বিষয়ে নৈপুণ্য অর্জন করা বিধেয়।

প্রাথমিক স্তরে সংস্কৃতভাষা মনোযোগপূর্বক শোনা ও তাহাতে কথা বলার অভ্যাস, দ্বিতীয় স্তরে পাঠ্যপুস্তক পড়ার অভ্যাস, তৃতীয় স্তরে অনুবাদ ও রচনামূলক কাজ করা, চতুর্থ স্তরে শিক্ষকপ্রদত্ত অনুশীলনীর অভ্যাস, পঞ্চম স্তরে ব্যক্তিগত লিখন-পঠনের পূর্বে সামগ্রিক বা মিলিত লিখন-পঠন অভ্যাস প্রভৃতি বাঞ্ছনীয়। এই অভ্যাসগুলি যদি ক্রমপর্যায়ে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে সংস্কৃতশিক্ষা সহজেই সার্থক হইয়া উঠিবে।

সংস্কৃতশিক্ষার ক্ষেত্রে বিবিধমুখী নীতিরও বিশেষ উপযোগিতা আছে। বিভিন্ন নীতির মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া যায়। প্রত্যেক নীতির মূল উদ্দেশ্য হইবে সহজ ও সরলভাবে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করিয়া বিষয়বস্তুটি শিক্ষা দেওয়া। এইরূপ বিভিন্ন ধারা বা নীতির দ্বারা কিভাবে একটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, তাহা উদাহরণস্বরূপ নিম্নে দেখানো হইল :—

বিবিধমুখী নীতি

(বহুব্রীহি সমাস)

(ক) দত্তং ধনং যস্মৈ, কেশেষু কেশেষু গৃহীত্বা, স্থিরা বুদ্ধিঃ অস্য, পঞ্চ অঙ্গুলয়ঃ যস্য, শোভনং হৃদয়ম্ অস্য ইত্যাদি ব্যাসবাক্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পূর্ণ সহায়তায় সমাসবদ্ধ পদগুলি বাহির করিয়া শিক্ষক বহুব্রীহি সমাস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারেন।

(খ) দণ্ডধনঃ, কেশাকেশি, স্থিরবুদ্ধিঃ, পঞ্চাঙ্গুলম্, সুহৃৎ ইত্যাদি সমাসবদ্ধ পদের ব্যাসবাক্য রচনা করিয়া বহুব্রীহি সমাসের একটি সঙ্গত সাধারণ সূত্র নির্ণয়ের প্রতি অগ্রসর হওয়া যায়।

(গ) বহুব্রীহি সমাসের প্রধান ও আনুষঙ্গিক সূত্রসমূহের বিশ্লেষণের পর উদাহরণ ও প্রত্যুদাহরণের সাহায্যে তাহার ব্যাখ্যা করা চলে।

(ঘ) পাঠ্যপুস্তকে কোন বিশেষ গদ্য বা পদ্য পড়াইবার সময় বা কোন বিশেষ অংশের অনুবাদ করাইবার সময় সেই স্থলে দৃষ্ট বহুব্রীহি সমাসের কতকগুলি উদাহরণ বাছিয়া লইয়া উহাদের বিশ্লেষণ করিয়া বহুব্রীহি সমাসের সাধারণ সূত্র নির্ণয়ে অগ্রসর হওয়া যায়।

অন্যান্য ভাষাশিক্ষার ন্যায় সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রেও নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য নীতিগুলি অনুসরণীয়। যথা—(ক) ইন্দ্রিয়গ্রামের মাধ্যমে শিক্ষা; (খ) জানা হইতে অজানায় গমন; (গ) সরল হইতে জটিলে গমন; (ঘ) আরোহণ হইতে অবরোহণে; (ঙ) মূর্ত হইতে বিমূর্তে গমন; (চ) মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি হইতে যুক্তিনির্ভর পদ্ধতিতে; (ছ) বিশেষ হইতে সাধারণে গমন।

ইন্দ্রিয় মাধ্যমে শিক্ষা

প্রথমতঃ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বনিয়াদটি বা ভিত্তিটি সুদৃঢ় করার জন্য সুষ্ঠুভাবে শ্রবণ করার উদ্দেশ্যে শ্রবণেন্দ্রিয়কে, সম্যক্‌ভাবে উচ্চারণ ও প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীর রসনেন্দ্রিয়কে, সংস্কৃত শব্দ-পদ-বাক্যসমূহকে ঠিকভাবে লক্ষ্য করা ও পড়ার উদ্দেশ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয়কে এবং সর্বোপরি সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খলভাবে মনের ভাবকে সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে হস্তকে যথোচিতভাবে তৈয়ারী করা প্রয়োজন।

জানা হইতে অজানায় গমন

সংস্কৃত শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী প্রথমতঃ তাহার মাতৃভাষা পঠনের মাধ্যমে যে সকল সংস্কৃত বা তৎসদৃশ শব্দ-পদ-বাক্য ইত্যাদির সহিত ভালভাবে পরিচিত হইয়াছে সেইগুলিকে কেন্দ্র করিয়া বা সেইগুলির উপর প্রধানভাবে ভিত্তি করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা প্রদান করা উচিত। সংস্কৃত শিক্ষার স্থলে সর্বদা এইটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, শিক্ষার্থীর সহিত যাহার (শব্দ—নূতন পদগঠন প্রণালী—ব্যাকরণের নিয়মাবলীর) বিশেষ পরিচয় বা জানা আছে তাহাকে প্রধান অবলম্বন করিয়া শিক্ষার্থীকে ধীরে ধীরে অজানা বা অপরিচিতের দিকে (নূতন নূতন শব্দ—নূতন নূতন পদরচনাকৌশল, নূতন নূতন অর্থাৎ পূর্বাপেক্ষা কঠিনতর ব্যাকরণের নিয়মাবলীর দিকে) লইয়া যাইতে হইবে।

সরল হইতে জটিল

শিক্ষার্থী যাহাতে সরল বিষয় হইতে ধীর পদক্ষেপে ক্রমপর্যায়ে জটিল বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, তাহার জন্য শিক্ষককে উপযুক্ত ব্যবস্থা লইতে হইবে এবং পাঠ্য পুস্তকসমূহও সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সংস্কৃত ধাতুরূপ পড়াইবার সময় প্রথমতঃ তুদাদিগণীয়, ভ্বাদিগণীয় ও দিবাদিগণীয় এবং পরে ধীরে ধীরে অপেক্ষাকৃত কঠিন ধাতুরূপগুলি, যথা—স্বাদিগণীয়, ক্র্যাদিগণীয়, অদাদিগণীয়, তনাদিগণীয়, রুধাদিগণীয়, ও চুরাদিগণীয় ধাতুগুলি

পড়াইতে হইবে। বিভক্তির মধ্যে প্রথমে সহজ বিভক্তিগুলি যেমন, লট্, লঙ্, ল‍ৃট্ ও পরে অপেক্ষাকৃত কঠিন বিভক্তি যথা, লোট্, বিধিলিঙ্ এবং পরে আরও কঠিন বিভক্তি-গুলি যেরূপ, লুট, লুঙ্, আশীর্লিঙ্, লিট, ল‍ৃঙ্ পড়াইতে হইবে।

আরোহণ-পদ্ধতি হইতে ধীরে ধীরে অবরোহণ-পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

আরোহ-পদ্ধতিতে কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করিয়া একটি সাধারণ নিয়ম বা সূত্র বা সত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেমন, শশ+অঙ্কঃ, রত্ন+আকরঃ, দয়া+অর্ণবঃ; বিদ্যা+আলয়ঃ প্রভৃতি সন্ধির দৃষ্টান্ত হইতে "অ-কার

আরোহ হইতে অবরোহে

কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আ-কার হয়" (অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ) এই সাধারণ সূত্রে উপনীত হওয়া যায়। এক কথায়, আরোহ-পদ্ধতিতে আমরা বিশিষ্ট ঘটনা, বস্তু বা উদাহরণ লইয়া আরম্ভ করি এবং একটি সাধারণ নিয়মে উপস্থিত হই।

অবরোহ-পদ্ধতিতে সাধারণ নিয়ম বা সূত্র লইয়া আরম্ভ করা হয় এবং সাধারণ নিয়মের সাহায্যে বিশিষ্ট ঘটনা বা উদাহরণগুলিকে ব্যাখ্যা করা হয় ও সমগ্রের সহিত অংশের কি সম্পর্ক, তাহা নির্দেশ করা হয়। সংস্কৃত শিক্ষা প্রদানকালে (বিশেষ করিয়া ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার সময়) অবরোহ-পদ্ধতি গ্রহণ করিলে শিক্ষার্থীর নিকট বিষয়বস্তু নীরস ও একঘেয়েমিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। শিক্ষার্থীর ঔৎসুক্য ও আগ্রহ-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আরোহ-পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সংস্কৃত শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী যে বস্তুকে বা বিষয়কে নিজের চোখে দেখিতেছে, স্পর্শ করিতেছে ও অনুভব করিতেছে, সেই বস্তু বা বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা শুরু করিতে হইবে এবং এই সকল বাস্তব বিষয়গত শিক্ষা যখন পরিপক্ক হইবে, তখন শিক্ষার্থীকে ধীরে ধীরে বাস্তব ও মূর্ত বিষয় হইতে কল্পনামূলক ও অমূর্ত বিষয়ের দিকে লইয়া যাইতে হইবে। যেমন, পুষ্পবিষয়ক কিছু

মূর্ত হইতে বিমূর্তে

পড়াইবার সময় শিক্ষক বিদ্যালয়ের ফুলের বাগান হইতে একটি ডালিয়া ফুল শ্রেণীকক্ষে আনিয়া শিক্ষার্থীদের দেখাইয়া বলিবেন, "ইদং ডালিয়া ইতি নামবিশেষং পুষ্পম্"। পুস্তক-বিষয়ক কিছু পড়াইবার সময় একটি পুস্তক দেখাইয়া শিক্ষক বলিবেন—"ইদং সংস্কৃতপুস্তকম্ বা ইদং বিজ্ঞানপুস্তকম্।" কোন বিশেষ স্থান সম্পর্কে পড়াইবার আগে যদি শিক্ষার্থীকে সেই স্থানে লইয়া যাওয়া হয় এবং শিক্ষার্থী যাহাতে নিজের চোখে সেই স্থানটি ভালভাবে দেখিতে পায় তাহার ব্যবস্থা করা হয় এবং পরে শ্রেণীকক্ষে সেই স্থানের একটি উপযুক্ত মানচিত্র রাখিয়া যদি সংস্কৃতে সেই স্থান সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহা হইলে শিক্ষা হইবে সত্যই সার্থক ও ফলপ্রসূ।

সংস্কৃত শিক্ষার প্রথম স্তরে মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে তাহার আত্মসক্রিয়তা, স্বাধীনতা ও জীবন-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া সমস্ত কিছু জানিতে ও আত্মপ্রকাশ করিতে সাহায্য করে, শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, আগ্রহ, রুচি ও চাহিদাকে চরিতার্থ করিয়া থাকে। যেরূপ, সংস্কৃত-

ভাষায় কন্দুকক্রীড়া সম্পর্কে রচনা লিখিতে দেওয়ার পূর্বে শিক্ষক শিক্ষার্থীদিগকে কন্দুকক্রীড়ার মাঠে বা বল খেলার মাঠে লইয়া গিয়া ফুটবল খেলা দেখাইবেন এবং দুইটি দলের খেলোয়াড়েরা কে কোন্ ভূমিকায় অবতীর্ণ, তাহা বুঝাইয়া দিবেন। এইরূপে কন্দুকক্রীড়া সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যখন বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করিবে তখন শিক্ষক তাহাদের কন্দুকক্রীড়া রচনাটি লিখিতে বলিবেন। ইহাই হল মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আগ্রহ রুচি প্রভৃতি অনুযায়ী বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপিত করিয়া পরে ধীরে ধীরে যুক্তিনির্ভর পদ্ধতির অবতারণা করা ভাল। শিক্ষার্থীর যুক্তি ও বিচারশক্তি যখন বৃদ্ধি পাইবে, যুক্তির বাঁধাধরা পথে চলার ক্ষমতা যখন জন্মিবে, তখনই যুক্তিনির্ভর পদ্ধতি অবলম্বন করা বিধেয়।

মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি থেকে যুক্তি-নির্ভর পদ্ধতি

সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে আর একটি পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। সেইটি হইল বিশেষ হইতে সামান্যে যাওয়ার পদ্ধতি। শিক্ষক উদাহরণস্বরূপ শ্রেণীকক্ষে একজন শিক্ষার্থীকে কাছে লইয়া সকল শিক্ষার্থীকে বুঝাইয়া বলিতে পারেন যে, এই শিক্ষার্থী (শিক্ষকের নিকটে বর্তমান) মনুষ্যপদ বাচ্য, যেহেতু তাহার মধ্যে মনুষ্যত্ব ধর্ম আছে। পরে শিক্ষক বলিবেন, সকল শিক্ষার্থীই মনুষ্যপদবাচ্য যেহেতু তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে মনুষ্যত্বধর্ম আছে। তাহা হইলে শিক্ষক প্রথমে একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে মনুষ্যত্বধর্ম দেখাইয়া তাহাকে মানুষ বলিলেন এবং পরে বলিলেন, মনুষ্যত্বধর্ম যাহাদের আছে তাহারা প্রত্যেকে মানুষ অর্থাৎ সকল শিক্ষার্থী মানুষ। অন্যভাবেও বলা যায় যে, শিক্ষক প্রথমে একটি উদাহরণ বিশেষ-ভাবে প্রদর্শন করিবেন এবং পরে ঐ উদাহরণটির উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য, বানান, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সাধারণভাবে আলোচনা করিবেন।

বিশেষ থেকে সামান্য

পণ্ডিতপ্রবর *R. N. Safaya*-র ভাষায় বলা যায়, ***"It (this maxim), implies to present particular examples first and then to arrive at the general conclusions regarding pronunciation, spelling, grammar or vocabulary."***

এই স্থলে যে নীতিগুলির কথা ব্যাখ্যা করা হইল, সেই নীতিগুলি সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত-শিক্ষক যদি এই নীতি অবলম্বনে সংস্কৃত পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে অগ্রসর হন এবং নীতি-গুলির যথার্থ তাৎপর্য ও সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া শিক্ষক যদি এইগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিকট বিষয়বস্তুকে সঠিকভাবে উপস্থাপিত করিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে সংস্কৃত শিক্ষা হইবে শিক্ষার্থীদের নিকট খুবই আকর্ষণীয় ও আনন্দ-প্রদায়ক এবং সংস্কৃত শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইবে সাফল্যমণ্ডিত।

উপসংহার

প্রশ্নাবলী

1. **What do you mean by language? Discuss the general principles of teaching classical language. Show the significance of these principles in teaching Sanskrit.**
2. **Are the principles sufficient for popularizing Sanskrit? Of these what do you, as a Sanskrit teacher, like best for school level and why?**

পঞ্চদশ অধ্যায়

ব্যাকরণ শিক্ষাদান পদ্ধতি

[Methods of Teaching Grammar]

ব্যাকরণ শব্দটির ব্যুৎপত্তি এইরূপ—বি+আ—কৃ ল্যুট্ করণে। ল্যুট্-এর "ট্-"কার ইৎ (লোপ)। "ল্"ও চলিয়া যায়। অবশিষ্ট থাকে "যু" এই বর্ণটি। "যুবোরনাকৌ" (৭।১।১) এই সূত্রের সাহায্যে "যু" স্থানে অন আদেশ হয়। সুতরাং বি+আ—কৃ+অন এইরূপ করিলে, ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন নিয়মানুযায়ী ব্যাকরণ পদটি তৈয়ারী হয়। যে শাস্ত্রে প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিভাগ করিয়া শব্দগুলিকে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহাকে বলা হয় ব্যাকরণ শাস্ত্র। "ব্যাক্রিয়ন্তে প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিবিভাগেন শব্দা অনেন" এই অর্থে ব্যাকরণ পদটি ব্যবহৃত।

ব্যাকরণ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ

আরও পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে, যাহাতে বিশিষ্ট অর্থ অবলম্বন করিয়া স্বর প্রকৃতি-প্রত্যয় প্রভৃতির সাহায্যে "বি" অর্থাৎ বিশেষভাবে সংস্কার বিশেষের সাহায্যে "আ" সর্বতোভাবে বৈদিক ও লৌকিক শব্দগুলিকে "কৃত" স্পষ্ট করা হয়, সেই সকল পাণিনি প্রভৃতি মহামুনির দ্বারা রচিত শাস্ত্রের নাম ব্যাকরণ।

"ব্যাকরণং নাম অর্থ বিশেষমাশ্রিত্য স্বর প্রকৃতি প্রত্যয়াদীন্ বি বিশেষেণ সংস্কার বিশেষেণ আ সমন্তাদ্ বৈদিকান্ লৌকিকাংশ্চ শব্দান্ করোতীতি তথাভূতঃ পাণিন্যাদি মহর্ষি প্রণীতো গ্রন্থসমূহঃ।"

সকল বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের মধ্যে পাণিনি সম্প্রদায় অত্যধিক জনপ্রিয়। পাণিনি কমপক্ষে ত্রিশ হইতে চৌত্রিশ জন পূর্বসূরী বৈয়াকরণের উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন, কাশ্যপ, শাকটায়ন, স্ফোটায়ন, আপিশলি, গার্গ্য প্রভৃতি। সাধারণভাবে প্রাচীন আচার্যদের যে সকল ব্যাকরণের নাম পাওয়া যায়, সেইগুলি হ'লে ঐন্দ্র, চান্দ্র, কাশকৃৎস্ন, কৌমার, শাকটায়ন, সারস্বত, আপিশল, শাকল এবং পাণিনীয় ব্যাকরণ। ইহা ছাড়া, ব্যাড়ি, স্ফোটায়ন, গার্গ, ভরদ্বাজ, চন্দ্রবর্মন্, বাজপ্যায়ন, গালব প্রভৃতি আচার্যদেরও ব্যাকরণমূলক গ্রন্থ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন সংস্কৃত ব্যাকরণ

বৈয়াকরণ মহামুনি পাণিনি খ্রীষ্টপূব চতুর্থ অথবা অষ্টম শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া পণ্ডিতগণের ধারণা। তাঁহার ব্যাকরণ গ্রন্থ "অষ্টাধ্যায়ী"—আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রতিটি অধ্যায়ে আছে চারিটি করিয়া পাদ। তাঁহার সূত্রনিচয় গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাজানো। সূত্র বলিতে বুঝায়—"অল্প অক্ষর সমন্বিত, সন্দেহমুক্ত, সারপূর্ণ, সর্বত্র প্রয়োগযোগ্য ও দোষরহিত নিয়ম।" ("অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥)

পাণিনি ও তাঁর গ্রন্থ অষ্টাধ্যায়ী

বার্ত্তিককার কাত্যায়ন আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকের ধারণা। বার্ত্তিক বলিতে বুঝায়—"উক্তানুক্তদুরুক্তার্থব্যক্তিকারি তু বার্ত্তিকম্।" অর্থাৎ যাহা সূত্রে বলা হইয়াছে, যাহা বলা হয় নাই, যাহা অসম্পূর্ণ বা দোষযুক্ত করিয়া বলা হইয়াছে, এইসকল স্থলে অর্থ পরিস্ফুট ও নির্দিষ্ট করিয়া যাহা বলা হয় তাহাই বার্ত্তিক। পাণিনির সূত্র রচনার পর কতকগুলি নূতন শব্দ ভাষায় অনুপ্রবেশ করে। এই শব্দগুলির যাথার্থ্য প্রমাণ করাই কাত্যায়নের বার্ত্তিকগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। কাত্যায়ন যেরূপ একদিকে পাণিনির সূত্রের সম্পূরক, কয়েকটি ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় সূত্রের বাতিলকারক, তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের সংস্কারসাধকও বটে।

বার্ত্তিককার কাত্যায়ন

ব্যাকরণের ত্রিমুনির মধ্যে ভাষ্যকার পতঞ্জলিকে শেষ হিসাবে ধরা হয়। পতঞ্জলি শুঙ্গরাজ পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে আবির্ভূত হন বলিয়া ধরা হয়। তিনি তাঁহার মহাভাষ্য নামক বইটি খৃষ্টপূর্ব ১৫০ অব্দে রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। ভাষ্য বলিতে বুঝায়—

ভাষ্যকার পতঞ্জলি

সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র বাক্যৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥

অর্থাৎ যেখানে সূত্রের অর্থ সূত্রের অন্তর্গত বাক্যকে অনুসরণ করিয়া বর্ণনা করা হয় এবং যে ভাষায় এই ব্যাখ্যা করা হয় তাহারও অন্তর্গত নিজস্ব পদগুলিও বুঝানো হয়, তাহাকে বলে ভাষ্য। পতঞ্জলির মহাভাষ্যের গদ্যরীতি, রচনাশৈলী, প্রসাদগুণ ও মাধুর্যরস সত্যই উল্লেখযোগ্য।

ভর্তৃহরি (আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী) বাক্যপদীয়, প্রকীর্ণক ও পতঞ্জলির মহাভাষ্যের উপর একটি টীকার গ্রন্থকার হিসাবে খ্যাত। বামন ও জয়াদিত্য পাণিনির সূত্রের উপর কাশিকা নামে একটি ভাষ্য রচনা করেন। জিনেন্দ্রবুদ্ধি কাশিকার উপর ন্যাস বা কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা নামে একটি ভাষ্য রচনা করেন। কৈয়ট (খৃষ্টীয় দশম বা একাদশ) পতঞ্জলির মহাভাষ্যের উপর প্রদীপ নামে একটি টীকা রচনা করেন।

বিবিধ টীকা রচয়িতা

ভট্টোজি (খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী) সিদ্ধান্তকৌমুদী নামে একটি ব্যাকরণগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি নিজেই প্রৌঢ়মনোরমা নামে ইহার একটি ভাষ্য রচনা করেন। তিনি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর উপর "শব্দকৌস্তুভ" নামে একটি ভাষ্য রচনা করেন। সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর উপর জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতীর তত্ত্ববোধিনী টীকা এবং বাসুদেবের বালমনোরমা নামক ভাষ্য প্রণিধানযোগ্য। ব্যাকরণ প্রসঙ্গে নাগেশভট্টের (অষ্টাদশ শতাব্দী) পরিভাষেন্দুশেখর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ইহা ছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের মধ্যে চান্দ্র সম্প্রদায়, জিনেন্দ্র সম্প্রদায়, শাকটায়ন সম্প্রদায়, হেমচন্দ্র সম্প্রদায়, কাতন্ত্র সম্প্রদায়, সারস্বত সম্প্রদায়, জৌমর সম্প্রদায়, সৌপদ্ম সম্প্রদায়, বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রভৃতি প্রণিধানযোগ্য।

ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজন হিসাবে বলা যায় যে, ভাষার যথার্থস্বরূপকে সঠিকভাবে

জানার জন্য ব্যাকরণ পাঠের আবশ্যকতা রহিয়াছে। কুম্ভকার যেভাবে ঘট নির্মাণ করে পাণিনি প্রভৃতি মুনিগণ সেইভাবে ব্যাকরণ রচনা করেন নাই। সংস্কৃত ভাষা নিত্য। এই মুনিগণ এই সংস্কৃতভাষাকে নিয়মবদ্ধ করিয়া অনুশাসন করিয়াছেন মাত্র। সেই নিয়মগুলি জানিলে সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় ধারণা জন্মায়। অতএব, সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজন

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির মতে, "রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্"। রক্ষার্থং বেদানামধ্যেয়ং ব্যাকরণম। লোপাগমবর্ণবিকারজ্ঞো হি সম্যগ্ বেদান পরিপালয়িষ্যতি। উহঃ খল্বপি—ন সর্বৈর্লিঙ্গৈর্ন চ সর্বাভির্বিভক্তিভির্বেদে মন্ত্রা নিগদিতাঃ। তে চাবশ্যং যজ্ঞগতেন পুরুষেণ যথাযথং বিপরিণময়িতব্যাঃ। তান্নাবৈয়াকরণঃ শক্নোতি যথাযথং বিপরিণময়িতুম্। তস্মাদধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। আগমঃ খল্বপি—ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ" ইতি। প্রধানঞ্চ ষট্স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্। প্রধানে চ কৃতো যত্নঃ ফলবান্ ভবতি।

লঘ্বর্থং চাধ্যেয়ং ব্যাকরণম্—"ব্রাহ্মণেনাবশ্যং শব্দা জ্ঞেয়াঃ" ইতি। ন চান্তরেণ ব্যাকরণং লঘুনোপায়েন শব্দাঃ শক্যা জ্ঞেতুম্। অসন্দেহার্থং চাধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি—"স্থূল পৃষতীমাগ্নিবারুণীমনড্বাহীমালভেত" ইতি। তস্যাং সন্দেহঃ স্থূলী চাসৌ পৃষতী চ স্থূলপৃষতী, স্থূলানি পৃষন্তি যস্যাঃ সা স্থূলপৃষতীতি। তাং নাবৈয়াকরণঃ স্বরতোঽধ্যবস্যতি—যদি পূর্বপদ প্রকৃতি স্বরত্বং ততো বহুব্রীহিঃ, অথ সমাসান্তোদাত্তত্বং ততস্তৎপুরুষ ইতি।" (মহাভাষ্য-পস্পশা) বেদরক্ষার জন্য—যজ্ঞকার্যে কতকগুলি উহ প্রয়োগের জন্য—ছয়টি বেদাঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণ প্রধান বলিয়া তাহাকে বৈদিক মর্যাদা দানের জন্য—সংক্ষেপে বিশাল শব্দরাশির জ্ঞানলাভের জন্য এবং সকল সন্দেহ দূর করিবার জন্য ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজন রহিয়াছে। ব্যাকরণের নিয়মাবলী সঠিকভাবে জানিলে সুশৃঙ্খল ও সুমার্জিতভাবে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করা যায়, ভাষার অসাধু অংশ বোঝা যায় এবং মহামনীষিগণের দ্বারা লিপিবদ্ধ বিবিধ জ্ঞান লাভের যোগ্যতা অর্জন করা যায়। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের দ্বার হইতেছে ব্যাকরণ শাস্ত্র।

ভর্তৃহরি তাঁর বাক্যপদীয় গ্রন্থে ব্যাকরণ-পাঠের প্রয়োজন সম্পর্কে বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"আসন্নং ব্রহ্মণস্তস্য তপসামুত্তমং তপঃ।
প্রথমং ছন্দসামঙ্গং প্রাহুর্ব্যাকরণং বুধাঃ॥
প্রাপ্তরূপ বিভাগায়া যো বাচঃ পরমো রসঃ।
যত্তৎপুণ্যতমং জ্যোতিস্তস্য মার্গোঽয়মাঞ্জসঃ॥
অর্থপ্রবৃত্তি তত্ত্বানাং শব্দা এব নিবন্ধনম্।
তত্ত্বাববোধঃ শব্দানাং নাস্তি ব্যাকরণাদৃতে॥

শব্দার্থসম্বন্ধনিমিত্ততত্ত্বং বাচ্যাবিশেষ্যেঽপি চ সাধ্বসাধূন্।
সাধু প্রয়োগানুমিতাংশ্চ শিষ্টান্ন বেদ যো ব্যাকরণং ন বেদ॥
তদ্দ্বারমপবর্গস্য বাঙ্মলানাং চিকিৎসিতম্।
পবিত্রং সর্ববিদ্যানামধিবিদ্যং প্রকাশতে॥
যথার্থজাতয়ঃ সর্বাঃ শব্দাকৃতিনিবন্ধনাঃ।
তথৈব লোকে বিদ্যানামেষা বিদ্যা পরায়ণম্॥
ইদমাদ্যং পদস্থানং সিদ্ধি সোপান পর্বণাম্।
ইয়ং সা মোক্ষমাণানামজিহ্মা রাজপদ্ধতিঃ॥"

ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজন হিসাবে আরও বলা যায় যে, ব্যাকরণ পাঠের মাধ্যমে মানসিক শৃঙ্খলা *(Formal or Mental Discipline)* গঠিত হয়। ইহার দ্বারা স্মৃতি, মনোযোগ, বিশ্লেষণ, বিচারকরণ, প্রত্যক্ষণ, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি মনের বিভিন্ন শক্তিগুলি পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। ব্যাকরণ শিক্ষা যুক্তিমূলক, কারণ নির্ণয়-ক্ষমতা, সক্রিয়চিন্তা ক্ষমতা ও যথার্থ বিচারের ক্ষমতা অর্জন করিবার একটি প্রস্তুতি-ক্ষেত্র রচনা করিয়া থাকে।

ব্যাকরণ শিক্ষা ভাষার উপর পূর্ণ অধিকার আনয়ন করিয়া থাকে। এই শিক্ষা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সঞ্চালিত হইতে পারে। বর্তমান শিক্ষাবিদ্ ও মনোবিজ্ঞানীরা একথা স্বীকার করেন না যে, ব্যাকরণ শিক্ষা মানসিক শক্তিগুলির উৎকর্ষসাধনে সাহায্য করে এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাকরণ শিক্ষা সঞ্চালিত হয়। ব্যাকরণের মাধ্যমে যে বিচারশক্তি *(reasoning and judgment)* অর্জিত হয়, তাহা জীবনের অন্য স্তরে সঞ্চালিত হইতে পারে না। ব্যাকরণের সূত্রাবলী মুখস্থের দ্বারা যে স্মৃতিশক্তি তৈয়ারী হয় তাহা যতই প্রখর বা তীক্ষ্ণ হউক না কেন, সেই স্মৃতিশক্তি যে বিজ্ঞান বা কারিগরী শিক্ষা-ক্ষেত্রে অথবা ব্যাঙ্কে হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে সুতীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি হিসাবে প্রতিফলিত হইবে তাহা বলা কঠিন। যে যুক্তি বা তর্ককে *(logic)* শিক্ষার্থী ব্যাকরণের মাধ্যমে শিক্ষা করে, তাহাও জীবনের অন্য ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রয়োগ করিতে পারিবেই তাহা বলা শক্ত। ইহা কেবল অর্থাৎ ব্যাকরণ ভাষায় দক্ষতা, অর্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। অনেকের মতে, ব্যাকরণ ভাষার একটি বিশেষ দিক্ লইয়া আলোচনা করে। সংস্কৃত ভাষায় কথা বলার ক্ষমতার্জনে, দ্রুত ও সুস্পষ্টভাবে মৌখিক আলোচনার ক্ষমতার্জনে ও লেখার ক্ষেত্রে ও বলার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু প্রকাশনের ক্ষমতার্জনে ব্যাকরণ বিন্দুমাত্র সাহায্য করে না। শিক্ষার্থীর মনে নূতন নূতন উন্নতমানের ভাব বা ধারণা আনয়নের ক্ষেত্রেও ব্যাকরণের বিশেষ ভূমিকা দেখা যায় না। ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণের ভূমিকা অনস্বীকার্য ; কিন্তু এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি নজর রাখিতে হইবে :

(ক) পাঠ্যপুস্তক *(text)* ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করিতে হইবে। ব্যাকরণ শিক্ষার কেন্দ্র হইবে পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তক পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় স্থলে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে হইবে।

(খ) ব্যাকরণের পরিভাষা—সূত্রের সংজ্ঞা ও উদাহরণের মুখস্থীকরণের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নয়।

(গ) শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক উপকরণাদির ব্যবহার অধিকভাবে করিতে হইবে।

(ঘ) ব্যাকরণ শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানের উন্নতধরনের মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে।

(ঙ) মনে রাখিতে হইবে, ব্যাকরণ অপেক্ষা ভাষার স্থান উচ্চে। আগে ভাষা, তারপর ব্যাকরণ। জন্মগ্রহণের পরই শিশুর নিকট যে প্রথমে উপস্থিত হয়, সে হইল ভাষা। শিশুর নিকট ব্যাকরণের উপস্থিতি ঘটে বহু পরে। সুতরাং সংস্কৃতশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় শিক্ষার্থী যাহাতে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করিয়া সহজ সংস্কৃতে কথা বলিতে পারে এবং মৌখিক সংস্কৃতে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে তাহার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিতে হইবে। তারপর মৌখিক কাজ ও পাঠ্যপুস্তক পঠনের মাধ্যমে প্রয়োজনানুসারে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(চ) তুলনামূলক শিক্ষানীতি গ্রহণ করিতে হইবে। মাতৃভাষার ব্যাকরণের সহিত সঙ্গতি স্থাপন করিয়া সংস্কৃতব্যাকরণ শিক্ষা দিতে হইবে। সংস্কৃত ব্যাকরণের যে সূত্রগুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সেই সূত্রগুলির শিক্ষার উপর বিশেষ প্রাধান্য দিতে হইবে। তুলনামূলক ভিত্তিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাবলী শিক্ষা দিতে হইবে।

(ছ) তত্ত্ববিষয়ক (*theoretical*) ব্যাকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব না দিয়া ব্যবহারিক ব্যাকরণের (*functional grammar*) উপর সমধিক গুরুত্ব দিতে হইবে।

(জ) ব্যাকরণ শিক্ষার পদ্ধতিটিকে অধিক আকর্ষণীয় ও বিজ্ঞানভিত্তিক করিয়া তুলিতে হইবে। ব্যাকরণের পাঠক্রমকে যথার্থ ক্রমপর্যায়ে সাজাইতে হইবে এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হইবে। এক কথায়, যথার্থ সময়ে, যথার্থ পদ্ধতিতে, যথার্থ জায়গায়, যথার্থ পরিমাণে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার কতকগুলি পদ্ধতি রহিয়াছে। পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ :

॥ ক ॥ স্বাভাবিক পদ্ধতি (*Natural* বা *informal method*),

॥ খ ॥ আরোহ-অবরোহ পদ্ধতি (*Inductive-Deductive method*),

॥ গ ॥ অনুবন্ধ-পদ্ধতি (*Correlation method*),

॥ ঘ ॥ পাঠশালা-পদ্ধতি (*Traditional method*).

স্বাভাবিক পদ্ধতির মূল কথা হইল পৃথকভাবে বা আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাকরণগ্রন্থ না পড়িয়া সংস্কৃতভাষায় পড়ার সময়, কথা বলার সময় ও লেখার সময় স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থী শব্দাদির সুষ্ঠু প্রয়োগ ও সাধু শব্দাবলী সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু ধারণা পোষণ করিবে। মাতৃভাষা শিক্ষার সময় প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী যেরূপ ব্যাকরণগ্রন্থ না পড়িয়াই মাতৃ-

ভাষায় কথা বলা, লেখা ও পড়ার মাধ্যমেই শব্দাদির যথার্থ প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণালাভ করে, সেইরূপ সংস্কৃত ভাষায় প্রাথমিক পর্যায়ে লেখা, পড়া ও মৌখিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যাহাতে (ব্যাকরণগ্রন্থে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাকরণের নিয়মাবলী না পড়িয়াই) অতি স্বাভাবিকভাবে সাধু প্রয়োগাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তবে একথা সত্য যে, এই পদ্ধতি সংস্কৃতশিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই প্রযুক্ত হইতে পারে, ইহা উচ্চস্তরে প্রযুক্ত হইতে পারে না, কারণ, সংস্কৃত ভাষায় সুষ্ঠু প্রবেশ করিতে হইলে ব্যাকরণে যে বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা লাভ করা স্বাভাবিক পদ্ধতির মাধ্যমে কখনও সম্ভবপর নহে। সুতরাং শিক্ষার্থী যখন প্রথম মৌখিকভাবে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষালাভ করে, সেই সময়েই কেবল এই স্বাভাবিক পদ্ধতি বা *informal method*-কে অনুসরণ করা যাইতে পারে।

আরোহ-অবরোহ পদ্ধতির মাধ্যমেও সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। এই পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার আধুনিক নীতিগুলিকে অনুসরণ করিয়া থাকে এবং ইহা অনেকটা বিজ্ঞানভিত্তিক। অধিকাংশ শিক্ষাবিদের মতে, এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা-প্রদান করিলে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা অনেকাংশেই সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

আরোহ পদ্ধতিতে উদাহরণ, তথ্যাদি ও বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিয়া উহাদের ভিত্তিতে একটি সাধারণ নিয়ম বা সূত্র তৈয়ারী করা হয়; অবরোহ পদ্ধতিতে যথার্থ প্রমাণের ও ব্যবহারের নিমিত্ত (*for verification and usage*) নির্মিত একটি সাধারণ সূত্র বা নিয়মের প্রয়োগের স্তরগুলি দেখানো হয়।

আরোহ-অবরোহ পদ্ধতি অনুসারে কিভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া যায়, স্বরসন্ধিকে কেন্দ্র করিয়া উদাহরণস্বরূপ নিম্নে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল—

অদ্য + অবধি = অদ্যাবধি
রত্ন + আকরঃ = রত্নাকরঃ
মহা + অর্ঘঃ = মহার্ঘঃ
গদা + আঘাতঃ = গদাঘাতঃ

—এই চারিটি উদাহরণের সাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকিলে উভয় মিলিয়া আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

(সূত্র—"অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ")

এইভাবে আরোহ পদ্ধতিতে অগ্রসর হইয়া শিক্ষক যখন বুঝিবেন যে, শিক্ষার্থী এই বিষয়টি সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিয়াছে তখন শিক্ষার্থী ইহা ঠিকভাবে প্রয়োগ করিতে পারে কি-না তাহা প্রমাণ করার জন্য শিক্ষক অবরোহ পদ্ধতি অবলম্বনে শিক্ষার্থীকে "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ" এই সূত্রটি ব্যাখ্যা করিয়া উদাহরণ দিতে বলিতে পারেন।

আবার সন্ধি করার জন্য ও সন্ধিচ্ছেদ করার জন্য নিম্নের ন্যায় কয়েকটি পদ দিতে পারেন। যেমন, মহা+অর্ঘঃ, দেব+আলয়ঃ, মহাশয়ঃ, লতান্তঃ প্রভৃতি।

এই পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থী মনস্তাত্ত্বিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রণালীতে জানা হইতে অজানায়, সরল হইতে জটিলে, মূর্ত হইতে বিমূর্তে এবং উদাহরণ হইতে সূত্রে গমন করিয়া সহজেই সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা আয়ত্ত করিতে পারে।

অনুবন্ধ পদ্ধতির মূল কথা হইল পাঠ্যপুস্তক, অনুবাদ, রচনা প্রভৃতি পড়াইবার বা শিখাইবার সময় উহাদের কেন্দ্র করিয়া ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া। যখনই শিক্ষক সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক পড়াইবেন বা অনুবাদ রচনা প্রভৃতি শিক্ষা দিবেন তখন বিষয়বস্তুকে বোঝানোর জন্য ও তাহার মূল সুর বা রসকে উপলব্ধি করানোর জন্য শিক্ষার্থীর নিকট প্রয়োজনবোধে যে সকল ব্যাকরণগত আলোচনা করা দরকার বা বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা দরকার শিক্ষক তাহা সযত্নে করিবেন। তবে, এই পদ্ধতি তখনই অনুসরণ করা যাইতে পারে যখন শিক্ষার্থী ব্যাকরণের বিভিন্ন সূত্র সম্বন্ধে একটি সুষ্ঠু ধারণা লাভ করিয়াছে বোঝা যায়। শিক্ষার্থী ব্যাকরণের নিয়মাদি কিরূপ আয়ত্ত করিয়াছে, সেইগুলিকে ঠিক প্রয়োগ করিতে পারে কি না তাহা প্রমাণের জন্য শিক্ষক এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার্থীর পূর্ণ সহযোগিতায় পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ রচনা প্রভৃতি শিক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া সংস্কৃতব্যাকরণ শিক্ষা দিতে পারেন।

একথা সর্বসম্মতিক্রমে বলা যায়, সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক পড়াইবার অবকাশে প্রয়োজনানুসারে ব্যাকরণগত আলোচনা করা ভালো এবং ইহার দ্বারা শিক্ষার্থীও বেশী উপকৃত হয়।

পাঠশালা-পদ্ধতি বা *Traditional method*-এর বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল—

একটি ব্যাকরণ পাঠ্যপুস্তক (*Grammar text book*) নির্বাচিত করা হয়। শিক্ষার্থীর ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য এই পাঠ্যপুস্তকটি পড়ানো হয়। এই পুস্তকে বর্ণপ্রকরণ, সন্ধি, সুবন্ত ও তিঙন্ত প্রকরণ, বিভক্তি, কারক, সমাস, প্রত্যয়, লিঙ্গানুশাসন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা-উদাহরণ-বৈশিষ্ট্য-ব্যতিক্রম প্রভৃতি লইয়া বিস্তৃত আলোচনা থাকে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর নিকটে তাহা আলোচনা করেন।

এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে সূত্র বা একটি সাধারণ নিয়ম হইতে উদাহরণের দিকে (*from rule to example*) লইয়া যায়। ···স্মৃতিচারণ বা মুখস্থ করার উপর এই পদ্ধতি বিশেষ প্রাধান্য দেয়।

সংস্কৃত শিক্ষার প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরে এই পদ্ধতি একেবারেই প্রযোজ্য হইতে পারে না। এই স্তরে আরোহ-অবরোহ পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। উচ্চস্তরে যেখানে শিক্ষার্থী ব্যাকরণ সম্পর্কে স্পষ্ট ও সুবিস্তৃত ধারণা লাভ করিয়া উচ্চমানের ব্যাকরণ-ভিত্তিক গ্রন্থাদির গবেষণামনোবৃত্তিতে যুক্তিনির্ভরশীল প্রণালীর মাধ্যমে পড়াশুনা করিতে চায়, কেবল সেই স্তরে এই পদ্ধতি অবশ্যই প্রযুক্ত হইতে পারে; কিন্তু বিদ্যালয়স্তরে ব্যাকরণ শিক্ষার ক্ষেত্রে "আরোহ-অবরোহ" পদ্ধতির গুরুত্ব অনেক বেশী। ***"The old method of teaching grammar, i. e. deductions first and then***

examples, is not psychologically sound. It divorces grammar from literature and makes grammar lessons dull and dry. To develop a critical insight in the language and to create a lively interest in grammar, the inductive method can be used with advantage".

(A New Approach to Sanskrit)

ষোড়শ অধ্যায়

মৌখিক কাজ

[Oral Work]

॥ ভূমিকা ॥

পৃথিবীতে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর যেভাবে তাহার মনের ভাব প্রকাশ করে, সেই ভাবটি হইল মৌখিক ভাব, অর্থাৎ পৃথিবীতে সমাগত হইয়া শিশু প্রথমাবস্থাতেই মৌখিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাহার মনোভাব অভিব্যক্ত করে। শিশু তাহার পরিবেশের মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে মাতৃভাষা শ্রবণ করিয়া সেই ভাষায় মৌখিকভাবে সে তাহার মনের সকল আশয় প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং জন্মের প্রথম লগ্নেই এবং জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় যে মৌখিক পদ্ধতি মানব-শিশুর পাশে প্রধান সহায় ও অবলম্বন হিসাবে দাঁড়াইয়া শিশুকে তাহার মনোভাব অভিব্যক্তির পথে যথেষ্টভাবে সাহায্য করে, মানবশিশুর উত্তর-জীবনে বয়োবৃদ্ধিকালে অর্থাৎ শিক্ষাজীবনে ও কর্মজীবনে সেই মৌখিক পদ্ধতির গুরুত্ব যে অনেক বেশী তাহা অনস্বীকার্য।

ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মৌখিক পদ্ধতির প্রভূত গুরুত্ব সম্পর্কে সকল ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও শিক্ষাবিদ্ প্রায় একমত। অধ্যাপক *Gouin*, অধ্যাপক *Gurrey*, *Wilder*, *Penfield*, *Jespersen*, *M. M. Lewis* প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্ ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মৌখিক পদ্ধতির উপর অধিক প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ এই পদ্ধতির বিভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন। কেহ কেহ এই মৌখিক পদ্ধতিকে বলিয়াছেন, "মাতার পদ্ধতি বা *Mother's method*"; কেহ কেহ বলিয়াছেন, "প্রাকৃতিক পদ্ধতি বা *Natural method*"; আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, "কর্মমূলক পদ্ধতি বা *Activity method* বা *Action method*."

সংস্কৃত ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌখিক কাজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা যায়, মৌখিক কাজের মাধ্যমে সংস্কৃত শব্দাদি যথার্থভাবে শ্রবণ করিয়া সম্যক্‌ভাবে বোঝার জন্য শিক্ষার্থীর শ্রবণেন্দ্রিয় বা কান শিক্ষণপ্রাপ্ত হইবে। সংস্কৃত শব্দাদি উচ্চারণে জিহ্বা শিক্ষণপ্রাপ্ত হয়। নূতন নূতন শব্দ অর্জনে ও রক্ষণে মৌখিক কাজ খুব সাহায্য করে। সংস্কৃত হরফ জানার পূর্বে এবং সংস্কৃত অনুচ্ছেদ প্রভৃতি পড়ার পূর্বে শিক্ষার্থী মৌখিক কাজের মাধ্যমে সংস্কৃত নূতন শব্দ প্রভৃতির জ্ঞানার্জনে বেশ সক্ষম হয়। সংস্কৃত উচ্চারণাদির ক্ষেত্রে মৌখিক কাজ যথেষ্ট সাহায্য করে। অনুবাদ, রচনা, নূতন ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি শিক্ষার জন্য মৌখিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভিত্তি তৈয়ারী হয়। বৃহৎ শ্রেণীসমূহে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণে মৌখিক কাজের গুরুত্ব অনেক বেশী।

মৌখিক কাজের উপযোগিতা

ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পথটিকে সহজ ও ত্বরান্বিত করিয়া তোলে মৌখিক কাজ। সকল ভাষাই শুরু হয় মৌখিকভাবে। নূতন ভাষা ও অপরিচিত ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌখিক কাজ শিক্ষার্থীকে প্রেষণা প্রদান করিয়া থাকে। নূতন নূতন সংস্কৃত শব্দসম্ভার-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মৌখিক কাজ শিক্ষার্থীকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করে। মৌখিক কাজ সংস্কৃতশব্দাদি যথার্থ ও বিধিসম্মতভাবে উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট সাহায্য করে; নূতন নূতন শব্দের সাহায্যে ছোট ছোট বাক্য তৈয়ারী করিয়া শিক্ষার্থী যাহাতে কথা বলিতে পারে, সেই বিষয়ে ইহা শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে; ছোট ছোট সংস্কৃত প্রশ্নের সংক্ষেপে সংস্কৃত ভাষাব উত্তর প্রদানে ইহা শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে; ইহা সরল সংস্কৃতে কথা বলিতে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে স স্কৃত ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিতে ও অতি প্রয়োজনীয় ব্যাকরণেব নিয়মাবলীর ব্যবহারে শিক্ষার্থীকে অধিক সাহায্য করিয়া থাকে।

মৌখিক কাজের ক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দাবলীর নিয়মসঙ্গত যথার্থ উচ্চারণ-প্রক্রিয়া, শব্দাবলীর যথার্থ ক্ষেত্রে সুষ্ঠু প্রয়োগ, উচ্চারণ ও প্রযোগক্ষেত্রে স্পষ্টতা, ব্যাকরণ নিয়মাবলীর সঠিক প্রয়োগ, বাচিক অভিনয়, সক্রিয়তা একরূপতা-সফলতা-সহযোগিতা, আন্তরিকতার সহিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে জানার ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অতীব সরল সংস্কৃতে মনের ভাব প্রকাশ করার প্রয়াস, সংস্কৃত ভাষাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া তোলার প্রচেষ্টা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যসমূহ অত্যধিক প্রয়োজনীয়।

মৌখিক কাজ সংস্কৃতে পরিচালনা করার জন্য সংস্কৃত শিক্ষকেরও কতকগুলি বিশেষ গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, সংস্কৃতভাষাকে মনের দিক্ হইতে ও বাইরের দিক্ হইতে পরম শ্রদ্ধা-ভক্তি ও আন্তরিকতার সহিত সাগ্রহে গ্রহণ করিতে হইবে। এই ভাষাব গৌরব, গুরুত্ব ও উপযোগিতা সম্পর্কে স্পষ্ট ও বিস্তৃত ধারণা রাখিতে হইবে। যুগের চাহিদা ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই ভাষাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী করিয়া তোলার চেষ্টা করিতে হইবে। ভাষাটিকে যাহাতে অতি সহজ ও সরল করা যায় এবং উপযোগী ভাষা হিসাবে প্রত্যেকের নিকট প্রতিভাত করা যায়, তাহার জন্য শিক্ষককে যত্নশীল হইতে হইবে। শিক্ষক যাহাতে নিজে অবিরাম গতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্ভুল সহজ-সরল সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিতে পারেন তাহার জন্য শিক্ষককে যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। সংস্কৃত ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে তাহার সম্যক্ ও স্পষ্ট ধারণা থাকিতে হইবে। সংস্কৃত উচ্চারণের নিয়মাবলী সম্বন্ধে শিক্ষকের যেরূপ সুস্পষ্ট ধারণা থাকিবে, সেইরূপ ঐ নিয়মাবলী শিক্ষার্থীকে ভালভাবে শিক্ষা দিবার মতন অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা তাঁহাকে অর্জন করিতে হইবে। সংস্কৃতে মৌখিক আলাপ-আলোচনা করিতে হইলে সাধারণতঃ কোন্ কোন ধরনের ত্রুটি দেখা যায় এবং সেই ত্রুটিগুলি কেমন করিয়া সুষ্ঠু উপায়ে দূরীভূত করিয়া শিক্ষার্থীকে সংস্কৃতে কথা বলিতে সক্ষম করা যায়, সেই সম্বন্ধে শিক্ষকের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। শিক্ষার্থীর মাধ্যমে মৌখিক কাজকে দ্রুত সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য শিক্ষককে হইতে হইবে অত্যন্ত

মৌখিক কাজের ক্ষেত্রে সংস্কৃত শিক্ষকের গুণাবলী

সক্রিয় ও তৎপর। এই ক্ষেত্রে সংস্কৃতভাষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, আন্তরিকতা-আগ্রহ-সক্রিয়তা, রসিকতা মনের সজীবতা, ব্যবহারের মাধুর্য, অসীম ধৈর্য প্রভৃতি গুণগুলি সংস্কৃত শিক্ষকের অবশ্যই থাকা দরকার।

মৌখিক কাজ পরিচালনার জন্য শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের বা পূর্ব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর অতি-পরিচিত সাধারণ সংস্কৃত শব্দাদি লইয়া উহাদের সাহায্যে ছোট ছোট বাক্য মুখে মুখে তৈয়ারী করিতে শিক্ষার্থীকে শিখাইবেন। যথা, এতৎ পুস্তকং মম, মম বন্ধুঃ গ্রামে তিষ্ঠতি, এষা মম লেখনী, বালকঃ পুস্তকং পঠতি, শিক্ষকঃ অস্মাকং গুরুঃ প্রভৃতি। শিক্ষক সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস হইতে ভারতের প্রাচীন গৌরবময় বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সুন্দর সুন্দর ঘটনাগুলিকে রসিকতার আশ্রয়ে গল্পের ছলে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপিত করিবেন।

মৌখিক কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষকগৃহীত পদ্ধতিসমূহ

শিক্ষক শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার্থীর পরিবেশ হইতে সংগৃহীত বিভিন্ন ধরনের বস্তু আনয়ন করিবেন এবং চিত্র বা অনুকৃতিও আনিবেন। তারপর বিশেষ বস্তু বা চিত্র বা অনুকৃতি দেখাইয়া শিক্ষক শিক্ষার্থীকে মাতৃভাষায় সেই বিশেষ বস্তুটির নাম বা ছবিতে দৃশ্যমান জিনিসটির নাম বলিতে বলিবেন। তারপর সংস্কৃত ভাষায় সেই নামগুলি বলিতে বলিবেন। শিক্ষার্থী যদি কিছু ভুল করিয়া থাকে, শিক্ষক তখন সেই ভুল সংশোধন করিয়া নির্ভুল সংস্কৃতে সেই নামগুলি বলিবেন ও শিক্ষার্থীকেও সংস্কৃতে ঐগুলির পুনরাবৃত্তি করিতে বলিবেন। শিক্ষক কোন বস্তু বা ছবি দেখাইয়া শিক্ষার্থীকে সংস্কৃতে প্রশ্ন করিবেন। যেমন, পুস্তক দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, "কিম্ এতৎ ?" চক্ষু দুইটি দেখাইয়া প্রশ্ন করিবেন, "এতয়োঃ কিং নাম ?" "এতাভ্যাং কিং প্রয়োজনম্ ?" ইত্যাদি। শিক্ষার্থী যাহাতে সংস্কৃতে এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেয়, তাহার জন্য শিক্ষক তাহাকে সর্বদা সর্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন।

শিক্ষক কিছু কিছু কার্যমূলক প্রশ্ন করিবেন। বই লইয়া পড়িবার সময় শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিবেন, "কিং করোমি অধুনা অহম ?" কোন শিক্ষার্থী কোন কিছু যখন বলিতেছে তখন শিক্ষক অপর শিক্ষার্থীকে বলিবেন, "তব বন্ধুঃ রামঃ কিং বদতি অধুনা ?" ইত্যাদি। এইভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মাধ্যমে এই সকল কার্যশৃঙ্খলামূলক প্রশ্নের উত্তর প্রথমে মাতৃভাষায় ও পরে সংস্কৃত ভাষায় আদায় করিবেন। অতএব, এই স্তরে সংস্কৃত শিক্ষকের প্রধানতম কর্তব্য হইবে পরিচিত ও সাধারণ সংস্কৃত শব্দাদির দ্বারা ছোট ছোট সংস্কৃত বাক্য রচনা করানো, সেই সকল বাক্যদ্বারা শিক্ষার্থীর পরিপার্শ্বের পরিবেশ হইতে পরিচিত ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষার্থীর মনোভাবকে বা সেই ঘটনা বা বস্তুর বর্ণনাকে সংস্কৃতে প্রকাশ করানো এবং সর্বোপরি, শিক্ষার্থীর উত্তর শোনার পর শিক্ষকের কর্তব্য হইল সেই উত্তরগুলিকে আরও মার্জিত ও সুবিন্যস্ত পন্থায় নির্ভুল সংস্কৃতে প্রকাশ করা ও শিক্ষার্থীগণকে শিক্ষকের উত্তরগুলিকে পুনরাবৃত্তি করিতে বলা।

তারপর শিক্ষক সংস্কৃতে ছোট ছোট প্রশ্ন করিবেন এবং শিক্ষার্থীর নিকট হইতে

মৌখিক উত্তর নিবেন। শিক্ষার্থীরাও যাহাতে নিজেদের মধ্যে সংস্কৃতে এই ধরনের প্রশ্ন করে এবং নিজেরাই সংস্কৃতে ঐ প্রশ্নের উত্তর দেয়, শিক্ষক তাহার সুবন্দোবস্ত করিবেন। এই ধরনের কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তরের নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল :—

প্রশ্ন	উত্তর
কিং তব নাম ?	মম নাম রামঃ ভবতি।
কুত্র ত্বং বসসি ?	অহং বীরসিংহ ইতি গ্রামে বসামি।
অধুনা ত্বং কিং লিখসি ?	অহং পত্রং লিখামি।
কুত্র ত্বং পত্রং লিখসি ?	মম পিতরং মাতরং চ প্রতি পত্রং লিখামি।
ইত্যাদি।	

সংস্কৃতে মৌখিক কাজকে দ্রুত সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক শ্রেণীর মধ্যে, মাঝে মাঝে শ্রেণীর বাইরে শিক্ষার্থীর সহিত মেলামেশার সময় কার্যশৃঙ্খলামূলক (*Action-Chains*) প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা করিবেন। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া এই ধরনের প্রশ্ন করা যাইতে পারে। বিদ্যালয়ের কাজকর্মকে কেন্দ্র করিয়াও প্রশ্ন করা যাইতে পারে। শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন কাজের উপর ভিত্তি করিয়াও শিক্ষক প্রশ্ন করিতে পারেন। শিক্ষকের এই স্থলে প্রধান লক্ষ্য হইবে, প্রশ্নকারীর (শিক্ষকের বা শিক্ষার্থীর) প্রশ্নের উত্তর নির্ভুল সংস্কৃতে শিক্ষার্থীরা যাহাতে প্রদান করে এবং প্রশ্ন করা। উত্তর-প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কোন অসুবিধা হইলে সেই অসুবিধা দূর করিতে শিক্ষককে সঙ্গে সঙ্গে স্নেহপূর্ণ আন্তরিক সহানুভূতির সহিত অগ্রসর হইতে হইবে।

মৌখিক কাজের ক্ষেত্রে পরবর্তী স্তর হইল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সরল সংস্কৃতে কথোপকথন। এই কথোপকথনের সময় প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থী মাতৃভাষার সাহায্যও লইতে পারে। উদাহরণ—

১। বিদ্যালয়ে প্রবেশলাভায় কস্যচন নব শিক্ষার্থিনঃ আগমনম্ (*A new student comes for admission*)।

(যস্যাং শ্রেণ্যাং নবশিক্ষার্থী পঠিতুম্ ইচ্ছতি সঃ তস্য অভিভাবকেন সহ তস্যাঃ শ্রেণ্যাঃ শিক্ষকং নিকষা গত্বা শিক্ষকং প্রণম্য তিষ্ঠতি।)

শিক্ষকঃ—কিং তব নাম ?

শিক্ষার্থী—মম নাম শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ।

শিক্ষকঃ—কিং তব পিতুঃ নাম ?

শিক্ষার্থী—মম পিতুঃ নাম শ্রীপ্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ।

শিক্ষকঃ—কিং করোতি তব পিতা ?

শিক্ষার্থী—বিরলাপুরবিদ্যালয়ে শিক্ষকতাং করোতি।

শিক্ষকঃ—কস্যাং শ্রেণ্যাং ত্বং পঠিতুম্ ইচ্ছসি ?

শিক্ষার্থী—ষষ্ঠ শ্রেণ্যাং পঠিতুম্ ইচ্ছামি।

শিক্ষকঃ—ত্বং কতি বর্ষীয়ঃ ?

শিক্ষার্থী—একাদশ বর্ষীয়ঃ অহম্।

শিক্ষকঃ—কুত্র তব আবেদনপত্রম্?

শিক্ষার্থী—(অভিভাবকাৎ আবেদনপত্রং গৃহীত্বা) ইদং মম আবেদনপত্রম্।

শিক্ষকঃ—(দৃষ্ট্বা) তব আবেদনপত্রম্ ন সুষ্ঠু লিখিতম্।

আবেদনপত্রং সুষ্ঠু লিখিত্বা আগামীকল্যং বুধবাসরে অত্র আনয়। বিদ্যালয়ে প্রবেশমূল্যস্বরূপং (*admission fees*) রৌপ্যপঞ্চকম্ অপি আনয়।

(কলিকাতা নগরীম্ অধিকৃত্য মিত্রয়োঃ সংবাদঃ)

প্রভাতঃ—গৌতম। ভারতবর্ষে কা নগরী শ্রেষ্ঠা?

গৌতমঃ—অহং মন্যে যদ্ ভারতবর্ষে কলিকাতা নগরী শ্রেষ্ঠা।

প্রভাতঃ—সত্যম্। কলিকাতা অতীব রমণীয়া নগরী। কুত্র সা অবস্থিতা?

গৌতমঃ—ভাগীরথ্যাঃ বামে পুলিনে সা অবস্থিতা।

প্রভাতঃ—ভাগীরথীবক্ষসঃ কঃ তাবৎ শোভাং বর্দ্ধয়তি?

গৌতমঃ—নির্মিতঃ বিশালঃ লৌহসেতুঃ অস্যাঃ শোভাং বর্দ্ধয়তি।

প্রভাতঃ—সাধারণতয়া অস্যাং নগর্যাম কিং প্রায়শঃ বয়ং পশ্যামঃ?

গৌতমঃ—প্রাসাদতুল্যাঃ বহবঃ অট্টালিকাঃ প্রায়শঃ দৃশ্যন্তে।

প্রভাতঃ—নগর্যাঃ কিং প্রধানং বৈশিষ্ট্যম্?

গৌতমঃ—ইয়ং নগরী অতীব জনাকীর্ণা। অস্যাঃ পন্থানশ্চ সততং জনাকীর্ণাঃ। দেশীয়াঃ বিদেশীয়াঃ চ বহবঃ লোকাঃ অত্র বসন্তি। অত্র দর্শনযোগ্যানি বহূনি বস্তূনি সন্তি।

প্রভাতঃ—দর্শনযোগ্যানাং বস্তূনাং মধ্যে একস্য বস্তুনঃ উল্লেখং কুরু যদ্ ভবতে রোচতে অধিকম্।

গৌতমঃ—পশুশালা একম্ দর্শনযোগ্যম্ বস্তু যদ্ মহ্যম্ অতীব রোচতে।

প্রভাতঃ—পশুশালায়াং কিম্ অস্তি?

গৌতমঃ—পশুপক্ষীকুম্ভীরাদয়ঃ বহবঃ জন্তবঃ সন্তি।

মৌখিক কাজের পরবর্তী স্তর হইল বিশেষ বিশেষ বিষয় বা ঘটনার সংস্কৃতে সংক্ষিপ্ত বর্ণন অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলা যায় ***Simple description in Sanskrit.*** শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে সংস্কৃতভাষায় যে সকল বিষয় বর্ণনা করিতে বলিবেন সেই বিষয়গুলি শিক্ষার্থীর অতি-পরিচিত পরিবেশ হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ষড়্ঋতুবর্ণনম্-গ্রামবর্ণনম্-বর্তমানযুবসমাজঃ-ভ্রমণস্য উপযোগিতা-কৃষিব্যবস্থা প্রভৃতি। এই ক্ষেত্রে শিক্ষক চার্ট, অনুকৃতি, চিত্র ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারেন। চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষক ছোট ছোট প্রশ্ন করিতে পারেন এবং শিক্ষার্থীর নিকট হইতে সেই প্রশ্নের উত্তর লইতে পারেন। এইভাবে যখন শিক্ষকের সকল প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীরা সহজ সংস্কৃতে তাহাদের সাধ্যমত প্রদান করিবে, তখন শিক্ষক সকলের উত্তর গ্রহণ করিয়া নিজে সহজ সংস্কৃতে একবার বা দুইবার সেই বিষয়ের বর্ণনা প্রদান করিবেন এবং তারপর পুনরায় শিক্ষার্থীদের উহা বর্ণনা করিতে বলিবেন।

অনেক সময় কোন বিশেষ বিষয়ের উপর কতকগুলি সংকেতমূলক বাক্য (*Suggestive points*) শিক্ষক বোর্ডে লিখিয়া দিয়া সেই সংকেত-বাক্যগুলির উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষার্থীদিগকে ঐ বাক্যগুলির সম্প্রসারণপূর্বক মৌখিকভাবে সহজ সংস্কৃতে বিষয়টির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে বলিতে পারেন। নিম্নে ইহার একটি উদাহরণ দেওয়া হইল—

রেডিয়ো যন্ত্রং শ্রেষ্ঠং যন্ত্রম্—অস্য আবিষ্কারকঃ ইতালী বাস্তব্যঃ—বর্তমানে সর্বত্র ইদং দৃশ্যতে—যন্ত্রম্ ইদং সুসভ্য-সামাজিকানাং সবিধে প্রয়োজনীয়াং ভূমিকাং গৃহ্লাতি—আর্থিকে রাজনৈতিকে সামাজিকে চ ক্ষেত্রে অস্য উপযোগিতা—শিক্ষাক্ষেত্রে অস্য সপ্রয়োজনত্বম্—মূল্যায়নম্।

মৌখিক কাজের আর একটি স্তর হইল গল্প বলা। এই ক্ষেত্রে শিক্ষক যেরূপ শিক্ষার্থীকে গল্প শুনাইবেন, তেমনি শিক্ষার্থীকেও সংস্কৃতে গল্প বলাইবেন। গল্প বলার জন্য শিক্ষার্থী যাহাতে উৎসাহ ও আগ্রহ পায় তাহার জন্য শিক্ষককে অত্যন্ত উদ্যোগী হইতে হইবে। এই সকল গল্পের বিষয়বস্তু প্রাচীনকাব্য মহাকাব্য-পঞ্চতন্ত্র-আধুনিক গ্রন্থাদি-চন্দ্রাভিযান সংক্রান্ত অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক বিষয় প্রভৃতি হইতে গৃহীত হইবে। শিক্ষক এই ক্ষেত্রেও চার্ট-চিত্র-সাংকেতিক বাক্য প্রভৃতি ব্যবহার করিতে পারেন এবং ইহাদের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপর গল্প রচনা করিবার জন্য শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দিবেন।

ইহা ছাড়া ভাষণ, বিতর্ক, আবৃত্তি-নাট্যাভিনয় প্রভৃতির ভূমিকাও মৌখিক কাজের ক্ষেত্রে অনেক বেশী। মাঝে মাঝে কোন বিশেষ উৎসবাদি উপলক্ষ্যে শিক্ষকমণ্ডলী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগিতা, শিক্ষার প্রয়োজন, ভারত-মহিমা, দেশের উন্নতিবিধান, মহাপুরুষদের জীবনী প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া সংস্কৃত বিতর্ক প্রতিযোগিতা (বিজ্ঞান বনাম সাহিত্য, সহশিক্ষা, কলম বনাম তরবারি, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক), সংস্কৃত আবৃত্তি (গীতা, গীতগোবিন্দ, সংস্কৃত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যাদি, সংস্কৃতে অনূদিত আধুনিক কবিদের কবিতা, শিক্ষক বা শিক্ষার্থীরচিত সংস্কৃত কবিতা প্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়া), সংস্কৃত নাট্যাভিনয় (মহাকবি কালিদাস-ভাস-শূদ্রক-ভবভূতি-ভট্টনারায়ণ-হর্ষ-রাজশেখর প্রভৃতি স্বনামধন্য কবির নাটক, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিখ্যাত কবির নাটকের, শেক্সপীয়ার প্রভৃতি বিদেশী লেখকের নাটকের সংস্কৃত অনুবাদ, শিক্ষক বা শিক্ষার্থী রচিত ছোট ছোট সংস্কৃত নাটক প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া) প্রভৃতির আয়োজন করিতে পারেন এবং এই সকল অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা যেরূপ সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করিবে, শিক্ষকদিগকেও সেইরূপ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষার্থীরা যাহাতে এই বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা পায়, তাহার জন্য শিক্ষককে সর্ববিধ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

সুতরাং ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, সংস্কৃত মৌখিক কাজের উন্নতির জন্য ও এই কাজকে সফল করিবার জন্য সংস্কৃত উচ্চারণ, সংস্কৃত নূতন নূতন শব্দসম্ভার, সংস্কৃতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশভঙ্গী প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষকের যথেষ্ট পরিমাণে

সুপ্রবেশ থাকা প্রয়োজন এবং সংস্কৃত ভাষার প্রতি থাকা উচিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর আন্তরিক শ্রদ্ধাশীল মর্যাদাসম্পন্ন মনোবৃত্তি। শিক্ষার্থীকে সংস্কৃত মৌখিক কাজের প্রতি সমাকৃষ্ট করিবার জন্য শিক্ষককে গ্রহণ করিতে হইবে সহানুভূতিপূর্ণ আন্তরিকতাযুক্ত সহযোগিতার ভূমিকা।

এইভাবে মৌখিক শিক্ষার বিভিন্ন দিক্ লইয়া আলোচনা করিলে পর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে পড়িয়া থাকে।

(১) মৌখিক শিক্ষা সংস্কৃত ভাষার ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য সর্বভাষার ক্ষেত্রেই উচ্চারণ-পদ্ধতিতে অশুদ্ধতা ও অস্পষ্টতা দূরীভূত করিতে সাহায্য করে।

(২) মনের ভাবকে প্রকাশ করিয়া শিশু অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করে। মানসিক ভাবের প্রকাশের ক্ষেত্রে অক্ষমতা দেখা দিলে শিশুর মনে ব্যাধির বা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিতে পারে। মৌখিক শিক্ষা বা মৌখিক কাজ মানসিক ব্যাধির হাত হইতে শিশুকে রক্ষা করে।

(৩) ভাষার বিবিধ রীতির বিভিন্ন উচ্চারণের সঙ্গে শিক্ষার্থীদিগকে পরিচিত হইতে সাহায্য করে।

(৪) প্রকাশ-ভঙ্গীর ও বলার ক্ষমতার বৃদ্ধিসাধন করিয়া শিক্ষার্থীদের বাচনিক ক্ষমতা, মানসিক সুস্থতা ও মানসিক চিন্তা-ভাবনার প্রকাশের ক্ষেত্রে সৎসাহসিকতার পরিচয় আনয়ন করে।

মৌখিক কাজকে সফল করার জন্য শিক্ষকের উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বর আদর্শ ও স্বাভাবিক হওয়া চাই এবং শিশু যাহাতে শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারে, সেইদিকে তাঁহাকে বিশেষ সুদৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই সকল পদ্ধতি অবলম্বন করিবার পর ভাষা-ব্যবহারে শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা দিবে, সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচয় হইবে, শিশুর মধ্যে জাগিবে সুন্দর ব্যক্তিত্ব এবং শিশুর জীবন-পথ হইবে সুগম।

সপ্তদশ অধ্যায়

সংস্কৃত গদ্য পড়ানোর পদ্ধতি

(Method of Teaching Sanskrit Prose)

সংস্কৃত গদ্য বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে—বর্ণনামূলক, জীবনীমূলক, অভিনয়মূলক, রচনামূলক ও কাহিনীমূলক।

বর্ণনামূলক গদ্য

বর্ণনামূলক গদ্যের প্রধান উদ্দেশ্য হইল—বর্ণনার রীতি, শৈলী ও ভঙ্গিমার সহিত সুপরিচিতি, কল্পনাদৃষ্টির বিস্তৃতি এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণবোধ।

জীবনীমূলক গদ্য

জীবনীমূলক গদ্য পড়াইবার উদ্দেশ্য হইল—চারিত্রিক প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির বিশ্লেষণ, পূর্বতন মহাপুরুষদের জীবনী সম্পর্কে সাধারণ ধারণা, উন্নতমানের চরিত্রের ভাবাদর্শ সম্বন্ধে ধারণা এবং চরিত্রের বিকাশ সাধনের ও মানোন্নয়নের ধাপগুলির সহিত পরিচয়।

অভিনয়মূলক গদ্য

অভিনয়মূলক গদ্যের লক্ষ্য হইল—একটি জীবনের (ব্যক্তিগত বা পারিবারিক) বিশেষ সময়ে বিশেষ ঘটনার উদ্‌ঘাটন, কথোপকনের বিশেষ রীতির সহিত পরিচিতি, অভিনয়ের গতি ও প্রকৃতি এবং বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সংগতি বজায় রাখিয়া পরম্পরাক্রমে সুবিন্যস্তভাবে শ্রোতা বা দর্শকের উৎকণ্ঠা সৃজনপূর্বক কিভাবে নাটকেব অগ্রগতি হইতেছে, তাহার প্রতি সজাগ দৃষ্টি স্থাপন, নাটকীয় শিল্পের সহিত প্রীতিবোধ, অভিনয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্নভাবে প্রকাশ এবং নাট্যরসোপলব্ধি।

কাহিনীমূলক গদ্য

কাহিনীমূলক গদ্য পড়ানোর উদ্দেশ্য হইল—কাহিনী সম্পর্কে ধারণাপোষণ, কাহিনী বিস্তারের রীতির সহিত পরিচিতি, কল্পনার বৃদ্ধিসাধন এবং চরিত্রশিক্ষণ।

গদ্যপাঠের উদ্দেশ্য :—

মোটের উপর, সাধারণভাবে গদ্যপাঠের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে বলা যায়—

(ক) ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সহিত শিক্ষার্থীর পরিচয়।

(খ) সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত শিক্ষার্থীর পরিচয়।

(গ) পঠনীয় বিষয়বস্তুর সহিত শিক্ষার্থীর পরিচয়।

(ঘ) সঠিক উচ্চারণ সহযোগে উচ্চৈঃস্বরে সংস্কৃত গদ্যপাঠে শিক্ষার্থীকে সক্ষম করিয়া তোলা।

(ঙ) নূতন সংস্কৃত শব্দাদি অধিগত করিতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।

(চ) শিক্ষার্থী যাহাতে পঠনীয় বিষয়বস্তুর রসাস্বাদ করিয়া সাহিত্যের আনন্দভোগে নিমজ্জিত থাকে, সেই বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।

(ছ) গদ্যপাঠের সময় শিক্ষার্থী যাহাতে কোন বাক্য বা অংশ পড়িয়া সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে পারে, সেই বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করা।

(জ) গদ্যপাঠের সময় শিক্ষার্থী যাহাতে নূতন নূতন সংস্কৃত শব্দসমষ্টি, বাগ্‌ধারা ও প্রবাদসমূহ আয়ত্ত করিতে পারে, সেই বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করা।

(ঝ) গদ্যপাঠের অবকাশে শিক্ষার্থী যাহাতে সংস্কৃত গল্পাদি নীরবে পাঠ করিয়া হৃদয়ংগম করিবার অভ্যাস গড়িয়া তোলে, অনুবাদ-রচনা প্রভৃতি বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে এবং জটিলতর ব্যাকরণের নিয়মাবলী সহজে বুঝিতে ও প্রয়োগ করিতে পারে, সেই বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করা।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে সংস্কৃত গদ্য পড়াইবার সময় যদি সর্বতোভাবে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করেন এবং শিক্ষার্থীর এই সংক্রান্ত সকল জিজ্ঞাসার উত্তর সহানুভূতি ও প্রীতির সহিত প্রদান করেন, তাহা হইলে সংস্কৃত গদ্য পড়াইবার যে উদ্দেশ্যগুলি উপরে বলা হইল, তাহা সম্পূর্ণভাবে সার্থক হইবে অবশ্যই।

সংস্কৃত গদ্য পড়াইবার প্রাক্কালে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের সেই অংশটি খুলিতে বলিবেন, যে অংশটি তিনি পড়াইবেন। তারপর তিনি সেই গদ্য অংশটি সরবে পড়িবেন। একবার সরব পাঠ দিবার পর সেই অংশে কঠিন সন্ধি, সমাস, শব্দ প্রভৃতি থাকিলে শিক্ষার্থীর পূর্ণ সহযোগিতায় শিক্ষক সেইগুলি সহজভাবে ভাঙ্গিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন এবং অন্য যে-কোন ধরনের বিষয়বস্তু বোঝার অসুবিধা থাকিলে শিক্ষার্থীর পূর্ণ সহযোগিতায় শিক্ষক তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিবেন। সরব পাঠ দিবার সময় শিক্ষক সুষ্ঠু উচ্চারণের সকল নিয়ম অনুসরণ করিবেন। শিক্ষকের পঠন-ভঙ্গী ও উচ্চারণরীতি হইবে স্পষ্ট এবং আদর্শমূলক। তাঁর কণ্ঠস্বর হইবে সুমধুর ও স্পষ্ট। শিক্ষার্থী যাহাতে একাগ্রচিত্তে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আগ্রহসহকারে শিক্ষকের সুষ্ঠু উচ্চারণরীতিসহ আদর্শ সরব পাঠ শ্রবণ করে, শিক্ষক সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন।

তারপর শিক্ষকমহাশয় একের পর এক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সেই বিশেষ গদ্যাংশটি সরবে পাঠ দিতে বলিবেন। যথার্থ উচ্চারণরীতি সহযোগে শিক্ষার্থীরা ঠিকভাবে সরব পাঠ দিতেছে কি-না, তাহা শিক্ষক সযত্নে লক্ষ্য রাখিবেন। প্রয়োজনবোধে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক প্রত্যেকটি বাক্য ভালভাবে সরবে পড়িয়া শিক্ষার্থীদিগকে সমস্বরে প্রত্যেকটি বাক্য সরবে পাঠ *(chorus-loud reading)* দিতে বলিতে পারেন। যাহাই হউক্, শিক্ষক যখন বুঝিবেন যে, শিক্ষার্থী পঠনীয় বিষয়বস্তুর যথার্থ উচ্চারণরীতি সহযোগে আদর্শ সরব পাঠ দিতে সক্ষম, তখন গদ্যাংশটি ভালভাবে ব্যাখ্যা করিয়া তিনি শিক্ষার্থীদিগকে অংশটির নীরব পাঠ দিতে বলিবেন। পাঠের সময় যদি কোন শিক্ষার্থী কোন কিছু ভুল করিয়া থাকে, তাহা হইলে শিক্ষক যে সকল শিক্ষার্থী ঐ ভুলের সংশোধন করিতে সক্ষম তাহাদিগকে হাত তুলিতে নির্দেশ দিবেন এবং প্রয়োজনানুসারে একজন, দুইজন বা তিন বা চারজন শিক্ষার্থীকে সংশোধনরূপটি বলিতে বলিবেন। যদি কোন শিক্ষার্থী সংশোধনরূপটি ঠিকভাবে বলিতে পারে, তাহা হইলে ভাল; যদি না পারে বা আংশিক পারে, তখন শিক্ষক

গদ্যপাঠন প্রক্রিয়া

শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় সংশোধনরূপটি বলিয়া দিবেন এবং তাহা ভালভাবে ব্যাখ্যা করিয়া শিক্ষার্থীদিগকে ঐ সংশোধিত রূপটি যথোচিতভাবে একাধিকবার উচ্চারণ করিতে বলিবেন। শিক্ষার্থীদিগের পাঠ্য গদ্যাংশটির সম্যক্‌বোধের ও উপলব্ধির জন্য শিক্ষক প্রয়োজন-অবকাশে কঠিন শব্দের অর্থ, প্রকৃতি-প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস প্রভৃতি ব্ল্যাকবোর্ডের উপর স্পষ্ট করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া লিখিয়া দিবেন। উচ্চারণনরীতি সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বিশেষ চিত্র বা অনুকৃতি সহযোগে শিক্ষার্থীকে ভালভাবে বুঝাইয়া দিবেন

গদ্যের বিষয়বস্তু পরিস্ফুটনে প্রণালীসমূহ :—

সংস্কৃত পদ, বাক্য, বাক্‌রীতি প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিবার জন্য শিক্ষক নিম্নবর্ণিত বিধি বা প্রণালীগুলি অবলম্বন করিতে পারেন :

(ক) প্রকাশন-প্রণালী, (খ) প্রয়োগ-প্রণালী, (গ) তুলনা-প্রণালী;
(ঘ) ব্যুৎপত্তি-প্রণালী, (ঙ) অনুবাদ-প্রণালী, (চ) টীকা-টিপ্পনী-প্রণালী;
(ছ) অভিধান-প্রণালী, (জ) প্রসঙ্গ-প্রণালী।

প্রকাশন-প্রণালী

প্রকাশন-প্রণালী অনুযায়ী শিক্ষক সংস্কৃত শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে মৌখিক কাজ বা সংবাদ-পদ্ধতির প্রবর্তনের সময় যখন শিক্ষার্থীকে কোন নূতন কথা শিক্ষা দিবেন তখন তিনি সেই কথাটির সদৃশ কোন বস্তু বা চিত্র উপস্থাপন করিয়া শিক্ষার্থীর পূর্ণ সহযোগিতায় সেই কথাটির অর্থ ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে প্রকাশ করিবেন, যাহাতে শিক্ষার্থী সহজে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে পারে। যেমন, "বিমান" কথাটি বুঝাইবার সময় বিমানের চিত্রের সাহায্যে বা শিক্ষার্থীকে শ্রেণীকক্ষের বাহিরে আনিয়া আকাশে সত্যকারের একটি বিমান দেখাইয়া (যদি সম্ভব হয়) শিক্ষক বলিবেন—কঃ এষঃ? শিক্ষার্থী তাহার সাধ্যমত উত্তর দিবে। তারপর শিক্ষক বলিবেন—অয়ং বিমানঃ—বি অর্থাৎ পক্ষী অথবা আকাশঃ, মানঃ অর্থাৎ পরিমাণঃ, আকৃতিঃ অথবা শব্দঃ। অতএব, পক্ষিণঃ পরিমাণঃ আকৃতিঃ বা ইব পরিমাণঃ বা আকৃতিঃ যস্য সঃ, অথবা, আকাশে শব্দঃ যস্য শ্রুতঃ ভবতি স এব বিমানঃ। বঙ্গ-ভাষয়া উড়োজাহাজঃ (আকাশে উড্ডীয়মানঃ জাহাজঃ), আঙ্গল বা ইংরেজী ভাষয়া "এরোপ্লেন" (*aeroplane*) ইতি চ কথ্যেতে।

"কদা" এই অব্যয়টির অর্থ বোঝাইবার জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিতভাবে শিক্ষার্থীর নিকট ইহা প্রকাশ *(Elicit)* করিতে পারেন—

রামঃ শ্যামং সোমবাসরে চুঁচুড়ানগর্য্যাঃ কৈরী প্রেক্ষাগৃহে অপশ্যৎ—চুঁচুড়ানগর্য্যাঃ কৈরী প্রেক্ষাগৃহে রামঃ শ্যামং কদা (কস্মিন্ দিবসে) অপশ্যৎ?

জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ অদ্য সায়ং নবমঘটিকায়াং (*9 P. M.*) তস্য অধ্যাপকং গৌতম চট্টোপাধ্যায়ং সাক্ষাৎ করিষ্যতি—শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিবেন, কদা জয়দেবঃ তস্য অধ্যাপকং গৌতমং সাক্ষাৎ করিষ্যতি? (কস্মিন্ সময়ে)

এইভাবে শিক্ষার্থীর পূর্ণসহযোগিতায় শিক্ষক "কদা" অব্যয়টির অর্থ প্রকাশ করিয়া,

বোর্ডে লিখিবেন—কদা ইত্যস্য অর্থঃ—কস্মিন্ দিবসে, কস্মিন্ সময়ে বা। বঙ্গভাষয়া "কখন" "কোন্ সময়ে" আঙ্গল ভাষয়া "*when*" ইতি চ দ্যোত্যেতে।

প্রয়োগ-প্রণালী অনুসারে শিক্ষক সংস্কৃত বিভিন্ন কঠিন শব্দ, পদ, বাক্‌রীতি বা প্রবাদকে বাক্যের মধ্যে ব্যবহার করিয়া শিক্ষার্থীকে সহজেই উহাদের অর্থ ও প্রয়োগভঙ্গী সম্পর্কে শিক্ষা দিতে পারেন। যেমন, অথ কিম্ (*yes*)—"আসনং গৃহাণ" ইতি রাজ্ঞঃ বচনং শ্রুত্বা মুনিঃ বদতি—অথ কিং, রাজন্! আসনং গৃহ্লামি (আসন গ্রহণ করুন—রাজার এই বাক্য শুনিয়া মুনি বলছেন—হ্যাঁ, রাজা, আসন গ্রহণ করছি—***please take seat—hearing this word the sage says—yes, king! I am taking seat.***)

প্রয়োগ-প্রণালী

জাতু (***ever, at any time, perhaps, scarcely***)—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি (***No desire is ever gratified by the enjoyment of its objects***—কাম্যবস্তু ভোগের দ্বারা ভোগের কামনার কখনও নিবৃত্তি হয় না)। অদ্ধা (***Truly, evidently, really, in truth***—সত্যই, প্রকৃতপক্ষে)—অদ্ধা বিচ্ছিন্নমিদম্ (***Truly, it is separated.***—সত্যই ইহা বিচ্ছিন্ন।)

বরম্ (***rather, better than***—অপেক্ষাকৃত ভাল)—যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা (***A prayer made to a well qualified person even if it is unsuccessful is rather to be preferred to a successful request made to a low person***—নিকৃষ্ট (নির্গুণ) ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করিয়া সে প্রার্থনা যদি পূর্ণও হয়, আর উচ্চমানের গুণী ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করিয়াও তাহা যদি ফলপ্রসূ না হয়—তথাপি এই দুইয়ের মধ্যে নিকৃষ্টের নিকট প্রার্থনা করা অপেক্ষা গুণী ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা অনেক শ্রেয়ঃ।)

তুলনা-প্রণালী অনুসারে শিক্ষক সমার্থক-বিপরীতার্থক-সদৃশব্যাকরণগত-বৈশিষ্ট্যবাহী—ভিন্নার্থবোধক সমোচ্চারণমূলক প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ ও পদসমূহকে তুলনামূলক ভিত্তিতে ভালভাবে শিক্ষা দিতে পারেন। যেমন, সমার্থক—পত্নী, পাণিগৃহীতি, দারা, কলত্র, স্ত্রী, সহধর্মিনী, জায়া, ভার্যা প্রভৃতি।

তুলনা-প্রণালী

বিপরীতার্থক—দিবসঃ—রজনী, জীবনম্—মরণম্, বন্ধুতা—শত্রুতা, সাহসিকতা—ভীরুতা, প্রবেশঃ—প্রস্থানম্, সৃষ্টিঃ—ধ্বংসঃ প্রভৃতি।

সদৃশ ব্যাকরণগতবৈশিষ্ট্যবাহী—দণ্ডাদণ্ডি—মুষ্টিমুষ্টি-বাহুবাহবি। দাশরথিঃ-রাবণিঃ-যৌধিষ্ঠিরঃ-আর্জুনিঃ। দিশ্যম্-বন্যম্-রহস্যম্-আদ্যম্। শ্রেয়স্কঃ-ভিক্ষুকঃ-দূতকঃ-পীতকঃ।

ভিন্নার্থবোধক সমোচ্চারণমূলক—বিত্তম্ = লব্ধম্-জ্ঞাতম্-বিচারিতম্-খ্যাতম্-ধনম্।

ভবঃ = উৎপত্তিঃ-স্থিতিঃ-প্রাপ্তিঃ-সত্তা-জলমূর্তিঃ-মহাদেবঃ-মঙ্গলম্-সংসারঃ।

শারদম্ কালীনঃ-নূতনঃ-প্রশান্তঃ-বিনীতঃ-অপ্রতিভৎ সংস্কারঃ = শুদ্ধি-উদ্দীপ্তকরণম্-শাস্ত্রাভ্যাস জন্য ব্যুৎপত্তিঃ-স্মৃতিহেতুমনোবৃত্তিগুণবিশেষঃ-পূর্বজন্মবাসনা-বেগঃ-পাকঃ-দশবিধশুদ্ধিজনিত-ব্যাপারঃ।

ব্যুৎপত্তি-প্রণালী অনুসারে শিক্ষক অপেক্ষাকৃত জটিল সংস্কৃত শব্দ-পদাদিকে নিম্নলিখিতভাবে শিক্ষার্থীর নিকট সমুপস্থাপিত করিতে পারেন। যেমন, জিজ্ঞাসতে —জ্ঞাতুম্ ইচ্ছতি। √জ্ঞা ক্র্যাদিগণ, সনন্ত, আত্মনেপদ, কর্তৃবাচ্য, লট্, প্রথম পুরুষ, একবচন।

তাদর্থ্যে চতুর্থী (বা)—তাদর্থ্যে চতুর্থী স্যাৎ। তস্মৈ কার্যায় ইদং তদর্থম্। তস্য ভাবঃ তাদর্থ্যম্ (ব্রাহ্মণাদিত্বাৎ ষ্যঞ্) তন্নিমিত্তম্ ইত্যর্থঃ। তত্র চতুর্থী স্যাৎ।

সংস্কৃতঃ—সম্—কৃ+ক্ত (কর্মণি)

> সম্—সুট—কৃ+ক্ত (কর্মণি) (সমঃ সুটি)
("সম্পরিভ্যাং করোতৌ ভূষণে ইতি সুট্")
> সম্ স্ উ ট্ কৃ ক্ত ('ট্' ইতি বর্ণঃ ইৎ-সংজ্ঞাপ্রাপ্তঃ লুপ্তো বা)
> সম্ স্ উ কৃ ক্ত (উকারঃ উচ্চারণার্থম্)
> সম্ স্ কৃ ক্ত
> সং স্ কৃ ক্ত (মোঽনুস্বারঃ)
> সং স্কৃ ক্ ত ("ক্" ইতি বর্ণঃ ইৎসংজ্ঞাপ্রাপ্তঃ)
> স ং স্কৃ ত

যদ্যপি=যদি অপি
> য দ্ ই অ পি
> য দ্ (ই+অ) য্ (য়) পি
("ইকো যণচি" এই সূত্রানুসারে ই+অ কারে মিলিয়া এখানে য্ (য়) হয়)
> যদ্ য্ (য়) পি
> য দ্ য় পি
> য দ্য পি

শিশবঃ চন্দ্রং দৃষ্ট্বা হৃষ্যন্তি
> দৃশ্ ক্ত্বাচ্ ("সমানকর্তৃকয়োঃ পূর্বকালে" ইতি ক্ত্বাচ্)
> দৃশ্ ক্ ত্বাচ্
> দৃ শ্ ক্ ত্বা চ্ (উচ্চারণার্থঃ চকারঃ)
> দৃ শ্ ক্ ত্বা (ককারঃ ইৎ সংজ্ঞা প্রাপ্তঃ)
> দৃশ্ ত্বা
> দৃ শ্ ত্ বা
> দৃ ষ্ ট্ বা (—"ষ্টুনা ষ্টুঃ" ইতি টকারঃ)
> দৃ ষ্ ট্বা
> দৃষ্ট্বা।

চেচ্ছিদ্যতে=পুনঃ পুনঃ ছিনত্তি এই অর্থে
ছিদ্+যঙ্=ছিদ্ ছিদ্ যঙ্ (দ্বিত্বম্)
ছিদ্ যঙ্ ("হলাদি শেষঃ")

> চি ছিদ্ যঙ্ ("অভ্যাসে চর্চ")
> চে ছিদ্ যঙ্ ("গুণো যঙ্ লুকোঃ")
> চে ছিদ্ য্ তে ("তঙ্")
> চেৎ ছিদ্ য্ তে ("দীর্ঘাৎ" ইতি তুক্)
> চেৎ ছি দ্ য় তে
> চেৎ ছিদ্য তে
> চেৎ ছিদ্যতে
> চেচ্ছিদ্যতে ("শ্চুত্বম্")

অনুবাদ-প্রণালী অনুসারে শিক্ষক নূতন নূতন সংস্কৃত শব্দ বোর্ডে লিখিয়া শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় তাহার অর্থ উদ্‌ঘাটন করিয়া মাতৃভাষায় তাহার অর্থ বোর্ডে লিখিয়া দিবেন এবং তাহা শিক্ষার্থী তাহার খাতায় তুলিয়া লইবে। শিক্ষকেব নিকট হইতে মূল শব্দ ও তাহার অর্থ ভালভাবে বুঝিয়া লইয়া শিক্ষার্থী উহা খাতায় তুলিবে। এই প্রণালীর দ্বারা শিক্ষার্থী যেরূপ বহু নূতন সংস্কৃত শব্দের সংস্পর্শে আসে, সেইরূপ অন্যদিকে সংস্কৃত হইতে মাতৃভাষায় বা ইংরেজী ভাষায় এবং মাতৃভাষা বা ইংরেজী ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিতে ধীরে ধীরে সক্ষম হইয়া উঠে। এই প্রণালী অনুসারে শিক্ষক কিভাবে শিক্ষা দিবেন, তাহা উদাহরণস্বরূপ নিম্নে দেখানো হইল—

অনুবাদ-প্রণালী

বহুশঃ—রামঃ বহুশঃ অর্থাৎ বারংবারং তত্র (যাতি) গচ্ছতি। বহুশঃ ইত্যস্য অর্থঃ তর্হি কঃ ? ইত্যস্য অর্থঃ—বারংবারম্, প্রায়েণ, মুহুঃ।

বঙ্গভাষয়া বারবার, প্রায়ই ইতি অর্থঃ দ্যোতিতঃ। আঙ্গল ভাষয়া *oft, often, frequent, many times* ইতি অর্থঃ কথ্যতে।

ধাত্রী—ইয়ং নারী মে ধাত্রী অর্থাৎ ধারণং পালনং লালনং শুশ্রূষাং বা করোতি। "ধাত্রী" ইত্যস্য অর্থঃ—উপমাতা। সেবিকা। বঙ্গভাষয়া ধাই, সেবিকা ইতি কথ্যতে। আঙ্গলভাষয়া *Nurse, attendant* ইতি উচ্যতে।

যুগপৎ—শিক্ষকস্য বচনং শ্রুত্বা সর্বে শিক্ষার্থিনঃ যুগপৎ অবদন্। বঙ্গভাষয়া অস্য অর্থঃ—একই সঙ্গে। আঙ্গলভাষয়া অস্য অর্থঃ—***Simultaneously, happening at the same time.***

গবাক্ষঃ—গৃহে বায়োঃ আলোকস্য চ প্রবেশার্থং গবাক্ষস্য সপ্রয়োজনত্বম্ অস্তি। বঙ্গভাষয়া অস্য অর্থঃ বাতায়ন, জান্‌লা আঙ্গলভাষয়া অস্য অর্থঃ—***window, an opening in a wall of a room.***

টীকা-টিপ্পনী-প্রণালী অনুযায়ী শিক্ষক সংস্কৃত বিষয়টি শিক্ষার্থীর নিকট ভালভাবেই উপস্থাপিত করিতে পারেন। তবে, এই প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দেওয়া উচ্চ-শ্রেণীতে বিশেষ করিয়া স্নাতকশ্রেণীতে সম্ভবপর। প্রাচীনকালে এবং এখনও টোল্ চতুষ্পাঠী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত বিষয়কে শিক্ষার্থীর নিকট পরিস্ফুত করার উদ্দেশ্যে এই টীকা-টিপ্পনীকে আশ্রয় করা হইত এবং এখনও করা হয়। উদাহরণ—

(ক) কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈর্যঃ সমাম্নাতপূর্বঃ (ধ্বন্যালোক) (অভিনবগুপ্তের টীকালোচনা।)—অথ প্রাধান্যেনাভিধেয় স্বরূপমভিদধদপ্রধানতনয়া প্রয়োজন প্রয়োজনং তৎসম্বন্ধং প্রয়োজনং চ সামর্থ্যাৎ প্রকটয়ন্নাদিবাক্যমাহ—কাব্যস্যাত্মেতি। কাব্যাত্ম শব্দ সন্নিধানাদ্বুধশব্দোঽত্র কাব্যাত্মাববোধনিমিত্তক ইত্যভিপ্রায়েণ বিবৃণোতি কাব্যতত্ত্ব-বিদ্ভিরিতি। আত্মশব্দস্য তত্ত্বশব্দেনার্থং বিবৃণ্বানঃ সারত্মপরশাব্দবলক্ষণ্যকারিত্বং চ দর্শয়তি ইতি শব্দঃ।

(ডঃ রামসাগর ত্রিপাঠির তারাবতী টীকা)—ইসী অভিপ্রায়সে মূলমে "বুধ" কা অর্থ কিয়া গয়া হৈ "কাব্যতত্ত্ববেত্তা"। যহাঁ পর কাব্যাত্মা শব্দকে "আত্মা" শব্দ কা অর্থ কিয়া গয়া হৈ "তত্ত্ব"। "তত্ত্ব" শব্দ কা অর্থ হৈ জিসকা স্বরূপ কভী বাধিত ন হো। ইস প্রকার ধ্বনি কী সাররূপতা তথা দূসরে শব্দো সে উসকী বিলক্ষণতা ব্যক্ত কী গঈ হৈ। আশয় যহ হৈ কি যহা পর ধ্বনি কো কাব্যাত্মা কহা হৈ। আত্মা কা অর্থ হৈ "আত্মা কে সমান"।

(খ) সাধর্ম্যমুপমা ভেদে (কাব্যপ্রদীপ)

বৈদ্যনাথের টীকা—নন্ব সাধর্ম্যস্য প্রতিযোগ্যনুযোগিনিরূপ্যতয়া তদনভিধানে ন্যূনত্বং লক্ষণ বাক্যস্যেতি চেৎ ন। আক্ষেপাদুপমানোপমেয়রূপয়োস্তয়োর্লাভাৎ।

(গ) আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শোহ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃ পাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি॥ (মেঘদূত)

মল্লিনাথের সঞ্জীবনী—আশা এব বন্ধঃ আশাবন্ধঃ (কর্তা) প্রণয়ি প্রেমযুক্তম্ অতএব কুসুমসদৃশং সুকুমারম্ ইত্যর্থঃ। অতএব বিপ্রয়োগে বিরহে সদ্যঃ পাতি সদ্যো ভ্রংশনশীলম্ অঙ্গনানাং হৃদয়ং জীবিতম্। (হৃদয়ং জীবিতে বিত্তে বক্ষস্যাকুতয়োঃ ইতি শব্দার্ণবঃ)। প্রায়েণ রুণদ্ধি প্রতি বধ্নাতি। (অর্থান্তরন্যাসঃ।)

(ঘ) শব্দঃ সংস্কারহীনো যো গৌরিতি প্রযুযুক্ষিতে।
তমপভ্রংশমিচ্ছন্তি বিশিষ্টার্থনিবেশিনম্॥ (বাক্যপদীয়)

ভাবপ্রদীপ—গৌরিতি প্রযুযুক্ষিতে গৌরিতি প্রযোক্তুমিষ্টে যঃ সংস্কারহীনঃ শব্দঃ গাব্যাদির্নিষ্পদ্যতে বিশিষ্টার্থনিবেশিনম্ বিশিষ্টে সাস্নাদিমত্যর্থে নিবিশমানং তামভ্রংশমিচ্ছন্তি।

অভিধান-প্রণালী অনুসারে শিক্ষক সংস্কৃত গদ্য পড়াইবার সময় কোন এক বিশেষ শব্দ বুঝাইবার জন্য অভিধান হইতে সমার্থবোধক একাধিক শব্দ উদ্ধৃত করিতে পারেন এবং ইহার ফলে শিক্ষার্থীও অভিধানের সাহায্যে সংখ্যাতীত সংস্কৃত শব্দ আয়ত্ত করিতে পারে। যেমন,

**শ্রীঃ—শ্রীর্বেষরচনা শোভা সংপৎসরলশাখিষু।
বাণীলক্ষ্মীলবঙ্গেষু বিষবিল্বে চ। ইতি বিশ্বঃ।**

সাধুত্বম্—সাধু শুদ্ধৌ রম্যে চ। ইতি হলায়ুধঃ।

উদ্বেগঃ—উদ্বেগস্ত্বরিতে ক্লেশে ভয়ে মন্থরগামিনি। ইতি শব্দার্ণবঃ।

মেচকঃ—কালশ্যামলমেচকাঃ ইতি অমরঃ।

মন্দাকিনী—গঙ্গা মন্দাকিনী ভাগিরথী চ বিয়দাপগা ইতি রত্নমালা।

প্রজ্ঞা—প্রমাদরহিতং জ্ঞানং প্রজ্ঞানম্ ইতি অগস্ত্যঃ।

শ্বাপদঃ—শ্বাপদা হিংস্রজন্তবঃ ইতি সংসারাবর্তঃ।

প্রসঙ্গ-প্রণালী অনুসারে পঠনীয় বিষয়টি যাহাতে শিক্ষার্থী ঠিকভাবে বুঝিতে পারে, সেইজন্য যে সকল শব্দ বা ঘটনার প্রসঙ্গ বা বিস্তৃত বিবরণ উপস্থাপন করা প্রয়োজন, শিক্ষক সেইগুলি প্রসঙ্গক্রমে যদি ভালভাবে বলিয়া দেন, তাহা হইলে শিক্ষার্থীর সুবিধা হয়। যেমন,

(ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ) শিবাজী – মার্হাট্টা রাজ্যের স্থাপয়িতা। পুণার অনতিদূরে শিউনরি দুর্গে ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দে জন্ম। প্রতাপশালী রাজা। ইঁহাকে মুঘল সম্রাট্‌রাও ভয় পাইতেন। গেরিলা যুদ্ধে ইনি সুদক্ষ। পরে তাঞ্জোর ও নিকটবর্তী প্রদেশসমূহের তিনি ছিলেন স্বাধীন নৃপতি। ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু। ইত্যাদি।

(ভৌগোলিক প্রসঙ্গ) রামগিবি পর্বত—অনেকে বলেন, যে চিত্রকূট পর্বতে রামচন্দ্র আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহাই রামগিবি পর্বত। কেহ বলেন, ইহা উত্তর নাগপুরের রামটেক্ পর্বত। কেহ বলেন, নর্মদা নদীর উৎসস্থল অমরকূটের নিকট রামগড পর্বতটিই রামগিরি পর্বত।

(পৌরাণিক প্রসঙ্গ) রন্তিদেব—ইনি দশপুরের রাজা। ভরতের বংশে ইঁহার জন্ম। ইনি সংক্রিতির পুত্র। ইনি বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁর বিখ্যাত ধেনু যজ্ঞেব ফল হিসাবে চর্মণ্বতী নদী (বর্তমানে চম্বল নদী) বর্তমান।

(সাহিত্য-প্রসঙ্গ) ত্রয়ীমুনি—বৈয়াকরণ পাণিনি, বার্তিক-কার কাত্যায়ন ও ভাষ্যকার পতঞ্জলি।

(অলঙ্কার-সংক্রান্ত বা নাটক-সংক্রান্ত) নান্দী—নান্দী নামক মঙ্গলাচরণ।

"আশীর্বচনসংযুক্তা স্তুতির্যস্মাৎ প্রযুজ্যতে।
দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা॥
মাঙ্গল্যশঙ্খ চন্দ্রাব্জকোককৈরবশংসিনো।
পদৈর্যুক্তা দ্বাদশভিরষ্টাভির্বা পদৈরুত॥" (সাহিত্যদর্পণ)

(ছন্দ-সংক্রান্ত) যতিঃ—

"যতির্জিহ্বেষ্ট বিশ্রামস্থানং কবিভিরুচ্যতে।
—সা বিচ্ছেদবিরামাদ্যৈঃ পদৈর্বচ্যা নিজেচ্ছয়া॥"

জিহ্বার ঈপ্সিত বিশ্রামস্থানকে যতি বলা হয়।

এই সকল প্রণালী অনুসারে সংস্কৃত শব্দাদি ব্যাখ্যা করার পর শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পাঠ্য সংস্কৃত গদ্যাংশটির নীরব পাঠ দিতে বলিবেন এবং নীরব পাঠ সম্পূর্ণ হইলে শিক্ষক ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। এই সকল প্রশ্নের উত্তর যথোচিতভাবে দিতে পারিলে শিক্ষক বুঝিবেন শিক্ষার্থী বিষয়টি পড়িয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে এবং বিষয়টি সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু ধারণা লাভ করিয়াছে।

তারপর বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করিয়া নূতন নূতন সংস্কৃত শব্দ, বাক্য, অনুবাদ,

সন্ধি-সমাস, শূন্যস্থান-পূরণ, ব্যাখ্যা, সরলার্থ, নূতন আহৃত ব্যাকরণের নিয়মাবলী প্রভৃতির উপর শিক্ষক শিক্ষার্থীকে গৃহকাজ দিতে পারেন এবং এই গৃহকাজ যাহাতে শিক্ষার্থী ঠিকভাবে সম্পাদন করে, তাহা শিক্ষক যত্নের সহিত লক্ষ্য রাখিবেন।

পরিশেষে বলা যায়, অন্যান্য পাঠের ন্যায় সংস্কৃত গদ্য-পাঠেরও মনস্তত্ত্বভিত্তিক কতকগুলি লক্ষণ থাকিবে—

গদ্যপাঠের প্রয়োজনীয় লক্ষণাবলী ঃ—

(ক) সমগ্র পাঠ্য বিষয়বস্তুর হৃদয়গ্রাহী রসমধুর সাবলীল আদর্শ সরব পাঠ।

(খ) রসসঞ্চারী পাঠের দ্বারা পাঠ্যাংশটির মর্ম-গ্রহণে, বিষয়বস্তুর অর্থগৌরব, ধ্বনি-মূল্য, চিত্রমূল্য, নান্দনিক মূল্য ও শিল্পসৌন্দর্য উপভোগে পঠন-শক্তি, ভাষা-জ্ঞান ও আত্মাভিব্যক্তির ক্ষমতার বিকাশের পথে লক্ষ্য রাখা।

(গ) শিশুমনে পাঠ কতখানি রেখাপাত করিয়াছে, তাহার অবগতির দুই-একটি প্রশ্ন।

(ঘ) আগ্রহ সৃষ্টি করা।

(ঙ) পাঠ্য বিষয়ের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা-লাভের জন্য ছোট ছোট ভূমিকার মাধ্যমে পাঠঘোষণা।

(চ) পাঠ্যাংশের আদর্শ সরব পাঠ, বিষয়বস্তু, রস প্রভৃতি গ্রহণগত কয়েকটি প্রশ্ন, পাঠের গুরুত্ব ও সার্থকতা নির্ণয়, প্রশ্ননিচয়, পাঠনীয় বিষয়বস্তুর প্রয়োগ ক্ষমতাগত প্রশ্নসমূহ, প্রয়োগরীতির অনুশীলন, গৃহকর্ম প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান প্রধান ভাগে ভাগ করিয়া পাঠদান কার্যে অগ্রসর হওয়া।

অষ্টাদশ অধ্যায়

পদ্য পড়াইবার পদ্ধতি

[Method of Teaching Poetry]

পদ্য বা কবিতা বা কাব্যকে ইংরেজীতে *Poetry* বলা হয়। *Poetry* বলিতে তাহাই বুঝায় যাহা চমৎকারত্বযুক্ত। চমৎকার হইল আনন্দবিশেষ, যাহা কেবলমাত্র অনুভবের বিষয়। বাস্তব জগতের ঘটনাবলী হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া কবি সৃষ্টি করেন

কাব্যের প্রাণবস্তু

কাব্য। কিন্তু বাস্তবের ঘটনাবলীকে আমরা কাব্য বলিতে পারি না। তাহার কারণ, কাব্যের মধ্যে এমন একটা কিছু থাকে, যাহার একান্ত অভাব দেখা যায় কাব্যের ঐ উপাদানগুলির মধ্যে। বাস্তবের ঘটনাবলী হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া কবি তাহার কাব্যের মধ্যে বাস্তবাতিরিক্ত এমন একটি বস্তু সৃষ্টি করেন বা সংযোজন করেন, যাহার সাহায্যে বাস্তবের ঐ ঘটনাবলীই সহৃদয় সামাজিক বা পাঠকের নিকট সজীব হইয়া উঠে। এই অতিরিক্ত বস্তুটিকে বলা হয় কাব্যের প্রাণ।[1]

আমরা প্রতিদিন কত প্রণয়ী-প্রণয়িনীকেই দেখিয়া থাকি। তাহাদের কথা আমরা কতক্ষণই-বা মনে রাখি? কিন্তু রোমিও-জুলিয়েটের প্রেমের কথা আমরা কি ভুলিতে

রস

পারি? সুন্দরী ও রমণীয়া নারীকে দেখিয়া পুরুষ চিরকালই অবাক বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ পুরুষের তাকাইয়া থাকা আর শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হইয়া প্রণয়ী দুষ্মন্তের তাকাইয়া থাকা—এই দুইয়ের মধ্যে কি কোন পার্থক্য নাই? কত নারীই তো অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইতে জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতে যায়। সংবাদপত্রে এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই চোখে পড়ে; কিন্তু ইহাতে আমাদের মন বিশেষ বিষণ্ন হইবার অবকাশ পায় না। অথচ, প্রণয়ী মদনের মৃত্যুতে প্রণয়িনী রতির অশ্রুসিক্ত চোখ দুইটি একবার মনে পড়িলে তাহা কি মন হইতে মুছিয়া ফেলা যায়? এই সকল প্রশ্নের উত্তর একই—কাব্যের ঐ বিষয়গুলিতে এমন একটি অতিরিক্ত বস্তু আছে, যাহার অভাব দেখা যায় বাস্তবের অনুরূপ ঘটনায়।[1] বাস্তব জগৎ হইতে কবি তাঁহার সুদূরপ্রসারী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কতকগুলি উপাদান সংগ্রহ করিয়া কল্পনার আলোকে কবিমন যে কাব্যপ্রতিমা তৈয়ারী করে সেই প্রতিমার অনবদ্য রূপ দেখিয়া কবি নিজেই হন বিস্মিত। এই যে সাধারণ হইতে অসাধারণ, পার্থিবভূমি হইতে কল্পনার ভূমি, দেহ হইতে দেহাতীত, লৌকিক হইতে অলৌকিক, প্রেয়ঃ হইতে শ্রেয়ঃ, হেয় হইতে উপাদেয়, অসুন্দর হইতে সুন্দর এবং মর্ত্য হইতে স্বর্গলোকে উত্তরণ—ইহার মূলে আসল যে বস্তুটি আছে তাহাকেই বলা হয় কাব্যের ভাষায় রস, যাহাকে আমরা বলিতে পারি কাব্যের "প্রাণ"। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের মতে এই রস হইল—"দুষ্যন্তাদিগতো রত্যাদির্নটে পক্ষে দুষ্যন্তত্বেন গৃহীতে বিভাবাদিভিঃ কৃত্রিমৈরপ্যকৃত্রিমতয়া গৃহীতৈর্ভিন্নে বিষয়েঽনুমিতি সামগ্র্যা বলবত্ত্বাদনুমীয়মানো রসঃ।" আমার

শ্রদ্ধেয় আচার্য খ্যাতনামা সংস্কৃতবিদ্ ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায় বলা যায়, "*A psychological analysis of Rasa reveals that, as a mental state produced from perception of poetry, it is composed of a number of feelings that are aroused in the mind of an appreciator on hearing a poem or on witnessing a theatrical performance. ...The first and foremost of the feelings constituting Rasa is amazement.....Sympathetic and antipathetic feelings also constitute the component feelings of Rasa.... The third type of feelings constituting Rasa is the class of Recollection at feelings.....The fourth one constituting Rasa is the class of Reflectional feelings.*"

(Literary Criticism in Ancient India).

আলঙ্কারিক বিশ্বনাথের মতে,

"সত্ত্বোদ্রেকাখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥
লোকোত্তর চমৎকার প্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।
স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥"

শরীরের সহিত প্রাণের যেমন সম্পর্ক, কাব্যের সহিত রসেরও সেইরূপ সম্পর্ক। প্রাণ ব্যতীত শরীর যেরূপ অচল, সেইরূপ রস ছাড়া কাব্যের কাব্যত্বই থাকে না। রসই কাব্যের প্রধান উপজীব্য ; রসই কাব্যের মূল। কাব্যপাঠের আনন্দ কেবল অর্থবোধের আনন্দ নয়, এই আনন্দ হইল রসাস্বাদের আনন্দ। রসই আনন্দ, আনন্দই রস। অপার কাব্যসংসারে কবি হইলেন প্রজাপতি।

"অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ত্ততে॥"

জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার সৃষ্টি আপন নিয়ম-শৃঙ্খলায় বাঁধা, কিন্তু কবির সৃষ্টি কোন বাঁধনেই বাঁধা নয়। জগৎস্রষ্টা চাঁদকে আকাশেই রাখেন। তিনি ইহাকে মর্ত্যে আনিতে পারেন না ; তিনি দেবতাদের জন্যই কেবল অমৃত সংরক্ষণ করেন। মর্ত্যে মানুষ সেই অমৃত হইতে থাকে বঞ্চিত। কবি কিন্তু আকাশের চাঁদকে মর্ত্যে আনিয়া প্রিয়তমা প্রেমিকার মুখে বসাতে পারেন ; তিনি তাঁর নায়ককে তার নায়িকার অধরদেশ চুম্বনের দ্বারা অমৃতাস্বাদে করেন সৌভাগ্যশালী।) সেইজন্যই কবির নায়ক তার প্রাণ-প্রণয়িনীকে বলিতে পারে—

"ইদং বক্ত্রং সাক্ষাদ্বিরহিতকলঙ্কঃ শশধরঃ
সুধাধারাধারশ্চির পরিণতং বিম্বমধরঃ।
ইমে নেত্রে রাত্রিন্দিবমধিক শোভে কুবলয়ে
তনুর্লাবণ্যানাং জলধিরবগাহে সুখতরঃ॥"

কবির প্রত্যেকটি সৃষ্টি, প্রত্যেকটি রস আনন্দময়। বাস্তবে যাহা দুঃখ দেয়, কাব্যে

তাহা দেয় আনন্দ। বাস্তবের করুণচিত্র কবির যাদুমন্ত্রপূতভুলিকার স্পর্শে আনন্দময় হইয়া উঠে।

এই কাব্য সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন—

"তৈঃ শরীরং চ কাব্যানামলংকারাশ্চ দর্শিতাঃ।
শরীরং তাবদিষ্টার্থ ব্যবচ্ছিন্না পদাবলী॥" (দণ্ডির কাব্যাদর্শ)

"শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্"। (ভামহের কাব্যালঙ্কার)

"কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈর্যঃ সমাম্নাতপূর্বঃ।" (আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক)

"তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলঙ্কৃতী পুনঃক্বাপি" (মম্মটের কাব্যপ্রকাশ)

"সাধুশব্দার্থ সন্দর্ভ গুণালংকারভূষিতম্।
স্ফুটরীতি রসোপেতং কাব্যং কুর্বীত কীর্তয়ে॥" (বাগ্ভটালঙ্কার)

"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং দোষাস্তস্যাপকর্ষকাঃ" (বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণ)

"রমণীয়ার্থ প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্"। (জগন্নাথের রসগঙ্গাধর)

"*Kāvya is that which touches the inmost chords of the human mind, and diffusing itself into the crevices of the heart, works up a lasting sense of delight. It is an expression in beautiful form and melodious language of the best thoughts and noblest emotions which the spectacle of life awakens in the finest souls.*" (*The Master Poets of India*)

"*By poetry we mean the art of employing words in such a manner as to produce an illusion on the imagination, the art of doing by means of words what the painter does by means of colours.*" (*Macaulay*)

কবি জয়দেবের ভাষায়,

"নির্দোষা লক্ষণবতীসরীতিগুর্ণভূষিতা।
সালংকারসরানেক বৃত্তির্বাক্ কাব্যনামভাক্॥" (চন্দ্রালোক)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহোদয়ের মতে,

"বিজ্ঞানের ভিত্তি বুদ্ধি, কবিতার ভিত্তি অনুভূতি।
বিজ্ঞানের জন্মস্থান মস্তিষ্ক, কবিতার জন্মভূমি হৃদয়।
বিজ্ঞানের রাজ্য সত্য, কবিতার রাজ্য সৌন্দর্য্য।"

কবিতা পড়াইবার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হইল—

(ক) যথার্থ উচ্চারণ-রীতি সহযোগে সরবে কবিতা পড়িতে শিক্ষার্থীকে সমর্থ করা।

(খ) একক বা ঐক্যবদ্ধভাবে কবিতা আবৃত্তি করিতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।

(গ) কবিতার চিন্তাধারা ও ভাব-চিত্র সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে ধারণা লাভ করিতে সাহায্য করা।

(ঘ) কবিতার প্রতি শিক্ষার্থীর গভীর আন্তরিক প্রীতি জাগানো।

(ঙ) শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রকৃতি-প্রেম ও কল্পনা-শক্তিকে বর্ধিত করা।

(চ) শিক্ষার্থীর চারিত্রিক, মানসিক ও অনুভূতিগত দিক্‌গুলির কবিতারাজ্যের উপযোগী করিয়া পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা।

(ছ) কবিতার ধ্বনিচিত্র-ভাবচিত্র-সৌন্দর্যচিত্র-ছন্দ-অলঙ্কার-রীতি-শৈলী প্রভৃতির সহিত শিক্ষার্থীকে পরিচিত করা।

(জ) শিক্ষার্থীকে কবিতার রসাস্বাদনে বা নন্দনতত্ত্ব উপভোগে সাহায্য করা।

(ঝ) কবিতার ভাববস্তুর সহিত শিক্ষার্থী যাহাতে একাত্মতা অনুভব করে, সেই বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করা।

(ঞ) বিভিন্ন ধরনের কবিতার সৌন্দর্য-চিত্রকে ও ভাবচিত্রকে বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে দেখিয়া তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থী যাহাতে সমালোচনামূলক সুদূর-প্রসারী সাহিত্য-দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতে পারে, সেই বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করা।

এক কথায় বলা যায়, কবির জীবনী-গ্রন্থাবলী, পঠন-কবিতার গুরুত্ব, কবির বাণী, কবিতার রচনারীতি-শৈলী-গুণ-অলঙ্কার, কবিতার ভাববস্তু প্রভৃতির সহিত শিক্ষার্থীকে ভালভাবে পরিচিত করাই হইল কবিতা-পাঠের উদ্দেশ্য।

সংস্কৃত কবিতা পড়াইবার সময় শিক্ষক প্রথমে নিজে একবার কবিতাটির আদর্শ সরব পাঠ দিবেন। তারপর তিনি শিক্ষার্থীদিগকে একক বা যৌথভাবে কবিতাটি পড়িতে বলিবেন। তারপর, কোন কিছু সংশোধনের থাকিলে শিক্ষক তাহা করিয়া দিবেন। কবিতার মূল বিষয়বস্তু যাহাতে শিক্ষার্থী ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে তাহার জন্য সন্ধি-সমাস-অন্বয়-প্রত্যয়-পদার্থকথন প্রভৃতি ব্যাপারে যাহা যাহা ব্যাখ্যা করা দরকার, শিক্ষক তাহা সুষ্ঠুভাবে করিয়া দিবেন। তারপর তিনি শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বোধশক্তিসহকারে সংস্কৃত কবিতাটির নীরব পাঠ দিতে বলিবেন। তারপর, কবিতাটির ছন্দ-রীতি-গুণ-অলঙ্কার, ভাবসৌন্দর্য, বিচার-সৌন্দর্য, শিল্পচিত্র, কল্পনাচিত্র প্রভৃতির সহিত শিক্ষার্থী যাহাতে সুপরিচিত হইতে পারে, সেই বিষয়ে শিক্ষক স্বতস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীকে সহযোগিতা করিবেন। সর্বোপরি, শিক্ষকের প্রধান লক্ষ্য হইবে, যাহাতে কবিতার সর্ববিধ সৌন্দর্যচিত্রের সহিত শিক্ষার্থী পরিচিত হইয়া কবিতার রসাস্বাদনে সক্ষম হয় এবং কবির অনুভূতির সহিত ও কবিতার মূল বিষয়বস্তুর সহিত (শিক্ষার্থী তখন নিজের পরিবেশ-পরিস্থিতি ও নিজত্বকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া) অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ একাত্মত্ব (অর্থাৎ আমিই যেন কবিতার নায়ক, সম্মুখে যেন দণ্ডায়মানা আমার নায়িকা, এই আমার রাজ্য অযোধ্যা-পুরী—এই ধরনের একটি ভাব) অনুভব করিতে পারে।

কবিতা-পাঠন পদ্ধতি

তাহার পর প্রয়োজনাবকাশে শিক্ষক শিক্ষার্থীদিগকে কবিতাটির নীরব পাঠ দিতে বলিতে পারেন। তারপর শিক্ষার্থীরা কবিতাটি কতখানি বুঝিতে পারিয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্য শিক্ষক কবিতার উপর কতকগুলি প্রশ্ন করিতে পারেন। অতঃপর, শিক্ষক কবিতাটির পুনরাবৃত্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং পরে কবিতাটির বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষক গৃহকাজ দিতে পারেন।

সংস্কৃত কবিতা পড়াইবার জন্য শিক্ষক নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করিতে পারেন—(ক) অনুবাদ-পদ্ধতি, (খ) সংশ্লেষক বা দণ্ডান্বয় পদ্ধতি, (গ) বিশ্লেষক বা খণ্ডান্বয়-পদ্ধতি, (ঘ) তুলনামূলক পদ্ধতি, (ঙ) সমালোচনা-পদ্ধতি, (চ) ব্যাস-পদ্ধতি

অনুবাদ-পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃত পদ্য পড়াইবার সময় শিক্ষক কবিতার বা পঠনীয় শ্লোকের প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া পরে পুরা কবিতাটির বা শ্লোকটির অর্থকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া দিবেন। ইহার পর শিক্ষার্থী শিক্ষককে কতখানি অনুসরণ করিতে পারিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ঐ কবিতা বা শ্লোকটি মাতৃভাষায় অনুবাদ করিতে বলিবেন। যেসব কবিতা অতি সহজ এবং যাহার কাব্যিক মূল্য নাই, সেই সকল ক্ষেত্রেই এ পদ্ধতি অনুসরণ করা চলে।

অনুবাদ পদ্ধতি

সংশ্লেষক বা দণ্ডান্বয় পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষক প্রথমে সংস্কৃত শ্লোকটির সরবে আদর্শমূলক পাঠ দিবেন। তারপর উহার পদগুলি ছেদ করিয়া দেখাইবেন। তারপর ব্যাকরণের বাক্যরচনার নিয়মানুসারে শ্লোকটির কোন্ পদগুলি উদ্দেশ্য ও কোন্ পদগুলি বিধেয়, পরে কোনটি প্রধান কর্তা, কোনটি প্রধান কর্ম, কোন্টি প্রধান ক্রিয়া, পরে কোন্টি বিশেষণ, কোন্টি সর্বনাম, কোনটি অব্যয় ইত্যাদি স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়া শিক্ষক ব্যাকরণের বাক্য-বিন্যাসের পদ্ধতি-অনুসারে প্রত্যেকটি পদের স্থান বা ক্রম অনুসারে প্রত্যেকটি পদকে সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট করিবেন। অতঃপর শ্লোকটির গদ্যরূপ করিয়া উহার পদগুলি পরস্পরের সহিত কোন কোন্ সম্বন্ধে অন্বিত তাহা শিক্ষক বলিয়া দিবেন। পরে সম্পূর্ণ শ্লোকটির অর্থ শিক্ষক সহজভাষায় ব্যাখ্যা করিবেন।) সংক্ষেপে, এই ধাপগুলি এইভাবে চিত্রিত হইতে পারে—পদচ্ছেদ—>গদ্যরূপ (অন্বয়)—> সমাস-বিগ্রহ—> কঠিন শব্দাবলীর অর্থ বা পদার্থকথন—> তাৎপর্য বা সারসংক্ষেপ। (এই পদ্ধতির দ্বারা শিক্ষার্থীকে সক্রিয় ভূমিকা দেওয়া যায় না। ইহা সেইখানেই প্রযোজ্য, যেখানে শ্লোকটি জটিল এবং যাহার অন্বয় করা শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব নয়।

দণ্ডান্বয় পদ্ধতি

বিশ্লেষক বা খণ্ডান্বয় পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষক পঠনীয় বা আলোচ্য শ্লোকটির প্রথমে আদর্শমূলক সরব পাঠ দিবেন। তারপর শ্লোকটির মধ্যে কোন্টি প্রধান বাক্য ও কোন্টি প্রধান ক্রিয়া তাহা বাহির করিবেন। তারপর ছোট ছোট সংস্কৃত প্রশ্নের দ্বারা শিক্ষার্থীর নিকট হইতে শিক্ষক কোন্টি কর্তা, কোন্টি কর্ম, কোন্টি ক্রিয়া, কোন্টি অব্যয়, কোন্টি বিশেষণ ও কোন্টি সর্বনাম তাহার উত্তর লইবেন। এইভাবে সমগ্র শ্লোকের পদগুলি যখন শিক্ষার্থীর নিকট সুপরিস্ফুট হইবে, তখন শিক্ষক ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে শ্লোকের প্রত্যেকটি পদের স্থান অনুসারে ও ব্যাকরণের বাক্যবিন্যাসের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকটি পদের ক্রম ও গুরুত্বানুসারে সাজাইতে বলিবেন। পরে শিক্ষক প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নিকট হইতে উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে বাহির করিবেন এবং তারপর শিক্ষার্থীর মাধ্যমেই তিনি বাহির করিবেন শ্লোকের পদগুলি সম্বন্ধ-পরম্পরায় পরস্পরের সহিত কিভাবে

খণ্ডান্বয় পদ্ধতি

অন্বিত। ইহার পর ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর নিকট হইতে সমগ্র শ্লোকের অর্থ ধীরে ধীরে বাহির করিবেন।

এই পদ্ধতি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার্থী এইখানে সক্রিয়। ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তু এইখানে আত্মপ্রকাশ করে। এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার্থী সহজেই বিষয়বস্তুটি বুঝিতে পারে। বাক্যের অর্থ বুঝিতে হইলে তাহার যোগ্যতা-আকাঙ্ক্ষা-সন্নিধি এই বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে যে ধারণা থাকা প্রয়োজন, তাহা এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর বয়স-রুচি-আগ্রহ-মানসিক গঠন প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষক শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করেন।

তুলনামূলক পদ্ধতি

তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষক সংস্কৃত কবিতা পড়াইবার সময় ঐ কবিতার কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয়—ঐ কবিতার সাদৃশ্যবাহী অন্য কবিতাব উদ্ধৃতি—ঐ কবিতার ঠিক বিপরীত-ধর্মী কবিতার উদ্ধৃতি—ঐ কবির সহিত ভারতীয় ও অভারতীয় কবিগণের তুলনা প্রভৃতি করিবেন। উচ্চশিক্ষা স্তরেই কেবল এই পদ্ধতি অনুসরণ করা যাইতে পারে।

সমীক্ষা-পদ্ধতি

সমীক্ষা বা সমালোচনা পদ্ধতি কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষা স্তরেই অনুসরণ কবা যাইতে পারে, যেখানে শিক্ষার্থী কবিতার ছন্দ-অলঙ্কার-গুণ-রীতি-শৈলী-ভাবসৌন্দর্য-ধ্বনিচিত্র কবির জীবনদর্শন প্রভৃতি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা করিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে।

ব্যাস-পদ্ধতি

আলোচ্য কবিতাটির সহিত যে সকল পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি প্রসঙ্গ জড়িত আছে, সেইগুলিকে কেন্দ্র করিয়া তুলনামূলক ও সমালোচনামূলক ভিত্তিতে পড়ানোর পদ্ধতিকে বলা হয় ব্যাস-পদ্ধতি।

সংস্কৃত কবিতার প্রতি শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করিবার জন্য আবৃত্তি-গান-প্রতিযোগিতা-মাতৃভাষায় রচনায় বা প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক সংস্কৃত উদ্ধৃতি, সংস্কৃত কবিদের জন্মদিবস-পালন প্রভৃতি ব্যবস্থা করা উচিত।

গদ্য-ও-পদ্য-পাঠের তুলনামূলক আলোচনা :—

বর্ণনামূলক, কাহিনীমূলক, কথোপকথনমূলক, জীবনীমূলক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের গদ্যাংশ এবং বিদ্যাপ্রশস্তি, মাতৃস্তোত্র, গঙ্গাস্তোত্র, শিবস্তোত্র, দেশবন্দনা, সুভাষিতাবলী, শিবিকথা, আচার্যস্তুতি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের পদ্যাংশ পাঠদান-কালে সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয়কে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উভয়ের চরিত্রে আপাততঃ কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও মূলতঃ একটি বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে এবং তাহা হইল এই যে, পদ্য-পাঠে রসাস্বাদন যে ধরনের মুখ্য স্থানের অধিকারী এবং অন্যান্য উদ্দেশ্য যেখানে গৌণ, গদ্য-পাঠে সেখানে রসাস্বাদনের ভূমিকা থাকিলেও অন্যান্য উদ্দেশ্য সেখানে একেবারে গৌণ নয়।' 'A New Approach to Sanskrit' গ্রন্থের প্রণেতৃদ্বয় V. P. Bokil এবং N. R.

Parasnis মহোদয় দুইজনের বক্তব্যানুসারে বলা যায়,—সংস্কৃত গদ্যের পাঠদানকালে বিষয়বস্তুর সহিত সঙ্গতিস্থাপন করিয়া মাতৃভাষায় অথবা সরল সংস্কৃতে প্রস্তাবনা ব ভূমিকার প্রস্থাপন, সংস্কৃত শিক্ষকের (বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া) আদর্শ সরব পাঠ, শিক্ষার্থীদের সরব পাঠ, ব্যাকরণাদির আলোচনা, প্রশ্নোত্তর-দান, শিক্ষক-কর্তৃক বিষয়ের সহজ ব্যাখ্যা, প্রয়োগপর্বে জটিল শব্দাদির ব্যাকরণমূলক আলোচনা, অনুবাদ, শূন্যস্থান-পূরণ, বাক্য-রচনা প্রভৃতি হইবে সংস্কৃত গদ্য-পাঠনের স্তর। অপর দিকে সংস্কৃত-পদ্য পাঠনের স্তরগুলি হইল এইরূপ : পদ্যের নূতন বিষয়ের সহিত পরিচয়ের জন্য প্রাথমিক মনোহর আলোচনা সহজ সংস্কৃতে বা মাতৃভাষায়, শিক্ষক ও পরে শিক্ষার্থীদের সরস আবৃত্তি, পদ্যের ভাবচিত্র, ধ্বনিচিত্র ও সৌন্দর্য-চিত্রের উদ্‌ঘাটনপূর্বক্ রসাস্বাদনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করিয়া তোলা, পদ্যের হৃদয়াত্মার সহিত শিক্ষার্থীদের হৃদয়াত্মার তাদাত্ম্যবোধ প্রভৃতি।

উপসংহারে বলা যায়, সংস্কৃতগদ্য ও পদ্যপাঠদান-ক্রিয়ায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরিবেশ, তাহাদের রুচি, গ্রহণক্ষমতা প্রভৃতির প্রতি নজর রাখিয়া সংস্কৃতশিক্ষক পাঠদানের মাধ্যম-হিসাবে সংস্কৃত বা মাতৃভাষা অথবা উভয়কেই গ্রহণ করিতে পারেন। গদ্যপাঠে বিষয়বস্তুর আয়ত্তীকরণ, অর্থাদির অবধারণ, দুরূহ বিষয়াদির আলোচনা, শব্দবিন্যাস, বাক্যপ্রয়োগ, প্রাসঙ্গিক নানাবিধ পর্যালোচনা, রচনারীতি, লেখকের সাহিত্যমনের পরিচয় প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া সাহিত্যরসোপলব্ধিতে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করিতে হয় সংস্কৃত শিক্ষকমহাশয়কে। আবার পদ্যপাঠে বিষয়বস্তু, ব্যাকরণগত আলোচনা, রচনাশৈলী, শব্দসম্ভার-পরিচিতি, যুক্তি-বিচারমূলক আলোচনা প্রভৃতির কিছু-না-কিছু স্থান থাকিলেও সংস্কৃত শিক্ষককে প্রধানতঃ যে বিষয়ের উপর সমধিক গুরুত্ব দিতে হয়, তাহা হইল পদ্যের ভাবরসে শিক্ষার্থীর মন এমনভাবে সিক্ত হয় যে, তদ্‌গতচিত্তে সে বা তাহারা যেন পদ্যের রসামৃত পান করিয়া অভাবনীয় আনন্দ লাভ করে—যে আনন্দ অসীম, অনন্ত এবং অবর্ণনীয়।

সুতরাং পদ্যে সামগ্রিক দৃষ্টির দরকার, কিন্তু গদ্যে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টির প্রয়োজন হইতে পারে। পদ্যের আবেদন হৃদয়ের কাছে, কিন্তু গদ্যের আবেদন মস্তিষ্কের কাছেও হইতে পারে। পদ্যে আবেগ, অনুভূতির ভূমিকা মুখ্য, কিন্তু গদ্যে যুক্তি-বিচারের স্থানও একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। পদ্যে আবেগপূর্ণ উদাত্তকণ্ঠ-নিঃসৃত আবৃত্তি যতখানি প্রয়োজনীয়, গদ্যে তাহা সর্বত্র ততখানি প্রয়োজনীয় বলিয়া সমানভাবে অনুভূত নাও হইতে পারে। পদ্যে "ভাল লাগে" এই কথাটি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু গদ্যে "কেন ভাল লাগে"—এই কথাটি মূল্যবান্। গদ্য আকৃষ্ট করিতে পারে, কিন্তু পদ্য দ্রবীকরণে সমর্থ।

পদ্য নবযুবতী সুন্দরী প্রেমিকা, যে প্রেমিকের প্রেমার্ণবে নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া, প্রেমিকের হৃদয়ের সহিত নিজের হৃদয়কে যুক্ত করিয়া নিজের পৃথক্ অস্তিত্বকে কল্পনা করিতে অক্ষম। প্রেমের কবি অমরুর ভাষায়—"নু কিং মনসি কিং লীনা বিলীনা নু কিম্"।

অপর পার্শ্বে, গন্ত সুচতুর নায়ক বা প্রেমিক যে প্রেমান্ধ নয়, প্রেমকে আশ্রয় করিলেও প্রেমিকের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিতে দ্বিধাগ্রস্ত; পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সে প্রেমিকার প্রেমকে অনেক সময় কষ্টিপাথরে ঘষিয়া যাচাই করিয়া লইতে চায়। প্রেমের অমর কবি অমরুর ভাষায়: "শঠান্যস্যাঃ কাঞ্চী-মণিরণিতমাকর্ণ্য সহসা যদাশ্লিষ্যন্নেব প্রশিথিলভুজগ্রন্থিরভবঃ॥"

অষ্টাদশ অধ্যায়

রচনা, অনুবাদ ও আবৃত্তির স্থান

[Place of Composition, Translation and Recitation]

॥ ভূমিকা ॥

সংস্কৃতশিক্ষায় রচনা বা *Composition*-এর ভূমিকা অনেক বেশী ও গুরুত্বপূর্ণ। রচনা কথাটির সংজ্ঞা অতি ব্যাপক। এক কথায় বলা যায়, রচনা হইল সৃষ্টি। পরম করুণাময়ী পরমেশ্বরী এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া এই সংসারকে করিতেছেন লালন-পালন ও সংরক্ষণ। তাঁর সৃষ্ট বা রচিত এই সংসারে যে সকল জীবকে দেখা যায়, তাহারাও কিছু-না-কিছু রচনায় ব্যস্ত। পক্ষী খড়কুটা সংগ্রহ করিয়া বাসা বা নীড় রচনায় ব্যস্ত। মৌমাছি বিভিন্ন পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া মধুচক্র রচনায় ব্যস্ত। মানব প্রেমিকাও প্রেমিকের সহিত মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে অভিসারে যাওয়ার প্রাক্কালে বিভিন্ন প্রসাধন দ্রব্যাদির দ্বারা সজ্জা-রচনায় ব্যস্ত। সৃষ্টির প্রথম হইতেই এই সংসারের শ্রেষ্ঠ জীব মানবকুল হাসি-কান্নার বিচিত্র সুর রচনা করিয়া চলিয়াছে। প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু রচনা করিতে চায়, যাহার মাধ্যমে সে নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়া নিজের মনের আবেদনকে পৌঁছাইয়া দেয় অপরের হৃদয়ের দরজায়। এই অভিব্যক্তি বা প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে কেউ-বা আশ্রয় করে চিত্রকে, কেউ-বা প্রবন্ধ, কেউ-বা গল্প, কেউ-বা চিঠিপত্র, কেউ-বা কাব্য, কেউ-বা বাদ্যযন্ত্র, কেউ-বা সংগীতকে। মনের আবেদন বা ভাবকে যে যত সুষ্ঠু ও নিপুণভাবে প্রকাশ করিতে পারে, তার রচনা তত বেশী উৎকৃষ্ট।

রচনা শেখার উদ্দেশ্য :—

রচনাশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি এইরূপ—

(ক) স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহজ ও সরল এবং নির্ভুল সংস্কৃতে প্রকাশ করার যোগ্যতা অর্জন।

(খ) মাতৃভাষা হইতে সংস্কৃতে ও সংস্কৃত হইতে মাতৃভাষায় এবং ইংরেজী হইতে সংস্কৃতে ও সংস্কৃত হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করার সামর্থ্য অর্জন।

(গ) সহজ-সরল ও নির্ভুল সংস্কৃতে মনের ভাব প্রকাশ করার দক্ষতা অর্জন।

(ঘ) সংস্কৃতে চিঠিপত্র লেখা—সম্ভাষণ জানানো, আলোচনা, বক্তৃতা করা প্রভৃতি ব্যাপারে স্থায়ী অভ্যাস গড়িয়া তোলা।

(ঙ) প্রয়োজনীয় স্থলে সংস্কৃত বাক্রীতি-প্রবাদ সংস্কৃতকাব্যাদি হইতে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি প্রভৃতি প্রয়োগ করার যোগ্যতা অর্জন।

(চ) সংস্কৃতে সারাংশ ও কথোপকথন লিখিতে অভ্যাস করা।

(ছ) কোন একটি বিষয় পড়িয়া সমালোচনার দৃষ্টিতে ও তুলনামূলক পাঠের ভিত্তিতে সরল সংস্কৃতে ঐ বিষয়টি সম্পর্কে মন্তব্য-প্রকাশের সামর্থ্য অর্জন।

(জ) সরল ও মনোরম ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় ছোট ছোট কবিতা লেখা, প্রবন্ধ লেখা, দৈনন্দিন সংবাদ প্রকাশ করা, কাব্য-রচনা প্রভৃতি ব্যাপারে যোগ্যতা অর্জন।

রচনা শেখানোয় শিক্ষকের করণীয়

সুষ্ঠুভাবে রচনা শিক্ষা-করানোর জন্য সংস্কৃত শব্দাদির যথার্থ উচ্চারণ (মৌখিক রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন), নির্ভুল বানান, সুসংগঠিত ভাবধারা, প্রাসঙ্গিক আলোচনা, দ্ব্যর্থব্যঞ্জকতাশূন্য ভাবসমষ্টি, যথার্থ-পদ্ধতিমূলক ও যুক্তিভিত্তিক প্রকাশভঙ্গী, সুস্থির ভাবমানস, উচ্চাঙ্গ স্বরের প্রকাশশৈলী প্রভৃতি বিষয়গুলি শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ভালভাবে শিক্ষা দিবেন।

রচনার প্রকার

রচনা সাধারণতঃ দুই প্রকারের—মৌখিক ও লিখিত। এই মৌখিক ও লিখিত রচনার প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকারের হইতে পারে—বিষয়কেন্দ্রিক (কোন কাব্য বা প্রবন্ধ পড়িয়া সেই বিষয়ে নিজের মতকে মৌখিকভাবে বা লিখিত-ভাবে প্রকাশ করা) এবং জাগতিক ঘটনাকেন্দ্রিক (বাস্তব কোন বস্তু বা ঘটনা বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের মতকে মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে প্রকাশ করা)।

এই পুস্তকে যেখানে সংস্কৃতের মৌখিক কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে, সেইখানেই মৌখিক রচনা আলোচিত হইয়াছে। বর্তমানে এইস্থলে লিখিত রচনা সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হইতেছে—

লিখিত রচনা শুরু করিবার পূর্বে শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে খুব সতর্কতামূলক লক্ষ্য রাখিবেন।—

(ক) সংস্কৃতভাষায় মৌখিকভাবে শিক্ষার্থী যাহাতে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিতে বা যে কোন বিষয়ের বর্ণনা দিতে সমর্থ হয়।

(খ) সহজ-সরল সংস্কৃতে আলাপ-আলোচনা যাহাতে শিক্ষার্থী করিতে পারে।

(গ) শিক্ষার্থী যাহাতে দেবনাগরী হরফের সহিত সুপরিচিত হইতে পারে।

(এই দেবনাগরী হরফ শিখাইবার জন্য শিক্ষক তুলনা-নীতি [অর্থাৎ দেবনাগরী হরফের সহিত মাতৃভাষার হরফের তুলনা করিয়া] এবং অনুবন্ধ-নীতিকে [মাতৃভাষার প্রত্যেকটি হরফকে কেন্দ্র করিয়া প্রত্যেকটি দেবনাগরী হরফ শিখানো] আশ্রয় করিতে পারেন।)

(ঘ) দেবনাগরী হরফে লিখিবার সময় প্রত্যেকটি সংস্কৃত বর্ণ যেন সমান আকারের হয়; বর্ণ বা অক্ষরগুলি যেন খুব বেশী বড় বা খুব বেশী ছোট না হয়। খাতার দুই পাশে প্রান্তরেখা *(Margin)* যেন ঠিকভাবে নির্দিষ্ট থাকে। প্রত্যেকটি অক্ষর যেন সমানভাবে এই দুই প্রান্তরেখার মাঝখানে থাকে। প্রত্যেকটি বর্ণ বা অক্ষরের পারস্পরিক দূরত্ব যেন সমান হয়। যুক্তাক্ষরের সময় অক্ষরগুলির অতি-নৈকট্য যেন থাকে। সন্ধি বা সমাসের সময় পদগুলি যেন খুব সন্নিবদ্ধ হয়। অক্ষরসমূহ যেন স্পষ্ট

ও স্বচ্ছ হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী যেন প্রদত্ত লেখ্য বিষয়টি পরিষ্কারভাবে লিখিতে পারে। শিক্ষার্থীর লেখার মধ্যে যেন স্পষ্টতা, সৌন্দর্য, স্বাভাবিকতা ও যত্নশীলতার ছাপ দেখা যায়।

(ঙ) শ্রুতিলিখনে যাহাতে শিক্ষার্থী যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে।

(চ) নির্ভুল বানান লিখিতে শিক্ষার্থী যাহাতে সবদা সমর্থ হয়।

এই সকল উদ্দেশ্যগুলি সার্থক করিবার জন্য শিক্ষক সর্বদা শিক্ষার্থীকে সহায়তা করিবার নিমিত্ত সর্বতোভাবে প্রস্তুত থাকিবেন।

রচনা শিক্ষা দিবার সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীর বয়স, মানসিক স্তর, আগ্রহ, চাহিদা প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

প্রাথমিক স্তরে (যখন শিক্ষার্থীর বয়স পাঁচ হইতে সাত বৎসর, যখন তাহার মানসিক ক্ষেত্র পরিপক্ব হয় নাই, যখন সে সুবিন্যস্তভাবে বাক্য রচনা করিতে পারে না) শিক্ষক শিশুশিক্ষার্থীর নিকট কতকগুলি ভাল ভাল ছবি, অনুকৃতি, বস্তু প্রভৃতি (যেমন, কলম, ফুল, বই, ঘড়ি, ছাতা প্রভৃতি) উপস্থাপিত করিবেন এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে রসিকতার ছলে হাসিঠাট্টার মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর নিকট হইতে ঐ সকল চিত্র, অনুকৃতি বা বস্তুর নামগুলি সংস্কৃতভাষায় আদায় করিবেন এবং চেষ্টা করিবেন যাহাতে শিক্ষার্থী এই বিশেষ্য পদগুলির দ্বারা খুব ছোট ছোট সংস্কৃত বাক্য রচনা করিতে পারে।

দ্বিতীয় স্তরে, যখন শিক্ষার্থীর সংস্কৃত শব্দজ্ঞান কিছুটা বৃদ্ধি পায়, তখন শিক্ষক কৌতুকপ্রদ ছবি দেখাইয়া তাহার সাহায্যে ছোট ছোট রচনা লিখিতে দিবেন; শিক্ষার্থী যাহা দেখিয়াছে বা যাহা দেখিবার তাহার সুযোগ আছে, সেইগুলির উপর শিক্ষক ছোট ছোট রচনা লিখিতে দিবেন; মাঝে মাঝে শিক্ষক চিত্তাকর্ষক গল্প শুনাইবেন এবং শিক্ষার্থীকে তাহার নিজের ভাষায় সেই গল্পের সারাংশ লিখিতে বলিবেন।

তৃতীয় স্তরে, মহাপুরুষের জীবনী, ঋতুপর্যায়, বিশেষ নীতি-বাক্য, প্রবাদবাক্য, খেলার বর্ণনা, বৈজ্ঞানিক বিষয়, মেলার বর্ণনা, শিল্প প্রভৃতির উপর শিক্ষার্থীকে শিক্ষক বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক রচনা লিখিতে শিখাইবেন।

চতুর্থ স্তরে, বড় বড় লেখক ও কবিদের জীবনী ও সাহিত্য কার্যাবলী, বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা, যুগ-সমস্যা প্রভৃতি সংক্রান্ত রচনা লিখিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবেন।

পঞ্চম স্তরে (বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে), শিক্ষার্থী যাহাতে স্বাধীনভাবে গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস, সমালোচনামূলক রচনা প্রভৃতি সৃষ্টিধর্মী বিভিন্ন রকমের রচনা লিখিতে পারে তাহার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন।

সংস্কৃত রচনা শিক্ষাকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নিকট অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য—

(ক) সংস্কৃত ভাষায় গভীর প্রবেশ থাকা প্রয়োজন; সংস্কৃত ভাষায় স্বাভাবিক যে-কোন-কিছু প্রকাশ করার যোগ্যতা থাকা দরকার।

(খ) মনস্তত্ত্ববিদ্যায় বেশ কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

(গ) সাহিত্যকর্মের প্রতি আগ্রহ ও আন্তরিক ঝোঁক থাকা দরকার।

(ঘ) কেবল পরীক্ষার প্রয়োজন সিদ্ধির দৃষ্টিকোণ হইতে না দেখিয়া বৃহৎ পরিধির সৃজনসিদ্ধির দৃষ্টিকোণ হইতে রচনা শিক্ষাকে দেখিতে হইবে।

(ঙ) স্বরচিত গল্প পাঠ, আবৃত্তি এবং সাহিত্য-সভায় আলোচনার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(চ) দেওয়াল পত্রিকা ও মুদ্রিত পত্রিকাতে স্বাধীন লেখা প্রকাশ করার উৎসাহ দিতে হইবে। উৎকৃষ্ট স্বাধীন রচনার জন্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ছ) রচনার প্রশ্ন যেন স্পষ্ট-স্বচ্ছ ও দ্ব্যর্থব্যঞ্জকতা-বিরহিত হয়।

(জ) রচনার মধ্যে যেন আন্তরিকতা ও স্বতঃস্ফূর্তভাব বিরাজ করে।

(ঝ) রচনা হইবে সহজ-সরল ও সহজ-বোধগম্য।

(ঞ) রচনার মধ্যে কৃত্রিমতা বর্জনীয়।

(ট) রচনার ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গী এমনই হইবে, যাহাতে রচয়িতার আবেদন পাঠকের হৃদয়ে সহজে ধরা পড়ে ও পাঠকের হৃদয়ে একটি স্থায়ী ছাপ রাখিয়া দেয়।

(ঠ) রচনার বিষয়বস্তু হইবে সর্বদা আকর্ষণীয়।

(ড) রচনা যেন পাঠককে আকৃষ্ট করিয়া তাহার একাগ্রতা জাগাইতে পারে এবং পাঠক যেন রচনার বিষয়বস্তুর সহিত নিজের একটি অভিন্ন সম্পর্ক অনুভব করিতে পারে।

(ঢ) রচনার ভাষা হইবে সাবলীল, সরল, স্বচ্ছ ও স্পষ্ট।

(ণ) অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা সম্পূর্ণ বর্জনীয়।

(ত) কাহিনীর ধারাবাহিকতা থাকিতে হইবে।

(থ) রচনার প্রধান কাহিনীকে যেন উপকাহিনী অতিক্রম না করে।

(দ) উদ্ধৃতি হওয়া চাই স্থানোপযোগী।

(ধ) রচনার বিষয়বস্তু যেন পাঠককে আনন্দ দান করে।

(ন) রচনার বিষয়বস্তু পড়িয়া সহৃদয় সামাজিক যেন সহজেই রসাস্বাদন করিতে পারে।

(প) শিক্ষার্থী কেবল চারি দেওয়াল বিশিষ্ট ঘরের মধ্যে না থাকিয়া যাহাতে মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকিয়া তাহার রচনার কাজে অগ্রসর হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

রচনাকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—চিত্রকেন্দ্রিক ও স্বচ্ছন্দ।

চিত্রকেন্দ্রিক বা ***Picture Composition***-এ শিক্ষক মহাশয় কতকগুলি ছবি বা চিত্র দিয়া দেন। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে প্রয়োজন হইলে চিত্রগুলির নীচে নির্দিষ্ট

চিত্রের ইঙ্গিতাত্মক বিশেষ শব্দাবলীও বসাইয়া দিতে পারেন। ঐগুলিকে ভিত্তি করিয়া ছাত্র বা ছাত্রী সরল সংস্কৃতে রচনা লিখিবে। যেমন, এমন কয়েকটি ছবি শিক্ষক মহাশয় তুলিয়া ধরিলেন, যেখানে আছে একটি নদী, নদীর পার্শ্বে একটি বড বাড়ী, বাডীব মধ্যে ১০টি ঘর, প্রত্যেক ঘরে বেঞ্চ আছে, ব্ল্যাক্ বোর্ড আছে. বাড়ীটির দরজায় একজন দ্বারোয়ান বসিয়া আছে, কয়েকজন বালক বই লইয়া বাড়ীটির দিকে যাইতেছে। বাডীটির দরজার উপরে একটি ঘড়ি আছে। ঘডিতে তখন বেলা ১০টা ১৫ মিনিট। এই চিত্রগুলি দেখিয়া শিশুশিক্ষার্থী লিখিতে পারে: নদ্যাঃ তীরে একঃ বিশালঃ বিদ্যালয়ঃ। বিদ্যালয়ে ভবন্তি দশ প্রকোষ্ঠাঃ। কক্ষে কক্ষে বেঞ্চ বা কাষ্ঠাসনানি, বোর্ড বা কাষ্ঠফলকানি চ বিদ্যন্তে। বিদ্যালয়স্য দ্বারে উপবিষ্টঃ একঃ দৌবারিকঃ। কতি বালকাঃ পুস্তকানি গৃহীত্বা বিদ্যালয়ং প্রতি গচ্ছন্তি। দ্বারস্য উপরি একা সময়ঘটী। তত্র সময়ঃ দিবা ১০ ঘটিকা ১৫ ক্ষণঃ চ।

স্বচ্ছন্দ রচনা বা *free composition*এর ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে স্বচ্ছন্দে-সাগ্রহে সরলতম সংস্কৃতে রচনা লিখিতে প্রয়াসী হয়, সেই দিকে সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয় সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। ইহার দ্বারা সংস্কৃতভাষায় দক্ষতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইবে। তবে চিত্রকেন্দ্রিক বা *picture composition* যেইরূপ নিম্ন শ্রেণীতে প্রযোজ্য, স্বচ্ছন্দ বা *free* রচনা সেইরূপ উচ্চশ্রেণীতে প্রযোজ্য। *Free composition*-এর একটি সাধারণ নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল:

টেলিভিসন ইতি যন্ত্রবিশেষঃ—টেলিভিসন নাম যন্ত্রবিশেষঃ বহূনাং ধনিনাং গৃহে সন্তি অধুনা। রেডিও ইতি যন্ত্রবিশেষঃ যথা দরিদ্রৈঃ অপি ক্রীতঃ ভবতি টেলিভিসন ইতি অধুনা অপি ন তথা। ভবিষ্যতি কালে রেডিওবৎ টেলিভিসন ইতি যন্ত্রম্ অপি সর্বেষাং ধনীদরিদ্রনির্বিশেষাণাং জনানাং গৃহে স্থাস্যন্তি ইতি অস্মাকম আশা। রেডিও যন্ত্রবিশেষেণ সবম্ এব শ্রূয়তে, কিন্তু টেলিভিসন ইতি অনেন সবম শ্রূয়তে নয়নাভ্যাং চ সুষ্ঠু দৃশ্যতে। অতএব যন্ত্রম্ ইদম্ শ্রবণদর্শনরূপোপকরণবিশেষম্। শিক্ষাক্ষেত্রে অস্য উপযোগিতা মহতী। বহূনাং গুরুত্বপূর্ণানাং দর্শনীয়াং স্থানানাং, গুরুত্বপূর্ণানাং ঘটনানাং, প্রখ্যাতানাং ব্যক্তিবিশেষাণাং তেষাং ভাষণানাং চ অনেন যন্ত্রেণ শ্রবণং দর্শনং চ সম্যক্ এব সম্ভবতি। শিক্ষাক্ষেত্রে ইদম্ যন্ত্রম অতীব গুরুত্বপূর্ণাং ভূমিকাং গৃহ্লাতি।

এই স্থলে মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ-প্রবর্তিতত বোধগম্যতামূলক প্রশ্নের (*Comprehension Test*) অবতারণা করা যাইতে পারে। ইহার মাধ্যমেও ছাত্র-ছাত্রীরা সংস্কৃতভাষা ও তাহার প্রয়োগকৌশল আয়ত্তীকরণের ক্ষেত্রে দক্ষতা-লাভের বিশেষ সুযোগ পাইতে পারে। নির্দিষ্ট একটি অনুচ্ছেদ (*passage*) অবলম্বনে তিনটি অথবা চারিটি প্রশ্ন দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা ভালভাবে অনুচ্ছেদটি পড়িয়া প্রশ্নানুসারে সরলতম সংস্কৃতে উত্তর দিবে। এই স্থলে শিক্ষকমহোদয়ের প্রধানতম কর্তব্য হইবে অনুচ্ছেদটি বারম্বার পড়িতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা। বারবার পড়িতে পড়িতে অনুচ্ছেদটির সামগ্রিক অর্থ শিক্ষার্থীরা কতটুকু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, তাহা শিক্ষক জানিয়া লইবেন।

ইহার পরে কোন দুর্বোধ্য শব্দ বা সন্ধি বা সমাসবদ্ধ কোন জটিল পদ থাকিলে শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের পূর্ণসহযোগিতায় তাহা বা সেইগুলি ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন। পরে শিক্ষার্থীদের পূর্ণ সাহায্যেই অনুচ্ছেদটির পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ করিবেন। তাহার পর প্রশ্নসমূহের উত্তর-প্রদানে শিক্ষার্থীদের উদ্যোগী হইতে বলা হইবে। প্রথম অবস্থায় শিক্ষার্থীরা অনুচ্ছেদের ভাষাতেই উত্তর দিতে পারে। ধীরে ধীরে তাহারা যাহাতে নিজেদের সরল ভাষায় (সহজ সংস্কৃতে) উত্তর দিতে সক্ষম হয়, শিক্ষক সেই ব্যাপারে প্রয়াসী হইবেন। একটি নমুনা নীচে প্রদত্ত হইল :

কলিকাতা অতীব রমণীয়া নগরী। ভাগীরথ্যাঃ বামে পুলিনে বিরাজতে। ভাগীরথীবক্ষসি নির্মিতো বিশালঃ লৌহসেতুরস্যাঃ শোভাং বর্ধয়তি। দেশীয়া বিদেশীয়াশ্চ বহবো বণিজোঽত্র বসন্তি। দর্শনীয়ানি বহুবিধানি স্থানানি অত্র সন্তি। নয়নানন্দদায়িনী একা পশুশালা অত্র অস্তি। পশুপক্ষীকুম্ভীরাদয়ঃ বিচিত্রাঃ জন্তবঃ সন্তি। নগরী ইয়ম্ অতীব জনাকীর্ণা পন্থানশ্চ অস্যাঃ সততমেব জনাকীর্ণাঃ। ভারতস্য বিশালাসু নগরীষু ইয়ং নগরী অন্যতমা শ্রেষ্ঠা বা।

(ক) কুত্র বিরাজতে নগরী কলিকাতা ?

(খ) নগর্য্যাম্ অস্যাম্ বহবঃ লোকাঃ বসন্তি ইতি অর্থঃ অত্র কস্মিন্ বাক্যে প্রকাশতে ?

(গ) অস্যাঃ শোভাং কঃ বর্ধয়তি ?

(ঘ) মানবাঃ যথা বনস্য জন্তূন্ দ্রষ্টুং সমর্থাঃ দৃষ্ট্বা চ হৃষ্টাঃ ভবন্তি তথা রমণীয়া ব্যবস্থা নগর্য্যাম্ অস্যান্ অস্তি ইতি বাক্যস্য অর্থঃ অনুচ্ছেদস্থিতে কস্মিন্ বাক্যে দৃশ্যতে ?

উত্তরপ্রদানম্—(ক) ভাগীরথ্যাঃ বামে পুলিনে।

(খ) নগরী ইয়ম্ অতীব জনাকীর্ণা পন্থানশ্চ অস্যাঃ সততমেব জনাকীর্ণাঃ ইতি বাক্যে অয়ম্ অর্থঃ প্রকাশতে।

(গ) ভাগীরথীবক্ষসি নির্মিতো বিশালঃ লৌহময়সেতুঃ অস্যাঃ শোভাং বর্ধয়তি।

(ঘ) নয়নানন্দদায়িনী একা পশুশালা অত্র অস্তি। পশুকুম্ভীরাদয়ঃ বিচিত্রাঃ জন্তবঃ সন্তি ইতি অস্মিন্ অনুচ্ছেদস্থিতে বাক্যে উক্তস্য বাক্যস্য অর্থঃ দৃশ্যতে।

রচনা বা *composition*-এর একটি অঙ্গ অনুবাদ। অনুবাদ দুই প্রকারের হইতে পারে—মৌখিক ও লিখিত। অনুবাদ কথাটির অর্থ হইল অনুসরণ করিয়া বলা।

অনুবাদের সংজ্ঞা এক ভাষায় লেখা কোন বিষয়কে অনুসরণ করিয়া অপর ভাষায় বলার পদ্ধতিকেই বলা যায় অনুবাদ। সংস্কৃতে অনুবাদ সাধারণতঃ তিন প্রকারের হইতে পারে—

(১) সংস্কৃত ভাষা হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদ,

(২) মাতৃভাষা হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ,

(৩) পুনঃ অনুবাদ।

অনুবাদের প্রকার ঃ—

এই তিন প্রকার অনুবাদের প্রত্যেকটি আবার তিন রকমের হইতে পারে—

(ক) আক্ষরিক অনুবাদ (*literal translation*),

(খ) স্পষ্টানুবাদ (*idiomatic translation*),

(গ) ভাবানুবাদ (*sense translation*)।

ভাবানুবাদ

এক ভাষায় লেখা কোন কাহিনীর অন্য ভাষার রূপান্তর করিতে হইলে মূল কাহিনীর লেখকের রচনাশৈলী, সাহিত্যরস, বক্তব্য প্রভৃতির অনুসরণ করিতে হইবে এবং এই অনুবাদ তখনই সার্থক হইবে যখন ইহার মধ্যে থাকিবে একটি সাবলীল গতি, ভাবের সুবিন্যাস, ভাষার মাধুর্য ও ছন্দের দোলা। অনূদিত অংশ বা কাহিনী পড়িয়া বা শুনিয়া সহৃদয় পাঠক বা শ্রোতা যখন তাহা হইতে রসাস্বাদন করিয়া পরম প্রীতি ভোগ করিবেন, তখনই জানিতে হইবে অনুবাদ সার্থক। এই ধরনের অনুবাদকে বলা যায় ভাবানুবাদ।

স্পষ্টানুবাদ

প্রত্যেক ভাষারই একটি নিজস্ব ভঙ্গী আছে। যে ভঙ্গী তাহাকে প্রদান করে অপর ভাষা হইতে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য। এইরূপ কোন একটি বিশেষ ভাষার বিশেষ রীতি ও ভঙ্গীকে অনুসরণ করিয়া তাহার সেই রীতি অনুসারে অনুবাদ করাকে বল যায় স্পষ্টানুবাদ।

আক্ষরিক অনুবাদ

আক্ষরিক অনুবাদ হইল প্রতিটি অক্ষরের যথার্থ অনুবাদ। আক্ষরিক অনুবাদে সাহিত্যরস অনেকাংশে প্রতিরুদ্ধ হয়। তবে উভয় ভাষায় সমান আধিপত্য থাকিলে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় আক্ষরিক অনুবাদের ক্ষেত্রেও সাহিত্যরসকে ফুটাইয়া তোলা যায়।

অনুবাদের ভূমিকা

আজ বহু গ্রন্থই সংস্কৃত হইতে বাংলায় ও অপরাপর ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। আবার বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহও সংস্কৃতে অনূদিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যের অনেক ভাষাতেই আমাদের সংস্কৃত গ্রন্থ-সমূহ অনূদিত হইয়াছে এবং পাশ্চাত্ত্য ভাষা-নিবদ্ধ বহু গ্রন্থ আবার সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে। এইভাবে অনুবাদ আমাদের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে বৈচিত্র্য, বিশ্বসাহিত্যের আস্বাদ, সমৃদ্ধি প্রভৃতি প্রদান পূর্বক গ্রহণ করিয়া থাকে একটি উল্লেখযোগ্য মূল্যবান্ ভূমিকা।

অনুবাদের কাজ

অনুবাদশিক্ষা শিক্ষার্থীকে সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষার অনেক নূতন নূতন শব্দ শিখিতে সাহায্য করে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বাক্‌রীতি-পদার্থকথন-বর্ণনাকৌশল শব্দাবলী ব্যাকরণ সংক্রান্ত বিষয় প্রভৃতির সহিত মাতৃভাষার বা অন্যান্য ভাষার বাক্‌রীতি শব্দাবলী বাচনভঙ্গী ব্যাকরণ-বিষয়ক নিয়মাবলীর কি পার্থক্য বা কি সাদৃশ্য, তাহা বুঝিতে সাহায্য করে; একাধিক ভাষায় শিক্ষার্থীকে পারদর্শী করিয়া তুলে; বিভিন্ন দেশের মানুষের জীবনযাত্রা, চিন্তাধারা, কার্যাবলী প্রভৃতির সহিত শিক্ষার্থীকে পরিচিত করে; বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মহাপুরুষের ধ্যানধারণা, বাণী, আবিষ্কারতত্ত্ব প্রভৃতির সহিত পরিচিত করে; বিজ্ঞান-জগতের নব

নব তত্ত্ব ও তথ্য শিক্ষার্থীকে জানায়; পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের দৈনন্দিন সংবাদকে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপিত করে এবং শিক্ষার্থীর নিজের ধ্যানধারণা, চিন্তাধারা ও কাব্য-সাহিত্যকে অপর ভাষাভাষী লোকেদের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়।

সংস্কৃত হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদ শিক্ষা দিবার পদ্ধতি ঃ—

শিক্ষক যখন সংস্কৃত ভাষা হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদ শিখাইবেন, তখন তিনি এই ভাবে শিক্ষা দিতে পারেন—

(ক) শিক্ষক অনুবাদ শিক্ষা দিবার জন্য সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক হইতে বিশেষ বাক্যাবলী বা একটি বিশেষ অংশ নির্বাচন করিবেন।

(খ) নির্বাচিত অংশটি বা বাক্যসমূহ তিনি সরবে পড়িবেন।

(গ) উহার মধ্যে কোন কঠিন শব্দ বা পদ থাকিলে তাহা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পূণসহযোগিতায় শিক্ষক তাহা সহজভাবে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করিবেন।

(ঘ) তারপর শিক্ষার্থী অনুবাদ করিবে এবং তাহা পাঠ করিয়া প্রত্যেককে শুনাইবে।

(ঙ) শিক্ষক অনুবাদটি যত্নপূর্বক দেখিবেন এবং কিছু সংশোধনের থাকিলে শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন।

মাতৃভাষা হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ শিক্ষা দিবার পদ্ধতি ঃ—

মাতৃভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিবার সময় শিক্ষক এইভাবে অগ্রসর হইতে পারেন—

(ক) অনুবাদের অংশটি পাঠ্যপুস্তক হইতে শিক্ষক নির্বাচন করিবেন।

(খ) শিক্ষক এই অংশটি বোর্ডে লিখিয়া দিবেন।

(গ) অংশটির মধ্যে কোন শব্দ বা বাক্যগঠন-প্রণালী শিক্ষার্থীর নিকট দুর্বোধ্য মনে হইলে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে তাহা দেখাইতে বলিবেন এবং তারপর শিক্ষার্থীর সাহায্য লইয়া শিক্ষক সেই দুর্বোধ্য শব্দ বা বাক্যগঠন-রীতিকে সহজভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন।

(ঘ) শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় শিক্ষক দুর্বোধ্য শব্দগুলির সংস্কৃত ভাষায় কিরূপ হইবে তাহা বাহির করিবেন।

(ঙ) শিক্ষার্থী তখন অংশটির সংস্কৃতে অনুবাদ করিবে।

(চ) অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে শিক্ষক একের পর এক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অনুবাদটি পড়িতে বলিবেন এবং সেই স্থলে কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকিলে শিক্ষার্থীদের পূর্ণ সহযোগিতায় সেই ভুলের স্বরূপটি বাহির করিয়া শিক্ষক তাহা সংশোধন করিয়া বোর্ডে লিখিয়া দিবেন।

(ছ) এইভাবে ভুল সংশোধনের পর শিক্ষক পুনরায় অংশটিকে সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে নির্দেশ দিবেন।

(জ) তারপর পুনরায় লিখিত অনুবাদ-অংশটি শিক্ষক নিজে দেখিয়া যদি কিছু পরিবর্তন বা সংযোজনের থাকে তাহা করিয়া দিবেন।

পুনরনুবাদ *(Re-translation)* শিখাইবার পদ্ধতি নিম্নে দেওয়া হইল—

(ক) শিক্ষক পুনরনুবাদের জন্য পাঠ্যপুস্তক হইতে একটি অংশ নির্বাচন করিবেন।

(খ) শিক্ষার্থীকে শিক্ষক ঐ অংশটি সংস্কৃত হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদ করিতে বলিবেন এবং সেই স্থলে যদি কিছু ভুল থাকে, তাহা শিক্ষার্থীর সহায়তায় শিক্ষক সংশোধন করিয়া দিবেন।

(গ) বেশ কিছুদিন পর যখন শিক্ষার্থীর মন হইতে ঐ অনুবাদের বিষয়টির কথা অপগত বা দূরীভূত হয়, তখন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সেই খাতাটি আনিতে বলিবেন, যে খাতাতে শিক্ষার্থী একদিন সেই অনুবাদটি করিয়াছিল।

(ঘ) তখন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সেই অনুবাদটির পুনরনুবাদ করিতে বলিবেন অর্থাৎ যেটিকে একদিন শিক্ষার্থী সংস্কৃত হইতে বাংলায় অর্থাৎ মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়াছিল, সেইটিকে শিক্ষক পুনরায় অনূদিত মাতৃভাষা হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ করিবার জন্য শিক্ষার্থীকে নিদেশ করিবেন।

(ঙ) তারপর শিক্ষার্থী যখন সংস্কৃতে ইহা অনুবাদ করিবে, তখন শিক্ষক তাহাকে তাহার অনূদিত সংস্কৃতের সহিত আসল বা মূল সংস্কৃত অংশটির তুলনা করিতে বলিবেন।

(চ) কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকিলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পূর্ণ সহযোগিতায় তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন এবং কিছু পরিবর্তন বা সংযোজন করিতে হইলে ঐ একইভাবে শিক্ষক তাহা করিয়া দিবেন।

অনুবাদ-শিক্ষাকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য শিক্ষক সর্বদাই লক্ষ্য রাখিবেন যাহাতে শিক্ষার্থী নূতন নূতন শব্দ, স্থান বিশেষে প্রাসঙ্গিক শব্দ প্রয়োগ, সরস বাক্য রচনা, বাক্যগঠন, সৌন্দর্যবোধ, ণত্ব ও ষত্ব-বিধান, সন্ধি, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, অব্যয়, স্ত্রীপ্রত্যয়, কারক, বিভক্তি, সমাস, তদ্ধিত-প্রকরণ, কৃৎ-প্রত্যয় প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ধারণা লাভ করিতে পারে। এই সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু ধারণা থাকিলে তাহার পক্ষে অনুবাদ-শিক্ষায় সাফল্য অর্জন করা সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

উপসংহার

॥ আবৃত্তি ॥
(Recitation)

ভূমিকা—সংস্কৃত শিক্ষায় আবৃত্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যে রহিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। প্রাচীনকালে এই আবৃত্তির উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইত। পাঠশালা পদ্ধতিতে এই আবৃত্তির মূল্য অনেক বেশী। এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার্থী যখন শিক্ষা গ্রহণ করিত, তখন তাহাকে গুরুর নিকট ব্যাকরণের সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কাব্য, স্মৃতি, জ্যোতিষ, দর্শন প্রভৃতি পঠনীয় সকল বিষয়ই ভালভাবে অধিগত করার পর

আবৃত্তি করিয়া শুনাইতে হইত। বর্তমানেও সংস্কৃত শিক্ষায় এই আবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা যে কিছু আছে, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন।

সার্থক আবৃত্তি শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষকের প্রধানতম কর্তব্য হইবে শিক্ষার্থীকে সুষ্ঠু উচ্চারণ-রীতি শিক্ষা দেওয়া ; এবং যথার্থ উচ্চারণ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সংস্কৃত ধ্বনিতত্ত্ব-সম্বলিত পুস্তকাদি পড়াইবেন। টেপ রেকর্ডারে বড় বড় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণগুলি যদি ধরা থাকে, তাহা হইলে টেপ রেকর্ডার চালাইয়া ঐ সুষ্ঠু উচ্চারণ তাহাদের শুনাইতে হইবে। শিক্ষার্থীর কণ্ঠস্বর যাহাতে স্পষ্ট ও মধুর হয়, তাহার ব্যবস্থা শিক্ষক করিবেন। আবৃত্তি করিবার সময় কোথায় কণ্ঠস্বর উচ্চ হইবে, কোথায় নিম্ন হইবে, কোথায় বলার গতি দ্রুত করিতে হইবে, কোথায় গতি হ্রাস করিতে হইবে, কোথায় শ্বাসাঘাত পড়িবে, কোথায় অর্থযতি পড়িবে, কোথায় ছন্দোযতি পড়িবে, পর্ব ও পর্বাঙ্গক কাহাকে বলে, উচ্চারণ কোথায় হ্রস্ব বা দীর্ঘ বা প্লুত হইবে—এই সকল বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ভালভাবে শিক্ষা দিবেন। যাহারা ভাল আবৃত্তি করিতে পারে, তাহাদের আবৃত্তি যাহাতে শিক্ষার্থী শুনিতে পায় শিক্ষক তাহার বন্দোবস্ত করিবেন। আবৃত্তি শিখিবার জন্য শিক্ষার্থীর যে সকল বিষয়ে সুষ্ঠু ধারণা থাকা প্রয়োজন, সেই সকল বিষয়ে শিক্ষকের আরও অধিক গভীর জ্ঞান থাকা দরকার।

আবৃত্তি শিক্ষার সার্থকতা আনয়নে শিক্ষকের কর্তব্য

আবৃত্তি শিখাইবার পদ্ধতি হিসাবে শিক্ষক প্রথমতঃ আবৃত্তির বিষয়টি নির্বাচন করিবেন। শিক্ষার্থীর বয়স, আগ্রহ, রুচি, মানসিক সংগঠনের স্তর প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষক নিজে বিষয়টি নির্বাচন করিবেন। আবৃত্তির বিষয়টির মধ্যে দুরূহ শব্দাদি থাকিলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন। তারপর শিক্ষক নিজে বিষয়টিকে আদর্শমূলক সরব পাঠের মাধ্যমে আবৃত্তি করিবেন। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনবোধে শিক্ষক আরও একবার যথার্থ উচ্চারণ সহযোগে ধীরগতিতে বিষয়টি আবৃত্তি করিতে পারেন। অতঃপর শিক্ষক প্রয়োজনীয় উচ্চারণ-রীতির নির্দেশ সহ বিষয়টিকে বোর্ডে লিখিয়া দিবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে নীরবে শিক্ষকের নির্দেশগুলি দেখিবে এবং বিষয়টিকে মনে মনে কয়েকবার পড়িয়া লইবে। তারপর শিক্ষক প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে বিষয়টি আবৃত্তি করিতে বলিবেন এবং এই আবৃত্তির মধ্যে কোন ত্রুটি থাকিলে শিক্ষার্থীদের সাহায্যে শিক্ষক সেই ত্রুটির সংশোধন করিয়া আর একবার নিজে আদর্শ আবৃত্তি করিবেন। পরে শিক্ষার্থীদিগকে যৌথভাবে ও পরে এককভাবে তাহা পুনরায় আবৃত্তি করিতে বলিবেন। সংস্কৃত আবৃত্তিতে শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করিবার জন্য শিক্ষক আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিবেন এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

আবৃত্তির মাধ্যমে একদিকে যেরূপ শিক্ষার্থীর স্মৃতিশক্তির চর্চা হয়, অপরদিকে সেইরূপ উচ্চারণজনিত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আয়ত্ত করিয়া শিক্ষার্থী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন হইয়া উঠে।

আবৃত্তির তাৎপর্য

সার্থক আবৃত্তি শিল্প-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃত ভাষার সার্থক সরব পাঠ সু-আবৃত্তির মাধ্যমেই শিল্পস্তরে উত্তীর্ণ হয়। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্, সমানী বঃ আকূতিঃ, সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ, নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীন্, ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্ প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্রসমূহ; সূর্যপ্রণাম (জবাকুসুমসঙ্কাশম্) ও গুরুপ্রণাম (অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া) মন্ত্রাদি; শিবস্তোত্র, গঙ্গাস্তোত্র, সরস্বতী-স্তোত্র প্রভৃতি; মেঘদূত, কুমারসম্ভব, গীতগোবিন্দ, নৈষধচরিত, বৈরাগ্যশতক, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থাদির শ্লোকনিচয় যখন সুললিত কণ্ঠে মধুর ছন্দে তদ্‌গতপরায়ণতার সহিত ভাবরসে-বিভোরচিত্তে পাঠ বা আবৃত্তি করা হয়, তখন সেই আবৃত্তি-পরিবেশকে যেমন করে রমণীয় এবং উপভোগ্য তেমনি উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে করিয়া তোলে মন্ত্রমুগ্ধ এবং আনন্দসায়রে নিমগ্ন।

সংস্কৃত আবৃত্তি সর্বশ্রেণীর লোকের চিত্তকে করে সমাকৃষ্ট। শিল্পসুষমামণ্ডিত সংস্কৃতাবৃত্তি শ্রোতার মনকে কতখানি ও কিভাবে যে আনন্দরসে সিক্ত করে, তাহা ব্যাখ্যাতীত। একমাত্র সহৃদয় সামাজিকই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। কবিতা যদি হয় ***Concrete and artistic expression of the human mind in emotional and rhythmical language***, কবিতা যদি হয় কোমলাঙ্গের, কোমল স্পর্শের, কোমলানুভূতির, কোমল হৃদয়ের, স্নেহস্নিগ্ধ মনের, প্রেমানত নয়নের, সুমিষ্ট বচনের ও লাবণ্যময় শোভাময় সুমিষ্ট রূপের অধিকারিণী বণিতার তুল্য, তাহা হইলে তাহার আবৃত্তি (বাহ্যিক প্রকাশ) যে সত্যই উপভোগ্য, সেই বিষয়ে কি কোন সন্দেহ থাকিতে পারে?

কেবল কবিতা কেন সংস্কৃত গদ্যাংশসমূহও (যেমন শকুন্তলা-কাদম্বরী-দশকুমারচরিত-হর্ষচরিত-পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি) যদি ছন্দ, ভাব ও রসাপ্লুত চিত্তে অনুভূতির আবেগে, স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণ সহযোগে উদাত্ত কণ্ঠে উপযুক্ত প্রকাশ-ভঙ্গীমায় আবৃত্তি করা যায়, তাহা হইলে তাহাও শ্রোতার হৃদয়কে করিয়া থাকে অনুরঞ্জিত ও হর্ষবিমুগ্ধ। চমৎকারিত্ব-সৃষ্টি বা আনন্দরসঘন পরিবেশ রচনা বা হৃদয়াহ্লাদজনকত্ব হইল আবৃত্তির সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য বা অবদান। সংস্কৃতাবৃত্তির মাধুর্য ও সম্মোহন শক্তি সর্বজনবিদিত। সুতরাং "আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী"—এই আচার্যোক্তি যে কতখানি সত্য, তাহা এখন সহজেই অনুধাবনযোগ্য।

সেইজন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যাহাতে সংস্কৃত আবৃত্তির ব্যাপক অনুশীলন করিতে পারে, সংস্কৃত শিক্ষকমহাশয় সেই দিকে যত্ন গ্রহণ করিবেন।

সংস্কৃত সাহিত্যানুশীলনমূলক কার্যাবলী :—

নিজেকে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা সর্বশ্রেণীর মানুষকে করিতেছে দিবারাত্র উত্যক্ত। এই প্রকাশেচ্ছার প্রতিফলন যেখানে যেখানে অনুভূত বা দৃষ্টিগোচরীভূত হয়, তন্মধ্যে সাহিত্যের স্থান সর্বোচ্চে। জীবজগতের, মনুষ্যহৃদয়ের, প্রকৃতিরাজ্যের, বিশ্বপরিমণ্ডলের অনুভূতি, বিচিত্র গতি-প্রকৃতি অপরূপ মধুরিমায় মধুর সংগীতের মূর্ছনায় অনুরণিত হয়

সাহিত্যাসরে এবং সঙ্গে সঙ্গে সহৃদয় সামাজিককে করিয়া তোলে আনন্দমুখর, যে আনন্দ অনির্বচনীয় বা বাক্যাতীত। সাহিত্যরসাস্বাদনে পাঠক যে অনুভূতির রাজ্যে বাস করে, সে রাজ্যে যুক্তি, তর্ক বা ব্যাখ্যা কখনই প্রজা হইতে পারে না। সেই অদ্বৈতের রাজ্যে উপলব্ধিই একমাত্র প্রজা।

বিদ্যালয়ে এই সাহিত্যের স্থান যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, সে সম্বন্ধে সকল শিক্ষকই যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু সাহিত্যপাঠে অনুরাগ-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ও শ্রেণীকক্ষের গতানুগতিক শিক্ষাদান ছাড়াও সাহিত্যানুশীলনের পরিপূরক কার্যাবলী প্রবর্তন করা উচিত।

সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের কার্যাবলী অনুসরণ করা অবশ্যই করণীয় বা অপরিহার্য কর্তব্য হওয়া উচিত। সংস্কৃত যে মৃত ভাষা নহে, সংস্কৃত ভাষায় (অপরাপর ভাষার ন্যায়) শিক্ষানিকেতনে বা নিকেতনের বাহিরেও সর্ববিধ আলোচনা করা যাইতে পারে , সংস্কৃত ভাষাও সার্থকভাবে মনের ভাব প্রকাশে বা মানুষের পরিচয় প্রদানে যে সমর্থ , সংস্কৃত ভাষা কেবল পূজামণ্ডপের, বিবাহানুষ্ঠানের বা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মন্ত্র-প্রকাশের মাধ্যম নহে, সংস্কৃত ভাষা সর্বস্তরে সর্বধরনের ভাব-প্রকাশনে সক্ষম ইত্যাদি সত্য উপস্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যেই সংস্কৃত সাহিত্য-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরিপূরক সংস্কৃত কার্যাবলী অনুষ্ঠেয়। শিক্ষার্থীদের বয়স, আগ্রহ, মানসিক স্তর, শ্রেণী প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষক মহাশয় নিম্নলিখিত কার্যাবলীর অনুষ্ঠান করিতে পারেন। যেমন—

(ক) বিতর্কানুষ্ঠান

প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপ্রদানের পদ্ধতি ও মূল্যায়নের পদ্ধতি হিসাবে বিতর্কের স্থান ছিল উচ্চে। সহজ ও সরল সংস্কৃত ভাষায় "সংস্কৃত শিক্ষায়াঃ উপযোগিতা অস্তি, লৌকিকাকাঙ্ক্ষা সংস্কৃতভাষয়া ন প্রকাশিতা ভবিতুম্ অর্হতি, মাতৃভাষাশিক্ষায়াঃ কৃতে সংস্কৃতশিক্ষায়া প্রয়োজনম্ অস্তি, প্রাচীন ভারতে সংস্কৃতভাষায়াং বিজ্ঞানচর্চা অভবৎ সম্যক্ এব, কর্মশিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা মুখ্যং স্থানং গ্রহীতুম্ অর্হতি" ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষার্থীদের দ্বারা বিতর্ক-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়।

(খ) বক্তৃতা

"সংস্কৃতভাষায়াঃ সপ্রয়োজনত্বম্, দুর্গাপূজায়াঃ উৎপত্তিঃ, মহালয়ায়াঃ তাৎপর্যম্, দোলোৎসবস্য কারণম্, উপনয়নানুষ্ঠানস্য মূল্যম্, মূর্তিপূজায়াঃ সার্থকতা, বেদানাং সাম্যশিক্ষা, ভাষাজগতি সংস্কৃতস্য স্থানম্, সংস্কৃত ভাষা বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধশ্চ" প্রভৃতি বিষয়ের উপর সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতার আয়োজন করা যাইতে পারে।

(গ) সংগীত

বেদ বা উপনিষদের মন্ত্রসমূহ, বিষ্ণু-শিব-গঙ্গা-সরস্বতী-দুর্গা-সূর্য প্রভৃতি দেবদেবীর স্তব-স্তুতি, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থের শ্লোকসমূহকে সংগীতাকারে পরিবেশন করা যায়। শিক্ষার্থীদের দ্বারা ইহা সহজেই করা যায়।

(ঘ) মুদ্রিত ও প্রাচীর পত্রিকা

বিদ্যালয়ে অন্ততঃ ছয়মাস অন্তর একটি করিয়া প্রাচীর পত্রিকা এবং এক বৎসর অন্তর একটি করিয়া মুদ্রিত পত্রিকা সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করা উচিত। শিক্ষার্থীরা যাহাতে তাহাদের ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সংস্কৃত ভাষায় গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী প্রভৃতি রচনা করিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারে ; শিক্ষক মহাশয় তাহা লক্ষ্য রাখিবেন। প্রসঙ্গক্রমে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রকাশিত কিছু সংস্কৃত সাময়িক পত্রিকার নাম দেওয়া হইল : সংস্কৃত কলেজ পত্রিকা (মহীশূর), সংস্কৃত ভবিতব্যম্ (সাপ্তাহিক, নাগপুর), ভাস (সাপ্তাহিক, গুন্‌তুর), সুভারতী (বোম্বে), সরস্বতী-সুষমা, সুপ্রভাতম্ (কাশী), দিব্যজ্যোতি (সিমলা), সংস্কৃত (অযোধ্যা), সরস্বতীসৌরভ (বরোদা), সংস্কৃত সঞ্জীবন (পাটনা), সুরভারতী (দ্বারভাঙ্গা), সংস্কৃতসাহিত্যপরিষৎপত্রিকা, মঞ্জুষা, প্রণবপারিজাত (কলিকাতা)। এই সকল পত্রিকার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় বিশেষ প্রয়োজনীয়।

(ঙ) সাহিত্য-আলোচনা

বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, দণ্ডী, অমরু, বিল্হন, ভর্তৃহরি প্রভৃতি সংস্কৃত কবি ও সাহিত্যিকদের সাহিত্যকৃতি এবং বর্তমান যুগের মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য, মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, ডক্টর ভি. ভি. রাঘবন (এখনও জীবিত), পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ (কিছুদিন পূর্বে পরলোক গমন করিয়াছেন), পণ্ডিতরাজ শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থ প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যিক ও সংস্কৃতানুরাগী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহিত্যকর্ম লইয়া সরলতম সংস্কৃতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনাচক্রের আয়োজন করা যাইতে পারে।

(চ) অভিনয়

"অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, বুদ্ধচরিত, স্বপ্নবাসবদত্তা, মধ্যমব্যায়োগ, উরুভঙ্গ, দূতকাব্য, কর্ণভার, উত্তররামচরিত, প্রবোধচন্দ্রোদয়" প্রভৃতি নাটকসমূহ বা নাটকের অংশসমূহ শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহযোগিতায় অভিনয় করিতে পারে।

(ছ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সংস্কৃত-দিবস, কালিদাস-দিবস, শিক্ষক-দিবস, বিদ্যাসাগরের জন্মতিথি, ম্যাক্সমূলার জন্মদিবস, সরস্বতী পূজা, শ্রীচৈতন্য-দিবস, নবীনবরণ, পুনর্মিলন-উৎসব প্রভৃতি উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়, যেখানে শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত ভাষায় পরিবেশন করিবে সঙ্গীত, আবৃত্তি, অভিনয়, বক্তৃতা ইত্যাদি।

সংস্কৃত সাহিত্যানুশীলনমূলক কার্যসমূহ প্রমাণ করে যে, সংস্কৃত কেবলমাত্র কতকগুলি নিছক শব্দরূপ ও ধাতুরূপ নহে, অথবা শ্রেণীকক্ষের চারি দেওয়ালের মধ্যে

সীমাবদ্ধ পাঠ্যপুস্তক ও ব্যাকরণভিত্তিক বিধিবদ্ধ কতকগুলি বিষয়াবদ্ধ নহে, অন্য ভাষাসমূহের ন্যায় সংস্কৃতও শ্রেণীকক্ষের বাহিরেও ব্যবহৃত হইতে পারে এবং তাহার দ্বারা জনমনে আনন্দের নূপুরধ্বনিও ঝঙ্কৃত হইতে পারে।

সংস্কৃত পাঠ্যাতিরিক্ত এই সকল কার্য সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ, ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতিপ্রীতি, কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা ও সৌন্দর্যানুভূতি প্রভৃতির বিকাশে বিশেষ সহায়ক।

এইক্ষেত্রে সংস্কৃত শিক্ষকেরও দায়িত্ব অনেক বেশী। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি পরম অনুরাগী, সংস্কৃতশিক্ষার প্রসার ও প্রচারে আন্তরিকভাবে প্রয়াসী শিক্ষক মহাশয়কে পরম নিষ্ঠা ও যত্নের সহিত এই সকল কার্যাবলীর অনুষ্ঠানের সার্থক রূপায়ণের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য কার্যপ্রণালী ও কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে।

বিংশ অধ্যায়
সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক ও সংস্কৃত শিক্ষক
(Sanskrit Text-Book and Sanskrit Teacher)

॥ ভূমিকা ॥

সংস্কৃতশিক্ষার উপায় হিসাবে সংস্কৃতপাঠ্যপুস্তকের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য, সংস্কৃতশিক্ষা করা ও শিক্ষাপ্রদান করার আরও অনেক উপায় আছে ; যথা, মুদ্রিত ও দেওয়াল পত্রিকা, প্রতিযোগিতা, অভিনয়, আবৃত্তি, উৎসব-অনুষ্ঠান-পালন, প্রশ্নোত্তর-পদ্ধতি, শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক উপকরণ প্রভৃতি। এই সকল উপায়ের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু অন্যান্য উপায়ের মধ্যে পাঠ্য-পুস্তককে সর্বশ্রেষ্ঠ বা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলা সঙ্গত হইবে না। পাঠ্যপুস্তকের উপর অত্যধিক নির্ভর করিয়া পুস্তকগত বিদ্যাকে সমধিকভাবে আশ্রয় করা কখনই যে সমীচীন নহে, তাহা অনস্বীকার্য। অতএব, সংস্কৃতশিক্ষার (শিক্ষাগ্রহণ ও প্রদান) ক্ষেত্রে উপরিলিখিত উপায়গুলির প্রত্যেকটিকে সমান গুরুত্ব প্রদান করা উচিত।

পাঠ্যপুস্তকের প্রকার

সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে। যথা, প্রারম্ভিক স্তরের উপযোগী পুস্তক, পরবর্তী স্তরের উপযোগী পুস্তক, উচ্চ শ্রেণীর জন্য পাঠ্যপুস্তক, উচ্চতর শ্রেণীর জন্য পাঠ্যপুস্তক (কাব্যতত্ত্বমূলক গ্রন্থাদি), ব্যাকরণমূলক পাঠ্যপুস্তক, দ্রুতপঠনমূলক পাঠ্যপুস্তক, সংস্কৃত কর্মমূলক পুস্তক (এই ধরনের পুস্তকে পাঠ্যপুস্তক, শব্দসম্ভার, ব্যাকরণ, রচনা, অনুবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাপারে প্রশ্ন থাকিবে এবং পুস্তকেই প্রশ্নের পাশেই উত্তর লেখার জন্য প্রশস্ত জায়গা থাকিবে), অনুবাদ পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি।

পাঠ্যপুস্তকের গুণাবলী

সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের যে গুণ বা বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক, সেইগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল—(ক) বিষয়বস্তু, (খ) বিষয়বস্তুর উপস্থাপন ও বিন্যাসীকরণ, (গ) ভাষা ও রচনাশৈলী—এইগুলিকে আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বলা যায়। বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য হইল পুস্তক-সম্পাদনা, পুস্তকের আচ্ছাদন *(get-up)* এবং মুদ্রণ।

পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে বিবেচ্য-দিক্ সমূহ

সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু হইবে শিক্ষার্থীর মানসিক ও শারীরিক স্তরের উপযোগী। শিক্ষার্থীর বয়স, রুচি, আগ্রহ, বৌদ্ধিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশ প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ করা প্রয়োজন। যৌবন-প্রাপ্তির পূর্বে শিক্ষার্থী যাহাতে বিষয়বস্তুর পঠনের মাধ্যমে তাহার মানসিক চাহিদা পূর্ণ করিতে পারে এবং শিক্ষার্থী যখন যৌবনকালে পদার্পণ করে, তখনও যাহাতে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে সে তাহার মানসিক চাহিদা পরিপূরণের দ্রব্যসামগ্রী খুঁজিয়া পায়, তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এক কথায়, সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিতে হইবে।

এইরূপ বিষয়বস্তু সংযোজিত করিতে হইবে যাহা শিক্ষার্থীর প্রেরণা ও উৎসাহ জাগাইতে সক্ষম। শিক্ষার্থীর আগ্রহ জাগরণ করাই হইবে বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য। রসোদ্দীপক ও রসিকতাপূর্ণ কৌতূহলাত্মক বিষয়বস্তুর সংযোজন প্রয়োজন।

সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হইবে আগ্রহের উদ্দীপন। শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাহাতে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নির্বাচন করিতে হইবে। বিষয়বস্তুর মধ্যে বৈচিত্র্য থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। বৈচিত্র্যমূলক বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর আগ্রহ বৃদ্ধি করিতে সর্বদা সমর্থ। বিষয়বস্তু হইবে নাতিস্বল্পদীর্ঘ। শিক্ষার্থীর চাহিদা বা প্রেষণা যাহাতে তৃপ্ত হয়, তাহার প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষার্থীর মানসিক ও বয়স-স্তরের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর পরিধি বা আয়তন স্থির করিতে হইবে যাহাতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও উদ্দীপনাকে বজায় রাখা যায় ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা যায়।

বিষয়বস্তু হইবে ক্রমপর্যায়ে সুবিন্যস্ত। শিক্ষার্থীর বয়স কত, কোন্ শ্রেণীতে পড়ে, তাহার বুদ্ধিবৃত্তির কতখানি উন্নতি হইয়াছে, সে কি চায়, তাহার আগ্রহ কোন্ দিকে, তাহার দেহ ও মনের কতখানি পরিণতি ঘটিয়াছে প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ক্রমানুসারে বিষয়বস্তুর বিন্যাস বা সজ্জীকরণ প্রয়োজন।

স্তরানুযায়ী

পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু হইবে বাস্তবধর্মী এবং বিজ্ঞানভিত্তিক। অন্যান্য বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের ন্যায় সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকও যাহাতে যুগোপযোগী হয়, শিক্ষার্থীর মনের খোরাক যোগাইতে সমর্থ হয় এবং প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তনশীলতাকে আশ্রয় করে, তাহার দিকে যত্নপূর্বক লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান বিষয়ের আলোচনাকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সংযোজন অত্যন্ত প্রয়োজন। সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকে থাকিবে ধর্মীয়, বীরত্বব্যঞ্জক, দুঃসাহসিক অভিযানাত্মক, বিজ্ঞানভিত্তিক, নৈতিক, বুদ্ধিকেন্দ্রিক প্রভৃতি বিবিধ ধরনের বিষয়বস্তু।

পৃথিবীর অন্যান্য সমুন্নত ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষাও যাহাতে সমতালে, সমহারে ও সম-পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে হইবে। সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকে আধুনিক লেখক বা কবিদের রচনাকে স্থান দিতে হইবে এবং সংস্কৃত ভাষাকেও যুগের চাহিদার দৃষ্টিতে আধুনিকীকৃত করিতে হইবে। ভাষাকে করিতে হইবে সহজ, সরল ও স্পষ্ট। সংস্কৃত ভাষা যাহাতে অগ্রগতিসম্পন্ন বিজ্ঞান-জগতের অন্যান্য উন্নত ভাষার সমকক্ষ হইয়া সজীব ও প্রাণবন্ত থাকে এবং নূতন নূতন সংস্কৃত সাহিত্য প্রভৃতি রচিত হয়, তাহার জন্য বিশেষ সক্রিয় চেষ্টার প্রয়োজন।

বর্তমান পরিবেশোপযোগী

শিক্ষার্থীরা যে পরিবেশ হইতে আসে সেই পরিবেশ হইতে বিষয়বস্তু আহরণ করিয়া বা সেই সকল পরিবেশের সমতুল্য বিষয়কে লইয়া পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে হইবে।

সর্বশেষে, সংক্ষেপে বলা যায় যে, সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক রচনার সময় শিক্ষার্থীদিগের প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য, মনোযোগের স্বরূপ, বুদ্ধির স্তর, বংশধারা, পরিবেশ, মানসিক বিকাশ, প্রাক্ক্ষোভিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ, জীবন-বিকাশের বিবিধ স্তর, ব্যক্তিগত বৈষম্য, শিখন-প্রক্রিয়া, শিখন-সঞ্চালননীতি, মনঃসমীক্ষণ, ব্যক্তিসত্তা, চরিত্র, অভ্যাস, শিক্ষামূলক অনগ্রসরতার কারণ, যৌন-শিক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা বা সম্পাদকের বিশেষ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের ভাষা

সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের ভাষা হইবে সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট। সংস্কৃত ভাষা যাহাতে শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করিতে পারে, যাহাতে সর্বজনগ্রাহ্য হয়, যাহাতে সহজে বোধগম্য হয়, যাহাতে আধুনিক সাজ-সরঞ্জামে ভাষা অলঙ্কৃত হয়, সর্বপ্রকার বিষয়ের উপস্থাপনে যাহাতে সক্ষম হয়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যাহাতে প্রযুক্ত হইতে পারে, যাহাতে বাস্তব প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হয় এবং প্রয়োজনবোধে পরিবর্তনকেও সাদরে গ্রহণ করিতে পারে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। সংস্কৃত ভাষাও হইবে স্তরানুপাতে ক্রমপর্যায়ে সুবিন্যস্ত। বিষয়বস্তুর পরিস্ফুটনের নিমিত্ত কেবল প্রয়োজনীয় ব্যাকরণ আলোচনাব ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। ইহাও হইবে স্তরোপযোগী। রচনাশৈলী হইবে যুগোপযোগী এবং মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে সজ্জিত। রচনাশৈলীর সরলতা, মাধুর্য, স্বতঃস্ফূর্ত অগ্রগতি এবং সহজ অনুধাবনযোগ্যতা হইবে প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকে যুক্তিভিত্তিক পদ্ধতি অপেক্ষা মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি-অবলম্বনে বিষয়বস্তুর সংস্থাপন অপেক্ষাকৃত শ্রেয়ঃ। মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতিকে কেন্দ্র করিয়া সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়কে উপস্থাপিত করিলে শিক্ষার্থী খুব বেশী উপকৃত হইবে।

পাঠ্যপুস্তক-রচনার ক্ষেত্রে রচয়িতার ভূমিকাও কোন অংশেই কম নয়। সংস্কৃত-গ্রন্থপ্রণেতাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে অনুবন্ধ-প্রণালী অনুসৃত হয় (অর্থাৎ সংস্কৃতের সঙ্গে যে অন্যান্য বিষয়েরও সম্বন্ধ আছে, সে সম্পর্কে ধারণা জন্মানো), সহজ, সরল, পরিচিত পরিবেশলব্ধ বিষয়াদিকে আকর্ষণীয় চিত্র বা মনোরম গল্পাদির মাধ্যমে জানা হইতে অজানার ভিত্তিতে পরিবেশন করা হয় এবং ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গভীরে যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে, সংস্কৃত ভাষায় কর্মচঞ্চল জগতের, আধুনিক বিজ্ঞান-শিক্ষার যে সকল রকমের ভাবনাকেই মাতৃভাষা বা ইংরেজী ভাষার ন্যায় সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেও অবলীলাক্রমে স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করা যায়, তাহা জানাইবার নিমিত্ত সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য কিছু কিছু ঘটনার উপর (যেমন, কৃষিবিদ্যার প্রয়োজন, শ্রমের প্রয়োজন, টেলিভিশন, আর্যভট্ট, ভাইকিং-এর মঙ্গলগ্রহ-যাত্রা, বর্তমান কর্মজগতে কম্পিউটারের ভূমিকা, ভারতীয় সংবিধানের স্বরূপ, গণতন্ত্র ও নাগরিক ইত্যাদি) সরল ও সহজবোধ্য সংস্কৃতে রচিত ছোট ছোট অনুচ্ছেদ (সচিত্র) যেন সংযোজিত হয়, ব্যাকরণের দুর্বোধ্য বিষয়গুলি যাহাতে শিক্ষার্থী সচেষ্ট হইয়া নিজেই কিছুটা বুঝিতে পারে, তাহার জন্য উক্ত বিষয়গুলির সহজ ব্যাখ্যা যেন দেওয়া থাকে।

বর্ণিত বিষয়াবলীকে বিস্তৃতভাবে বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থীরা যাহাতে সম্যক্‌রূপে জানিতে পারে, তাহার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদির (লেখকদের নাম ও প্রাপ্তিস্থান সহ) উল্লেখ যেন থাকে ; পাঠ্যবিষয় শিক্ষার্থীরা কতদূর হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল, তাহা মূল্যায়নের নিমিত্ত যেন প্রতিটি পাঠ বা *lesson*-এর শেষে বিবিধ ধরনের অনুশীলনী থাকে ; এককথায় মাতৃভাষা বা যে-কোন পরিচিত ভাষার মাধ্যমে অথবা ভালো-লাগা বিষয়ের মাধ্যমে অনুবন্ধের নীতিকে অনুসরণ করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার হৃদ্যতাপূর্ণ আনন্দমুখর পরিবেশ রচনা করিয়া ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীরা যাহাতে সংস্কৃত-ভাষার অতুল-সম্পদে-ভরা সাহিত্যগুণরাজিকে গ্রহণ করিয়া আনন্দ পায়, সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া সংস্কৃত গ্রন্থ-প্রণেতাকে গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইবে।

পাঠ্যপুস্তকের সম্পাদনা

সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের সম্পাদনা কাজটি সযত্নে করিতে হইবে। অক্ষরগুলি হইবে পঠনযোগ্য, দর্শনযোগ্য ও সুস্পষ্ট। দেবনাগরী হরফগুলি সুষ্ঠু মানের হওয়া চাই। অক্ষরগুলি হইবে সমদূরত্বসম্পন্ন। পুস্তকের কাগজ অত্যন্ত ভাল হওয়া দরকার। মুদ্রণের সময় মুদ্রককে যত্নবান্ হইতে হইবে। পুস্তকের মধ্যে কোন প্রকার অস্পষ্টতা, অশুদ্ধি প্রভৃতি কখনই কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। মুদ্রণ হইবে উচ্চমানের এবং বানান প্রভৃতি হইবে সম্পূর্ণ নির্ভুল। পুস্তকের মধ্যে আগ্রহোদ্দীপক আকর্ষণীয় চিত্রাদির ব্যবহার খুবই দরকার। পুস্তকের মধ্যে প্রয়োজনীয় স্থলে উদাহরণ, অনুশীলনী প্রভৃতি দিতে হইবে। পুস্তকের প্রচ্ছদপট ও আচ্ছাদনটি (*cover*) হইবে উচ্চমানসম্পন্ন, মনোরম ও শ্রীমণ্ডিত। যাহাতে পুস্তকটি সহজক্রয্য হয়, তাহার জন্য ইহার মূল্য হইবে স্বল্প।

সংস্কৃত গ্রন্থের আকার (*size*) খুব বৃহৎ হওয়া কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। গ্রন্থটি যাহাতে সবত্র সর্বাবস্থায় সকলের পক্ষে সহজেই বহনযোগ্য (*easily convenient to handle*) হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়।

অস্থিরমতি শিশুদের হাত হইতে একাধিকবার গ্রন্থটি নীচে পড়িয়া গেলেও গ্রন্থটি যাহাতে নষ্ট না হয় বা চাঞ্চল্যের ফলে শিশুরা গ্রন্থটির পাতাগুলি যথেচ্ছভাবে উল্টাইলেও যাহাতে পাতাগুলি খুলিয়া না যায়, সেইজন্য উন্নতমানের কাগজ, উপযুক্ত বাঁধন বা সেলাই ইত্যাদির দিকেও সুনজর দিতে হইবে।

প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক বা নিম্নমাধ্যমিকের প্রারম্ভিক স্তরেই শিশু-হৃদয়ে সংস্কৃত-শিক্ষা-গ্রহণের অনুকূল মানসিক পরিবেশ গঠনের নিমিত্ত এমন কিছু কিছু গ্রন্থ প্রণয়ন করা যায়, যেখানে পড়ার কিছুই থাকিবে না, থাকিবে কেবল কতকগুলি আকর্ষণীয় ছবি ; যেমন, বাল্মীকি, বেদব্যাস, শুক্রাচার্য, বিশ্বামিত্র, ভৃগু, কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, জয়দেব প্রভৃতির ব্যক্তিগত ছবি ; প্রাচীন ভারতের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধুর সান্নিধ্যে সুনির্মল হৃদ্যতাপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে যে তপোবনকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সেই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী কিভাবে কাষ্ঠাহরণ করিত, গোপালন করিত, যজ্ঞাগ্নি সংরক্ষণ করিত, বৃক্ষাদিতে জলসিঞ্চন করিত, ভিক্ষাগ্রহণে কিভাবে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিত, গুরুর কিভাবে শুশ্রূষা করিত, কিভাবে কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে বিলাসবর্জিত

জীবনযাপন করিত, কিভাবে বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত, অস্ত্রবিদ্যা কিরূপে শিক্ষা করিত, সমাবর্তন-অনুষ্ঠান কিভাবে অনুষ্ঠিত হইত ইত্যাদি ব্যাপারগুলি সম্পর্কিত সুন্দর সুন্দর ছবি ; আবার শ্রীমদ্‌ভাগবৎ, রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা, স্বপ্নবাসবদত্তা, নৈষধচরিত, বুদ্ধচরিত, কুমারসম্ভব, উত্তর রামচরিত, মধ্যমব্যায়োগ, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে নির্বাচিত অংশগুলিকে বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে মূর্ত করিয়া তোলা ইত্যাদি করা যাইতে পারে। এই ধরনের কেবল চিত্র-কেন্দ্রিক গ্রন্থাদির প্রকাশনের ক্ষেত্রে চিত্রগুলির স্পষ্টতার প্রতি যেরূপ লক্ষ্য রাখিতে হইবে সেইরূপ ব্যবহৃত কাগজ যাহাতে খুব উন্নতমানের হয় (প্লাষ্টিক পেপার হইলে খুব ভাল হয়) সেইদিকেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকের ন্যায় সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের বা সংস্কৃত আদর্শ প্রাইমারের বাহ্যিক দিকৃটিও কখনই উপেক্ষণীয় নয়। গৃহের সম্মুখভাগের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বা সুন্দর উদ্যান-রচনা বা বাহ্যিক বিভিন্ন কারুকার্য যেরূপ গৃহদ্বারে প্রবেশেচ্ছুর মনকে গৃহে প্রবেশ করিতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে, অথবা মানুষের বাহ্যিক সৌহার্দ্যমূলক, শোভন ও সাধু ব্যবহার যেরূপ তাহার সমুন্নত ও উদার মনের পরিচয় বহন করে, সেইরূপ পাঠ্যপুস্তকের বহিরাবরণের উন্নতমানের কাগজ, সামঞ্জস্যবিধানপূর্বক পরিবেশোপযোগী উপযুক্ত রঙ্, শিল্পনৈপুণ্যে ভরা নক্সাদি, আকর্ষণীয় চিত্র প্রভৃতি স্বাভাবিকভাবেই শিশুশিক্ষার্থীকে গ্রন্থ-গ্রহণে ও গ্রন্থাভ্যন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ সহকারে প্রবেশের ক্ষেত্রে খুব সহজেই উৎসাহিত করিবে।

অতএব, সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের আভ্যন্তরীণ দিকৃটির ন্যায় বাহ্যিক দিকৃটিও যে অতিশয় মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ে কোন বিপ্রতিপত্তিই থাকিতে পারে না।

তাহা হইলে উপসংহারে বলা যায়, সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ-কার্য হইবে সুন্দর ও পারিপাট্যপূর্ণ এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু কেবল তত্ত্বমুখী না হইয়া হইবে বিচিত্র, বহুমুখী ও ব্যাপক যাহাতে শিক্ষার্থীর বিচিত্র রুচি, প্রবৃত্তি ও অনুরাগ উদ্দীপিত হয়। কর্মভিত্তিক, ক্রীড়া-কেন্দ্রিক বিষয়বস্তু মনোযোগ আকর্ষণের প্রধান সহায়ক।

উপসংহার

সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকে চিত্তাকর্ষক বিষয়বস্তু এমনভাবে সংস্থাপিত করিতে হইবে, যাহাতে একঘেয়েমির পরিবর্তে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়, আত্মসক্রিয়তা উদ্বুদ্ধ হয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় সক্রিয় হইয়া উঠে। পাঠ্য-পুস্তকের বিষয়বস্তু এইরূপ হইবে, যাহাতে তাহা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে সমুন্নত করিতে পারে।

॥ সংস্কৃত শিক্ষক ॥

ভূমিকা—পূর্বে সংস্কৃত শিক্ষার গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষকের এবং সংস্কৃত পাঠ্যবিষয়ের গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। বিষয়বস্তুর জ্ঞান এবং তাহার উপস্থাপনের দ্বারা শিক্ষকের যোগ্যতা নির্ণয় করা হইত। সংস্কৃত শিক্ষকের ভীতি উদ্রেককর ব্যক্তিত্বের

শাসনমূলক প্রভাব অধিকভাবে প্রশংসিত হইত। আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর জীবন ও ব্যক্তিত্ব শিক্ষা-ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যক্ষ শিক্ষা শাসকের স্থান হইতে সংস্কৃত শিক্ষক আজ পরোক্ষ শিক্ষা-নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। সংস্কৃত শিক্ষক বর্তমানে শিক্ষার্থীর বন্ধু, দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শক। আদর্শ সংস্কৃত শিক্ষককে আজ বহুতর গুণের অধিকারী হইতে হয়। এই সমস্ত গুণের প্রয়োগ-সার্থকতা যখন সমগ্র শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ জীবন-বিকাশের উপযোগী করিয়া তোলে, তখনই সংস্কৃত শিক্ষকের যোগ্যতা প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে স্বীকৃতি লাভ করে।

নিম্নলিখিত গুণগুলি সংস্কৃত শিক্ষকের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়—

(ক) শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণভাবে সংস্কৃত শিক্ষক জানিবেন এবং মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সংস্কৃত শিক্ষক ভালোবাসা ও সহানুভূতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সহিত মধুময় ব্যক্তিগত ও আত্মিক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবেন।

(খ) সংস্কৃত শিক্ষক হইবেন উদার এবং প্রগতিশীল জীবন-দর্শনের অধিকারী।

(গ) দৈনন্দিন পড়াশুনার একটি স্বতঃস্ফূর্ত স্থায়ী অভ্যাস সংস্কৃত শিক্ষকের থাকিবে। সংস্কৃত বিষয়সমূহে তাঁহার গভীর প্রবেশ থাকিবে এবং বিষয়গুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকিবে। নিছক পাঠ্য বিষয় ছাড়াও তাঁহার জ্ঞান হইবে বিচিত্র, বহুমুখী, বিস্তৃত ও গভীর।

(ঘ) সংস্কৃত শিক্ষক হইবেন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং আদর্শ দৃষ্টান্ত-স্থল।

(ঙ) সংস্কৃত শিক্ষক হইবেন আত্মবিশ্বাস, সৃষ্টি-প্রতিভা ও প্রাণশক্তির মূর্ত প্রতীক।

(চ) শিক্ষকতা-বৃত্তির প্রতি তাঁহার গভীর ও আন্তরিক শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও নিষ্ঠা থাকিবে।

(ছ) শিক্ষার্থীর উপযুক্ত নির্দেশনা ও মূল্যায়নের জ্ঞান শিক্ষকের থাকা আবশ্যক।

(জ) সংস্কৃত শিক্ষকের একটি পরিকল্পনামূলক সংগঠনাত্মক প্রতিভা থাকা দরকার।

(ঝ) সংস্কৃত শিক্ষকের মধ্যে থাকিবে নিরপেক্ষ ন্যায় ও বিচারবুদ্ধি, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, আশাবাদী উৎসাহ ও উদ্যমশীলতা, দায়িত্ববোধ এবং আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির সহিত তিনি হইবেন পরিচিত।

(ঞ) সংস্কৃত শিক্ষক হইবেন সুন্দর বাচনভঙ্গী ও কৌতুক-রসবোধের অধিকারী।

(ট) তাঁহার চরিত্র হইবে দৃঢ়তা ও নমনীয়তার সংমিশ্রণে তৈয়ারী।

(ঠ) তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী হইবে প্রগতিশীল ও দ্রুতসঞ্চারী।

(ড) মানবিক সহৃদয়তা এবং সংবেদনশীলতার মনোভাব তাঁহার থাকিবে।

(ঢ) সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক হইয়াও তাঁহাকে অপরাপর ভাষা ও সাহিত্যকে মর্যাদার চোখে দেখিতে হইবে এবং ঐ সকল ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধেও পড়াশুনা করিতে হইবে।

(ণ) সমধিক অর্থের লোভে অতিরিক্ত *Private tution* (গৃহ-শিক্ষকতা)

না করিয়া সংস্কৃত শিক্ষককে তাঁহার কর্মস্থলে অর্থাৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিশেষভাবে কর্তব্য-পরায়ণ হইতে হইবে।

(ত) সংস্কৃত শিক্ষক হইবেন যুগোপযোগী এবং আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে তাঁহার গভীর প্রবেশ থাকা বাঞ্ছনীয়।

(থ) তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী হইবে উদার ও বিজ্ঞানভিত্তিক।

(দ) শিক্ষার্থীকে পড়াশুনা ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য সংস্কৃত শিক্ষক সর্বদা প্রস্তুত থাকিবেন।

(ধ) তিনি হইবেন শিক্ষার্থীর উন্নতিকামী এবং কল্যাণকামী।

(ন) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত শিক্ষক "সংস্কৃত বিষয়বস্তু পড়ানো, আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি-অবলম্বন, শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন কার্যতালিকা-সংরক্ষণ, মূল্যায়ন ও নির্দেশনা, পাঠাগার-পরিচালন, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থাপন" প্রভৃতি বিভিন্ন কর্তব্য কর্ম সযত্নে সম্পাদন করিবেন।

(প) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত জীবনের সহিত তিনি হইবেন সুপরিচিত এবং সম্ভব হইলে শিক্ষার্থী তাহার পাঠ-সমাপনান্তে যাহাতে উপযুক্ত কর্মপ্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হইতে পারে বা কর্মসংস্থানের সন্ধান পায়, শিক্ষক তার সম্ভাব্য স্থলে তাহার সুযোগ করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।

(ফ) শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সর্বদা উৎসাহ প্রদান করিবেন এবং দায়িত্বশীল সুযোগ্য নাগরিক হিসাবে শিক্ষার্থীকে গড়িয়া তুলিবেন।

(ব) এক কথায়, পিতা যেরূপ তাঁহার পুত্রকন্যার সার্বিক উন্নতি কামনায় সতত সচেষ্ট থাকেন, কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষক কেন সর্ববিষয়ের শিক্ষককেই পুত্রকল্প ও কন্যা-সদৃশ শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীর সর্ববিধ মঙ্গল-বিধানে থাকিতে হইবে বিশেষভাবে প্রয়াসী।

শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীর সহিত সংস্কৃত শিক্ষকের বাৎসল্য-রসসিক্ত মধুময় ঘনিষ্ঠ অবিচ্ছেদ্য আত্মিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠা সর্বদাই কাম্য।

প্রকৃত শিক্ষক তিনিই যাঁহার মধ্যে জ্ঞান ও কর্মকুশলতা উভয়েরই বিদ্যমানতা লক্ষ্য করা যায়, অর্থাৎ পাণ্ডিত্য ও শিক্ষাদানের দক্ষতা উভয়ই শিক্ষকের প্রধানতম গুণ। মহাকবি কালিদাসের ভাষায় বলা যায়,

"শিক্ষা ক্রিয়া কস্যচিদাত্মসংস্থা, সংক্রান্তিরন্যস্য বিশেষ যুক্তা
যস্যো ভয়ং সাধু স শিক্ষকানাং ধুরি প্রতিষ্ঠাপয়িতব্য এব ॥"

(মালবিকাগ্নিমিত্র—১ম অঙ্ক, ১০৮)

শিক্ষকের আদর্শ ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক অবলম্বনে মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এইরূপ—

"উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে ॥

একদেশং তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ
যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে ॥
নিষেকাদীনি কর্মাণি যঃ করোতি যথাবিধি।
সম্ভাবয়তি চান্নেন স বিপ্রো গুরুরুচ্যতে ॥

... ...

অল্পং বা বহুবা যস্য শ্রুতস্যোপকরোতি যঃ
তমপীহ গুরুং বিদ্যাচ্ছ্রুতোপক্রিয়য়া তয়া ॥

... ...

অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্য্যং শ্রেয়োঽনুশাসনম্।
বাক্ চৈব মধুরা শ্লক্ষ্ণা প্রযোজ্যা ধর্মমিচ্ছতা ॥

... ...

আচার্য্য পুত্রঃ শুশ্রূষুর্জ্ঞানদো ধার্মিকঃ শুচিঃ।
আপ্তঃ শক্তোঽর্থদঃ সাধুঃ স্বোধ্যাপ্যা দশ ধর্মতঃ ॥
নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়ান্ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ।
জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ ॥

... ...

বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাহ শেবধিস্তেঽস্মি রক্ষমাম্।
অসূয়কায় মাং মা দাস্তথা স্যাং বীর্যবত্তমা ॥
যমেব তু শুচিং বিদ্যা নিয়তং ব্রহ্মচারিণম্।
তস্মৈ মাং ব্রূহি বিপ্রায় নিধিপায়া প্রমাদিনে ॥"

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধুর সম্পর্ক সর্বদাই দৃষ্টিগোচরীভূত হয়। উপনয়ন-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী হইত দ্বিজে পরিণত। এই অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত পোশাকগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন, অজিন হইল ক্ষমতা বা তেজস্বিতা বা ব্যক্তিত্ব-বৃদ্ধির প্রতীক, বাস ছিল দীর্ঘজীবন, সমুন্নতশক্তি বা ঔজ্জ্বল্যের প্রতীক, মেখলা হইল বেদত্রয়ের সংরক্ষণের প্রতীক, দণ্ড ছিল জীবন-রক্ষার, পবিত্রতা-রক্ষার প্রতীক, পররর্তী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী হইল যজ্ঞোপবীত। নয়টি তন্তুতে (*nine threads*) নির্মিত পবিত্র উপবীত পবিত্র ও সন্মার্গে চলার, সৎ জীবন যাপন করার, সৎ চিন্তা করার, সততাকে কর্মজীবনে গ্রহণ করার, অসদ্ ভাবনাকে দূর করার এক মুখ্য নির্দেশক। উচ্ছৃঙ্খলতাকে বর্জন করিয়া শৃঙ্খলাপূর্ণ পথে গমন করা এবং সৎকর্মানুষ্ঠান করাই উপবীতধারীর প্রধান কর্তব্য—ইহাই উপবীত স্মরণ করাইয়া দেয়। এক কথায়, দেহের উপর ঝুলন্ত যজ্ঞোপবীত সর্বদাই অতন্দ্র কর্তব্যরত প্রহরীর ভূমিকা লইয়া শিক্ষার্থীর বিবেককে জাগ্রত রাখে এবং তাহাকে চলিতে সাহায্য করে। এই নয়টি তন্তু নয়জন দেবতার নামে নামাঙ্কিত; যথা—ওঙ্কার, অগ্নি, নাগ, সোম,

পিতৃ, প্রজাপতি, বায়ু, সূর্য ও সকল দেবতার সমন্বয়। উপনয়নের পর ব্রহ্মচারী শিক্ষার্থীর পক্ষে অবশ্যপালনীয় কয়েকটি অনুষ্ঠান ছিল। যেমন, পরিদান-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্রহ্মচারীর পিতামাতা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনকে সমৃদ্ধিশালী করিবার নিমিত্ত তাহাকে আচার্যের হাতে দান করিতেন। নামপৃচ্ছ-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আচার্য ব্রহ্মচারীর গোত্রাদি জানিয়া লইতেন। আদিত্যদর্শন-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তেজস্বিতার মূর্ত প্রতীক উজ্জল আলোকবিতরণকারী, সমূর্ধ্বে স্থিত আদর্শ শিক্ষক সূর্যের নিকট হইতে ব্রহ্মচারীর জন্য আচার্য আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেন, অগ্নিপ্রদক্ষিণ-অনুষ্ঠানে সর্ববস্তুর দ্রবীকরণে বা একীকরণে একমাত্র সমর্থক, অসম্ভব ক্ষমতার অধিকারী অগ্নি-দেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া আচার্য অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেন শিষ্য যেন জ্ঞানদীপ্তিতে দীপ্যমান হইয়া উঠে, অসদ্‌ভাবনাবলীকে যেন দগ্ধ করিতে পারে এবং শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক যেন অচ্ছেদ্য হইয়া উঠে। ব্রহ্মচর্যোপদেশ অনুষ্ঠানে আচার্য ব্রহ্মচারীকে আদর্শের পরাকাষ্ঠায় পরিণত হইবার উপদেশ দিতেন।

আচার্য শিক্ষার্থীকে সানন্দে ও সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া দুইটি হৃদয়কে একটি হৃদয়ে পরিণত করিতেন। এই সুরে আচার্যের বচনামৃত পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "*Ancient Indian Education*" নামক গ্রন্থে সুন্দররূপে অনূদিত হইয়াছে,—"*Thy heart shall dwell in my heart ; my mind thou shalt follow with thy mind , in my word thou shall rejoice with all thy heart ; to me alone thou shall adhere ; in me thy thoughts shall dwell ; upon me thy veneration shall be bent ; when I speak thou shalt be silent*". (*Hiraṇya 1, 2, 5, 11 ; Saānkh II, 4, 1 ; parask, I, 8, 8.*

(*Ancient Indian Education, page 181-182*)

এই স্থলে নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি খুবই প্রণিধানযোগ্য। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে কতখানি আন্তরিকতার সহিত (মহৎ প্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া) গ্রহণ করিতেন, তাহার পরিচয় এইখানেও পাওয়া যায়:

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ওঁ সহনাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনামবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনঃ সমানা বঃ সুসহাসতি॥

সমাবর্তন-অনুষ্ঠানে আচার্য-প্রদত্ত উপদেশাবলীও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধুর সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে। শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

"মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব।
আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব।
যান্যনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিতব্যানি
নো ইতরাণি।··· ·····এষ উপদেশঃ।
এষো বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্ ॥"
(তৈত্তিরীয় উপনিষদ্)

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় শিক্ষক ছিলেন সমুন্নত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর অধিকারী। বেদাদি শাস্ত্রে তিনি ছিলেন ব্যুৎপন্ন এবং তিনি হইতেন ব্রহ্মনিষ্ঠ। এক দেহ, এক মন—এই নীতিতে আস্থাশীল আচার্য তাঁহার তপস্যালব্ধ জ্ঞানালোকে শিক্ষার্থীর জীবনকে করিতেন সমালোকিত। শিক্ষার্থীর নিকট সত্যোদ্ঘাটন করাই ছিল তাঁহার প্রধান কর্তব্য। সর্বান্তঃকরণে শিক্ষাদানে রত হইতেন জ্ঞানদাতা আচার্য। তিনি যদি মনে করিতেন শিক্ষার্থী যে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে সমাগত সেই শিক্ষাদানে তিনি বিশেষ পারদর্শী নন, তখন তিনি সেই শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত গুরুর নিকট প্রেরণ করিতেন। গোপথ-ব্রাহ্মণে মৌদ্গল্য ও মৈত্রেয় নামক দুই শিক্ষকের কথোপকথনে জানা যায় যে, মৈত্রেয় যখন বুঝিলেন যে, তাঁহার বন্ধু মৌদ্গল্য শিক্ষণীয় বিষয়ে বা শাস্ত্রে তাঁহার অপেক্ষা যথেষ্ট পারদর্শী, তখন তিনি তাঁর সেই বিশেষ শাস্ত্রাধ্যাপনা হইতে বিরত রহিলেন এবং যতদিন না মৌদ্গল্যের ন্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন, ততদিন পর্যন্ত অধ্যাপনা শুরু করিলেন না।

নিম্নলিখিত মন্ত্রসমূহ হইতে গুরুর ভূমিকা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা খুব সহজেই করা যাইতে পারে :

গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাৎ রুকারস্তেজঃ উচ্যতে।
অজ্ঞাননাশকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
জ্ঞানশক্তিসমারূঢ়ং তত্ত্বমালাবিভূষিতম্।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতারং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

সূত্রসাহিত্যের যুগে প্রাচীন ভারতে শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের কর্তব্যের ব্যাপারে ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের (*Ancient Indian Education* নামক গ্রন্থের স্বনামধন্য প্রণেতা) নিম্নোদ্ধৃতিগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ :

"*The teacher is to adopt and love the pupil as his own son so that Bandhayāna (Dha. Su. i, 2, 48) considers a teacher devoid of a natural issue as not issue-less if he has a pupil. He is described as leading the pupil from darkness of ignorance to the light of learning (Āp. Dh. S., i, 10, 11) and uncovering that*

light hidden in a cover (Aparārka on yājna, i, 212). A teacher who neglects the instruction of his pupil ceases to be his teacher (Ap., i, 2, 8, 27). Such neglect is described as—ন চ এনম্ অধ্যয়নবিঘ্নেন আত্মার্থেষু উপরুন্ধ্যাদ্ অনাপৎসু ॥ *Thus, though it is the duty of the pupil to render services to the teacher to please him, the teacher must be careful to see that the pupil is not exploited for his own purposes to the detriment of his studies. (Page no—201)*

প্রাচীন ভারতে শিক্ষকেরা যেরূপ তাঁহাদের গুরুদায়িত্ব পালন করিবার জন্য সর্বান্তঃকরণে সর্বপ্রকার যত্নকে আশ্রয় করিতেন এবং শিষ্যদের পুত্রবৎ স্নেহে ভালবাসিতেন, তেমনি সমাজও শিক্ষাচার্যদের প্রতি প্রদর্শন করিত যথোচিত ভক্তিবিনম্র অভিবাদন ও আন্তরিক শ্রদ্ধা। উন্মুক্ত দেহ, নগ্নপাদ, অর্থসম্পদহীন কুটীরবাসী বিদ্যাজ্যোতিতে ভাস্বর সরস্বতীর বরপুত্র আচার্যদের সাদরে ও সসম্মানে অভ্যর্থনা জানাইত তৎকালীন সমাজ এবং বিনীতভাবে সাষ্টাঙ্গে সভক্তি প্রণাম জানাইতেন সমাজকুলপতিবৃন্দ, প্রশাসকবর্গ, বিত্তশালী ব্যক্তিনিচয়, সাম্রাজ্যাধিপতিরা। শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন এই বিত্তশালীরাই।

প্রাচীন কালের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক কালেও এই কথা বলা যায় যে, সংস্কৃত-শিক্ষকেরা যেরূপ আদর্শানুপ্রাণিতচিত্তে শিক্ষকতাবৃত্তিকে ব্রত হিসাবে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিবেন, সেইরূপ সমাজকেও তাঁহাদের প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করিতে হইবে। অর্থনৈতিক জটিলতার যুগে আর্থিক মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহারাও যাহাতে প্রয়োজনীয় অর্থাদি লাভ করিতে পারেন এবং মোটামুটি উন্নতমানের সুস্থ, স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করিতে পারেন, তাঁহারা যাহাতে সমাজে মর্যাদার আসন লাভ করিতে পারেন, সেইদিকে সমাজের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যিক কর্তব্য।

কুলপতিকল্প শিক্ষাচার্য মহান্ দার্শনিক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিবস উপলক্ষে প্রতি বছর ৫ই সেপ্টেম্বর শিক্ষকদিবস-হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়। ইহা শিক্ষক-সমাজের নিকট গৌরবের বিষয়। কিন্তু, এই দিবস যেমন প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চতর মাধ্যমিক, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে উদ্‌যাপিত হওয়া দরকার, তেমনি দরকার দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও উদ্‌যাপিত হওয়া। শিক্ষকতাবৃত্তি ছাড়া অন্যান্য বৃত্তিতেও কর্মরত ব্যক্তিরা যদি শিক্ষকদিবস পালন করেন, তবেই শিক্ষকসমাজ উপলব্ধি করিবে যে, সমাজে তাঁহারা মর্যাদার আসনে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। তেমনি শ্রাবণমাসের রাখীপূর্ণিমার দিনটিকে 'সংস্কৃত দিবস' হিসাবে ঘোষণা করিয়া সুমহান্ মাননীয় ভারতসরকার যে সংস্কৃতানুরাগের ও সংস্কৃতপ্রচার ও প্রসার-মানসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা চিরদিন প্রশংসার যোগ্য। সংস্কৃত শিক্ষক ও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের কর্তব্য হইবে আন্তরিকতার সহিত সর্বত্র এই দিবসটিকে প্রতিপালন করা। এই দিবসের উদ্‌যাপন সংস্কৃত ও সংস্কৃতি-রক্ষার মানসিকতার পরিচয় বহন করে।

এক কথায় বলা যায়, শিক্ষা-সৌধ নির্মাণের ও প্রতিপালনের দায়িত্ব যৌথ—শিক্ষকের এবং সমাজের। উভয়ের সহযোগিতা উভয়েরই দরকার।

শিক্ষকের দায়িত্ব, গুণাবলী ও সমাজের দায়িত্ব সম্পর্কে বিদেশী লেখক H.C. Dent মহাশয়ের অভিমতসমূহ এই স্থলে খুবই প্রণিধানযোগ্য। গ্রন্থপ্রণেতা H.C. Dent শিক্ষকের বিভিন্ন গুণাবলী, শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতি লইয়া যে তত্ত্ব ও তথ্যমূলক আলোচনা করিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ এইখানে উদ্ধৃত করা হইল। নিম্নলিখিত মূল্যবান অভিমত গৃহীত হইয়াছে H.C. Dent মহোদয়ের "To Be A Teacher" নামক গ্রন্থ হইতে :

First, I hold it essential that the teacher's personality, physical and mental, should be neither repellent nor neutral, but positively attractive. This does not necessarily exclude all people who are physically plain or ugly, for many such have great personal charm, which may be enhanced by plainness or even ugliness of feature or form. But it does exclude people whose appearance, manner, or attitude of mind frightens, chills, or overawes others. The choleric, easily-excitable, over-and under-emotional, selfish, and erratic types should certainly be kept out of the classroom, as should even more certainly the sarcastically, cynically, or satirically minded. I take it for granted that more dangerous types—the sadist, masochist, and other perverts—would automatically be excluded. And, above all, exclude the dull; I am tempted to say that children suffer more from bores than from brutes.

*Second, the teacher should be one who can attune his mind and feelings to those of others. This is particularly important with very young children. It would, of course, be unreasonable to require that the teacher should actually think or feel as a child, because except in cases of arrested development this is physically and psychologically impossible. (Incidentally, some few adults who have never grown up make excellent, if limited teachers.) But the teacher should be able to put himself in the place of the pupil, and to form habitually and readily a vivid mental picture of what he is thinking and how he is feeling, and why.**

**The teacher must be able, whenever necessary (and it is perpetually necessary), and whatever the state of his own feelings,*

*to be exceedingly tender-hearted. In the nature of things the learner must make many mistakes. It is by mistakes that he largely learns, and not least because these so often distress and humiliate him. It is at such times that the teacher's genuine and unforced sympathy is invaluable—pedagogically as well as personally. The two aspects cannot, indeed, be divorced, for education is essentially a matter of human relationships.**

উপসংহারে বলা যায়, অর্জিত ও সহজাত এই দুইয়ের ভিত্তিতে দুই ধরনের গুণাবলী অন্যান্য শিক্ষকের ন্যায় সংস্কৃত শিক্ষককেও আশ্রয় করিয়া করিয়া থাকে।

অন্যান্য বিষয়ের ও ভাষার শিক্ষকের সহিত সংস্কৃত শিক্ষকের বহুবিধ সাদৃশ্য থাকিলেও অপরদের তুলনায় সংস্কৃত শিক্ষকের দায়িত্ব সম্ভবতঃ বর্তমানে অনেক বেশী। এক সময়ে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া তপস্যালব্ধ জ্ঞানে প্রাজ্ঞ ঋষিরা যেরূপ শিক্ষা-ব্রতীদের হৃদয়কে করিতেন পূর্ণ সত্যের আলোকে আলোকিত, বর্তমানে সংস্কৃত শিক্ষকদেরও কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে সংস্কৃতকে যুগোপযোগী করিয়া ভারতের অন্তরাত্মা সংস্কৃত ভাষারূপ সূর্যকে ভারতের সর্বশ্রেণীর জনগণের হৃদয়াকাশে উদিত করিবার উদ্দেশ্যে।

বর্তমানে সংস্কৃত ভাষার সহজীকরণ ও সরলীকরণ কিভাবে ও কতদূর করা যাইতে পারে, শিক্ষার্থীদের আগ্রহের ভিত্তিতে কিভাবে সংস্কৃতভাষাকে উপস্থাপন করা যায়, বাস্তব প্রয়োজন-ভিত্তিক ও অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক উপায়ে কার্যপ্রণালীর মাধ্যমে সংস্কৃতকে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, জীবনকেন্দ্রিক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার যুগে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষাকে কিভাবে অনুপ্রবিষ্ট করানো যায়, সেই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতে হইবে সংস্কৃত শিক্ষককে।

কেন্দ্রীয় বেতার প্রচার-কেন্দ্র হইতে (রেডিও-র মারফৎ দিল্লী কেন্দ্র হইতে) প্রত্যহ প্রচারিত সংস্কৃতসংবাদ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যাহাতে শ্রবণ করে এবং অনুধাবন করার চেষ্টা করে, সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয় সেই ব্যাপারে উদ্যোগী হইয়া শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করিবেন। আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র হইতে প্রচারিত সংস্কৃত ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠানও তাহারা যাহাতে শ্রবণ করে, সেই দিকেও লক্ষ্য দিতে হইবে। ভারতের বিভিন্ন জায়গা হইতে প্রকাশিত সংস্কৃত পত্রিকাদির সহিত তাহারা যাহাতে পরিচিত হয় এবং বিদ্যালয়ে কমপক্ষে দুইটি বা তিনটি সংস্কৃত পত্রিকা প্রতিমাসে যাহাতে লওয়া হয় এবং শিক্ষার্থীরা সেইগুলি যাহাতে মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করে, তাহার দিকেও সংস্কৃত শিক্ষককে যত্নশীল হইতে হইবে।

[**কয়েকটি পত্রিকার নাম দেওয়া হইল : সংস্কৃতসাহিত্যপরিষদ্‌পত্রিকা, মঞ্জুষা, প্রণবপারিজাতঃ (কলিকাতা), ভাস (সাপ্তাহিক পত্রিকা, গুন্টুর), সংস্কৃতভবিতব্যম্ (সাপ্তাহিক পত্রিকা, নাগপুর), ভারতী (জয়পুর), সূর্যোদয় (বারাণসী), মধুরবাণী (গদগ্), দিব্যজ্যোতিঃ (সিমলা), সংস্কৃতসঞ্জীবন (পাটনা)**]।

মধ্যে মধ্যে সহজতম সংস্কৃতে বিতর্ক, আলোচনা, বক্তৃতা, আবৃত্তি প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে হইবে এবং শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করিতে হইবে। (নিম্নশ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা তাহাদের ভালো-লাগা ভাষাকে কেন্দ্র করিয়া যাহাতে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে পারে, অথবা বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী ও সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষা সমূহের সংমিশ্রণেই তাহারা (অবশ্য যদি ইচ্ছা করে) যাহাতে মনের ভাব প্রকাশে স্বাধীনতা পায়, সংস্কৃত শিক্ষককে সেই ধরনের ছাড়পত্র দিতে হইবে।

প্রাচীন কালে মহামান্য ঋষিদের কঠোর সাধনায় যেরূপ সংস্কৃত ভাষা মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছিল, সেইরূপ সাম্প্রতিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় সংস্কৃত যাহাতে যোগ্যস্থান লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য প্রয়োজন সংস্কৃত শিক্ষক-সমষ্টির অনলস সাধনা। আজ শিক্ষা-জগতের সামনে এই সত্যটি উপস্থাপিত করিতে হইবে যে, বর্তমান যুগের চাহিদা পূর্ণ করিতে সংস্কৃত ভাষা কখনই পশ্চাৎপদ নহে। প্রাচীনকে স্মরণ করাইয়া দিতে এবং বর্তমানকে কার্যে রূপায়িত করিতে সংস্কৃত ভাষা সর্বদাই সক্ষম। তাই বলিতেছিলাম, সংস্কৃত শিক্ষকের দায়িত্ব আজ অনেক অনেক গুণে বেশী।

আজ আমরা, যাহারা সংস্কৃত শিক্ষক তাহাদের, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" কঠোপনিষদের এই মন্ত্রটি স্মরণ করিয়া সংস্কৃত ভাষার প্রচারের উদ্দেশ্যে বাস্তবোচিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে এবং সাহসভরে অগ্রসর হইতে হইবে অব্যাহত গতিতে।

একবিংশ অধ্যায়
ধ্বনিতত্ত্ব ও ভারতীয় লিপি
[Phonetics & Indian Scripts.]

॥ ভূমিকা ॥

ফুসফুসের সাহায্যে প্রেরিত নিঃশ্বাস বায়ু শ্বাসনালী দুইটির মাধ্যমে কণ্ঠনালীতে আসিয়া পড়ে এবং সেখান হইতে কণ্ঠ ও মুখবিবর বা কণ্ঠ ও নাসিকা পথে বাহিরে যায়। ইচ্ছাকৃত পেশী-সঞ্চালনের ফলে যদি এই নিঃশ্বাস-বায়ু কণ্ঠনালী হইতে ওষ্ঠ পর্যন্ত স্থানের মধ্যে কোথাও কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বলা হয় ধ্বনি।

বাক্যে প্রযুক্ত ধ্বনিময় অর্থযুক্ত শব্দসমষ্টিকে বলা হয় ভাষা। উচ্চারিত ধ্বনি হইল ভাষার প্রাণশক্তি। ধ্বনিতত্ত্ব সাধারণতঃ যে বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করে সেইগুলি হইল—উচ্চারণতত্ত্ব, সভ্য সমাজে প্রচলিত উচ্চারণবিধি, ধ্বনিসমূহের ক্রিয়া ও ইতিহাস, শুদ্ধ বর্ণ-বিন্যাস, ছন্দ-বৈশিষ্ট্য ও যতিচ্ছেদের নিয়মাবলী। এইস্থলে আমরা কেবল উচ্চারণতত্ত্ব লইয়াই আলোচনা করিব।

শুদ্ধ উচ্চারণের উপযোগিতা

(কথা বলা একটি বিশেষ শৈল্পিক কর্ম। সুন্দর ও চিত্তগ্রাহী ভঙ্গিমাতে কথা বলিলে কার্যসিদ্ধি খুব তাড়াতাড়ি হয়। স্পষ্টতা, সরলতা, সরসতা, বিশুদ্ধ উচ্চারণ প্রভৃতি হইল এই শৈল্পিক কর্মের প্রধান প্রধান গুণ। উচ্চারিত ধ্বনি পঠনকে করে প্রাণবন্ত। ধ্বনির সৌন্দর্যকে অবলম্বন করিয়া কবিমনের রসানুভূতি সঞ্চারিত হয় পাঠকের মনে। ধ্বনি মাধুর্য ব্যতীত ভাষা কখনই সুরসাল হইতে পারে না। অশুদ্ধ উচ্চারণ সমগ্র বক্তব্যকে করিয়া তুলে শ্রুতিকটু, বিরস ও পীড়াদায়ক এবং অর্থবোধের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করে অনর্থ। সুতরাং শুদ্ধ উচ্চারণ অপরিহার্য।

শুদ্ধ উচ্চারণ-শিক্ষার কাজে শিক্ষকের কর্তব্য

কণ্ঠ স্বরের উঠানামা, স্বরাঘাত, যতি-বিন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন প্রকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিতে পারে। এই ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করিতে হইলে, সংস্কৃত শিক্ষককে ধ্বনিতত্ত্বভিত্তিক বিজ্ঞানসম্মত সংশোধনীমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। শিক্ষার্থীদিগকে সুষ্ঠু উচ্চারণ-পদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য সংস্কৃত শিক্ষক নিজে ভাল করিয়া ধ্বনিবিজ্ঞান পড়িবেন এবং যথার্থ উচ্চারণবিধি আয়ত্ত করিয়া শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষা দিবেন, উচ্চারণস্থানাদি দেখাইবার নিমিত্ত চার্ট প্রভৃতি ব্যবহার করিবেন, বড় বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশুদ্ধ উচ্চারণাদিকে টেপ-রেকর্ডারে ধরিয়া রাখিয়া মাঝে মাঝে প্রয়োজন অবকাশে শিক্ষার্থীদের নিকট সেই টেপ-রেকর্ডার চালাইবেন উচিত এবং মাঝে মাঝে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যথার্থ সংস্কৃত-

বিশারদদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া সংস্কৃত শিক্ষক ও সংস্কৃত শিক্ষার্থী উভয়েরই কোন ধ্বনির বিশেষ উচ্চারণ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা থাকিলে তাহাদের সাহায্যে সেই জিজ্ঞাসার উত্তর জানিয়া লইবেন।

উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত স্বরগুলি কিভাবে উচ্চারণ করিতে হয়, হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতস্বরের উচ্চারণ কিরূপ হইবে, শ-ষ-স, ণ-ন প্রভৃতির উচ্চারণগত পার্থক্য কিরূপ, য-ফলা ও ব-ফলার খাঁটি উচ্চারণ কিরূপে হইবে, কোন্ কোন্ জায়গায় উচ্চারণ ও বানানের মধ্যে সঙ্গতির অভাব রহিয়াছে প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কৃত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে ধ্বনিতত্ত্বই বিজ্ঞানসম্মত ধারণা প্রদান করিবে।

এইসব দিক্ হইতে বিচার করিলে সহজেই বলা যায় যে, মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সংস্কৃত শিক্ষার পাঠ্য তালিকায় ধ্বনিতত্ত্বের সংযোজন অপরিহার্য।

ছয়টি বেদাঙ্গের মধ্যে শিক্ষা একটি অন্যতম বেদাঙ্গ।

(···শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি—মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।১।৫)

শিক্ষা *(Phonctics)* বর্ণোচ্চারণাদি বিষয়ক গ্রন্থ। শিক্ষা-নামক বেদাঙ্গে বেদের নির্ভুল উচ্চারণ পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে উচ্চারণ-স্থান, অভ্যন্তর-প্রযত্ন, বাহ্য-প্রযত্ন, কালকৃত ভেদ, স্বর, ব্যঞ্জন, উদাত্তাদি ভেদ, পদপাঠ *(analysis of sentences into individual words)*, পদচ্ছেদ *(process of separation of words)* , নির্ভুল উচ্চারণ নিয়মাবলী প্রভৃতি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় রহিয়াছে।

শুদ্ধ উচ্চারণের তাৎপর্য

ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে, শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। যে-কোন ভাষা ও সাহিত্যকে জানিতে হইলে সেই ভাষার অক্ষর বা শব্দসমূহের উচ্চারণের নিয়ম সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। সংস্কৃত ব্যাকরণ এই উচ্চারণনীতি সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক। বৈদিক যুগে এই উচ্চারণের নিয়মাবলীর উপর খুব বেশী গুরুত্ব প্রদান করা হইত। আধুনিক কালেও সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চারণের নিয়মসমূহ যাহাতে যথার্থভাবে অনুসৃত হয় এবং শিক্ষার্থীরা যাহাতে যত্নের সহিত এই উচ্চারণের নিয়মগুলি শিক্ষা করিয়া বাস্তবে প্রয়োগ করে, তাহার প্রতি সংস্কৃত শিক্ষকদের সতর্কতামূলক দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

নির্ভুল উচ্চারণ ছাড়া শিক্ষার্থী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা পোষণ করিতে পারে না। ভুল বা বিকৃত উচ্চারণ ভাষাকেও বিকৃত হিসাবে প্রতিফলিত করে।

ভুল উচ্চারণের দোষত্রুটি

শব্দের ভুল উচ্চারণ প্রকৃত অর্থের পরিবর্তে বিপরীত অর্থের প্রতিপাদন করে অর্থাৎ ভুল উচ্চারণ অর্থেরও বিকৃতি ঘটায়। যেমন, "সকল" পদটি যদি "শকল" হিসাবে উচ্চারিত হয় অর্থাৎ দন্ত্যবর্ণ "স" যদি বিকৃত উচ্চারণের জন্য তালব্য বর্ণ "শ"রূপে উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে "সকল" কথাটির প্রকৃত অর্থকে (সব বা সবাই, *all* বা *whole*) না বুঝাইয়া একটি

অন্য বিপরীত অর্থ বুঝাইবে। সেই অর্থটি হইল "শকল" অর্থাৎ অংশ-খণ্ড-বল্কল-আঁইষ্ ইত্যাদি। তাহা হইলে যেখানে অর্থ হওয়া উচিত সব বা সবাই বা সমস্ত, উচ্চারণের দোষে তাহার অর্থ হইতে পারে খণ্ড-বল্কল-আঁশ প্রভৃতি। এইজন্য উক্ত হইয়াছে,

"যদ্যপি বহুনাধীষে তথাপি পঠ পুত্র ব্যাকরণম্।
স্বজনঃ শ্বজনো মা ভূৎ, সকলং শকলং সকৃচ্ছকৃৎ॥"

শিক্ষার্থীর প্রারম্ভিক স্তরেই যদি উচ্চারণের দোষ সঞ্জাত হয় এবং সেই দোষকে যদি তখনই দূরীভূত করার চেষ্টা না করা হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ঐ দোষের সংশোধন কখনও সম্ভব নাও হইতে পারে। সর্বোপরি, ভুল উচ্চারণ, ভুল বানান, ভুল বোধ *(wrong comprehension)*, ভুল প্রকাশভঙ্গী শিক্ষা দেয়।

ভুল উচ্চারণের কারণ

ভুল বা বিকৃত উচ্চারণের *(wrong or bad pronunciation)* কারণ হিসাবে বলা যায়, ত্রুটিপূর্ণ কণ্ঠস্বর এই ধরনের উচ্চারণের অন্যতম কারণ। অনেকের কণ্ঠস্বর হয় নাসিক্যধ্বনিমূলক। আবার অনেকে হয় তোত্‌লা।

সংস্কৃত শব্দাদির উচ্চারণের ক্ষেত্রে উচ্চারণ করার অভ্যাসটি যদি ত্রুটিপূর্ণ *(Defective)* হয়, তাহা হইলে এই খারাপ বা ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাস ত্রুটিযুক্ত উচ্চারণের একটি কারণ হইতে পারে।

বিভিন্ন জায়গার আবার বিভিন্ন রকমের অর্থাৎ সেই সেই জায়গার একটি নিজস্ব উচ্চারণ-পদ্ধতি থাকে। সেই পদ্ধতি আসল উচ্চারণকে অনুসরণ নাও করিতে পারে। আঞ্চলিক প্রভেদ এই উচ্চারণবৈকল্যের একটি প্রধান কারণ। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা সংস্কৃতশব্দের যেভাবে উচ্চারণ করিবে, বাংলাদেশের লোকেরা সেইভাবে সম্পূর্ণ সেই পদ্ধতিতে উচ্চারণ করিতে নাও পারে। দক্ষিণ ভারতের লোকেরা যেভাবে উচ্চারণ করিবে, উত্তর প্রদেশের লোকেরা সেই ভাবে উচ্চারণ নাও করিতে পারে। সাধারণতঃ স্থানবিশেষে উচ্চারণের পরিবর্তন ঘটে। ইহাও উচ্চারণ-বিকৃতির একটি কারণ।

প্রকৃত উচ্চাবণস্থান ও উচ্চারণপ্রকৃতি সঠিকভাবে জানা না থাকিলে ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে।

সুষ্ঠু উচ্চারণের ক্ষেত্রে যে পরিশ্রম ও প্রযত্নের প্রয়োজন, সেই পরিশ্রম ও প্রযত্নের ক্ষেত্রে যদি অধিক কার্পণ্য দেখা যায়, তাহা হইলে উচ্চারণ নিশ্চয়ই ত্রুটিপূর্ণ হইবে।

সর্বোপরি, সংস্কৃত উচ্চারণের নিয়মাবলী সম্পর্কে সুষ্ঠু ও বিস্তৃতভাবে জানার সদিচ্ছার ও সংস্কৃতভাষার প্রতি আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধার অভাব থাকিলে উচ্চারণবৈকল্য ঘটার সম্ভাবনা অনেক বেশী থাকে।

বিকৃত বা অশুদ্ধ উচ্চারণ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। উচ্চারণের ক্ষেত্রে এই ত্রুটির প্রকারভেদ নিম্নে দেওয়া হইল :—

প্রকারভেদ	অশুদ্ধ উচ্চারণজনিত স্বরূপ	বিশুদ্ধ উচ্চারণজনিত স্বরূপ
(ক) অশুদ্ধ বর্ণবিপর্যয়	আল্হাদ	আহ্লাদ
(Incorrect metathesis)	প্রল্হাদ	প্রহ্লাদ
	অম্হায়	অহ্নায়
	মধ্যান্হ	মধ্যাহ্ন
	অনিবর্চনীয়	অনির্বচনীয়
	ব্রাম্হণ	ব্রাহ্মণ
(খ) অশুদ্ধ স্বরভেদ	ওতুল	অতুল
(Incorrect Vowel Change)	বম্কেশ	ব্যোমকেশ
	নিত্যোগোপাল	নিত্যগোপাল
	কোশল্যা	কৌশল্যা
(গ) অশুদ্ধ মাত্রাভেদ	উণবিংশ	ঊনবিংশ
(দীর্ঘস্বরকে হ্রস্বস্বর হিসাবে ও	আলি	আলী
হ্রস্বস্বরকে দীর্ঘস্বর হিসাবে	অহ্নিক	আহ্নিক
উচ্চারণ)	কুর্ম	কূর্ম
	কবী	কবি
	বীবক্ষতি	বিবক্ষতি
	লোল্প্যাতে	লোলুপ্যাতে
	উৎসর্গ	উৎসর্গ
(ঘ) স ও ষ এর সঠিক	বিসাদ	বিষাদ
উচ্চারণের অভাব	জ্যোতিস্টোম	জ্যোতিষ্টোম
	বিস্টর	বিষ্টর
(ঙ) জ্ঞ ও ক্ষ এর অশুদ্ধ	বিগ্‌গো	বিজ্ঞ
উচ্চারণ	গ্যাঁতি	জ্ঞাতি
	শিক্‌খক	শিক্ষক
	খমা	ক্ষমা
(চ) অন্তঃস্থ ব ও বর্গীয় ব এর	ব্বানর	বানর
যথার্থ উচ্চারণের প্রভাব	সর্ব্ব	সর্ব
(ছ) শ ও ষ এর সঠিক	নির্দোশ	নির্দোষ
উচ্চারণে অজ্ঞতা	পুরুশ	পুরুষ
(জ) ঋ কার ও র কারের	রিক্ষ	ঋক্ষ
উচ্চারণে অজ্ঞতা	রিতু	ঋতু
	ভ্রাত্রভিঃ	ভ্রাতৃভিঃ
	গ্রহীত্রতি	গ্রহীত্ৰতি

প্রকারভেদ	অশুদ্ধ উচ্চারণজনিত স্বরূপ	বিশুদ্ধ উচ্চারণজনিত স্বরূপ
(ঝ) অশুদ্ধ স্বরভক্তি	গরব	গর্ব
(*Incorrect anaptyxis*)	পরমাদ	প্রমাদ
	জনম	জন্ম
	পূরব	পূর্ব
(ঞ) অশুদ্ধ বর্ণলোপ	উজ্জৈনী	উজ্জয়িনী
(*Incorrect elision*)	পর্দ্ধা	স্পর্দ্ধা
	বৃহস্পতি	বেস্পতি
	ফাগুন	ফাল্গুন
(ট) অশুদ্ধ সমীকরণ	মাহেন্দ্রজোগ	মাহেন্দ্রযোগ
(*Incorrect assimilation*)	শুভজাত্রা	শুভযাত্রা
	জজমান	যজমান
(ঠ) অশুদ্ধ বিষমীকরণ	কাগ	কাক
(*Incorrect dissimilation*)	বৃক্ষছ্ ছায়া	বৃক্ষচ্ছায়া
(ড) অশুদ্ধ আগম	অস্থিত	স্থিত
(*Incorrect addition*)	জগত	জগৎ
	সুহৃদ	সুহৃদ্
(ঢ) সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণের অসুবিধা	তক্তা	ত্যক্তা
	বঞ্জনা	ব্যঞ্জনা
	(বন্জোনা)	
	হাতুম্	হ্বাতুম্
(ণ) অশুদ্ধ অনুনাসিকতা	শঁশ্রু	শ্মশ্রু
(*Incorrect nasalisation*)	মহাঁদেব	মহাদেব
(ত) অশুদ্ধ ঘোষীকরণ	কাগ	কাক
(*Incorrect Vocalisation*)	এতদ্	এতৎ
	লিব্ সা	লিপ্ সা
(থ) অশুদ্ধ অঘোষীকরণ	মুৎগল	মুদ্গল
(*Incorrect devocalisation*)	কুপ্ জ	কুব্জ
	দিক্ভ্যাম্	দিগ্ ভ্যাম্
(দ) ঙ-ঞ ন্-ণ্-ম প্রভৃতি অনুনাসিক বর্ণের উচ্চারণের অসুবিধা	করন	করণ
	নির্ণয়	নির্ণয়
	প্রমান	প্রমাণ
	যাচ্ না	যাচ্ ঞা

ইহা ছাড়া, সন্ধিবিচ্ছেদের অসুবিধা—সমাসবদ্ধ পদের বিশ্লেষণের অসুবিধা—স্বরভঙ্গী, শ্বাসাঘাত প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক্ ধারণার অভাব—বর্ণোচ্চারণে যে অঙ্গভঙ্গীর প্রয়োজন তাহার অনুপযুক্ততা—তোত্‌লামি—অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন কণ্ঠস্বর প্রভৃতি অশুদ্ধ উচ্চারণের কারণ।

সংস্কৃতে ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমেই সংস্কৃত বর্ণজ্ঞানের প্রয়োজন।

ধ্বনিতত্ত্বের বিবরণ

পাণিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে চৌদ্দটি সূত্রের দ্বারা বর্ণের নামগুলি বলিয়াছেন। এই বর্ণসমূহকে অক্ষর সমাম্নায় বা বর্ণসমাম্নায় বা শিবসূত্র বলা হয়। এই শিবসূত্রগুলি এইরূপ—

অ ই উ ণ্। ঋ ঌ ক্। এ ও ঙ্। ঐ ঔ চ্। হ য ব র ট্। ল ণ্। ঞ ম ঙ ণ ন ম্। ঝ ভ ঞ্। ঘ ঢ ধ ষ্। জ ব গ ড দ শ্। খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ব্। ক প য়্। শ ষ স র্। হ ল্।

এই বর্ণসমূহকে পর পর সাজাইলে এইরূপ হইবে—

অ ই উ ঋ ঌ এ ও ঐ ঔ হ য ব র ল ঞ ম ঙ ণ ন ঝ ভ ঘ ঢ ধ জ ব গ ড দ খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ক প শ ষ স হ। যে কয়েকটি স্বরবর্ণ পাওয়া যাইল, তাহাতে আ ঈ ঊ ৠ এই দীর্ঘ স্বরের উল্লেখ নাই। ইহার কারণ এই যে, উ কালোঽজ্ হ্রস্ব দীর্ঘপ্লুতঃ (১।২।২৭) এই পাণিনির সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেকটি স্বরবর্ণ হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুত এই তিনভাগে বিভক্ত। হ্রস্ব অ-এর দীর্ঘরূপ হইতেছে আ, ইকারের ঈ, উ কারের ঊ এবং ঋ কারের ৠকার। ঌ কারের দীর্ঘ হয় না। প্রত্যেক স্বরের মাত্রা আছে। হ্রস্ব স্বরের একমাত্রা, দীর্ঘ স্বরের দুই মাত্রা, প্লুতস্বরের তিন মাত্রা ও ব্যঞ্জনবর্ণের অর্ধমাত্রা ধরা হইয়া থাকে। "একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু ভবেৎ প্লুতো ব্যঞ্জনঞ্চার্ধ-মাত্রকম্॥" দূর হইতে আহ্বান, রোদন, গান প্রভৃতির ক্ষেত্রে স্বরের যে দীর্ঘতা হয়, তাহাকে প্লুতস্বর বলা হয়। প্লুতস্বরের চিহ্ন স্বরূপ দীর্ঘ স্বরবর্ণের সহিত ৩ লেখা হয়। আ৩ ঈ৩ ঊ৩ ৠ৩ এ৩ ঐ৩ ও৩ ঔ৩—এই সাতটি প্লুত স্বর।

পাণিনি ব্যাকরণের নিয়মানুসারে "অ" আঠার প্রকার। প্রথমতঃ, হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুত এই তিন প্রকার ভেদ। ইহারা প্রত্যেকে উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত এই তিন ভাগে বিভক্ত। অতএব, ৩×৩=৯ প্রকার ভেদ পাওয়া যাইল। ইহারা আবার অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদে দুই প্রকার। অতএব ৯×২=১৮ প্রকার অ-কার। এইরূপ ১৮ প্রকার ইকার, উকার ও ঋকার। ঌ কারের দীর্ঘ নাই বলিয়া হ্রস্ব ও প্লুত দুই প্রকার ঌ কারের প্রত্যেকটি উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত এই তিন প্রকার ভেদে ২×৩=৬ প্রকার ভেদ। অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদে ৬×২=১২ প্রকার ভেদ। ঋকার ও ঌ কারকে ব্যাকরণের ভাষায় সবর্ণরূপে স্বীকার করা হয়। এইজন্য ৠ কারের ১৮ প্রকার ভেদ ও ঌ কারের ১২ প্রকার ভেদ একত্র করিয়া ৠ কার ও ঌ কারের প্রত্যেকটির মোট ৩০ প্রকার ভেদ স্বীকার করা হয়। এ ঐ ও ঔ ইহাদের হ্রস্ব হয় না। এইজন্য ইহাদের প্রত্যেকটির ১২ প্রকার ভেদ স্বীকার করা হয়।

যাহাদের তালু প্রভৃতি উচ্চারণ স্থান এবং অভ্যন্তর প্রযত্ন সমান, তাহারা পরস্পর সবর্ণ।

"তুল্যাস্য প্রযত্নং সবর্ণম্" (১।১।৯)

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ইহারা সবর্ণ বা সমান বর্ণ। এ বলিতে অ অথবা আ এবং ই অথবা ঈ এই দুই প্রকার বর্ণের সন্ধি বুঝায়। এইজন্য ইহাদের সন্ধ্যক্ষর (*Dipthongs*) বলে। এই প্রকার ঐ ও ঔ কে সন্ধ্যক্ষর বলা হয়। আবার উচ্চারণের ক্ষেত্রেও দেখা যায় ঐ বলিতে অ+ই ও ঔ বলিতে অ+উ এই প্রকার বুঝায়। অতএব, ইহারা ভাষা-শাস্ত্র হিসাবেও সন্ধ্যক্ষর। স্বরবর্ণের সহিত অনুস্বার বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দু এই তিনটি চিহ্ন দেখা যায়। শিবসূত্রে ইহাদের কোন উল্লেখ নাই। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রবিন্দু (ँ) নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত হয় বলিয়া ँ চিহ্নযুক্ত অক্ষরকে বলা হয় অনুনাসিক। অনুস্বার (ং) ও বিসর্গের (ঃ) মাহেশ্বর সূত্রে উল্লেখ নাই। ইহারা স্বতন্ত্রভাবে প্রযুক্ত হয় না। বিসর্গ (ঃ)-এর সদৃশ আরও দুইটি বর্ণ পাওয়া যায়—ইহাদের বলা হয় জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয় বর্ণ। ইহাদের দেখিতে অর্ধ বিসর্গের মত। "কুপো ≍ক ≍পৌচ" (৮।৩।৩৭) এই সূত্রের দ্বারা ক বর্গ পরে থাকিলে পূর্বের বিসর্গকে জিহ্বামূলীয় এবং প বর্গ পরে থাকিলে পূর্বের বিসর্গকে উপধ্মানীয় বলা হয়।

অ আ ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্ হ্ বিসর্গ—ইহারা কণ্ঠ্যবর্ণ (*Gutturals*), যেহেতু আঠার প্রকার অ, ক বর্গ, বিসর্গ ও হ এর উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ। ("অ কু হ বিসর্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ।")

ই ঈ চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্ যশ্—ইহারা তালব্য বর্ণ, যেহেতু ১৮ প্রকার ই, চ বর্গ জ, য ও শ-এর উচ্চারণ স্থান তালু ("ই চু য শানাং তালু") ঋ ৠ ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্ র্ ষ্—ইহারা মূর্ধন্য বর্ণ, যেহেতু ১৮ প্রকার ঋ, ট বর্গ, র ও ষ এর উচ্চারণ-স্থান মূর্ধা। ("ঋ টুর ষাণাং মূর্ধা")

ঌ ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্ ল্ স্—ইহারা দন্ত্যবর্ণ, যেহেতু ১২ প্রকার ঌ, ত বর্গ, ল ও স এর উচ্চারণ-স্থান দন্ত ("ঌ তুল সানাং দন্তাঃ")

উ ঊ প্ ব্ ভ্ ম্ উপধ্মানীয়—ইহারা ওষ্ঠ্যবর্ণ, যেহেতু ১৮ প্রকার উ, প বর্গ ও উপধ্মানীয় এর উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ। ("উপূপধ্মানীয়া নামোষ্ঠৌ")।

ঞ্ ম্ ঙ্ ণ্ ন্—ইহারা অনুনাসিক, যেহেতু ইহাদের উচ্চারণ-স্থান নাসিকা।

ইহাদের নিজ নিজ উচ্চারণ-স্থান সহ নাসিকা একটি অতিরিক্ত উচ্চারণ-স্থান। ("ঞ ম ঙ ণ নানাং নাসিকা চ")

এ ঐ—ইহাদের উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ ও তালু বলিয়া ইহাদের কণ্ঠতালব্য বর্ণ বলা হয়। ("এদৈতোঃ কণ্ঠতালু")

ও ঔ—ইহাদের উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ বলিয়া ইহাদের বলা হয় কণ্ঠোষ্ঠ্য বর্ণ। ("ওদৌতোঃ কণ্ঠোষ্ঠম্")

অন্তঃস্থ ব—ইহার উচ্চারণ-স্থান দন্ত ও ওষ্ঠ বলিয়া ইহাকে বলা হয় দন্তোষ্ঠ্য বর্ণ। ("বকারস্তু দন্তোষ্ঠম্")

জিহ্বামূলীয়—ইহার উচ্চারণ-স্থান জিহ্বামূল। ঃ কে অর্ধভাগে বিভক্ত করিলে ⌣ এইরূপ যে চিহ্ন দৃষ্ট হয় তাকে ক ও খ এর পূর্বে বসাইলে জিহ্বামূলীয় এবং প ও ফ এর পূর্বে বসাইলে উপধ্মানীয় বলা হয়। যথা, ক ⌣ কুত্র=এইখানে ⌣ এইটি জিহ্বামূলীয়। ক ⌣ পশ্যতি—এইখানে ⌣ এইটি উপধ্মানীয়।

অনুস্বার (ং)—ইহার উচ্চারণ-স্থান নাসিকা বলিয়া ইহা অনুনাসিক বর্ণ।

মাহেশ্বর সূত্রে অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয়ের যোগ বা উল্লেখ নাই, অথচ ভাষায় ও ব্যাকরণে ইহারা প্রযুক্ত হইয়া বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন নির্বাহ করিয়া থাকে। এইজন্য ইহাদিগকে বলা হয় অযোগবাহ (অযোগ—অনুল্লেখ, বাহ—প্রয়োজন নির্বাহ বা সাধন) বর্ণ।

বর্ণসমূহের উচ্চারণের সময় যে প্রযত্নের প্রয়োজন হয়, সেই প্রযত্ন দুই প্রকার—অভ্যন্তর ও বাহ্য। অভ্যন্তর প্রযত্ন ৪ প্রকার—স্পৃষ্ট, ঈষৎ-স্পৃষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত। ক হইতে ম পর্যন্ত বর্ণগুলিকে বলা হয় স্পর্শবর্ণ (*Mutes*) এবং ইহাদের প্রযত্ন স্পৃষ্ট। য র ল ব কে অন্তঃস্থবর্ণ বলে এবং ইহাদের প্রযত্ন ঈষৎ স্পৃষ্ট। শ ষ স হ কে বলা হয় উষ্মবর্ণ এবং ইহাদের প্রযত্ন বিবৃত।

বাহ্য প্রযত্ন ১১ প্রকার—বিবার, সংবার, শ্বাস, নাদ, ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত।

বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ, তাহাদের অনুরূপ যমবর্ণ, জিহ্বামূলীয়, উপধ্মানীয় এবং বিসর্গ, শ ষ স ইহাদের বাহ্য প্রযত্ন—বিবার, শ্বাস ও অঘোষ। বাকি বর্ণগুলির বাহ্য প্রযত্ন—সংবার, নাদ ও ঘোষ।

যমবর্ণ—বর্গের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ বর্ণের পর যদি ৫ম বর্ণ থাকে, তবে মধ্যে পূর্ব বর্ণের সদৃশ একটি অতিরিক্ত বর্ণের আবির্ভাব প্রাতিশাখ্য গ্রন্থে প্রসিদ্ধ। যথা, পলিক্ কৃ্নী, ঘ্ ঘ্ ন স্তি ইত্যাদি উদাহরণগুলিতে প্রত্যেকটিতে পরে ন থাকায় যথাক্রমে ক ও ঘ অতিরিক্ত বর্ণ হিসাবে দৃষ্ট হইতেছে। এই অতিরিক্ত বর্ণগুলিকে বলা হয় যম বর্ণ। ("বর্গেষু আদ্যানাং চতুর্নাং পঞ্চমে পরে যমো নাম পূর্বসদৃশো বর্ণঃ।")

অল্পপ্রাণ বর্ণ—বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ ও তাহাদের যমবর্ণকে **অল্পপ্রাণ** বর্ণ বলে। ("বর্গাণাং প্রথমতৃতীয়পঞ্চমা যরলবাশ্চ অল্পপ্রাণাঃ")

মহাপ্রাণ বর্ণ=বর্গের দ্বিতীয়, চতুর্থ বর্ণ ও তাহাদের যমবর্ণকে এবং শ ষ স কে মহাপ্রাণ বর্ণ বলা হয়। ("বর্গাণাং দ্বিতীয়চতুর্থৌ শষস হাশ্চ মহাপ্রাণাঃ")

অঘোষ, শ্বাস ও বিবার—বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণকে এবং তাহাদের যম বর্ণকে অঘোষ (*surd*), শ্বাস ও বিবার বলে। ইহা ছাড়া, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয়, উপধ্মানীয়, শ ষ স—ইহারাও অঘোষ, শ্বাস এবং বিবার। ("বর্গাণাং প্রথমদ্বিতীয়াঃ শ ষ সাশ্চ অঘোষাঃ")

ঘোষ (Sonant), নাদ এবং সংবার—বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও তাহাদের যমবর্ণকে এবং পঞ্চম বর্ণকে ঘোষ, নাদ ও সংবার বলে। ইহা ছাড়া, য র ল ব হ—ইহারাও ঘোষ, নাদ এবং সংবার। ("বর্গাণাং তৃতীয়চতুর্থপঞ্চমা যরলবহাশ্চ ঘোষবন্তঃ")

উদাত্ত—যে স্বরধ্বনিতে প্রধান স্বর থাকে, তাহাকে বলা হয় উদাত্ত। যেমন, "ব্রহ্মন্" শব্দে আদিস্বর উদাত্ত হইলে শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ হয় এবং অর্থ হয় প্রার্থনা। অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইলে শব্দটি পুংলিঙ্গ হয় এবং অর্থ হয় প্রার্থনাকারী।

স্বরিত—প্রধান স্বরের অব্যবহিত পরবর্তী স্বরধ্বনিতে উৎপন্ন নিম্নগামী স্বরের ও যে অক্ষরে স্বর উঠিয়াই নামিয়া যায়, সেই স্বরের নাম স্বরিত।

অনুদাত্ত—স্বরহীন অক্ষর হইল অনুদাত্ত। "উচ্চৈরুদাত্তঃ" "নীচৈরনুদাত্তঃ" "সমাহারঃ স্বরিতঃ"। (১।২।২৯, ১।২।৩০, ১।২।৩১)

অন্তঃস্থ ব ও বর্গস্থ ব—য, র, ল, ব এই বর্ণগুলির অন্তর্গত ব কে অন্তঃস্থ ব (**ব**) বলা হয়, কারণ ইহা অন্তঃস্থ বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। কিন্তু প ফ ব ভ ম এই প বর্গের মধ্যে পঠিত ব কে বর্গস্থ ব (**ব**) বলা হয়। অন্তঃস্থ ব চিনিবার পন্থা হইল যেখানে ব এর সম্প্রসারণ উ হয় (য ব র ল স্থানে যথাক্রমে ই উ ঋ ঌ হওয়াকে সম্প্রসারণ বলে), বিশেষ সূত্রদ্বারা ব স্থানে উঠ্ হয় এবং যেখানে প্রত্যয় ও সন্ধির ফলে ব হয়, সেই সকল ব-কে বলা হয় অন্তঃস্থ ব। বাকীগুলি বর্গস্থ ব। যেখানে ভ স্থানে বা প স্থানে ব হয় সেইগুলিকে বলা হয় কিন্তু বর্গস্থ ব (**ব**)। বা, বি, অথবা, বিনা প্রভৃতি কতকগুলি অব্যয় শব্দেব ও প্রাতিপদিক শব্দের ব-কার অন্তঃস্থ ব (**ব**)।

নিম্নে সংস্কৃত বর্ণসমূহের উচ্চারণ-স্থানাদি ভেদে একটি পরিষ্কার চিত্র দেওয়া হইল :—

১। **ধাঁটি স্বরবর্ণ (অচ্)**

শিবসূত্র—"অ ই উণ্"

॥ ২ ॥ অর্ধব্যঞ্জন (Sonant)—

ঘোষবর্ণ (Voiced)

(ক) *Liquids*—ঋ ṛ (মূর্ধন্য *Cerebral*)
—ঌ ḷ (দন্ত্য *Dental*)
শিবসূত্র—"ঋঌক্"

(খ) নাসিক্য (*Nasals*)—ṇ (দন্ত্য *Cerebral*)
—*m* (ওষ্ঠ্য *labial*)

॥ ৩ ॥ দ্বিস্বর-ধ্বনি (Diphthongs)—

ঘোষবর্ণ (Voiced)

(ক) গুণ (*guṇa*)—এ *e* (তালব্য *palatal*)
—ও *o* (ওষ্ঠ্য *labial*)
শিবসূত্র—"এওঙ্"

(খ) বৃদ্ধি (*Vṛddhi*)—ঐ *ai* (তালব্য *palatal*)
—ঔ *au* (ওষ্ঠ্য *labial*)
শিবসূত্র—"ঐঔচ্"

॥ ৪ ॥ অন্তঃস্থবর্ণ (Semi-Vowels)—

ঘোষবর্ণ (Voiced)

(ক) সম্মুখ (*front*)—য্ *y* (তালব্য *palatal*)
(খ) পশ্চাৎ (*Back*)—ব্ *y* (ওষ্ঠ্য *labial*)
(গ) *liquids*—র্ *r* (মূর্ধন্য *cerebral*)
—ল্ *l* (দন্ত্য *dental*)
শিবসূত্র—"(হ) যবরট্"। "লণ্"

॥ ৫ ॥ স্পর্শবর্ণ (Explosives)—

ঘোষবর্ণ (Voiced)

(ক) অনুনাসিক (Nasals)—ঙ্ ṅ (কণ্ঠ্য *velar*)
—ঞ্ ñ (তালব্য *palatal*)
—ণ্ ṇ (মূর্ধন্য *cerebral*)
—ন্ *n* (দন্ত্য *dental*)
—ম্ *m* (ওষ্ঠ্য *labial*)
শিবসূত্র—"ঞমঙণনম্"

(খ) মহাপ্রাণ (Aspirates)—ঘ্ *gh* (কণ্ঠ্য *velar*)
—ঝ্ *jh* (তালব্য *palatal*)
—ঢ্ *ḍh* (মূর্ধন্য *cerebral*)
—ধ্ *dh* (দন্ত্য *dental*)
—ভ্ *bh* (ওষ্ঠ্য *labial*)
শিবসূত্র—"ঝভঞ্"। "ঘঢধষ্"

ঘোষবর্ণ (Voiced)

(গ) অল্পপ্রাণ (Unaspirates)—গ্ *g* (কণ্ঠস্থ *velar*)
—জ্ *j* (তালব্য *palatal*)
—ড্ *ḍ* (মূর্ধন্য *cerebral*)
—দ্ *d* (দন্ত্য *dental*)
—ব *b* (ওষ্ঠ্য *labial*)
(বর্গস্থ ব)

শিবসূত্র—"জবগডদশ্"

অঘোষবর্ণ (Voiceless)

(ঘ) মহাপ্রাণ (Aspirates)—খ্ *kh* (কণ্ঠস্থ *velar*)
—ছ্ *ch* (তালব্য *palatal*)
—ঠ্ *ṭh* (মূর্ধন্য *cerebral*)
—থ্ *th* (দন্ত্য *dental*)
—ফ্ *ph* (ওষ্ঠ্য *labial*)
—ক্ *k* (কণ্ঠস্থ *velar*)
—চ্ *c* (তালব্য *palatal*)
—ট্ *ṭ* (মূর্ধন্য *cerebral*)
—ত্ *t* (দন্ত্য *dental*)
—প্ *p* (ওষ্ঠ্য *labial*)

শিবসূত্র—"খফছঠথচটতপ্"। "কপয়্"।

অঘোষবর্ণ (Voiceless)

॥ ৬ ॥ **উষ্ম (Spirants)**—(: *h*)—(কণ্ঠস্থ *velar*)
—শ *s'* (তালব্য *palatal*)
—ষ্ *ṣ* (মূর্ধন্য *cerebral*)
—স্ *s* (দন্ত্য *dental*)
—(: *h*) (ওষ্ঠ্য *labial*)

শিবসূত্র—" শষসর্"।

॥ ৭ ॥ **Aspiration**—হ্ *h* (কণ্ঠস্থ *glottal*)
(ঘোষ বর্ণ)
Aspiration—: *h* (কণ্ঠস্থ *glottal*)
(অঘোষ বর্ণ)
শিবসূত্র—"হল্"

৪। ভারতীয় লিপি ॥

ভূমিকা—মনের ভাব প্রকাশের নিমিত্ত যেরূপ প্রয়োজন ভাষার, সেইরূপ সেই ভাবকে একটি স্থায়ী রূপ প্রদান করার জন্য প্রয়োজন লিপির। মানুষ সভ্যতার আলোকে আলোকিত হইয়া নিজেকে সমাজে যেমন প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিয়াছে, সেইরূপ তাহার মানসিক চিন্তা ও ভাবকেও বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এবং তাহার গণ্ডীর বাহিরে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট তাহার স্বকীয় মত ও আদর্শকে সুচারু-সুশৃঙ্খল ও সুসমঞ্জস ভাবে পৌছাইয়া দিবার জন্য ভাষার স্থায়ীরূপের অবলম্বন বা মাধ্যম হিসাবে লিপির প্রয়োজনকে অনুভব করিল এবং তাহারই ফলে সভ্যসমাজে হইল লিপির উৎপত্তি।

লিপির পর্যায়

লিপির উদ্ভব ও বিকাশে সাধারণভাবে পাঁচটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম স্তরটি হইল চিত্রাঙ্কন-প্রয়াস। দ্বিতীয় স্তর হইল চিত্রলিপি ও ভাবলিপি। তৃতীয় স্তর হইল শব্দলিপি। চতুর্থ স্তর হইল অক্ষরলিপি এবং পঞ্চম স্তর হইল ধ্বনিলিপি।

ভারতীয় তথা দেবনাগরী লিপির উদ্ভব

ভারতীয় লিপি হইল কতকটা ধ্বনিমূলক এবং কতকটা হইল অক্ষরমূলক। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম লিপিমালা হইল দুইটি—খরোষ্ঠী এবং ব্রাহ্মী। খরোষ্ঠী সেমীয় লিপি হইতে উৎপন্ন। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, ব্রাহ্মীও সেমীয় লিপি হইতে উদ্ভূত। অবশ্য এই বিষয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য বিদ্যমান। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রথমার্ধে সিন্ধু-সভ্যতার প্রত্নাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত প্রাচীন লিপি চিত্রসম্বলিত সীলসমূহের লিপিগুলির যথার্থ পাঠোদ্ধার যদি কখনও সম্ভব হয় তবেই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইবে যে, ব্রাহ্মী লিপি ভারতবাসীর সৃষ্টি কি বহির্ভারতের সৃষ্টি। সম্রাট্ অশোকের ব্রাহ্মীলিপি হইতেই আধুনিক ভারতীয় ও অনেক পূর্ব-এশীয় লিপিমালা উদ্ভূত হইয়াছে। দেবনাগরী লিপিও ব্রাহ্মীলিপি হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃত শিক্ষা কমিশনের নিম্নলিখিত মন্তব্যটি এই স্থলে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"As a single language, Sanskrit should have one pan-Indian script. At the present moment, the Devanagari script has been given this status practically everyewhere. In the course of the long history of the Sanskrit language, it is only during the last 1500 years and more that the levity of script so far as the language is concerned has been considerably impaired. Unquestionably, Sanskrit was first written in a kind of ancient Brahmiscript. This pan-Indian Brahmi began to change in different parts of India, and, in the course of centuries, was

modified into various local scripts in which all the local speeches of the North and the South as also Sanskrit came to be written."

(*Skt. Comm. Page—194-195*)

সংস্কৃত শিক্ষা-কমিশন সংস্কৃত শিক্ষা-ক্ষেত্রে লেখার মাধ্যম-হিসাবে সমগ্র ভারতের জন্য দেবনাগরী হরফকে সুপারিশ করিয়াছেন; আঞ্চলিক হরফগুলির ব্যবহারের প্রতিও কমিশন স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন এবং সর্বোপরি, সংস্কৃত ভাষা-সম্বলিত বিষয়সমূহকে সমগ্র পৃথিবীবাসীর নিকট উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে কমিশন রোমান হরফকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। কমিশনের ভাষায় বলা যায়,

দেবনাগরী, আঞ্চলিক ও রোমান হরফ সম্পর্কে সংস্কৃত শিক্ষা কমিশনের মত

"……*The Commission is of opinion that, while the knowledge of the Devangari script should be made universal as the pan-Indian script for Sanskrit, the employment of the local scripts as a potent aid in the dissemination of Sanskrit should be continued. the Commission considers it necessary that advanced students of Sanskrit in India acquire the ability to need and writes Sanskrit in the Roman Character according to the internationally accepted system of translation."*

(*Skt. Comm. Page—197*)

দেবনাগরী হরফ শিক্ষা দিবার উপায়—

দেবনাগরী হরফ শিক্ষা দিবার উপায়গুলি সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হইল :

॥ ক ॥ যে বাংলা অক্ষর এবং যে দেবনাগরী অক্ষরগুলি আকারের দিক্ হইতে প্রায় সদৃশ, সেইগুলি প্রথমেই শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। যেমন : ঘ घ, থ थ, ন न, ম म, ল ल প্রভৃতি।

॥ খ ॥ যে সকল দেবনাগরী হরফ আকারগত পরস্পরের সহিত সাদৃশ বহন করিয়া থাকে, সেই সকল অক্ষর শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যেমন : घ ध, प फ, म भ झ, ट ड, ठ ढ ইত্যাদি।

॥ গ ॥ তারপর যে সকল দেবনাগরী অক্ষর পরস্পরের সহিত পরস্পর আকারের দিক্ হইতে বিসদৃশ, সেইগুলি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যেমন : च छ, ख स ष, न ण, ङ ञ, य ज, প্রভৃতি।

॥ ঘ ॥ সংযোজনীয় স্বরবর্ণগুলি পরবর্তী স্তরে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যেমন : ा, ि, ी, ु, ू, ृ, े, ै, ो, ौ, ं, : ইত্যাদি।

॥ ঙ ॥ অতঃপর সংযুক্ত অক্ষরসমূহ শিখাইতে হইবে। যেমন, क् + ष = क्ष, ञ + छ = ञ्छ, ज + ञ = ज्ञ, ह् + न = ह्न, ङ + ग = ङ्ग, द् + व = द्व প্রভৃতি।

শিক্ষার্থীদের দেবনাগরী হরফগুলি শিক্ষা দিবার সময় সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য এবং উৎসাহ-উদ্দীপিত করবার জন্য, সহজ-সরল ও শিক্ষার্থীবৃন্দের পরিচিত সাধারণ পদনিচয়ের মাধ্যমে এবং চিত্রাদির সাহায্যে দেবনাগরী অক্ষর শিক্ষা দিবেন।

প্রশ্নাবলী

1. Define phonetics. Show the utility of teaching Sanskrit phonetics in school level.
2. Is a clear conception as to Sanskrit phonetics (methods of correct pronunciation) essential for a Sanskrit teacher? If so, why?
3. What methods will you follow to avoid wrong pronunciation of Sanskrit words?
4. How would you promote the habit of correct pronunciation in Sanskrit?
5. Write notes on origin and development and methods of teaching of Devanagari script.

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মূল্যায়ন ও আদর্শ প্রশ্ন

(Evaluation in Sanskrit and Sanskrit Model Questions)

'মূল্যায়ন' কথাটির আসল অর্থ হইল শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের পরিমাপ-সাধন। সংস্কৃত শিক্ষায় এখনও যে পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা একান্তভাবে ব্যক্তিনির্ভর বলিয়া বিজ্ঞানসম্মত যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এই পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর সংস্কৃতবিষয়ে সীমাবদ্ধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীর মানসিক ও দৈহিক জীবনে সংস্কৃত শিক্ষার যে প্রভাব এবং এই সংস্কৃত শিক্ষা তাহাব বাস্তব জীবনের সর্বতোমুখী বিকাশের পথে কিভাবে সাহায্য করে, তাহা প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষার দ্বারা জানা যায় না। কিন্তু বর্তমানে সংস্কৃত শিক্ষা তখনই সার্থক হইবে এবং তখনই এই শিক্ষা-গ্রহণে প্রত্যেকেই আগ্রহী হইবে, যখন এই শিক্ষা শিক্ষার্থীর নৈতিক, দৈহিক, প্রাক্ষোভিক ও বৌদ্ধিক বিকাশসাধন-সংক্রান্ত একটি পরিপূর্ণ মূল্যায়ন করিতে পারিবে। কেবল সংস্কৃতই নয়. যে-কোন-কিছু শিক্ষার ক্ষেত্রে এই একই কথা প্রযোজ্য। বর্তমান মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষায় ব্যক্তিগত বৈষম্যনীতিকে স্বীকার করা হয়। ব্যক্তিগত বৈষম্যনীতির ভূমিকায় প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে জানার জন্য বিভিন্ন প্রমাণসিদ্ধ ও মানসম্মত বিজ্ঞানভিত্তিক অভীক্ষার প্রচলন ঘটিয়াছে। এই সমস্ত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাব মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যেমন সর্বতোমুখী ব্যক্তিতার স্বরূপ নির্ণীত হয়, তেমনি তাহার বিভিন্ন সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভাবী কালের জন্য তাহার জন্য একটি উপযুক্ত পথও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং মূল্যায়ন বলিতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে ধরা যায়,যে, প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীর শিক্ষাসম্পর্কিত অগ্রগতি, সমস্যা ও সমস্যা-সমাধানের সমুপযোগী বিজ্ঞানভিত্তিক অভীক্ষার প্রয়োগের দ্বারা শিক্ষা ও জীবন-বিকাশের মধ্যে একটি সুষম সামঞ্জস্যপূর্ণ সংগতি সাধন করে।

মূল্যায়নে সংজ্ঞা ও তাৎপর্য

যে-কোন ধরনের শিক্ষা তখনই সার্থক হইবে, যখন সেই শিক্ষার পরীক্ষাগত মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষার্থীর বিকাশমান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ সুস্পষ্ট রূপ বা চিত্র ধরা পড়িবে।

বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া পরীক্ষার সময় যে দুর্নীতি ও অরাজকতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়, তাহার কারণ হিসাবে বলা যায়—

বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতি নিজের গৌণ স্থানকে ভুলিয়া গিয়া নিজেকে মুখ্য বলিয়া মনে করে, অর্থাৎ শিক্ষার নিজস্ব গুরুত্ব ও মূল্য অপেক্ষা পরীক্ষার বিশেষ গুরুত্ব ও প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। পরীক্ষা সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার নিয়ন্তা। ইহা শিক্ষার্থীর

পুস্তকগত অর্জিত বিদ্যার পরিমাপের যন্ত্র। ইহা শিক্ষকের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। ইহা (বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি) পরীক্ষকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা, মর্জি ও রুচিকে প্রাধান্য দেয়। ইহা বিষয়কেন্দ্রিক, পুস্তকগত বিদ্যামুখী, রচনাধর্মী, ব্যক্তিগত মানসিক ভারসাম্যহীন ও মুখস্থনির্ভর। ইহা ব্যক্তিগত বৈষম্যনীতির ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও কৃতিত্বের পরিমাপ করিতে পারে না। ইহা শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান, বানান, হস্তাক্ষর, উত্তরের বিস্তৃতি প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ইহা শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যকে কোন মূল্য দেয় না। ইহা পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর উভয়ের পরিবর্তনশীল ব্যক্তিগত দৈহিক ও মানসিক অবস্থাকে স্বীকৃতি দেয়।

বর্তমান পরীক্ষারীতির ত্রুটিপূর্ণ দিক

এই জন্যই বর্তমানে বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ের সাহায্যে মনোবিজ্ঞানসম্মত নূতন নূতন পরীক্ষা-রীতির প্রচলন ঘটিতেছে। ইহাকে আমরা বলিতে পারি, নূতন বিষয়াত্মক বা *New objective type* পরীক্ষা, যাহাকে আবার বলা যায় মূল্যায়ন-সাধক অভীক্ষা।

প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষায় যে সকল ত্রুটি দেখা যায়, সেই সকল ত্রুটি হইতে নূতন বিষয়াত্মক (*objective type*) পরীক্ষা যাহাতে মুক্ত থাকে, তাহার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। এই পরীক্ষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে—নৈর্ব্যক্তিকতা (*objectivity*), নির্ভরযোগ্যতা (*reliability*), যাথার্থ্য (*Validity*), প্রয়োগযোগ্যতা (*applicability*), পরিমিতি (*Economy*) ও ব্যাখ্যাযোগ্যতা (*Interpretability*)।

এই সকল বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন আধুনিক নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন যাহাতে যথার্থ, সুষ্ঠু, নির্ভরশীল ও সুনিশ্চিত হয়, তাহার চেষ্টা করা হইতেছে।

সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়নকে যথার্থ করিবার জন্য আভ্যন্তরীণ ও বহিঃ—এই দুই প্রকারের পরীক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করিতে হইবে।

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে ধরিতে হইবে—

শিক্ষার্থী সমস্ত বৎসর ধরিয়া যে সকল কাজ শ্রেণীকক্ষে বসিয়া করিয়াছে, সেই কাজগুলিকে পরিমাণ ও গুণের দিক্ হইতে বিচার করিতে হইবে। মাঝে মাঝে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে যে গৃহ-কাজ দিতেন, সেই কাজগুলি শিক্ষার্থী কতখানি সার্থকতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিল, তাহা দেখিতে হইবে। সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পরীক্ষাগুলিতে (শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদ্বারা অনুষ্ঠিত) শিক্ষার্থী কেমন করিয়াছে, তাহা বিচার করিতে হইবে। শিক্ষার্থীর হাব-ভাব-চাল-চলন-চরিত্র-নিষ্ঠা-মানসিক সংগঠন-খেলাধূলা-আবৃত্তি-সাহিত্য-ধর্মী কার্যাবলী প্রভৃতি বিচার করিতে হইবে।

মূল্যায়নে যাথার্থ্য আনয়নে অবলম্বনীয় বিষয়

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার এই বিষয়গুলিকে অধিক গুরুত্ব দিতে হইবে এবং সমগ্র বিষয় মিলিয়া যে পূর্ণ সংখ্যা হইবে, তাহার পাঁচ ভাগের একভাগ নম্বর থাকিবে এই আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার বিষয়গুলিতে। আরও সহজ করিয়া বলা যায় যে, পরীক্ষার

সকল বিষয়ের মোট সংখ্যা (*Grand Total*) যদি হয় এক হাজার, তাহা হইলে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার সংখ্যা বা নম্বর হইবে দুই শত।

শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় মোট সংখ্যা দাঁড়াইল তাহা হইলে বারো শত। ইহার মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীকে পূর্বের একহাজারে যদি শতকরা ৩০ নম্বর পাইতে হয়, তাহা হইলে পরবর্তী দুই শতে (আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায়) পাইতে হইবে শতকরা ৬০ নম্বব। আভ্যন্তরীণ পবীক্ষায় পাশ করা হইবে বাধ্যতামূলক।

বহিঃপরীক্ষা গ্রহণ করিবে শিক্ষাপর্ষৎ বা বিশ্ববিদ্যালয়। এই পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের প্রাধান্য থাকিবে। তবে, দু-একটি ছোট উত্তরভিত্তিক প্রশ্নও থাকিবে। সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য রসাস্বাদ। সেই ক্ষেত্রে কেবল নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নই যথেষ্ট নয়। দুই-একটি সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নও (*short-answer-type-Questions*) দিতে হইবে। বহিঃপরীক্ষার সংস্কৃত খাতা দেখিবার সময় পরীক্ষকদের মেজাজ-মর্জির প্রভাব হইতে যাহাতে পরীক্ষার খাতাগুলিকে মুক্ত বাখা যায়, তাহার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ কবিতে হইবে—

॥ ক ॥ সংস্কৃত প্রশ্নপত্রের কয়েকটি আদর্শ উত্তর-সংকেত সম্বলিত পত্র মুদ্রিত করিয়া প্রত্যেক পরীক্ষককে দিতে হইবে, যাহাতে খাতা দেখার সময় প্রত্যেক পরীক্ষক শিক্ষাপর্ষৎ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত এই উত্তর-সংকেতপত্র ভাল করিয়া পডিয়া লন এবং সেই অনুযায়ী নম্বর দেন।

॥ খ ॥ পরীক্ষক যখন যে প্রশ্নটি দেখিবেন, তখন প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর খাতার সেই প্রশ্নটির উত্তর ভাল করিয়া পড়িয়া লইবেন এবং তাহার পর প্রত্যেক খাতায় সুস্থির মস্তিষ্কে সেই প্রশ্নের উত্তরটির উপর নম্বর দিবেন।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, পরীক্ষক যখন ১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেখিবেন, তখন প্রত্যেক খাতার ১ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে নম্বর বসাইবেন।

॥ গ ॥ সংস্কৃত খাতা একাধিক পরীক্ষককে দিয়া পরীক্ষা করাইয়া শিক্ষাপর্ষৎ বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর খাতায় বিভিন্ন পরীক্ষকের নম্বর যোগ করিয়া উহার গড নম্বর প্রদান করিবে। উদাহরণ-স্বরূপ, একজন পরীক্ষার্থীর খাতায় চারজন পরীক্ষক যথাক্রমে এই নম্বর দিলেন—৭২, ৭৫, ৭১, ও ৭৪ এইগুলির যোগফল হইল = ২৯২। শিক্ষাপর্ষৎ বা বিশ্ববিদ্যালয় তখন ঐ পরীক্ষার্থীকে (২৯২ ÷ ৪) = ৭৩ নম্বর প্রদান করিবে। একজন পরীক্ষকের নম্বর যাহাতে আর একজন পরীক্ষক জানিতে না পারেন, সেই বিষয়ে পরীক্ষা-পরিচালন সমিতি গোপনীয়তা বজায় রাখিবেন।

তাহা হইলে, সংক্ষেপে বলা যায় যে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তিন ধরনের পরীক্ষা গ্রহণ করা যায়। যেমন,

॥ ক ॥ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক ক্ষুদ্র রচনাধর্মী পরীক্ষা (Brief essay-type examination of short answer-type questions)

॥ খ ॥ নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা (objective type)

॥ গ ॥ মৌখিক পরীক্ষা (oral test)

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নের ভিত্তিতে যে রচনাধর্মী পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে, তাহাতে পরীক্ষার্থীর প্রকাশভঙ্গী, হস্তাক্ষর, বানান, রচনাশৈলী, রসতত্ত্বভিত্তিক আলোচনা, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি দেখা হইবে।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় ছন্দ-অলঙ্কার, ব্যবহারিক ব্যাকরণ, পাঠ্যপুস্তকগত ধারণা, বিষয়সংক্রান্ত জ্ঞান, নির্ভুল প্রয়োগ, লেখকদের ইতিবৃত্তি সম্পর্কে ধারণা প্রভৃতি হইবে পরীক্ষার মূল বিষয়।

মৌখিক পরীক্ষায় আবৃত্তি, মৌখিক প্রকাশভঙ্গী, শব্দজ্ঞান, পড়ার ও বলার নৈপুণ্য, বোধশক্তি প্রভৃতি হইবে পরীক্ষার প্রধান বিষয়।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় কোন্ কোন্ ধরনের প্রশ্ন কিভাবে রচনা করা যায়, তাহা দেখাইবার জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের উপর ভিত্তি করিয়া নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া হইল—

॥ ক ॥ সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা (True-false type test)

নিম্নবর্ণিত যে ধাতুরূপগুলি সত্য বা ঠিক, তাহার পাশে "✓" এই চিহ্ন দাও এবং যে ধাতুরূপগুলি ভুল বা মিথ্যা, তাহার পাশে "×" এই চিহ্ন বসাও—

(*i*) গম্ ধাতুর লট্-এর প্রথম পুরুষের একবচন—
গচ্ছতি। ✓

(*ii*) বদ্ ধাতুর বিধিলিঙের উত্তম পুরুষের দ্বিবচন—
বদেত।

(*iii*) লিখ্ ধাতুর লঙ্-এর মধ্যমপুরুষের বহুবচন—
অলিখত।

(*vi*) দৃশ্ ধাতুর লোট্-এর মধ্যমপুরুষের একবচন—
পশ্যতু।

॥ খ ॥ শূন্যস্থান পূরণ (Filling in the blanks type)

শূন্যস্থানগুলি যথার্থ উপযোগী অব্যয় দ্বারা পূরণ কর—

(*i*) —— ভয়স্য ভেতব্যং যাবদ্ ভয়মনাগতম্।

(*ii*) পার্থঃ —— বিজেষ্যতে।

(*iii*) তদাকর্ণ্য সর্বে —— অবদন্।

(*iv*) অতঃ —— উক্তং কবিনা।

॥ গ ॥ পুনর্বিন্যাস (Re-arrangement type)

নিম্নলিখিত উদাহরণগুলিকে লট্-লোট্-লঙ্-বিধিলিঙ্-লৃট্ এই ক্রমানুসারে সাজাও—

(i) রামঃ গ্রামং গচ্ছেৎ।
(ii) দেহি মে জলম্।
(iii) শিশুঃ পিতরং দ্রক্ষ্যতি।
(iv) ধেনুঃ ক্ষেত্রে চরতি।
(v) সঃ সত্যম্ অকথয়ৎ।

॥ ঘ ॥ বহুর মধ্যে নির্ভুলের নির্বাচন (Multiple choice type test)

নিম্নে এক-একটি শব্দের বিশেষ বচনের বিশেষ বিভক্তির বিভিন্ন রূপ দেওয়া আছে। বিভিন্ন রূপের মধ্যে যে রূপটি ঠিক তাহা প্রদত্ত "[ ]" এই চিহ্নের মধ্যে লিখিয়া দাও—

(i) দাতৃ শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনের রূপ—
দাতৄঃ, দাতৃন্, দাতৄন্, দাত্রান্ [ ]
(ii) স্ত্রী শব্দের সম্বোধনের একবচনের রূপ—
স্ত্রীঃ, স্ত্রি, স্ত্রী, স্ত্রিয় [ ]
(iii) স্থায়িন্ শব্দের প্রথমার বহুবচনের রূপ—
স্থায়ীনি, স্থায়িনঃ, স্থায়িনী [ ]
(iv) অস্মদ্ শব্দের পঞ্চমীর বহুবচন—
অস্মভ্যঃ, অস্মাৎ, অস্মৎ, অস্মাভ্যঃ [ ]

॥ ঙ ॥ উপযোগী নির্বাচন (Matching test)

নিম্নে বাঁদিকে কতকগুলি কারকের নাম দেওয়া আছে এবং ডানদিকে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া আছে। যে উদাহরণটি যে কারকের উপযোগী, সেই উপযোগী উদাহরণটিকে সেই কারকের পাশে লিখ—।

(i) সম্প্রদান কারক	দুগ্ধে মাধুর্য্যমস্তি
(ii) করণ কারক	বালকঃ গৃহমধিতিষ্ঠতি
(iii) কর্তৃকারক	ভৃত্যঃ রাজ্ঞে নিবেদয়তি
(iv) অপাদান কারক	সঃ পথা গচ্ছতি
(v). কর্মকারক	রামঃ ফলং খাদতি
(vi) অধিকরণ কারক	ব্রাহ্মাদ্ বিভেতি রামঃ।

এই ধরনের পরীক্ষাগুলিকে এক কথায় বলা হয় স্বীকৃতিমূলক পরীক্ষা বা *recognition type test.*

(চ) নিম্নে এক একটি ধাতুর সহিত এক একটি প্রত্যয় দেওয়া আছে। প্রত্যয়যুক্ত প্রতিটি ধাতুর রূপ কেমন হইবে, তাহা ডান দিকে পর পর লিখিয়া দেখাও।

(i) হস্ + তব্য =
(ii) গৈ + শতৃ =
(iii) সেব্ + শানচ্ =
(iv) জি + ক্ত =

(ছ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির রূপ ডান দিকে লিখিয়া দেখাও।

(i) ভূভৃৎ শব্দের সপ্তমীর বহুবচনের রূপ =
(ii) সর্ব (পুং) শব্দের তৃতীয়ার দ্বিবচনের রূপ =
(iii) মতি শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনের রূপ =
(iv) যুষ্মদ্ শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ =

এই ধরনের পরীক্ষাগুলিকে বলা হয় স্মরণ-ভিত্তিক পরীক্ষা বা *Re-call type test.*

॥ আদর্শ প্রশ্ন ॥

ভূমিকা ঃ—শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশ্নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। চিত্রাঙ্কন যেমন একটি সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম, সংগীত নৃত্য প্রভৃতি যেমন সুন্দর শিল্পকর্ম, প্রশ্ন-করাও সেইরূপ অনুরূপ শিল্পকর্মের অঙ্গীভূত। শিক্ষা-প্রদানের ক্ষেত্রে এইরূপ বহুবিধ শিল্পমূলক কর্মের নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রশ্ন-করা এই সকল শিল্পকর্মের মধ্যে অন্যতম। একথা অনস্বীকার্য যে, শিল্পকর্মের সার্থকতা নির্ভর করে আন্তরিক একাগ্রতাপূর্ণ সাধনার উপর। সাধনা ব্যতীত শিল্পকর্ম বিফল। যেখানে আন্তরিকতা, যেখানে ভক্তি, যেখানে সদিচ্ছা, যেখানে ঐকান্তিক আগ্রহ, যেখানে একাগ্রতা, যেখানে সাধনা, সেইখানেই শিল্পকর্মে সিদ্ধি। সেইরূপ প্রশ্নরূপ শিল্পকর্মে বা ললিত কলায় সাফল্য আনয়ন করিতে হইলে প্রয়োজন এইরূপ সাধনা। মনে রাখিতে হইবে, শিক্ষাগ্রহণ, শিক্ষাপ্রদান ও মূল্যায়নের সহিত প্রশ্ন অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। স্থানোপযোগী ভাল ভাল প্রশ্ন করিতে হইলে যে সকল বৈশিষ্ট্যের সহিত পরিচিত হওয়া দরকার, সেইগুলির আয়ত্তীকরণের জন্য প্রয়োজন অবিচ্ছিন্নভাবে ঐকান্তিক নিরলস চর্চা বা অভ্যাস এবং বিশেষ প্রয়োজন "ভালভাবে পড়াইব, স্থান-কাল-পাত্রভেদে উপযুক্ত প্রশ্ন করিব, শিক্ষার্থীকে ভালবাসিব ও সার্থক শিক্ষক হইব" এইরূপ স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক সদিচ্ছা।

অধ্যাপক ***Frances M. Austin***-এর ভাষায় বলা যায়, ***questioning···plays a lively and indispensable part in learning, teaching and testing. The value of being able to question well is undoubted, and it is well***

worthwhile to pay special attention to the matter from the beginning, for weariness in questioning is almost universal with beginners and greatly retards general improvement in efficiency. .... the success and efficiency of our teaching depends more on the skill and judgment with which we put questions than on any other single circumstances. The power to question well is one of the fine arts of teaching, an art which can be acquired only by persistent and painstaking practice."

শিক্ষক যখন কোন শিক্ষার্থীকে কোন বিষয়ের উপর ভাল প্রশ্ন করিবেন, তখন এই ভাল বা আদর্শমূলক প্রশ্ন করার পূর্বে শিক্ষকের জানা উচিত আদর্শমূলক প্রশ্নের কি কি গুণ থাকিবে।

প্রথমতঃ, প্রশ্নের ভাষা হইবে অতি সহজ ও সরল। দ্বিতীয়তঃ, প্রশ্ন হইবে প্রাসঙ্গিক। তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর নিকট প্রশ্ন হইবে সহজবোধগম্য। চতুর্থতঃ, প্রশ্ন হইবে অত্যন্ত সহজও নয়, আবার অত্যন্ত কঠিনও নয়। পঞ্চমতঃ, প্রশ্ন হইবে শিক্ষার্থীর মানসিক স্তরের উপযোগী। ষষ্ঠতঃ, প্রশ্নের মধ্যে কোন দ্ব্যর্থব্যঞ্জকতা থাকিবে না। সপ্তমতঃ, এমন কোন প্রশ্ন হইবে না যাহার উত্তর হইবে কেবল "হ্যাঁ" বা "না"। অষ্টমতঃ, শিক্ষার্থীর প্রাক্ষোভিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ এবং বয়স আগ্রহ প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রশ্ন রচনা করিতে হইবে। নবমতঃ, যে বিষয়ের উপর প্রশ্ন করা হইবে, প্রশ্ন হইবে সেই বিষয়োপযোগী এবং সেই বিষয়কে বা বিষয়ের নির্দিষ্ট পরিধিকে প্রশ্ন যেন অতিক্রম না করে।

প্রশ্নের প্রকার

প্রশ্ন সাধারণতঃ দুই প্রকারের হইতে পারে—মৌখিক ও লিখিত। আদর্শমূলক মৌখিক ও লিখিত প্রশ্ন করার সময় শিক্ষককে কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

প্রশ্ন-রচনায় শিক্ষকের কর্তব্য ও গুণাবলী

শিক্ষক যে বিষয়টির উপর প্রশ্ন করিবেন, সেই বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা থাকিতে হইবে। যে উদ্দেশ্যে তিনি প্রশ্ন করিতে চান, সেই উদ্দেশ্যটি তাঁর সম্মুখে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হইবে। বিষয়বস্তুকে তিনি প্রশ্নের মাধ্যমে যে ভাবে জানিতে চান বা বিষয়বস্তুর যে উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত তিনি প্রশ্ন করিতে চান, তাঁহার শিক্ষার্থী তাঁহার এই অভিপ্রেত ভাব বা বিশেষ উদ্দেশ্যের সহিত ঠিকভাবে পরিচিত কি না, তাহা তিনি লক্ষ্য রাখিবেন। এই বিষয়ে তিনি তাঁহার শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট পরিমাণে সহযোগিতা করিবেন। তারপর শিক্ষক দেখিবেন, তিনি যে বিষয় বা পাঠের উপর প্রশ্ন করিতে চান, সেই বিষয়ে বা পাঠে প্রশ্ন করা আদৌ সঙ্গত হইবে কি-না অর্থাৎ সেই বিষয়ে প্রশ্নের কোন বিশেষ গুরুত্ব আছে কি-না। এমন অনেক বিষয় থাকিতে পারে, যাহা কেবল বর্ণনা করিলে বা গল্পের ছলে বলিলে তাহা বিশেষ আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য হইতে পারে এবং তাহাকে প্রশ্নোত্তরের

মধ্যে আনিলে তাহার আকর্ষণ বা উপভোগ্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়। বিভিন্ন পাঠ বা বিষয়ের উদ্দেশ্য বিভিন্নভাবে সাধিত হইতে পারে। যেমন, কোন বিষয় বা পাঠের উদ্দেশ্য প্রশ্নের দ্বারা, কোন পাঠের উদ্দেশ্য পাঠের বা অধ্যয়নের দ্বারা, কোন পাঠের উদ্দেশ্য বর্ণনার দ্বারা, কোন পাঠের উদ্দেশ্য অভিনয়ের দ্বারা, কোন পাঠের উদ্দেশ্য অভ্যাস বা চর্চার দ্বারা, কোন পাঠের উদ্দেশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা, কোন পাঠের উদ্দেশ্য আলোচনার দ্বারা, কোন পাঠের উদ্দেশ্য বক্তৃতার দ্বারা, কোন পাঠের উদ্দেশ্য প্রকাশ বা অভিব্যক্তির দ্বারা এবং কোন পাঠের উদ্দেশ্য কেবল ব্যাখ্যার দ্বারা সাধিত হইতে পারে। সুতরাং প্রশ্ন করার পূর্বে শিক্ষককে দেখিতে হইবে, যে বিষয় বা পাঠের উপর প্রশ্ন করা হইবে, সেই পাঠের উদ্দেশ্য প্রশ্নের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে সংসাধিত হইবে কি-না। কোন বিষয়ের পাঠ দিবার অবকাশে পাঠের মাঝখানে বিষয়ের পরিস্ফুটনের নিমিত্ত শিক্ষক যদি মনে করেন কোন প্রশ্ন করা দরকার, তাহা হইলে তিনি প্রথমে ঠিক করিবেন তিনি প্রকৃত কি জানিতে চান এবং যে প্রশ্নগুলির মাধ্যমে তিনি মনে করেন তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে ও বিষয়টি শিক্ষার্থীর নিকট হইবে সহজবোধ্য, সেই প্রশ্নগুলি সুপরিকল্পিত সুচিন্তিত সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খলভাবে তিনি ক্রমানুসারে সাজাইবেন এবং শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় উত্তর প্রস্থাপিত করিবেন। শিক্ষক যদি মনে করেন, পাঠ্যবিষয়টিকে শিক্ষার্থীর নিকট পরিষ্কৃত করার জন্য কিছু কিছু ছোট ছোট প্রশ্ন করাব প্রয়োজন আছে, তাহা হইলে শিক্ষক সেই স্থলে এই ধরনের প্রশ্ন করিতে পারেন। তবে, শিক্ষকের লক্ষ্য হইবে, এই সকল প্রশ্নের দ্বারা আসল উদ্দেশ্য যেন সার্থক হয়। প্রশ্ন করার সময় শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের দিক্‌টা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। শিক্ষক যদি মনে করেন, একটি শ্রেণীতে এমন দুই-চারিজন অত্যল্প মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী আছে, যাহাদের জন্য তিনি একটু উন্নত ধরনের প্রশ্ন করিতে পারেন না এবং ইহার ফলে শ্রেণীর মেধাবী ও মাঝারি ধরনের মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অসুবিধা ঘটে, তখন শিক্ষকের কর্তব্য হইবে সেই অত্যল্প মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের নিরুৎসাহিত না করিয়া বরং বিভিন্ন উপায়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করা এবং মাঝে মাঝে তাহাদিগকে পৃথকৃভাবে লইয়া ছোট ছোট সহজতম প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে তাহাদের নিকট সহজবোধ্য করা। উন্নত ধরনের মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি উন্নত ধরনের প্রশ্ন করিবেন এবং এইভাবে পাঠের অগ্রগতিকে বজায় রাখিতে হইবে। প্রয়োজন-অবকাশে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈচিত্র্য আনার জন্য, তাহাদের আগ্রহ-উৎসাহ-উদ্দীপনাকে জাগানোর জন্য, চিন্তাশক্তিকে পুষ্ট করার জন্য, কোন বিশেষ সমস্যার সমাধানের জন্য, আলোচনার অগ্রগতির জন্য এবং অনাগ্রহী উদাসীন শিক্ষার্থীর ঔদাসীন্যের প্রতি মনোযোগ-আকর্ষণের জন্য মাঝে মাঝে শিক্ষক কৌতুকপ্রদ বিশেষ ধরনের প্রশ্ন করিতে পারেন। প্রশ্ন করার পূর্বে শিক্ষক মনে মনে বা লিখিতভাবে তাঁর সম্ভাব্য প্রশ্নগুলিকে সুষ্ঠু চিন্তা করিয়া ক্রমানুসারে সাজাইবেন। তারপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পূর্বে তিনি চিন্তা করিবেন—

তিনি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, সেই প্রশ্নের আসল উদ্দেশ্য কি ; প্রশ্নটি আদৌ

প্রয়োজন-সাধক কি-না ; প্রশ্নটির গুরুত্ব কতখানি ; প্রশ্নটির বা প্রশ্নগুলির উত্তরের দ্বারা পাঠের অগ্রগতি কতখানি সম্ভব ; প্রশ্নটি আসল উদ্দেশ্য-পূরণের পথে কতখানি সহায়ক ; তিনি এই প্রশ্নের দ্বারা যে উত্তর বা উত্তরসমূহ আশা করেন, সেই উত্তর বা উত্তরগুলি ছাড়াও অপর কোন উত্তর এই প্রশ্ন হইতে আসিতে পারে কি-না ; প্রশ্নটি আদৌ আকর্ষণীয়-আগ্রহোদ্দীপক-প্রাসঙ্গিক কি-না ; প্রশ্নটি শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযুক্ত কি-না ; শিক্ষার্থী প্রশ্নটি বুঝিবে কি-না ; প্রশ্নটির অন্যপ্রকারে উন্নতিবিধান সম্ভব কি-না ; শিক্ষার্থী প্রশ্নটির উত্তর দানে সমর্থ কি-না এবং তিনি (শিক্ষক) নিজে উত্তর-দানে কতখানি সমর্থ। পাঠদান সমাপ্ত হইলে শিক্ষক পুনরায় চিন্তা করিবেন—

তাঁহার প্রশ্নটি বা প্রশ্নগুলি আসল উদ্দেশ্যকে কতখানে পূর্ণ করিয়াছে ; প্রশ্নটি ঠিক পাঠের উপযোগী হইয়াছে কি-না ; প্রশ্নটি শিক্ষার্থী মনকে কতখানি আকৃষ্ট করিয়াছে ; কতকগুলি প্রশ্ন বিফল হইল কেন ; শিক্ষার্থী কয়েকটি প্রশ্নের অভিপ্রেত বা ঈপ্সিত উত্তর দেয় নাই কেন ; কতকগুলি প্রশ্নের পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রয়োজন হইয়াছিল কেন ; যে প্রশ্নগুলির সার্থক উত্তর পাওয়া গিয়াছে, সেইগুলিকে অন্য কোন অপেক্ষাকৃত উন্নত উপায়ে উপস্থাপিত করা যায় কি-না ইত্যাদি।

ভাল প্রশ্নকর্তা হিসাবে আদর্শ ও সার্থক অভিজ্ঞ শিক্ষক হিসাবে যাহাদের যথেষ্ট খ্যাতি আছে, শিক্ষকের কর্তব্য হইবে সেই সকল শিক্ষকদের সংস্পর্শে আসা এবং সেই সমস্ত শিক্ষক যখন শ্রেণীতে পড়াইবেন ও আদর্শ প্রশ্ন করিবেন, তখন সেই শ্রেণীতে উপস্থিত থাকিয়া অভিজ্ঞ শিক্ষকদের প্রশ্ন করার ও উত্তর-আদায়ের পদ্ধতিকে অনুসরণ করা। মাঝে মাঝে এই ধরনের অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষকদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা উচিত এবং বিশেষ বিষয়ের উপর পাঠ দিতে ও আদর্শমূলক প্রশ্ন করিতে অনুরোধ করা উচিত। এই অনুরোধ রক্ষিত হইলে সেই স্থলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমণ্ডলীও শিক্ষার্থীসহ উপস্থিত থাকিয়া আদর্শ প্রশ্ন-পদ্ধতিগুলি লক্ষ্য করিবেন ও করিবে। যদি ঐ অভিজ্ঞ শিক্ষক সংস্কৃতের উপর পাঠ দেন ও প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃত শিক্ষক পূর্ব হইতেই সেই বিষয়ের উপর কোন্ কোন্ ধরনের প্রশ্ন হইতে পারে এবং উত্তর আদায় কিভাবে করা যাইতে পারে, তাহা মনে মনে স্থির করিয়া আসিবেন, পরে অভিজ্ঞ সুশিক্ষকের আদর্শ প্রশ্ন-করার পদ্ধতি ও উত্তর-আদায়ের পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া নিজের কোন সংশোধনের কিছু থাকিলে তাহা করিয়া লইবেন এবং বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসার থাকিলে অভিজ্ঞ শিক্ষকের নিকট হইতে শিক্ষার্থীদের সম্মুখেই জানিয়া লইবেন। শিক্ষক প্রশ্নগুলি এমনভাবে নির্বাচন করিবেন, যাহাতে প্রশ্নগুলির সদ্ব্যবহার হয়, প্রশ্নগুলি প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হয় এবং শিক্ষকের মুখ্য উদ্দেশ্য যেন প্রশ্নগুলির যথার্থ উত্তরের মাধ্যমে চরিতার্থ হয়। শিক্ষক যখন শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করিবেন, তখন তিনি প্রথমে চেষ্টা করিবেন শ্রেণীর মধ্যে শৃঙ্খলা ও নীরবতাকে বজায় রাখিতে। শিক্ষকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে সুনির্দিষ্ট। শিক্ষক হইবেন নীতিনিষ্ঠ। প্রয়োজনাবকাশে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু পরিবর্তনকেও আশ্রয় করিতে তিনি প্রস্তুত থাকিবেন।

শিক্ষার্থীসমূহের সহিত তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া মেলামেশা করিতে হইবে। তাঁহার মুখমণ্ডল থাকিবে হর্ষোৎফুল্ল। তাঁহার ব্যবহার হইবে মাধুর্যমণ্ডিত। তাঁহার দ্বার তাঁহার পুত্রকল্প শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকিবে। তিনি হইবেন ব্যথার ব্যথী ও সহানুভূতিশীল। তিনি হইবেন অত্যন্ত মাধুর্যশীল। অকস্মাৎ কোন কারণে অত্যন্ত উত্তেজিত হওয়া তাঁহার পক্ষে কখনই সমীচীন নহে। তিনি হইবেন অন্তরে ও বাহিরে সমান। তাঁহার কথাবার্তা হইবে সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত ও যুক্তিসম্মত। তাঁহার উচ্চারণভঙ্গী হওয়া চাই সুস্পষ্ট ও বোধগম্য। কণ্ঠস্বর হইবে শ্রুতিমধুর। তাঁহার খুব বেশী পড়াশুনা থাকা চাই। দৈনন্দিন পঠন-অভ্যাস তাঁহার থাকা উচিত। তিনি হইবেন আত্মবিশ্বাসী। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলি তিনি ধৈর্য-সহকারে শুনিবেন এবং তাহা বিচার করিবেন। যে উত্তরগুলি গ্রহণযোগ্য হইবে, সেইগুলি গ্রহণ করিবেন। শিক্ষকের এইরূপ ধারণা কখনই থাকা উচিত নয় যে, তিনি যাহা বলেন তাহাই কেবল সত্য ও যথার্থ, আর শিক্ষার্থী যাহা বলে তাহা সব ভুল। সর্বোপরি, শিক্ষক হইবেন সুরসিক।

প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে শিক্ষকের এই গুণগুলি অবশ্যই থাকা দরকার। প্রথমতঃ, শিক্ষক তাঁর নির্বাচিত প্রশ্নটি শ্রেণীর মধ্যে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিবেন। যে সকল শিক্ষার্থী উত্তর-প্রদানে সমর্থ, তাহারা হাত তুলিবে। কাহারও মতে—এই সময়ে যে শিক্ষার্থী অসামর্থ্যহেতু বা লজ্জায় হাত তুলে নাই, শিক্ষক তাহাকে প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিতে বলিবেন। কাহারও মতে—যে শিক্ষার্থীর উত্তর-প্রদানে অত্যন্ত ঔৎসুক্য দেখা যাইতেছে, শিক্ষক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। কাহারও মতে—হাত তুলিয়াও যে শিক্ষার্থী চাঞ্চল্য বা দৌরাত্ম্য-বশতঃ অপরের অসুবিধা সৃষ্টি করিতেছে, শিক্ষক তাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবেন। আবার কাহারও মতে—যে শিক্ষার্থী মেধাবী, যাহার উত্তর নির্ভুল হইবে, শিক্ষক প্রথমেই তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। কেহ কোন ভুল উত্তর দিলে শিক্ষক তাহার উত্তরও গ্রহণ করিবেন। শিক্ষক তাহাকে কখনও নিরুৎসাহ করিবেন না, বরং সে যাহাতে ভবিষ্যতে যথার্থ উত্তর প্রদান করিতে পারে, সেই বিষয়ে শিক্ষক তাহাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করিবেন। প্রশ্নের বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরগুলি পাওয়ার পর শিক্ষক শিক্ষার্থীনিচয়ের পূর্ণ সহযোগিতায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কোন্ উত্তরটি ভুল এবং কেন ভুল, সেই ভুলের সংশোধন কেমন ভাবে করা যায়, এবং যে উত্তরটি ঠিক, তাহা কতখানি ঠিক ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিবেন। যে উত্তরটিকে আদর্শ উত্তর হিসাবে শিক্ষক মনে করিবেন, সেই উত্তরটি শিক্ষক প্রয়োজন-বোধে একাধিকবার শিক্ষার্থীদের পড়িয়া শুনাইতে পারেন। এইস্থলে শিক্ষক সর্বদাই মনে রাখিবেন, তাঁহার নির্বাচিত প্রশ্নের বা প্রশ্নগুলির উদ্দেশ্য হইল শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থী-দের মধ্যে একটি বুদ্ধিবৃত্তিসম্পৃক্ত উচ্চ প্রয়াসবহুল ভাবোদ্দীপক আবহাওয়া সৃষ্টি করা, শিক্ষার্থী যে জ্ঞান ও নৈপুণ্য এযাবৎ অর্জন করিয়াছে, তাহাকে ব্যবহারোপযোগী করা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষাপ্রদান ও শিক্ষাগ্রহণ কতখানি ফলপ্রসূ হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা, পঠনীয় বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের উপায় নির্ধারণ করা

এবং উচ্চমানের সুবিন্যস্ত চিন্তন-শক্তির ধারণা ও চর্চার মাধ্যমে তাহার আয়ত্তীকরণের পন্থা উদ্‌ঘাটন করা।

ভাল বা আদর্শ প্রশ্ন আমরা তাহাকেই বলিব—প্রশ্নটি যে উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য যদি সেই প্রশ্নের (প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে) দ্বারা সম্পূর্ণভাবে চরিতার্থ হয়। অধ্যাপক *Austin*-এর মতে, ***"When is a question a good one? The answer is : when it is likely to fulfil the purpose for which it is put."***

আদর্শ প্রশ্নের সংজ্ঞা

আদর্শ প্রশ্ন-কর্তা হইতে হইলে যে গুণগুলির অত্যন্ত প্রয়োজন, তাহা হইল—অভিজ্ঞতা, চর্চা বা অভ্যাস, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মনোযোগ, আন্তরিকতা, পর্যবেক্ষণ ও সুষ্ঠু চিন্তাশক্তি। আদর্শ প্রশ্নপত্রে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। প্রশ্নপত্রের মধ্যে প্রদত্ত জায়গায় উত্তর প্রদান করিতে হইবে। আদর্শ প্রশ্নপত্রে নৈর্ব্যক্তিক বা নূতন বিষয়াত্মক *(New objective type)* প্রশ্নের প্রাধান্য থাকিবে। সংস্কৃত প্রভৃতি যে সকল সাহিত্যাত্মক বিষয়ের প্রধান উপজীব্য "রস", সেই সকল বিষয়ের আদর্শ প্রশ্নপত্রে দু-একটি সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নও দিতে হইবে। একটি লিখিত আদর্শ প্রশ্নপত্রের কাঠামো হইবে নিম্নরূপ—

আদর্শ প্রশ্নকারীর গুণ

(ক) পরীক্ষার পাঠক্রম।

(খ) পরীক্ষা-গ্রহণের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যানুসারে মানের বা নম্বরের *(Marks)* বিভাজন।

(গ) বিবিধ উদ্দেশ্যানুসারে বিষয়বস্তুর নিদর্শন।

(ঘ) প্রশ্নপত্র।

(ঙ) উত্তর-সঙ্কেত (সংক্ষিপ্ত উত্তরমালা)।

উদাহরণস্বরূপ, একটি আদর্শ প্রশ্নপত্র নিম্নে দেওয়া হইল—

আদর্শ প্রশ্নপত্র

বিষয়—সংস্কৃত
বাৎসরিক পরীক্ষা

শ্রেণী—অষ্টম
সময়—২ ঘণ্টা ০০ মিনিট
(দুই ঘণ্টা মাত্র)

পূর্ণমান—১০০

পরীক্ষার পাঠক্রম—

গদ্যাংশ—সংহতি-প্রশংসা, পক্ষিবানর-কথা, মেষপালক-কথা, শ্রীগুরুমহিমা, ধর্মাচরণম্, মৃগমূষিককূর্মবায়স-কথা।

পদ্যাংশ—সরস্বতীস্তোত্রম, বিদ্যামাহাত্ম্যম্, বচনামৃতম্, পুরুষকারঃ।

ব্যাকরণ—(পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত) শব্দরূপ, ধাতুরূপ, সন্ধিবিচ্ছেদ, পদপরিবর্তন, লিঙ্গপরিবর্তন, প্রত্যয়।

পরীক্ষা-গ্রহণের বিবিধ উদ্দেশ্য ও সেই অনুযায়ী মানের *(Marks)* বিন্যাস—

উদ্দেশ্য	গুরুত্ব
(ক) সংস্কৃতে দক্ষতার্জন (পাঠ্যপুস্তকের বিষয়সমূহের ধারণার স্পষ্টতা অবলম্বনে)	৫০
(খ) শব্দ-সম্ভারের যথোচিত জ্ঞান	১০
(গ) রসবোধ	১০
(ঘ) পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত প্রয়োজনীয় ব্যাকরণ-সংক্রান্ত জ্ঞান ও প্রয়োগনৈপুণ্য	৩০

প্রশ্নগুলির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে বলা যায় যে, সংস্কৃত গদ্য ও পদ্য পাঠপূর্বক ছাত্রদের সেই বিষয়গুলির অর্থবোধ, ভাষাবোধ, ভাববোধ ও শব্দবোধ কতটা হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করা, শুদ্ধ বাক্যের দ্বারা নির্ভুল বানান সহ লিখিবার পদ্ধতি পরীক্ষা করা; পঠিত অংশের অন্তর্গত ব্যাকরণ-বিষয়ক প্রশ্নের দ্বারা ব্যাকরণের সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা করা এবং তাহাদের সাহিত্য-প্রীতির উন্মেষসাধন কতখানি হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করা।

বিবিধ উদ্দেশ্যানুসারে বিষয়বস্তুর নির্দেশন—

(ক) সংস্কৃতে দক্ষতা-অর্জন।

গদ্যাংশ—সংহতি-প্রশংসা, পক্ষীবানর-কথা, মেষপালক-কথা, শ্রীগুরুমহিমা, ধর্মাচরণম্, মৃগমূষিককূর্মবায়স-কথা।

পদ্যাংশ—সরস্বতীস্তোত্রম্, বিদ্যামাহাত্ম্যম্, বচনামৃতম্, পুরুষকারঃ।

(খ) শব্দসম্ভারের যথোচিত জ্ঞান—

ধর্মাচরণম্, শ্রীগুরুমহিমা।

বাক্যরচনা, প্রতিশব্দ, বঙ্গার্থ, বিপরীতার্থক শব্দ, শব্দগত অশুদ্ধি।

(গ) রসবোধ—

সরস্বতীস্তোত্রম্, বচনামৃতম্।

অনুক্তস্থান পূরণ, রসসঞ্চারী প্রশ্ন।

(ঘ) ব্যাকরণ-সংক্রান্ত জ্ঞান—

শব্দরূপ, ধাতুরূপ, সন্ধি-বিচ্ছেদ, পদ-পরিবর্তন ও প্রত্যয়।

প্রশ্নপত্র

প্রশ্নগুলি মনোযোগ দিয়া পড়িয়া উত্তর দাও।

১। (ক) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সম্ভাব্য উত্তর পাশে দেওয়া আছে, যেটি ঠিক মনে কর তাহাতে "√" এই চিহ্ন বসাও। **(সময়—৫ মিঃ)** ৬

(উদাহরণ—কোন বস্তুর ভাগ লওয়া যায় না—জমি, বিদ্যা, √ ধন।)

(অ) কোন্ ব্যক্তি সর্বত্র পূজিত হন? —রাজা, বিদ্বান্, শক্তিশালী।

(আ) অতি মানে নিহত হইয়াছিলেন কাহারা? --পাণ্ডবরা, কৌরবরা, সগররাজার পুত্রেরা।

(ই) বিদ্যা কাহার ভূষণ? —রাজার, সকলের, দরিদ্রের।

(খ) নিম্নে কতকগুলি বাক্য দেওয়া আছে। এইগুলির মধ্যে যেগুলি "পক্ষী-বানর-কথা" গল্প হইতে লওয়া হইয়াছে, তাহার নীচে দাগ দিয়া নং "১" লিখ এবং যে বাক্যগুলি "শ্রীগুরুমহিমা" নামক গল্প হইতে লওয়া হইয়াছে, তাহার নীচে দাগ দিয়া নং "২" লিখ এব' যে বাক্যগুলির গল্প দুইটির কোনটিতে নাই তাহার পাশে "×" চিহ্ন দাও। **(সময়—১৫ মিঃ)** ১০

[উদাহরণ—যে বাক্যটি 'বিদ্যামাহাত্ম্যম্' কবিতা হইতে গৃহীত, তাহার তলায় দাগ দিয়া ন° ১ এবং যে বাক্যটি 'গুরুমাহাত্ম্যম্' কবিতা হইতে গৃহীত, তাহার তলায় দাগ দিয়া নং ২ এবং যে বাক্যটি 'গুরুমাহাত্ম্যম্' ও 'বিদ্যামাহাত্ম্যম্' উভয়টির কোনটি হইতেই গৃহীত হয় নাই, তাহার পাশে "×" চিহ্ন বসানো হইল—

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ (২ নম্বর)

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্ যাতি পাত্রতাম্। (১ নম্বর)

চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ। (×)

(অ) মম পিতুঃ ধর্মপালস্য সমীপং গত্বা ইদং জানীহি।

(আ) বৎস! ক্ষেত্রং গত্বা কেদারখণ্ডং বধান্ ইতি।

(ই) বালকোঽপি উচ্চৈস্তান্ পুনরপি আহুতবান্।

(ঈ) কস্যচিৎ বৃদ্ধস্য চত্বারঃ পুত্রাঃ আসন্।

(উ) তস্য শাখাসু পক্ষিনো নীড়ান্ নির্মায় সুখেন নিবসন্তি।

(ঊ) বৃদ্ধস্তু তেষাং কলহত্যাগায় পরং চেষ্টিতবান্।

(ঋ) অথৈকদা বর্ষাসু মহতী বৃষ্টির্বভূব।

(৯) শয়ানে চ তস্মিন্ উদকং প্রতিহতং বভূব।

(এ) তদ্ ভবতু তাবদ্ বৃষ্টেরুপশমঃ।

(ঐ) আচার্যঃ শিষ্যৌ অপৃচ্ছৎ—ক আরুনির্গত ইতি।

(গ) নিম্নে বামদিকে কয়েকটি গল্পের নাম ও ডানদিকে কতগুলি নীতি-বাক্য অবিন্যস্তভাবে দেওয়া আছে। গল্পের নামের ডানদিকে উহার সঠিক নীতি-বাক্যটির ক্রমিক সংখ্যাটি কেবল লিখিয়া দাও।

(সময়—৫ মিঃ) ১০

(উদাহরণ—

সূর্যপ্রণাম (২) (১) দুর্জনঃ পরিহর্তব্যো
ন চ বিদ্যয়াঽলংকৃতোঽপি।

সুভাষিত (১) (২) ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।)

মেষপালক-কথা (১) অল্পানামপি বস্তুনাং সংহতিঃ কার্যসাধিকা

পক্ষীবানর-কথা (২) কৌতুকাদপি মিথ্যাকথনং পরিহতব্যম্

সংহতি-প্রশংসা (৩) উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে

ধর্মাচরণম্ (৪) গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যা পুষ্কলেন ধনেন বা

শ্রীগুরুমহিমা (৫) শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ।

(ঘ) নীচের শ্লোকটির পদগুলি অবিন্যস্তভাবে বসানো আছে। পুরুষকার পদ্যে শ্লোকটিকে যেভাবে পড়িয়াছ, অবিন্যস্ত পদগুলিকে সেইভাবে ক্রমানুসারে সাজাইয়া লিখ। (সময়—১০ মিঃ) ১০

(উদাহরণ—

কা তে পুত্রঃ কস্তে কান্তা বিচিত্রোঽয়মতীব সংসারঃ। ঠিক সাজানো—কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।)

উদ্যোগিনমুপৈতি লক্ষ্মীঃ পুরুষসিংহম্
কাপুরুষা বদন্তীতি দৈবেন দেয়ম্।
নিহত্য পৌরুষং কুরু আত্মশক্ত্যা দৈবম্
কোঽত্র দোষঃ যদি ন সিধ্যতি যত্নে কৃতে॥

(ঙ) "সংহতি-প্রশংসা" গল্প পড়িয়া তুমি কি শিক্ষা লাভ করিয়াছ? নিজের ভাষায় সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা কর।

(সময়—১০ মিঃ) ৮

(চ) নীচের অনুচ্ছেদটি পাঠ কর এবং নিম্নলিখিত যে সম্ভাব্য উত্তরগুলি দেওয়া আছে, উহাদের মধ্যে যেগুলি ঠিক তাহাদের নিম্নে দাগ দাও।

(সময়—৯ মিঃ) ৬

(উদাহরণ—অযোধ্যায়াঃ নৃপতেঃ দশরথস্য চত্বারঃ পুত্রাঃ আসন্।

রাজা দশরথের কয়টি পুত্র ছিল? (রাজ্ঞঃ দশরথস্য কতি পুত্রাঃ আসন্?)

সম্ভাব্য উত্তর—

রাজ্ঞঃ দশরথস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ আসন্ রাজ্ঞঃ দশরথস্য

(অ) (রাজা দশরথের তিন পুত্র ছিল।) (আ) (রাজা দশরথের)
দ্বৌ পুত্রৌ আস্তাম্ রাজ্ঞঃ দশরথস্য চত্বারঃ পুত্রাঃ আসন্
দুই পুত্র ছিল।) **(ই) (রাজা দশরথের চার পুত্র ছিল)**

সরস্বতী অস্মাকং বিদ্যায়াঃ দেবী। মাঘমাসে শুক্লপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যাং তিথৌ তস্যাঃ পূজা ভবতি। সর্বে শিক্ষার্থিনঃ সর্বাঃ শিক্ষার্থিন্যশ্চ দেব্যাঃ সরস্বত্যাঃ আরাধনাং বা পূজাং কুর্বন্তি। সর্বেষু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেষু সর্বেষু চ প্রায়শঃ গৃহেষু বিদ্যাভিলাষিণঃ জনাঃ বিদ্যাধিষ্ঠাত্রীং দেবীং সরস্বতীং পূজয়ন্তি।

প্রশ্ন—সরস্বতী কস্যাঃ দেবী? (সরস্বতী কিসের দেবী?)

উত্তর—সরস্বতী সম্পদঃ দেবী (সরস্বতী সম্পদের দেবী)। সরস্বতী যন্ত্রসমূহানাং দেবী (সরস্বতী যন্ত্রসমূহের দেবী)। সরস্বতী বিদ্যায়াঃ দেবী (সরস্বতী বিদ্যার দেবী)।

প্রশ্ন—সরস্বত্যাঃ পূজা ভবতি কস্মিন সময়ে? (কোন সময়ে দেবী সরস্বতীর পূজা হয়?)

উত্তর—ফাল্গুনমাসে পঞ্চমী তিথৌ তস্যাঃ পূজা ভবতি। (ফাল্গুনমাসে পঞ্চমী তিথিতে তাঁহার পূজা হয়)।

মাঘমাসে শুক্লপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যাং তিথৌ তস্যাঃ পূজা ভবতি।

(মাঘমাসে শুক্লপক্ষে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে তাঁহার পূজা হয়)।

মাঘমাসে কৃষ্ণপক্ষে শ্রীপঞ্চমী তিথৌ তস্যাঃ পূজা ভবতি। (মাঘমাসে কৃষ্ণপক্ষে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে তাঁহার পূজা হয়)।

প্রশ্ন—কীদৃশাঃ জনাঃ সরস্বতীং পূজয়ন্তি? (কিরূপ লোকেরা সরস্বতীকে পূজা করে?)

উত্তর—বিদ্যাভিলাষিণঃ জনাঃ শিক্ষার্থিনঃ শিক্ষার্থিন্যঃ চ সরস্বত্যাঃ পূজাং কুর্বন্তি। (বিদ্যাভিলাষী, শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীরা দেবীর পূজা করে।)

অর্থাভিলাষিণঃ শিক্ষার্থিনঃ ধনার্থিন্যশ্চ সরস্বত্যাঃ পূজাং কুর্বন্তি (অর্থাভিলাষী শিক্ষার্থী ধনার্থিনীরা সরস্বতীর পূজা করে।)

২। নিম্নলিখিত বাক্যে রেখাঙ্কিত পদগুলির মধ্যে (ক) যে পদটি "আকর্ণ্য" পদের সমার্থক সেই পদটিকে "( )" এই চিহ্ন দাও। **(সময়—২ মিঃ)** ২

(উদাহরণ—"দৃষ্ট্বা" পদের সমার্থক পদে "( )" চিহ্ন দাও। তত্র **গত্বা** রামঃ পিতরম্ (**অবলোক্য**) আনন্দিতঃ অভবৎ।)

রমেশচন্দ্রঃ গৃহং **সমাগম্য** ভয়ঙ্করং শব্দম্ **শ্রুত্বা** বিস্মিতো ভবতি স্ম।

(খ) নিম্নে বামদিকে কতকগুলি শব্দ দেওয়া আছে এবং উহাদের ডানদিকে কতকগুলি বিপরীতার্থক শব্দ দেওয়া আছে। উহাদের যেটিকে উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়, তাহাদের নিম্নে দাগ দিয়া নীচে "হ্যাঁ" লিখ। **(সময়—৬ মিঃ)** ৪

(উদাহরণ—আবির্ভূতঃ—গতঃ, প্রস্থিতঃ, তিরোহিতঃ)

হ্যাঁ

(অ) ভীতঃ—সাধুঃ, সৎ, সাহসী, বলশালী।

(আ) সুরাঃ—শূরাঃ, অসুরাঃ, মহেশ্বরাঃ।

(ই) জীবিতঃ—সঞ্জীবিতঃ, আহতঃ, মৃতঃ।

(ঈ) নৈকট্যম্—সংস্পর্শঃ, দূরত্বম্, অতীতঃ।

(গ) মিথ্যাম্ ও প্রাতে—এই দুইটি সংস্কৃত শব্দে বিভক্তিগত কিছু ভুল থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া লিখ। (সময়—৪ মিঃ) ২

৩। (ক) শূন্যস্থান পূরণ কর :— (সময়—৫ মিঃ) ৪

স্বদেশে—রাজা বিদ্বান্——।

অদ্য—বৃষ্টিঃ অভূৎ।

(খ) দুর্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালংকৃতোঽপি সন্।
মনিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥—

এই শ্লোকে সর্পের সহিত কাহাকে তুলনা করা হইয়াছে? সর্পকে এত ভয় হয় কেন? দুর্জন ব্যক্তিকে ভয় করিবার কারণ কি? (সময়—১০ মিঃ)

৪। (ক) নিম্নলিখিত পদগুলি হইতে বিশেষ্য, বিশেষণ, সবনাম ও অব্যয় পদগুলি বাছিয়া বাহির কর। ততঃ স ভীতঃ শৃগালঃ পলায়িতঃ। (সময়—৮ মিঃ)

(খ) অবদৎ ও অগচ্ছন্ এই ক্রিয়াপদ দুইটির মূল ধাতু দুইটি কি কি?
(সময়—৪ মিঃ) ৪

(গ) নিম্নলিখিত ভুল পদগুলি কাটিয়া দাও। (সময়—৬ মিঃ) ৬

(উদাহরণ—স্মৃত্বা/স্মরিত্বা স্মৃত্য আনন্দিতো ভব। উঃ—স্মৃত্বা আনন্দিতো ভব।)

(অ) ব্যাঘ্রম্ দৃষ্ট্য/দৃষ্ট্বা/দর্শিত্বা ভীতঃ স অভবৎ।

(আ) মাম্ আহুয়/আহ্বয়িত্বা/আহুত্য স উক্তবান্।

(ই) শীঘ্রম্ আগম/আগচ্ছয়/আগচ্ছ।

(ঘ) সঠিক শব্দরূপগুলি বাছিয়া লও। (সময়—৫ মিঃ) ৪

(উদাহরণ—গুর্বে/গুরুর্বৈ/গুরবে √)

(অ) সাধ্বিষু/সাধুষু/সাধুংষু

(আ) মুনীন্ মুনীঃ/মুনয়ঃ

(ঙ) নিম্নলিখিত ধাতুগুলির সাধারণ অর্থ ও উপসর্গযুক্ত ধাতুগুলির অর্থ লিখ।
(সময়—৮ মিঃ) ৪

হৃ, বি-হৃ, বদ্, বি-বদ্।

(চ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির লিঙ্গান্তর দেওয়া আছে, যেটি ঠিক তাহার নীচে চিহ্ন দাও। (সময়—২ মিঃ) ২

(অ) অশ্ব—অশ্বী, অশ্বা, অশ্বানী।

(আ) পালক—পালকী, পালকিনী, পালিকা।

(ছ) নিম্নে ক্রিয়াপদগুলির প্রদত্ত প্রকৃতি-প্রত্যয়ের মধ্যে সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয়টি বাহির কর। (সময়—২মিঃ) ৩

(উদাহরণ—

শিষ্য—√শাস্+ণ্যৎ, √শাস্+ক্যপ্, √শাস্+যৎ। উঃ—সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় √শাস্+ক্যপ।)

গত্বা—গম্+ল্যপ্, √গম্—তুমুন্, √গম্+ক্ত্বাচ্।

আকর্ণ্য—আ √কর্ণি+ল্যপ্, আ-√কর্ণি+ক্ত্বাচ্, আ-√কর্ণি+যঙ্

(জ) স মুনিং হন্তুং সমুদ্যতঃ—এই বাক্যে "হন্তুম্" এই ক্রিয়াপদটি কোন্ প্রত্যয়ের দ্বারা গঠিত তাহা লিখিয়া দেখাও। (সময়—৩মিঃ) ২

উত্তর-সংকেত

১। (ক) (অ) বিদ্বান √ (আ) কৌরবরা √ (ই) সকলের √

(খ) (অ) — × (আ) —২নম্বর (ই) — × (ঈ) — ×

(উ) — ১নম্বর (ঊ) — × (ঋ) — ১ নম্বর (৯) — ২নম্বর

(এ) — ১নম্বর (ঐ) — ২নম্বর।

(গ) মেষপালক-কথা (২)

পক্ষীবানর-কথা (৩)

সংহতি-প্রশংসা (১)

ধর্মাচরণম্ (৫)

শ্রীগুরুমহিমা (৪)

(ঘ) উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী-

দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।

দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা

যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥

(ঙ) সংহতি বা ঐক্য ছাড়া কোন কার্য সিদ্ধ হয় না। যে-কোন প্রকার কার্য-সিদ্ধির মূল ভিত্তি হইল সংহতি। একটি জলকণা শীঘ্র শুকাইয়া যায়; কিন্তু জলকণার সমষ্টি নদী-সমুদ্র প্রভৃতি সৃষ্টি করে। একটি তৃণ খুবই দুর্বল; কিন্তু তৃণসমষ্টি বলশালী হস্তিকেও ধরিয়া রাখিতে পারে। একতার মাধ্যমে গৃহের, সমাজের ও জাতির সমৃদ্ধি আসে। অতএব, একতা বা সংহতি শক্তির প্রধান অবলম্বন।

(চ) সরস্বতী বিদ্যায়াঃ দেবী। মাঘমাসে শুক্লপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যাং তিথৌ তস্যাঃ পূজা ভবতি।

বিদ্যাভিলাষিণঃ জনাঃ শিক্ষার্থিনঃ শিক্ষার্থিন্য চ সরস্বত্যাঃ পূজাং কুর্বন্তি।

২। (ক) রমেশচন্দ্রঃ গৃহং সমাগম্য ভয়ঙ্করং শব্দম্ (শ্রুত্বা) বিস্মিতো ভবতি স্ম।

(খ) (অ) — সাহসী (ই) — মৃতঃ
হ্যাঁ হ্যাঁ
(আ) — অসুরাঃ (ঈ) — দূরত্বম্
হ্যাঁ হ্যাঁ।

(গ) মিথ্যা, প্রাতঃ।

৩। (ক) পূজ্যতে ; সর্বত্র , পূজ্যতে ; মহতী।

(খ) সর্পের সহিত দুর্জন ব্যক্তির তুলনা করা হইয়াছে।
সর্প মানুষকে দংশন করিয়া তাহার প্রাণ নাশ করে।
দুর্জন অকারণে অন্যায় করিয়া প্রভূত ক্ষতি সাধন করে।

৪। (ক) ততঃ—অব্যয়, স—সর্বনাম, ভীতঃ—বিশেষণ, শৃগালঃ—বিশেষ্য ও পলায়িতঃ—ক্রিয়াপদ।

(খ) √বদ্ ধাতু ; √গম্ ধাতু।

(গ) (অ) দৃষ্ট্য ×/দৃষ্ট্বা/দর্শিত্বা ×
(আ) আহুয়/আহ্বয়িত্বা ×/আহুত্য ×
(ই) আগম ×/আগচ্ছয় ×/আগচ্ছ

(ঘ) সাধুষু√ ; মুনীন্√

(ঙ) হৃ—হরণ করা ; বি-হৃ—বিহার করা (বেড়ানো) ; বদ্—বলা , বি-বদ্—ঝগড়া করা।

(চ) (অ) অশ্বা ; (আ) পালিকা
T T

(ছ) গম্+ল্যপ × ; গম্+তুমুন্ × ; গম্+ক্বাচ্, আ-কর্ণি+ল্যপ্ ; আ-কর্ণি × +ক্বাচ্ আ-কর্ণি × +যঙ্

(জ) হন্তুম্—হন্ ধাতুর সহিত তুমুন্ প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়াছে।
(কেবল "তুমুন্" লিখিলে চলিবে।)

এই একটি সাধারণ নমুনা হইতে আদর্শ প্রশ্নপত্রের আকার ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা লাভ করা যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, আদর্শ প্রশ্নপত্র দ্বিবিধ—মৌখিক ও লিখিত।

লিখিত আদর্শ প্রশ্নপত্রের উপরিভাগে সুন্দরভাবে বিষয়ের নাম, কোন্ ধরনের পরীক্ষা, সময়, পূর্ণমান, শ্রেণী, বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের নামোল্লেখ, প্রত্যেকটি প্রশ্নের জন্য নির্দিষ্ট মান, বিষয়-তালিকা, প্রশ্নসমূহের উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যানুসারে বিষয়বস্তুর নিদর্শন ও নির্দিষ্ট মান প্রভৃতি লিখিয়া দিতে হইবে। এক কথায়, আদর্শ প্রশ্নপত্রের আকার হইবে একটি ছোটখাটো পুস্তিকার মতন। ইহার উপরিভাগে থাকিবে একটি সুবিন্যস্ত

সূচীপত্র যে সূচীপত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নগুলি ক্রমপর্যায়ে হইবে উল্লিখিত এবং প্রত্যেকটি প্রশ্নের জন্য কত সময় ও কত মান নির্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং কোন্ প্রশ্নটি কোন পৃষ্ঠায় আছে, তাহার বিস্তৃত উল্লেখ থাকিবে। এই গ্রন্থে যে আদর্শ প্রশ্নপত্রটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা আদর্শ প্রশ্নপত্রের একটি সামান্য নমুনা মাত্র। আদর্শ প্রশ্নপত্রে একটি সৌষ্ঠবপূর্ণ সার্বিক রূপ দিতে হইলে এই স্থলের আলোচ্য বৈশিষ্ট্যগুলিকে অবশ্যই অনুসরণ করিতে হইবে। আদর্শ প্রশ্নপত্রে এমন কোন প্রশ্ন থাকিবে না, যাহার উত্তর হইবে কেবল মাত্র 'হ্যাঁ' বা 'না'। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের প্রাধান্যকে স্বীকার করিতেই হইবে। তবে, আন্দাজ বা অনুমাননির্ভর উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্নের পরিহার বাঞ্ছনীয়। সাহিত্য-বিষয়ক প্রশ্নপত্রে দুই-একটি সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন দেওয়া বিধেয়। আদর্শ প্রশ্নপত্রে প্রতিটি প্রশ্নের সহিত উত্তর লিখিবার উদাহরণস্বরূপ নমুনা এবং পর্যাপ্ত স্থান রাখিতে হইবে।

উপসংহার

প্রশ্নমালা

1. What do you mean by the term Evaluation ? What measures would you adopt for proper evaluation in Sanskrit ?
2. Distinguish between examination and evaluation. What are the modern methods of evaluation ?
3. Show how the modern evaluation approach to teaching of Sanskrit leads to the improvement of examination and study of Sanskrit.
4. What according, to you, are the main criteria of model question in general ? Point out its importance. Draw an ideal sketch of a model question of Sanskrit for Class VIII.

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

সংস্কৃত শিক্ষায় প্রকল্প-রচনা

প্রজেক্ট-বা-কার্যসমস্যা-পদ্ধতি বর্তমান শিক্ষাজগতে একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাদান-পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মূল কথাই হইল শিশুরা নিজেরা হাতে-কলমে কাজ করিয়া বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে কর্ম সংসাধন করিবে।

এই পদ্ধতির সঙ্গে যাঁহাদের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত, অর্থাৎ যাঁহাদের অবদান এই স্থলে প্রথমেই স্মরণ করিতে হয়, তাহারা হইলেন জন ডিউই, ষ্টিভেন্‌সন এবং কিল্‌প্যাট্রিক। ষ্টিভেনসনের মতে, "*A project is a problematic act carried to completion to its natural setting.*" কিন্তু কিল্‌প্যাট্রিকের মতে, "*A project is a whole-hearted purposeful activity, proceeding in a social enviroment.*"

প্রজেক্ট সাধারণতঃ দুই রকমের হইতে পারে—(১) বুদ্ধিমূলক এবং (২) কর্মমূলক। বুদ্ধিমূলক প্রজেক্ট বুদ্ধির সাহায্যে প্রকল্প রচনা করা হয়। যেমন, নবম শ্রেণীর ছাত্রেরা কারক-পাঠের উপর একটি প্রকল্প রচনা করিতে পারে। কারক জানিতে হইলে প্রথমেই কি জানিতে হইবে? কেন জানিতে হইবে? ভাষার ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কারকের প্রয়োজন কতটুকু? বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে কারকের সংজ্ঞা কিভাবে জানা যায়? বিভিন্ন পরিচিত উদাহরণের সাহায্যে বিভিন্ন শ্রেণীর কারক কি করিয়া জানা যায়? কারক সম্বন্ধে লব্ধ ধারণা পরীক্ষা করার জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়?—ইত্যাদি ব্যাপারে বুদ্ধিগত প্রকল্প রচনা করা যায়।

কর্মমূলক প্রজেক্টে ছাত্রেরা হাতে-কলমে কাজ করিবে। যেমন, ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা নামক নাটকটি অভিনয় করা হইবে। অভিনয়ের মঞ্চও তৈরী করিতে হইবে। অথবা, সংস্কৃত-দিবস উদ্‌যাপন করা হইবে। এই সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা নিজেদের শক্তি, সামর্থ্য, অভিজ্ঞতা, প্রবণতা অনুসারে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হইয়া সুষ্ঠু উপায়ে উক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করিতে সচেষ্ট হইবে।

প্রজেক্টকে আবার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়: উৎপাদকের প্রোজেক্ট (এইখানে বস্তুভিত্তিক ও চিন্তাভিত্তিক দুই রকম উৎপাদনই হইতে পারে), উপভোগমূলক প্রজেক্ট (সংস্কৃত সঙ্গীত-শ্রবণ ও সংস্কৃত নাটক-দর্শনের মাধ্যমে আনন্দপ্রাপ্তি); সমস্যামূলক প্রজেক্ট—(যেমন, সংস্কৃত ভাষাকে সাধারণ ছাত্রদের ভয় পাওয়ার কারণ বা সংস্কৃত না জানিলে বাংলা ভাষায় দুর্বল হইবার কারণরূপ সমস্যার সমাধান) এবং নৈপুণ্য-অর্জন সম্পর্কিত প্রজেক্ট (সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়নপূর্বক সস্কৃত ভাষায় নৈপুণ্য অর্জন করা)।

প্রজেক্ট-বা-প্রকল্প-রচনার সাধারণতঃ চারিটি সোপান।

(ক) যোগ্য অবস্থায় অথবা অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া বিশেষ কার্যধারা বা কর্মের প্রকার নির্ধারণ করা।

(খ) নির্ধারিত কার্যটির সম্পাদনের উদ্দেশ্যে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা। ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ও কর্মপ্রবণতা অনুসারে বিভিন্ন ছাত্রকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া বিভন্ন ধরনের কার্য-সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদানপূর্বক এমন একটি পরিকল্পনা করিতে হইবে, যাহাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রের দ্বারা নির্দিষ্ট কাজটি নির্দিষ্ট সময়ে সন্তোষজনক-ভাবে সম্পন্ন হয়।

(গ) ছাত্রেরা পর্যবেক্ষণপূর্বক তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া পরিকল্পিত পন্থায় বাস্তবে কার্যটিকে রূপায়িত করিবে।

(ঘ) কার্যটির সম্পাদনের শেষে ছাত্রেরা আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে নিজেদের অনুষ্ঠিত কর্মের নিজেরাই বিচার বা মূল্যায়ন করিবে।

প্রয়োজন হইলে এই সকল পর্বে ছাত্রেরা শিক্ষক মহাশয়ের সাহায্যও লইতে পারে।

প্রকল্প-পদ্ধতিতে ছাত্রেরা স্বাধীনভাবে একঘেয়েমির হাত হইতে মুক্ত হইয়া গণ-তান্ত্রিক উপায়ে দায়িত্বশীল কর্মী হিসাবে অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের মাধ্যমে সুচিন্তিত উপায়ে নির্ধারিত সময়ে পরস্পরের সহিত সহযোগিতার মধ্য দিয়া শ্রমকে অবলম্বন করিয়া অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করিয়া চিন্তা, যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি অনুসারে সমস্যা-সমাধানে হয় ব্রতী।

সুতরাং প্রকল্প-পদ্ধতি সর্বদাই প্রশংসনীয়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি সাধারণ আকারের প্রকল্প-রচনার একটি ছোট নমুনা দেওয়া হইল।

সংস্কৃত ভাষায় প্রকল্প-রচনা
(Project made through Sanskrit Language)

সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয় নবম শ্রেণীর সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের নিকট আবেদন জানাইলেন তাহাদিগকে সংস্কৃতে একটি *Project* বা পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার জন্য।

শিক্ষক মহাশয় এই নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বেলা ১টা ৩০ মিঃ *(recess period* বা মধ্যাহ্নকালীন বিরতি) হইতে ২টার মধ্যে নবম শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে মিলিত হইয়া উক্ত বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বলিলেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নির্দেশক্রমে যথাসময়ে সম্মিলিত হইয়া কি কি বিষয়ের উপর *project* বা প্রকল্প রচনা করা যায়, সেই বিষয়ে আলোচনা শুরু করিল। বিভিন্ন জন বিভিন্ন বিষয়ের উপর *project* করিবার প্রস্তাব দিল; যেমন, পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত 'জীনধর্মকথা' বা 'কলহপ্রিয়াখ্যানম্' নামক গল্পটি, কেহ-বা 'সূক্তিরত্নাবলী' নামক পদ্যটির কথা উল্লেখ করিল, কেহ-বা ব্যাকরণের দ্বন্দ্ব সমাসের সম্বন্ধে বক্তব্য রাখিল, কিন্তু সেই সময় অত্যন্ত সক্রিয় কর্মশীল বাস্তববাদী উদ্যোগী ছাত্র রমেশ বলিয়া উঠিল, "নহি নহি পাঠ্যপুস্তকস্য ব্যাকরণস্য বা বিষয়ম্ অবলম্ব্য প্রকল্পরচনায়াং ন অস্তি মে মতিঃ। যস্মিন্ সময়ে বয়ম্

শিক্ষার্থিনঃ শিক্ষালয়ে স্থিতাঃ তদা সবত্র কর্মশিক্ষায়াঃ প্রাধান্যং দৃশ্যতে। পুস্তকস্থা বিদ্যা কথং কেন প্রকারেণ বা বাস্তবে ক্ষেত্রে প্রযুজ্যতে তদ্‌বিষয়ে চিন্তা করণীয়া। যস্যাঃ বিদ্যায়াঃ ন অস্তি বস্তুজগতি প্রয়োগঃ তস্যাঃ কা উপযোগিতা। অতঃ অদ্য যাবদ্ যা বিদ্যা (সংস্কৃতভাষয়া) অর্জিতা তাম্ এব দ্বারীকৃত্য অস্মাকং কর্মোদ্যোগিনাং ছাত্রাণাম্ ক্ষমতানুসারেণ বয়ং কিং কর্তুং শক্নুমঃ কথং বা সংস্কৃতবিদ্যায়াঃ কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগঃ অস্মাভিঃ সম্ভাব্যতে তস্য এব মূল্যায়নম্ এব অধুনা ভবিষ্যতি। প্রাচীনে ভারতে সুরভারতীং সবশক্তিসমন্বিতাং ভাষাজননীম্ অবলম্ব্য অস্মাকং পূর্বপুরুষাঃ ছাত্রাবস্থায়াং বিদ্যামন্দিরে সবং কার্যং কর্তুং সমর্থাঃ ইতি জ্ঞায়তে শাস্ত্রগ্রন্থেভ্যঃ, তর্হি বয়ং তেষাম্ উত্তরপুরুষাঃ ভারতীয়াঃ এব যদি তৎ কিঞ্চিদেব ন কর্তুং সক্ষমাঃ ভবিষ্যামঃ, তদ্ অতীব লজ্জাম্ অর্হতি। যদি সংস্কৃতভাষয়া বয়ম্ একম্ অনুষ্ঠানং সম্পাদয়ামঃ তর্হি অস্মাকং পূজনীয়ঃ সংস্কৃতশিক্ষকঃ, বিদ্যালয়স্থাঃ সবে পূজার্হাঃ শিক্ষকমহোদয়াঃ, অভিভাবকাঃ, সংস্কৃতানুরাগিণঃ, স্বর্গস্থিতাঃ পূজ্যাঃ অস্মাকং পূর্বপুরুষাঃ সবে এব আনন্দিতাঃ ভবেযুঃ প্রদাস্যন্তি চ আশীর্বাদম্। বয়ং যুবানঃ। যৌবনশক্তিসম্পন্নাঃ বয়ম্। সবম্ এব করতলগতম্। ন হি বয়ং দুবলাঃ। ন হি ভীতাঃ। সবম্ এব সম্ভবতি। অতঃ মম প্রস্তাবঃ অদ্য যৎ পাঠ্যপুস্তকস্থং ব্যাকরণস্থং বা বিষয়ং পরিত্যজ্য একম্ উৎসবায়োজনং করিষ্যামঃ। যদেব আয়োজনং প্রমাণীকরিষ্যতি যৎ সংস্কৃতভাষয়া বাস্তবোচিতং কর্ম অপি সম্পদ্যতে, সংস্কৃতভাষামূলকম্ অনুষ্ঠানং মাতৃভাষামূলকং হিন্দীভাষামূলকং আঙ্গলভাষামূলকং বা আয়োজনম্ ইব রমণীয়ম্, উপভোগ্যম্ পরন্তু অধিকতরং শ্রবণ-যোগ্যং দর্শনযোগ্যঞ্চ।" রমেশের এই মনোজ্ঞ অভিমত শুনিয়া প্রত্যেকে করতালি সহকারে সানন্দে ও সাগ্রহে সম্মতি জ্ঞাপন করিল এবং বলিয়া উঠিল: "কিমেব অনুষ্ঠানম্? কিমেব অনুষ্ঠানম্? সাধুঃ প্রস্তাবঃ অয়ম্। অস্মাকং সবেষাম্ অস্তি সম্মতিঃ। বদতু কিং কার্যম্ অধুনা।"

রমেশ বলিল, "অদ্য কালাঙ্কঃ ২১।৮।৭৬।

আগামিনি শ্রাবণমাসস্য (আগস্টমাসস্য) চতুর্বিংশতিদিবসে (নবম আগস্টে) পূর্ণিমা দিবসে তথা রাখীবন্ধনদিনে মাননীয়েন ভারতসর্বকারেণ বিঘোষিতং সংস্কৃত-দিবসম্ সমুদ্‌যাপিতং ভবিষ্যতি। অস্মাকং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানস্য মাননীয় প্রধানশিক্ষকস্য অপর শিক্ষকমহোদয়ানং চ অনুমতিং গৃহীত্বা সংস্কৃতশিক্ষকমহাশয়স্য সাহায্যং নীত্বা সংস্কৃতদিবসোদ্‌যাপনং করিষ্যামঃ।"

অন্যেরা বলিয়া উঠিল, "নূনমেব করিষ্যামঃ। ন ভবিষ্যতি তত্র কাচন ত্রুটিঃ কশ্চন যত্নাভাবঃ বা"।

রমেশ বলিল, "তর্হি অধুনা একা পরিকল্পনারচনা কার্যা। কঃ কিং করিষ্যতি, কেনোপায়েন অনুষ্ঠানস্য সূচনা ভবিষ্যতি, কথং বা অনুষ্ঠানকার্যম্ অগ্রেসরিষ্যতি, কেনোপায়েন বা অস্য সমাপ্তিঃ ভবেদ্ ইত্যাদি বিষয়ে অধুনৈব চিন্তা কার্যা কার্যক্রমঃ চ রচনীয়ঃ অনতিবিলম্বেন।"

যাদব বলিল, "প্রথমতঃ এব কার্যতালিকা রচনীয়া, ততঃ অর্থসমিতিঃ গঠনীয়া,

অনন্তরং কার্যসম্পাদকতালিকা রচনীয়া। কর্মসমিতেঃ সভাপতিস্থানম্ অলংকরিষ্যতি পূজ্যপাদঃ প্রধানশিক্ষকঃ, সম্পাদকস্থানম্ গ্রহীষ্যতি অস্মাকং পূজার্হঃ সংস্কৃতশিক্ষক-মহাশয়ঃ।"

মনোজ বলিল, "অতঃ রচয়িতু কার্যতালিকাম্"। সরোজ বলিল, "অনুষ্ঠানস্থান-নির্বাচনং, তস্য স্থানস্য অনুষ্ঠানানুকূলপরিবেশরচনা, অনুষ্ঠানান্তর্গতবিষয়ানাং বিশেষাণাং পর্যায়ানুক্রমেণ উল্লেখঃ, যে বিদ্বজ্জনাঃ ছাত্রাঃ চ অত্র অংশগ্রহণং করিষ্যন্তি তেষাং নামবর্ণনম, অর্থসংগ্রহোপায়নির্ধারণম, বিদ্যালয়স্য শিক্ষকানাং ছাত্রাণাং চ, স্থানীয় বিদ্যালয়ানাং শিক্ষকানাং শিক্ষিকানাং ছাত্র-ছাত্রীনাঞ্চ সংস্কৃতানুরাগিনাং স্থানীয়ানাং সজ্জনানাঞ্চ উদ্দিশ্য নিমন্ত্রণপত্রবিতরণম্, নিমন্ত্রিতাঃ সর্বে যথা আসনানি গৃহীত্বা সুষ্ঠু অনুষ্ঠানং শ্রোতু দ্রষ্টুঞ্চ সমর্থাঃ তস্য ব্যবস্থাপনম, অনুষ্ঠানস্য সমাপনান্তে নিমন্ত্রিতাণাম্ অতিথিনাং বিদায়ব্যবস্থা ইত্যাদয়ঃ কার্যতালিকান্তর্গতাঃ প্রধানতমাঃ বিষযাঃ।"

জয়দেব প্রস্তাব করিল, "প্রথমতঃ তর্হি কার্যতালিকায়াঃ উক্তানাঃ বাস্তবরূপায়ণার্থং একা কার্যসম্পাদকসমিতিঃ ঝটিতি এব গঠনীয়া।"

সুরেশ বলিল, "বাঢম্, যে অস্মাকং মধ্যে উক্তস্য কার্যসমূহস্য অনুষ্ঠানে সক্ষমাঃ ঈদৃশাঃ উৎসাহিনঃ, পরিশ্রমিণঃ সক্রিয়াঃ উদ্যোগিনঃ তে এব কেবলম্ অস্যাঃ সমিতেঃ সদস্যাঃ ভবন্তু ন তু অন্যে।" জগদীশ বলিল, "সমর্থনযোগ্যঃ অয়ম উত্তমঃ প্রস্তাবঃ সততমেব। আগচ্ছন্তু ঈদৃশাঃ ছাত্রাঃ সদস্যরূপেণ নামপ্রদানং কুর্বন্তু রমেশসন্নিধে।

আলী আহ্‌মেদঃ, আহাদ আলী, ধীরেণঃ, অমিয়ঃ, সুভাষঃ, নরেন্দ্রঃ, ভৈরবঃ, সুরেন্দ্রঃ, মহেন্দ্রঃ, ভবেশঃ, সুব্রতঃ, দিলীপঃ, প্রবীরঃ, বিক্রমঃ, সুহাসঃ প্রভৃতয়ঃ প্রোৎসাহিনঃ শ্রমিণঃ ছাত্রাঃ রমেশং নিকষা নামপ্রদানং কুর্বন্তি স্ম কার্যসমিতেঃ সদস্যপদং গ্রহীতুম্।"

সুরেশ বলিল; "অস্য অনুষ্ঠানস্য সম্পাদকঃ অস্মাকং মান্যবরঃ সংস্কৃতশিক্ষকমহাশয়ঃ সহ-সম্পাদকস্থানং গ্রহীষ্যতি ছাত্রপ্রতিনিধিস্থানীয়ঃ শ্রীরমেশ চট্টোপাধ্যায়ঃ ইতি মম প্রস্তাবঃ।" জয়দেব সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—'প্রস্তাবঃ ময়া সমর্থিতঃ। করতলনিনাদেন সবেষাম্ উপস্থিতানাং সভা আনন্দমুখরা জাতা।"

তখন রমেশ বলিল,—"কে কে অনুষ্ঠানস্থাননির্বাচনং করিষ্যন্তি?" সভার মধ্য হইতে দুইজন বলিয়া উঠিল, "আলী আহ্‌মেদঃ সুরেন্দ্রঃ ইতি আবাম্ স্থাননির্বাচনস্য দায়িত্বং গ্রহীষ্যাবঃ, কে তাবদ্‌যোগ্যপরিবেশরচনাং করিষ্যন্তি।" উত্তর আসিল, "অমিয়ঃ, আহাদ আলী, দীপকঃ, পরিমলঃ ইতি বয়ং চত্বারঃ করিষ্যামঃ। কে তাবৎ প্রোগ্রামরচনাং (অনুষ্ঠানকর্মসূচীপ্রণয়নম্) করিষ্যন্তি? প্রধানশিক্ষকস্য সংস্কৃত শিক্ষকস্য চ সাহায্যেন আবাম্ সুভাষঃ নরেন্দ্রঃ চ তদ্দায়িত্বং গ্রহীষ্যাবঃ। অংশগ্রহণ-কারিণাং নামগ্রহণং কে করিষ্যন্তি? আবাম্ ধীরেনঃ সুভাষঃ চ তৎ করিষ্যাবঃ।" অর্থসংগ্রহকার্যে অর্থব্যয়হিসাবরক্ষণকার্যে চ কে নিযুক্তাঃ ভবিষ্যন্তি? বয়ং চত্বারঃ ভৈবরঃ, মহেন্দ্রঃ, জগদীশঃ, ভবেশঃ চ গুরুদায়িত্বমিদং গ্রহীষ্যামঃ।"

"নিমন্ত্রণপত্ররচনাব্যাপারে পত্রবিতরণে চ কে তাবদ্ দায়িত্বভারং নেষ্যন্তি?"—"বয়ম্ চত্বারঃ সুব্রতঃ, প্রবীরঃ, নরেশঃ, মদনঃ চ সম্মতাঃ কার্যে অস্মিন্।" "অনুষ্ঠানগৃহস্য

্যবস্থায়াং কে স্থাস্যন্তি ?" "আবাম্ দিলীপঃ মহিমুদ্দীনঃ চ কার্যভারম্ ঈদৃশং নেষ্যাবঃ।"

'অতিথিবিদায়কার্যং সমাপনান্তে চ সভাস্থানস্য কার্যং (পূর্বরূপপ্রত্যাবর্তনরূপ-ার্যম্) চ কৈঃ তাবৎ অনুষ্ঠিতং ভবেৎ ?' "অস্মাভিঃ দিলীপ-বিক্রম-সুহাস ইতি ত্রিভিঃ ়বমেব সম্যক্ অনুষ্ঠিতং সম্ভবেৎ।"

ধীরেণ ও সুভাষ তখন এইগুলি সমস্ত লিখিয়া লইল। ইহার পর শিক্ষকমহাশয়দের ।হিত পরামর্শক্রমে শিক্ষকমহাশয়দের মাথাপিছু ১ টাকা হারে এবং ছাত্রদের মাথাপিছু ৫ পয়সা হারে চাঁদা ধার্য হইল। যথাসময়ে অর্থসংগ্রহসমিতি চাঁদা আদায় করিল।

কার্যক্রমপ্রণয়নসমিতি প্রধান শিক্ষক ও সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয়দের সহিত ।ালোচনা করিয়া একটি প্রোগ্রাম তৈয়ারী করিল। কার্যক্রমটি এইরূপ :

(১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ইতি এব অনুষ্ঠানস্য ভবিষ্যতি)

স্থিতিকালঃ

(কার্যক্রমস্য ঘোষকস্য নাম—রমেশ চট্টোপাধ্যায়ঃ।)

উদ্বোধনসঙ্গীতম্ (সংস্কৃতজয়গীতিঃ)

পরিবেশনায়াং বিদ্যালয়স্থাঃ কতি ছাত্রাঃ।

সভাপতিবরণম্

প্রধানস্য অতিথেঃ বরণম্

সংস্কৃতদিবসতাৎপর্যব্যাখ্যানম্

(যাদবমণ্ডলঃ নামকেন ছাত্রেণ)

সংস্কৃতভাষামুদ্দিশ্য ভাষণপ্রদানম্

(সংস্কৃতশিক্ষকমহোদয়স্য)

ভারতীয়সংস্কৃত্যাধাররূপায়াঃ গীর্বাণবাণ্যাঃ

স্বরূপম্ অধিকৃত্য সংগীতপরিবেশনম্

(বিদ্যালয়স্য ছাত্রাণাম্)

সংস্কৃতসাহিত্যম্ অবলম্ব্য ভাষণদানম্ (ছাত্রস্য)

বর্তমানপরিবেশে সংস্কৃতভাষায়াঃ

সহজরূপেণ বাস্তবোপায়েন শিক্ষাপ্রদানপদ্ধতিম্ অধিকৃত্য

ভাষণম্ (ছাত্রস্য)

সংস্কৃতম্ লৌকিকবিদ্যাম্ চ অবলম্ব্য

স্বরচিতকবিতাবৃত্তিঃ (ছাত্রস্য)

সংস্কৃতভাষায়াঃ উপযোগিতাম্ দ্বারীকৃত্য বিতর্কানুষ্ঠানম্

(ছাত্রৈঃ আয়োজিতম্)

সংস্কৃতভাষা ভারতীয়ভাষাণাং জননী ইতি বিষয়ম্ অধিকৃত্য

ভাষণপ্রদানম্ (ছাত্রস্য)

প্রধানস্য অতিথিমহাশয়স্য ভাষণম্

সভাপতি মহোদয়ানাং বক্তব্যোপস্থাপনম্

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ইতি চতুর্বর্গফলপ্রদানায়
সংস্কৃতভাষা সমর্থা ইতি বিষয়াত্মকম গীতপরিবেশনম।

ভাষণ, আবৃত্তি, সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তুতির জন্য অংশগ্রহণকারী ছাত্রেরা শিক্ষকমহাশয়দের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহাদের সহযোগিতা লইয়া প্রস্তুত হইল।

সুব্রত, নরেশ, প্রবীর ও মদন যথাসম্ভব সংস্কৃতশিক্ষকের সাহায্য লইয়া একটি নিমন্ত্রণ-পত্র রচনা করিল।

পত্রটি এইরূপ :

সুধী,

আগামিনি শ্রাবণমাসস্য পূর্ণিমাদিবসে (রাখীবন্ধনদিনে) চতুর্বিংশতি কালাঙ্কে অস্মাকং বিদ্যালয়ে দিবা ৪ ঘটিকায়াং (অপরাহ্নসময়ে) সংস্কৃতদিবসস্য উদ্‌যাপনায় একং মনোজ্ঞতম অনুষ্ঠানম্ আয়োজিতম্। অনুষ্ঠানে তব সংস্কৃতস্য অনুরাগিণঃ উপস্থিতিঃ অবশ্যমেব কাম্যা। তব শুভাগমনম সহযোগিতা চ ইদং সংস্কৃতদিবসানুষ্ঠানং সফলং করোতু ইতি অস্মাকম আশা।

কালাঙ্কঃ সহযোগিতাকাঙ্ক্ষিণঃ
২২।৮।৭৬ নেতাজী বিদ্যালয়স্য শিক্ষার্থিনঃ।

হিসাব করিয়া দেখা গেল, নিমন্ত্রিতের সংখ্যা (সবসাকুল্যে) হইবে মোট ৪০০। ৪০০টি নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপানো ও বিতরণের কার্য তাহারাই সমাপ্ত করিল।

বিদ্যালয়ের প্রার্থনাকক্ষটি অনুষ্ঠানের স্থান হিসাবে নির্বাচিত হইল। ৪০০ ব্যক্তির স্থানসংকুলান এই কক্ষটি ছাড়া অন্যত্র সম্ভব নয়, ইহা ভাবিয়া আলী আহ্‌মেদ ও সুরেন্দ্র পান এই কক্ষটিকে স্থির করিল এবং প্রধান শিক্ষককে জানাইল। প্রধান শিক্ষক তাহা গ্রহণ করিলেন।

অনুষ্ঠানের দিন সকালে অমিয়, আহাদ আলী, দীপক ও পরিমল ঝাড়ুদারকে ও মালীকে লইয়া প্রার্থনা-কক্ষটি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করিল। অনুষ্ঠানের মঞ্চটি সজ্জিত করিল। ঘরটির ভিতরের মেঝেতে আলপনা দিল। অতিথিদের বসার জায়গাটিতে একটি পরিষ্কার সাদা চাদর পাতিয়া দিল। প্রধান শিক্ষককে তাহারা অনুরোধ করিল ২টা ৩০ মিঃ সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ছুটি দিতে যাহাতে অন্যান্য শ্রেণীর ছাত্রেরাও প্রস্তুতির কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। অতিথিদের সাদর অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য প্রার্থনা-কক্ষের সামনে ঝুলানো "সংস্কৃতদিবসোদ্‌যাপনম্, সন ১৯৭৬" লিখিত পর্দার নীচে দণ্ডায়মান রহিল মনোতোষ ও ভবতোষ। ইত্যবসরে রমেশ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল তখনও চন্দন ও ফুলের তোড়া আসে নাই। জানিল দীপেন ও দেবেশ তাহা আনিতে গিয়াছে, কিন্তু তাহারা আসিতে বিলম্ব করিতেছে। আর বিলম্ব না করিয়া সে উহাদের সন্ধানে বহির্গত হইল। তারপর উহারা আসিল।

এইদিকে অতিথিদের আসিতে দেখিয়া মনোতোষ ও ভবতোষ সবিনয়ে বলিল, "আগচ্ছন্তু, আগচ্ছন্তু ভবন্তঃ! অস্মিন্নেব কক্ষে প্রবিশন্তু কৃপয়া!" ইতিমধ্যে রমেশ দেখিল, কক্ষে উপবিষ্ট শিশুরা শৃঙ্খলাপূর্ণপন্থায় একই সারিতে বসিয়া নাই। তখন সে

দিলীপ ও মহিমুদ্দীনকে ডাকিয়া বলিল, "ভোঃ, মম অন্তরঙ্গমিত্রদ্বয়ম্! শিশবঃ যথা সারিম্ অনুসৃত্য আসনং গৃহ্ণন্তি তথা সতর্কঃ ভবতু সদা। তেভ্যঃ সাহায্যং কুরু।" অতিথিদের জায়গা ও সভার মঞ্চ ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ হইল।

রমেশ ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিল তখন ৪টা বাজিতে আর মাত্র ১ মিনিট বাকী।

আর দেরী না করিয়া ঘোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া সে উচ্চৈঃরবে মধুর কণ্ঠে ঘোষণা করিল, "অস্মাকং আমন্ত্রিতাঃ অতিথয়ঃ, পূজ্যাঃ মাতৃস্থানীয়াঃ মহিলাঃ, ভগিন্যঃ, ভ্রাতৃতুল্যাঃ শিশবঃ, সহপাঠিনঃ চ সর্বে কৃপয়া গৃহ্ণন্তু অস্মাকম্ অভিবাদনম্। অদ্য মাননীয়ভারতসর্বকারঘোষিতং সংস্কৃতদিবসম্ উপজীব্য একস্য অনুষ্ঠানস্য আয়োজনম্ কৃতম্। তদ্ অনুষ্ঠানম্ অধুনৈব প্রারব্ধং ভবিষ্যতি। ভবতাং ভবতীনাং চ মাননীয়ানাং সহযোগিতাম্ অবলম্ব্য অনুষ্ঠানং কুর্মঃ।"

তারপর অনুষ্ঠানের নির্ঘণ্টপত্র অনুসারে অনুষ্ঠান শুরু হইল। অনুষ্ঠানের সমাপ্তির কিছু পূর্বে নিমন্ত্রিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট অতিথি ও প্রধান শিক্ষক ও সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয়দের (প্রধান শিক্ষকের কক্ষে) জলযোগের ব্যবস্থা করিল দিলীপ, বিক্রম ও সুহাস। অনুষ্ঠানের শেষে তাহারা অতিথিদের প্রধান শিক্ষকের কক্ষে লইয়া গিয়া বলিল, "ভবন্তঃ কৃপয়া আসনগ্রহণং কুর্বন্তু! অস্মাভিঃ প্রদত্তং যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টান্নং গৃহ্ণন্তু! তর্হি বয়ম্ সমানন্দিতাঃ ভবেম।" অতিথিরা বলিলেন, "অথ কিম্। নূনমেব গ্রহীষ্যামঃ।" প্রধান শিক্ষক ও সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয়ও অনুরোধ জানাইলেন। তারপর অতিথিরা একে একে বিদায় লইলেন। তখন দিলীপ, বিক্রম ও সুহাস প্রার্থনাকক্ষে গিয়া কক্ষটি ভালভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া আবার তাহার পূর্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিল।

কার্যধারা চলাকালীন প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ডায়েরীতে নিজেদের কৃত কার্যাবলীর বিবরণ লিখিয়া রাখিল।

পরদিন বিদ্যালয়ে আসিয়া নবম শ্রেণীর ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নকালীন বিরতির সময়ে *(recess period)* নিজ নিজ ডায়েরী লইয়া একত্র মিলিত হইল। উপস্থিত রহিলেন সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয়ও। নিমন্ত্রণ-পক্ষের সুব্রত, প্রবীর, নরেশ ও মদনকে অর্থ-সমিতির ভৈরব, মহেন্দ্র, জগদীশ ও ভবেশ বলিল, "৪০০ নিমন্ত্রণপত্রাণাং মুদ্রণেন কিং প্রয়োজনম্ আসীৎ? কেবলং বহিরাগতাণাম্ কৃতে ১০০ নিমন্ত্রণপত্রমুদ্রণং প্রয়োজনং সাধিতুং সমর্থম্ আসীৎ। কারণং বিনা অযথা বা অর্থস্য অপচয়ঃ ন সঙ্গতঃ। অতীব প্রয়োজনম্ উদ্দিশ্য অর্থব্যয়ঃ করণীয়ঃ।"

আলী আহ্মেদ ও সুরেন্দ্র এই দুইজন আহাদ আলী, অমিয়, দীপক ও পরিমলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, "অনুষ্ঠান-কক্ষে বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, শঙ্করাচার্য, জয়দেব, বিদ্যাসাগর প্রভৃতীণাং সংস্কৃতসেবকানাং মহামুনীনাং চিত্রস্থাপনং *(Display of their respective portraits)* ভবতাং কর্তব্যম্ আসীৎ।"

সুব্রত, মহেন্দ্র ও ভবেশ এই তিনজন দিলীপ, বিক্রম ও সুহাসকে সম্বোধন করিয়া বলিল, (সহাস্যে) "কেবলং বহিরাগতাঃ অতিথয়ঃ, প্রধানশিক্ষকঃ, সংস্কৃতশিক্ষকঃ,

প্রদত্তানি মিষ্টান্নানি ইতি অতীব অসঙ্গতম্। সবেষাং শিক্ষকানাং চ উদ্দিশ্য মিষ্টান্নপ্রদানম্ আসীৎ মহৎ কর্তব্যম্॥"

তারপর প্রত্যেকে মিলিয়া স্থির করিল, "যথা ভবিষ্যতি অনুষ্ঠানাদিব্যাপারে ঈদৃশী কাচন ত্রুটিঃ ন সমাগচ্ছতি তথা সর্বে বয়ং সদা জাগ্রতাঃ স্থাস্যামঃ।"

অতঃপর সংস্কৃত শিক্ষকমহাশয় রমেশের পরিচালন-ক্ষমতা, অর্থসমিতির ভৈরব প্রভৃতির অর্থসংগ্রহ ও হিসাবসংরক্ষণনৈপুণ্য, অনুষ্ঠান-কক্ষের দায়িত্বপালনকারী অমিয়, আহ্লাদ আলী, দিলীপ ও মহিমুদ্দীন প্রভৃতির নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও কর্তব্য-পরায়ণতা, নিমন্ত্রণকার্যে সুব্রত, প্রবীর প্রভৃতির স্মরণশক্তি ও দায়িত্বশীলতা, আতিথ্য-প্রদর্শনে ভবতোষ, দিলীপ, সুহাস প্রভৃতির বিনয়সুলভ আচরণ ও পারদর্শিতা ইত্যাদি গুণগুলি উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, "ন কেবলম্ অহম্, সর্বে শিক্ষকমহোদয়াঃ মাননীয়াঃ অতিথয়ঃ চ আনন্দিতাঃ নিতরাং মনোজ্ঞম্ অনুষ্ঠানম্ ইদম্ অবলোক্য। সংস্কৃতোৎপাদিতাঃ *(products of Sanskrit)* বাল্মীকিঃ, কালিদাসঃ, শংকরাচার্যঃ, শ্রীচৈতন্যঃ, বিদ্যাসাগরঃ প্রভৃতয়ঃ ভারতস্য গৌরবাস্পদাঃ তথা ভবন্তঃ তাদৃশাঃ জগদ্বিখ্যাতাঃ সংস্কৃতোৎপাদিতাঃ ভবেয়ুঃ প্রমাণীকুবন্তু সংস্কৃতশিক্ষিতাঃ সবং সুষ্ঠু কর্তুং সবদা সমর্থাঃ ইতি মম আন্তরিকী আশা। আত্মসক্রিয়তাং যত্নশীলতাম অধ্যবসায়ং মনোবলং শ্রম চ অবলম্ব্য সংস্কৃতভাষয়া বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়াৎ বহিঃ চ ক্ষুদ্রং ক্ষুদ্রং প্রকল্পং রচয়ন্তঃ কার্যে স্থাপয়ন্তু ইতি মম আবেদনম্।"

সংস্কৃত শিক্ষায় প্রকল্প-পদ্ধতির তাৎপর্য যে সুদূরপ্রসারী, সেই বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র থাকিতে পারে না।

দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার পথে চিরসঙ্গী হিসাবে সংস্কৃতকে গ্রহণ করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষায় প্রকল্প রচনা করা এবং তাহাকে সার্থক করা একান্ত প্রয়োজন। প্রকল্প-রচনা ও বাস্তব রূপায়ণে শিক্ষার্থীরা অনুবন্ধ-নীতির তাৎপর্যও উপলব্ধি করিবার সুযোগ পায়। সংস্কৃত ভাষায় প্রকল্প-রচনা ও তাহাকে প্রয়োগ করিবার অবকাশে সংস্কৃতশিক্ষার্থীরা যৌথকর্মপ্রচেষ্টার, সক্রিয়তা, কর্মানুষ্ঠান, কার্যসম্পাদন, মূল্যায়ন, বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সমাধান, সংস্কৃত ও অপরাপর বিষয়াদির মধ্যে সমন্বয়-সূত্র, বিচিত্র ধরনের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বিষয়ে বহুবিধ ধারণা-লাভের পর্যাপ্ত সুযোগ পাইয়া থাকে।

কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিক বিষয় নহে, অন্যান্য সহপাঠক্রমিক বিষয়ও (যেমন— সংস্কৃত-প্রদর্শনী, সংস্কৃতবিতর্কানুষ্ঠান, সংস্কৃত আলোচনাচক্র, সংস্কৃত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সংস্কৃত আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা প্রভৃতি) সহজেই প্রকল্প-রচনার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

সংস্কৃত কেবল ভাবজগতের ভাষা নহে, সংস্কৃত কর্মজগতেরও ভাষা। সংস্কৃতে কেবলমাত্র জ্ঞানাহরণের সম্ভাবনাই যে আছে তাহাই নহে, কর্মানুষ্ঠানেরও সম্ভাবনা আছে—এই সত্য আত্মপ্রকাশ করে যে সকল উপায়ের মাধ্যমে তন্মধ্যে প্রকল্প (*project*) অন্যতম।

একটি ভাষার মাধ্যমে কোন একটি বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ ও তাহার বাস্তব রূপায়ণের মধ্য দিয়া অনুভব করা যায় যে, বিভিন্ন বিষয় আপাততঃ পৃথক্ মনে হইলেও পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ কোন-না-কোন ক্ষেত্রে এবং একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে লাভ করা যায় বহুবিধ বিষয়ে মূল্যবান অভিজ্ঞতাসমূহ।

প্রকল্পের সার্থকতা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় বাস্তব কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে।

সুতরাং সংস্কৃতভাষা-শিক্ষাকে ভাবজগৎ হইতে কর্মজগতে প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত সংস্কৃতশিক্ষায় প্রকল্পরচনার অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

সংস্কৃত শিক্ষায় শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক উপকরণ

॥ ভূমিকা ॥

সংস্কৃত শিক্ষায় দৃষ্টি ও শ্রুতিনির্ভর প্রদীপনের গুরুত্ব অপরিসীম। দৃষ্টি ও শ্রুতিনির্ভর প্রদীপন আধুনিক কালে সংস্কৃত শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত। শ্রবণ-দর্শন-ভিত্তিক উপকরণের সাহায্যে সংস্কৃত শিক্ষা শিক্ষার্থীর আত্মসক্রিয়তায় রূপান্তরিত হইতে পারে। শিক্ষার্থীর কল্পনা ও সৃজনাত্মক প্রতিভা সংস্কৃত শিক্ষার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশের সার্থক পথ খুঁজিয়া পায়।

সংস্কৃত শিক্ষায় মৌখিক কাজের জন্য সংস্কৃত শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ড, চার্ট, চিত্রাদি ব্যবহার করিতে পারেন। এই সকল দর্শনভিত্তিক উপকরণ বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর নিকট সজীব, প্রাণবন্ত এবং সহজ-অনুধাবনযোগ্য করিয়া তোলে। শিক্ষার্থীর আগ্রহ-সৃষ্টিতে এই উপকরণগুলির মূল্য অনেক বেশী।

সংস্কৃত ধ্বনিতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য রেডিও, গ্রামোফোন রেকর্ড, টেপরেকর্ডার, চার্ট প্রভৃতির ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কোনখানে বিশেষ জোর দিতে হইবে, কোথায় শ্বাসাঘাত পড়িবে, কোন স্থলে যতি বা ছেদ পড়িবে, কোনটির উচ্চারণ কিরূপ হইবে, বিশেষ শব্দাদির উচ্চারণে তাল্বাদি স্থানের অবস্থান কিরূপ হইয়া থাকে ইত্যাদি ধ্বনিতত্ত্ব সম্বলিত বিষয় শিক্ষা দিবার সময় সংস্কৃত শিক্ষক ঐ সকল বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সার্থক উপকরণ হিসাবে যদি রেডিও, টেপ্‌রেকর্ডার, গ্রামোফোন, চার্ট, ডায়াগ্রাম প্রভৃতি ব্যবহার করেন, তাহা হইলে সংস্কৃত শিক্ষা হইবে দ্রুতগতিতে সাফল্যজনক সার্থকতায় পর্যবসিত। এই সকল শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক উপকরণ অস্পষ্ট বিষয়কে করিয়া তোলে স্পষ্ট এবং বিমূর্ত বিষয়কে করিয়া তোলে মূর্ত।

ধ্বনিতত্ত্ব শিক্ষায় শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক উপকরণ

দেবনাগরী হরফে লেখা শেখানো ও শুদ্ধ বানান লেখা শেখানোর নিমিত্ত সংস্কৃত শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ড, চার্ট প্রভৃতি ব্যবহার করিতে পারেন।

সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক পড়াইবার অবকাশে শব্দাদির ব্যাখ্যার জন্য সংস্কৃত শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ড, চার্ট প্রভৃতি ব্যবহার করিতে পারেন এবং ব্যাকরণ, রচনা ও অনুবাদ শিক্ষা দিবার সময় সংস্কৃত শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ড, চার্ট প্রভৃতি ব্যবহার করিতে পারেন।

পাঠদানক্ষেত্রে শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক উপকরণ

এতদ্ব্যতীত এই স্থলে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন (যদি সম্ভব হয়) প্রভৃতির গুরুত্বপূর্ণ স্থান রহিয়াছে। ইহাদের মাধ্যমে সংস্কৃতবিষয়ক ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও ভৌগোলিক পরিচয়কে শিক্ষার্থীর সম্মুখে জীবন্ত করিয়া তোলা যায়। সংস্কৃতশিক্ষার সহায়ক উপকরণ হিসাবে শিক্ষামূলক ভ্রমণের বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে। এই

ভ্রমণের দ্বারা শিক্ষার্থীর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধতর হয়, দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হয় এবং তাত্ত্বিক জ্ঞানের সহিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন ঘটে।

দৃষ্টি ও শ্রুতিনির্ভর এই প্রদীপনগুলি সহজ ও সরল হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার্থীর বয়স ও শ্রেণী অনুসারে প্রদীপনের নির্বাচন ও প্রয়োগসাধন করা উচিত। শিক্ষার প্রয়োজনেই প্রদীপনের বা উপকরণের প্রয়োজন, প্রদীপনের চমকপ্রদ অভিনবত্ব বা শিক্ষকের কারুকার্য অথবা শিল্পদক্ষতা ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য জাহির করার জন্য প্রদীপনের প্রয়োজন নহে। পাঠের প্রয়োজনবোধে ঠিক সময়টিতে প্রদীপনের উপস্থাপন প্রয়োজন, আগে বা পরে নহে।

প্রদীপনসমূহের তাৎপর্য

এই সকল উপকরণ শিক্ষার বিষয়বস্তুকে করিয়া তোলে চিত্তাকর্ষক, আনন্দপূর্ণ ও প্রাণবন্ত। ইহাদের মাধ্যমে সংস্কৃতশিক্ষা শিক্ষার্থীর জীবনাগ্রহের সহিত মিলিত হইয়া প্রত্যক্ষ বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। সুতরাং সংস্কৃতশিক্ষায় শ্রবণ দর্শনভিত্তিক উপকরণাদির ব্যবহার অপরিহার্য।

সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে লাইব্রেরী বা পাঠাগারের একটি বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। পাঠাগার একটি প্রধান সহায়ক এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রধান মিত্র। পাঠাগারে থাকিবে সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যবিষয় ব্যতিরেকে অন্যান্য অতিরিক্ত সংস্কৃত গ্রন্থাদি, চিত্তরঞ্জনমূলক পুস্তক, বিভিন্ন সংস্কৃত বার্ষিক ষান্মাসিক মাসিক সাপ্তাহিক প্রভৃতি পত্রিকা, সংস্কৃত দৈনিক পত্রিকাও থাকিবে, বাংলা-ইংরেজী হিন্দী ভাষাসম্বলিত পত্রিকাদিও থাকিবে সংস্কৃত গ্রন্থ ছাড়া বাংলা-ইংরেজী হিন্দী গ্রন্থাদিও থাকিবে, পালিভাষার গ্রন্থ থাকিবে, মহাকাব্য কাব্য নাটক-দর্শন-ব্যাকরণ প্রভৃতির উপর উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত পুস্তকসমূহ থাকিবে, সংস্কৃত অভিধান-গ্রন্থ থাকিবে এবং থাকিবে সংস্কৃত ভাষা ও অন্যান্য ভাষা শিক্ষা দিবার পদ্ধতিমূলক গ্রন্থনিচয়। শিক্ষার্থীর বয়স ও চাহিদা অনুপাতে ঈপ্সিত সংস্কৃত পুস্তকাদি প্রদান করা ও পাঠাগারের হিসাব সংরক্ষণ ও শৃঙ্খলাদি বজায় রাখার জন্য সুযোগ্য একজন সুশিক্ষিত অভিজ্ঞ পরিচালনাশক্তিসম্পন্ন গ্রন্থাগারিক রাখিতে হইবে। শ্রেণী পাঠাগার ও সাধারণ-পাঠাগার যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংগঠিত হয়, তাহা হইলে খুব ভাল হয়। পাঠাগারের উন্নতির জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই মাসে মাসে কিছু কিছু করিয়া চাঁদা প্রদান করিবেন ও করিবে। এইভাবে সংস্কৃত পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইলে এই পাঠাগারের মাধ্যমে পাঠ্যসূচী-বহির্ভূত অন্যান্য পুস্তকাদির সহিতও শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটে, সংস্কৃত পুস্তকাদি পঠনের দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে শিক্ষার্থীর সহজেই প্রবেশাধিকার জন্মে, শিক্ষার্থীর রুচি গঠিত হয়, সংস্কৃত-পঠনের একটি অনুকূল পরিবেশ রচিত হয়, পাঠাগারস্থিত পুস্তকের দ্বারা শিক্ষার্থী প্রাচীন ঋষিদের জ্ঞান-সাধনার কথা ও বর্তমানের নূতন নূতন আবিষ্কারের কথা শিক্ষার্থী জানিতে পারে, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐতিহ্যের সহিত শিক্ষার্থীর পরিচিতি ঘটে, অতীত ও বর্তমানের সহিত শিক্ষার্থীর একটি সংযোগ স্থাপিত হয় এবং সংস্কৃতগ্রন্থাদি পাঠের দ্বারা শিক্ষার্থী জাতির, সমাজের ও সভ্যতার প্রাণস্পন্দন অনুভব করে। এই সকল আলোচনা হইতে

সংস্কৃতশিক্ষায় পাঠাগার

ইহা সহজেই অনুভব করা যায় যে, সংস্কৃত পাঠাগারের উপযোগিতা কতখানি রহিয়াছে।

নাট্যাভিনয়, আবৃত্তি, সংস্কৃত *Dictionary* বা অভিধান, সংস্কৃত উৎসবানুষ্ঠান, ডায়েরী বা *Note-book* ব্যবহার, বিদ্যালয়-পত্রিকা প্রভৃতি সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূরক সহায়ক বা উপকরণ (*Supplementary Aids*) হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃত শিক্ষাদানে সম্পূরক সহায়কের ভূমিকা

সংস্কৃত শিক্ষা দিবার ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া সংস্কৃত মৌখিক কাজ, পঠন, ব্যাকরণ. সূত্রবিশ্লেষণ, অনুবাদ, রচনা, বিস্তৃত পঠন-পাঠন প্রভৃতি স্থলে মাতৃভাষার ব্যবহার সম্পূরক সহায়ক নিচয়ের (*Supplementary Aids*) মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিয়া থাকে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সকল উপকরণের উপযোগিতা সম্পর্কে পণ্ডিতপ্রবর *R. N Safaya* তাঁহার *"The Teaching of Sanskrit"* নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, *"It is obvious that our experience proceeds from direct sensory contact to abstractions. Hence the use of aids is based on the psychological principles as 'multiple sense appeal', 'attention and interest', 'meaningfulness', and 'association of ideas', language being a skill subject, it requires the help of aids in quick acquisition of the skills. A teacher, when he uses such aids in the teaching of any language, can make his lesson more interesting and meaningful."*

প্রদীপন নিচয়ের উপযোগিতা

এই সকল উপকরণ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংস্কৃত শিক্ষকমহোদয়কে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উপকরণ-ব্যবহারের প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলিয়া উপকরণই সব নয়। সংস্কৃত-পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা সব থেকেও বেশী। তিনি নিজে সর্বাপেক্ষা বড গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। তারপর আছে চক্, ডাস্টার. ব্ল্যাক্‌বোর্ড। ইহার পর চিত্র বা অনুকৃতি বা শ্রুতিনির্ভর অন্যান্য উপকরণের স্থান।

যেমন, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে লিঙ্গ-বিভক্তি-বচন প্রভৃতির ব্যবহারমূলক পাঠ. প্রভাতবর্ণনম্, নীচস্য সমুন্নতিঃ, সীতায়াঃ পরিণয়ঃ, পরিমিতভোজনাদরঃ, বিহগবানরকথা, স্বামী বিবেকানন্দঃ, মাতৃস্তোত্রঃ, বিদ্যা, খলস্বভাবঃ, সিংহমূষিকবিড়ালকথা. হংসকাকপথিককথা, মুনিমূষিককথা, নীতিরত্নমালা, সিংহশশককথা প্রভৃতি এবং নবম ও দশম শ্রেণীতে জীর্ণধনকথা, কলহপ্রিয়াখ্যানম্, ব্রাহ্মণনকুলকৃষ্ণসর্পকথা, শিবিকথা, মৃগকাকশৃগালকথা, পঞ্চতন্ত্রকথামুখম্, আচার্যস্তুতিঃ ইত্যাদি গদ্য ও পদ্য সমূহের পাঠদান-কালে বিষয়ানুগ কিছু কিছু চিত্র বা অনুকৃতি ব্যবহার করিলে শিশুশিক্ষার্থীরা আনন্দ পায় এবং বিষয়পাঠে অগ্রহান্বিত হয়, শিক্ষার পরিবেশটিও হয় উপভোগ্য। সর্বত্রই যে এই ধরনের উপকরণ প্রস্তুত করা ও ব্যবহার করা সম্ভব, একথা কখনই চলা বলে না। ব্যবহার করিলে ভাল হয়, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সংস্কৃত-

শিক্ষক ব্যবহার করিতে আন্তরিকতার সহিত উদ্যোগী হইবেন। কিন্তু তাই বলিয়া "এই ধরনের উপকরণ ছাড়া সংস্কৃত শিক্ষা বা পাঠদান বিফল" এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা বা ভ্রমাত্মক। সংস্কৃত শিক্ষকই হইলেন শ্রেষ্ঠ উপকরণ। শিক্ষক মহাশয় যদি আন্তরিকতার সহিত উদ্যোগী হইয়া আদর্শপন্থায় শিক্ষার্থীদের মনোগত অভিপ্রায় ও আগ্রহ অনুসারে আকর্ষণীয় প্রণালীর মাধ্যমে সংস্কৃতপাঠদানে রত হন, তাহা হইলে সেই পাঠদানই হইবে সার্থক। বাহ্যিক উপকরণ সেখানে না থাকিলেও চলে। সুতরাং বাহ্যিক উপকরণ সহায়কমাত্র। ইহাই সব নহে। শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ গঠনের ক্ষেত্রে ও শিশুশিক্ষার্থীদের চিত্রাকর্ষণের নিমিত্ত ইহাদের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

প্রশ্নাবলী

1. Explain clearly the term "Audio-visual". What is the utility of audio-visual aids in teaching? Indicate the important role of audio-visual aids in the field of teaching Sanskrit in school stages.
2. Describe the audio-visual aids that can be used commonly in teaching of Sanskrit in schools and indicate how some of these can be prepared by the teaching with the help of pupils.
3. Is it at all possible to use at school level all sorts of A.-V. aids under all circumstances? To make Sanskrit lesson attractive what can you do in the place where there are not available any ready-made A.-V. materials in the classroom? Give your views from practical standpoint.

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সংস্কৃত শিক্ষা-কমিশন

(১৯৫৬—৫৭)

প্রাক্-স্বাধীনতার যুগে প্রবেশিকা মান পর্যন্ত সংস্কৃত ছিল অবশ্যপাঠ্য এবং অতিরিক্ত বিষয় হিসাবেও সংস্কৃত গ্রহণ করা যাইত। স্বাধীনতার পর মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ সংস্কৃতকে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে নির্দিষ্ট করে এবং হিন্দীকে সংস্কৃতের বিকল্প বিষয়রূপে গ্রহণ করার সুযোগ দেয়।

কমিশনের পটভূমিকা

ভাষা-শিরোমণি সর্বগুণাধার সংস্কৃতের ঈদৃশ অবস্থা অনেক শিক্ষাবিদ্‌কেই তখন চিন্তিত করিয়া তুলিল। চতুর্দিক্ হইতে সংস্কৃতকে বিদ্যালয়স্তরে অবশ্যপাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করার আবেদন দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষিত হইল।

সরকার এই আবেদনের প্রত্যুত্তরে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর ডঃ সুনীতিকুমার চটোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সংস্কৃত কমিশন গঠন করেন। ভাষাচার্য ডঃ চট্টোপাধ্যায় সহ মোট আটজন সদস্য এই কমিশনে ছিলেন। কমিশন ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের নিকট ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তাহার সংস্কৃত শিক্ষাবিষয়ক সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্টটি দাখিল করে।

এই কমিশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, সেই সময়ে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে সংস্কৃতের কিরূপ স্থান ছিল, সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট চিত্র গ্রহণ করা এবং সংস্কৃত শিক্ষাকে একটি প্রগতিমূলক পথে লইয়া যাওয়া। তদুপরি সংস্কৃত শিক্ষার প্রাচীন পদ্ধতির ভাল ভাল বৈশিষ্ট্যগুলিকে আধুনিক সংস্কৃত শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রয়োজনবোধে গ্রহণ করিয়া আধুনিক সংস্কৃত শিক্ষাপদ্ধতির সুসমঞ্জস উন্নতি সাধন করা।

কমিশনের উদ্দেশ্য

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যাইতে পারে যে, ১৮৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হাণ্টার কমিশন, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত ইউনিভার্সিটি কমিশন, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের স্যাডলার কমিশন, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের হার্টগ্ কমিটি, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের সার্জেণ্ট পরিকল্পনা, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের রাধাকৃষ্ণন কমিশন, ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত মুদালিয়র কমিশন প্রভৃতিতে সংস্কৃত ভাষামূলক বিষয়ের উপর বিশেষভাবে কোন সুবিস্তৃত আলোচনা স্থান পায় নাই।

ভারতবর্ষে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দেই সর্বপ্রথম গঠিত হইল সংস্কৃত কমিশন, যাহাতে সংস্কৃত বিষয়ক আলোচনা বিশেষ সুবিস্তৃত ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে।

সংস্কৃত কমিশন সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্যরূপে গ্রহণ করার জন্য পাঁচটি পর্যায়ের সুপারিশ করেন।

সংস্কৃত কমিশনের এই সুপারিশসমূহ এইরূপ—

প্রথম পর্যায়—মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তিনটি ভাষাকে অবশ্যপাঠ্যরূপে গ্রহণ

করিতে হইবে। এই তিনটি ভাষা হইল—মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, ইংরেজী বা হিন্দী ভাষা বা যে-কোন একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা এবং সংস্কৃতভাষা বা যে-কোন একটি লৌকিক বা ক্লাসিক্যাল ভাষা।

দ্বিতীয় পর্যায়—যদি সরকার মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, ইংরেজী ভাষা ও হিন্দী ভাষা বা যে-কোন একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা—এই ত্রিভাষা-সূত্র মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বহাল রাখেন, তাহা হইলে এই তিনটি ভাষা ছাড়াও সংস্কৃত ভাষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে একটি পরিপূর্ণ স্বাধীন পরীক্ষার বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

তৃতীয় পর্যায়—সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্যরূপে গৃহীত হইবে, কিন্তু ইহাতে কোন আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা গ্রহণ করা চলিবে না, অথবা যদি ইহাতে আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর পদ বা শ্রেণী এবং বৃত্তি লাভের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গৃহীত হইবে, কিন্তু সাধারণভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে ইহা গ্রহণ করা চলিবে না।

চতুর্থ পর্যায়—মাতৃভাষা বা হিন্দী ভাষা শিক্ষা করার অবকাশে তাহাদের উৎসস্থল জননীস্বরূপ সংস্কৃত ভাষার ঐ সকল ভাষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে পঠনের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

পঞ্চম পর্যায়—শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিদ্যালয়স্তরে প্রথম পাঁচটি বছর মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাকে অবশ্যপাঠ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এই সময় প্রাথমিক স্তরে সুভাষিতসমূহ পঠনের ব্যবস্থাও থাকিবে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ইংরেজী ভাষা অবশ্যপাঠ্যরূপে গৃহীত হইবে এবং সংস্কৃত সুভাষিতসমূহের পঠনের ব্যবস্থাও শিক্ষাসূচীতে থাকিবে। সপ্তম শ্রেণীতে সংস্কৃতভাষা অবশ্যপাঠ্যরূপে গৃহীত হইবে। অষ্টম শ্রেণীতে হিন্দীভাষাকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

সংস্কৃত কমিশন ইহা সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য প্রভৃতির সহিত শিক্ষার্থীকে পরিচিত করার জন্য, প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের সহিত তাহার পরিচয়ের জন্য এবং মানসিক ও চারিত্রিক উন্নতিসাধনের জন্য বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে সংস্কৃত বিষয়ের আবশ্যিকরূপে অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

"But the compulsory general course in Sanskrit. would be intended mainly to give a pupil the necessary inkling into his cultural past, to arouse in him an interest in language and literture of his ancestors, to afford him a wholesome training of mind and character and to inculcate in him real respect of pure learning.

....

....

There is much scope for pruning the present syllabuses in secondary schools by dropping some subjects now included in the

core curriculum in order to make room for an essential subject like Sanskrit."
—(সংস্কৃত কমিশন)

ভারতবর্ষের স স্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারিকা ও বাহিকা সংস্কৃত ভাষাব প্রাক্-স্বাধীন কালের ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে স্থান ছিল, স্বাধীনোত্তর কালে ভারতে বিশেষ করিয়া বা'লায় সেই স্থান আজও নাই। স স্কৃত কমিশনের নিম্নের উক্তিটি এই স্থলে প্রণিধানযোগ্য—

"Since the attainment of independence, the country as a whole has been undergoing an all-round regeneration, and the Government have gone all out to explore the channels through which they could help the growth and consolidation of the nation. It cannot be forgotten, as Rajyapal Sri Sriprakash said that in the struggle for freedom which this nation waged, it was inspired and sustained by a sense of its great heritage and an ardent desire to come into its own and regain the glory that had been eclipsed by alien domination. The dawn of independence has been looked up to by the nation as the beginning of cultural rehabilitation of the country. In the fields of arts and letters, several concrete steps have been taken by the Government. And Sanskrit, being the bed-rock of Indian speech and literature and artistic and cultural heritage of the country, has been naturally looking forward to the Government, all these years, for measures for its rehabilitation. This Commission, in the course of its tours, could see a feeling of regret and disappointment among the people that, while no positive steps been taken for helping Sanskrit, the measures undertaken in respect of other languages has had adverse repercussions on it. The ultimate result of this has been that Sanskrit has not been allowed to enjoy even the status and facilities it had under the British Raj."

সংস্কৃত কমিশনের মতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা যে মর্যাদা পাইয়াছি, তাহা হইল কেবলমাত্র সংস্কৃত-ভাষাশ্রিত ভারতীয় সংস্কৃতির চিরন্তন আবেদনের নিমিত্ত। এশিয়ার এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সহিত সংস্কৃতের মাধ্যমেই ভারতবর্ষের মৈত্রীবন্ধন রচিত হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক বিশ্বসংসার সংস্কৃতের মাধ্যমেই ভারতবর্ষকে জানে এবং সেইহেতু মর্যাদা দান করে। সেই জন্য আধুনিক আন্তর্জাতিক মেলামেশা ও সম্প্রীতি বিনিময়ের দিনে স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় সংস্কৃতের উপযোগিতা অবশ্যই স্বীকার্য।

এই স্থলে সংস্কৃত কমিশনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলা যায়,

"It was the inspiration from Sanskrit which had led to the establishment of the Indo-European world, and had brought in a new conception of history. On a study of Sanskrit and its sister languages, the basic unity of the Indo-European people has been, to some extent, established."

সংস্কৃত কমিশনের স্থপারিশগুলিকে কার্যকব করাব জন্য এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দিকে সংস্কৃত শিক্ষাব উন্নতিবিধান-প্রকল্পে বিবিধ সংস্কৃত শিক্ষাবিষয়ক উচ্চমানেব প্রগতিমূলক সম্ভাব্য সত্বর ব্যবস্থাদি অবলম্বনের জন্য ভারত সরকারকে উপদেশ-প্রদানের নিমিত্ত ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগস্ট নয়জন সদস্য-সম্বলিত একটি কেন্দ্রীয় সংস্কৃত পর্ষৎ গঠিত হয়। সেই সময়ে এই কেন্দ্রীয় সংস্কৃত পর্ষতে যাহারা সদস্য ছিলেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

(ক) শ্রীপতঞ্জলি শাস্ত্রী—পর্ষদেব সভাপতি
(খ) শ্রী জে. এইচ. দেব (*Dave*)—সদস্য
(গ) শ্রী এস. কে. দেব — ,,
(ঘ) শ্রী এ. এন. ঝা — ,,
(ঙ) শ্রী পি. ভি. কানে — ,,
(চ) শ্রী আর পি. নায়েক — ,,
(ছ) শ্রী ভি. রাঘবন — ,,
(জ) শ্রীকেদারনাথ শর্মা সারস্বত— ,,
(ঝ) শ্রীইন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতি — ,,

নিউ দিল্লীস্থ ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ এ্যাণ্ড ট্রেনিং কর্তৃক ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "দি ইণ্ডিয়ান্ ইয়ার বুক অফ এডুকেশন (ফার্স্ট ইয়ার বুক)" নামক গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠা হইতে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ গুণাবলী সম্পর্কে ও সংস্কৃত কমিশনের কার্যাবলী সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"Sanskrit holds a unique position in the cultural life of the country and is a potent force for its emotional integration. Its study unfolds before the Indian reader not only the heritage that is common to a large section of the nation but brings him into touch with some of the finest literature in the world. It also brings home to the student the important fact that various languages of India are nearer to one another than some of us are apt to imagine. Thus, for the better integration of Indian national life and for the appreciation and preservation of its culture, the Government of

India attach a great deal of importance to the study and propagation of Sanskrit. For this purpose, a Sanskrit Commission was appointed under the chairmanship of Dr. Suniti Kumar Chatterjee and steps are now being taken to implement its recommendations. As suggested by the Commission, a Central Sanskrit Board has already been set up to advise the Government on the propagation and development of Sanskrit. Another recommendation made by the Commission was that a Central Sanskrit Institute should be established, preferably in the South. This matter has been examined carefully in consultation with the University Grants Commission and the Central Sanskrit Board and it has been decided to establish the Central Sanskrit Institute at Tirupathi in Andhra Pradesh. The other programmes undertaken include payment of grant-in-aid to voluntary Sanskrit organisations (including the Gurukulas) for propagation and development of Sanskrit, the grant of scholarships to students coming out of Sanskrit pathasalas and assistance to the Deccan College Post-graduate and Research Institute, Poona, for the preparation of a Sanskrit Dictionary based on historical principles."

পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা-প্রসারের একটি স্পষ্ট চিত্রপ্রদান-অবসরে উক্ত গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে,—

"Sanskrit has all along been a compulsory subject at the secondary stages. Facilities for teaching the subject at the University stage have also been adequate. Since 1950, facilities for research and postgraduate studies in Sanskrit have been made available at the Sanskrit College, Calcutta. For teaching Sanskrit on the traditional lines, there were about 200 Tols in West Bengal in 1047. The number has since increased to about 15,000. Examinations for the Tol students are conducted by the Bangiya Sanskrita Siksha Parishad, Calcutta. About 12,000 students appeared at the different examinations of the Parishad in 1960. Formerly, most of the Tols were supported by grants from local Zamindars. On the acquisition of the Zamindary estates by the Government, these grants stopped and the Tols found themselves in financial difficulty.

The Government is now considering the question of sanctioning maintenance grants to these institutions.

It is also proposed to modernize the curriculum of the Tols on the lines of the secondary curriculum. The idea is to enlarge it by including certain non-Sanskritic subjects. With this end in view, provision for teaching the news subjects has already been made in the four Government Sanskrit Tols in this state.

Grants have also been given to private bodies such as Sanskrit Visva Parishad, Bombay, the Bhandarkar Institute for Oriental Studies, Poona and the Kalidasa Samaroha Celebration Committee in the Madhya Pradesh for the promotion of Sanskrit learning. There is also provision for a number of old-age literary pensions to Sanskrit pandits and for the publication of Sanskrit books and periodicals."

সংস্কৃত কমিশনের রিপোর্টে আন্তর্জাতিক মেলামেশা ও মৈত্রীবন্ধনের ক্ষেত্রে সংস্কৃতের গুরুত্বকে পূর্ণভাবে স্বীকার করা হইয়াছে—

"Sanskrit by its origin and its basic character likes up to the West. But it has been no less a potent bond of union for India with the lands of Asia...... and above all, with the lands of farther India.... In all these lands, Sanskrit found a home for itself as the vehicle of Indian thought and civilization which flowed out into them as a peaceful cultural extension, from the closing centuries of the first thousand years before Christ. It found for itself new homes in the other countries of Asia as noted above. It found also a place of honour in the culture of a great and civilized people like the Chinese and following the Chinese the Korians, the Japanese and the Vietnamese and also the Tibetans, and the Turks of Central Asia, and the Mongols and the Manchus".

(P. 47)

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সংস্কৃত শিক্ষা-কমিশনের সভাপতি-পদে ব্রতী ছিলেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন

২। শ্রী জে. এইচ্. দেব *(Dave)*
৩। অধ্যাপক এস্. কে. দে
৪। অধ্যাপক টি. আর. ভি. মূর্তি
৫। অধ্যাপক ভি. রাঘবন

৬। ভি. এস্. রামচন্দ্র শাস্ত্রী
(Asthana-Vidwan Panditaraja V. S. Ramachandra Sastry)
৭। অধ্যাপক বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রী
৮। অধ্যাপক আর. এন্. দান্দেকর *(Dandekar)*
(সদস্য-সম্পাদক)

এবং সহ-সম্পাদক হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন শ্রী কে, সুন্দররাম শর্মা।

সংস্কৃত কমিশনের রিপোর্টের সূচীতে ১২টি অধ্যায় এবং পরিশেষ বক্তব্য খণ্ডে ৯টি পরিশিষ্ট *(Appendix)* সংযোজিত হয়। ১২টি অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়গুলি নিম্নে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল :

অধ্যায় বা *Chapter*	আলোচ্য বিষয় *(Conton's)*
প্রথম অধ্যায়	প্রস্তাবনা *(Introduction)*
দ্বিতীয় অধ্যায়	অতীত ইতিহাস *(Historical Retrospect)*
তৃতীয় অধ্যায়	বর্তমান পরিস্থিতি
চতুর্থ অধ্যায়	সংস্কৃত ও স্বাধীন ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা
পঞ্চম অধ্যায়	সংস্কৃত শিক্ষা *(Sanskrit Education)*
ষষ্ঠ অধ্যায়	সংস্কৃত পাঠন *(Teaching of Sanskrit)*
সপ্তম অধ্যায়	সংস্কৃত গবেষণা
অষ্টম অধ্যায়	পাণ্ডুলিপি *(Manuscripts)*
নবম অধ্যায়	সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়
দশম অধ্যায়	সংস্কৃত বিষয়ক অন্যান্য প্রশ্ন
একাদশ অধ্যায়	সংস্কৃত শিক্ষা ও গবেষণার প্রশাসন ও পরিচালন *(Administration and Organisation of Sanskrit Education and Research)*
দ্বাদশ অধ্যায়	সুপারিশসমূহ *(Conspectus and Recommendations)*

বিদ্যালয়ে পাঠন পদ্ধতি সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ

বিদ্যালয়সমূহে সংস্কৃত পাঠন-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করার অবকাশে কমিশন সংস্কৃত শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত ডিগ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যাঁহারা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং পণ্ডিতরা যাঁহারা পাঠশালায় শিক্ষকতা করেন, তাঁহারা যাহাতে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার উপযুক্ত ও উন্নততর প্রণালীর মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষা প্রদানে অগ্রসর হন, সেই নিমিত্ত তাঁহাদের উপযুক্ত সংস্কৃতশিক্ষণে

শিক্ষণপ্রাপ্ত করার জন্য শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ে পূর্ণ এক বৎসরের শিক্ষণ (সংস্কৃত পাঠদান-প্রণালী সংক্রান্ত) কোর্স প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন :

Each Pandits who taught in Pathasalas and Sanskrit degree holders who taught in schools should, in the opinion of this commission, undergo a pedagogic course in Sanskrit teaching. Such a course, the commission recommends, should be organised as a full one year's course in a regular Training College.

(S. Com. P. 133)

শিক্ষার্থীরা তাহাদের পরিবেশে যেমন মাতৃভাষা-শ্রবণে অভ্যস্ত হয় প্রথম হইতেই, সংস্কৃত ভাষার সহিত তাহারা কিন্তু সাধারণতঃ সেইরূপভাবে পরিচিত হয় না। সেইজন্য কমিশনের মতে সংস্কৃত শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে মুখস্থ বিদ্যার উপর কিছুটা গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। এই স্তরে শব্দরূপ, ধাতুরূপ প্রভৃতিপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ছাত্রেরা মুখস্থ করিয়া আয়ত্ত করিবে—ইহাই কমিশন সুপারিশ করেন, এবং মুখস্থ বা কণ্ঠগত বিদ্যার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিবার অবকাশে বলেন :

"The concept of memory cannot be divorced from the concept of knowledge. Retention of ideas, and their recollection and use and even the process of thinking are all bound up with memory."

(S. Com. P. 130)

Even in modern times, educationists do advocate memorising at particular stages and for particular types of the material taught. We would, therefore, suggest that memorising should not be frowned at and that it should be judiciouslv employed at different stages, both earlier and later, and for particular types of the material taught. The paradigms of declension and conjugation of Sanskrit come under the category referred to above, and all that can be said in caution is that, when making the students get them by heart, he may also be, according to his age and receiving capacity, taught to grasp intelligently the principles behind those paradigms, so that he may develop enough initiative to apply them to other stems and roots and not shy at venturing forth into the developed forms of stems and roots not memorised by him. Whatever simplification of language or grammar or teaching method a gifted educationist might evolve, there is no getting away from a certain quantum of memorising.

(S. Com. P. 131)

কমিশনের মতে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার অবকাশে সংস্কৃত শিক্ষক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে যেরূপ আধুনিক পদ্ধতিসমূহ, দর্শনযোগ্য উপকরণ, কথোপকথন, আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতি কার্যাবলী অবলম্বন করিবেন, সেইরূপ গ্রহণ করিবেন প্রাচীন-প্রচলিত দণ্ডান্বয় ও খণ্ডান্বয় পদ্ধতিনিচয় যাহার মাধ্যমে শিক্ষক সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় উৎসাহ অবলম্বন করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারিবেন।

সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার প্রক্রিয়া সম্পর্কে কমিশন বলেন, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রকৃতি-প্রত্যয়, ধাতু প্রভৃতি খণ্ডিত পদ্ধতিতে শিক্ষা না দিয়া শব্দ ও ক্রিয়ার বিবিধ রূপগুলি সম্পূর্ণ পদ বা বাক্যের মাধ্যমেই পাঠনাবকাশে শিক্ষার্থীর সম্মুখেউপস্থাপিত করা বাঞ্ছনীয়। ব্যাকরণ এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত নয়, যাহাতে শিক্ষার্থীর বিরক্তি উৎপাদিত হয়। সব সময় শিক্ষার্থীকে বুঝাইতে হইবে যে, তাহার ব্যাকরণ শিক্ষা তাহার আসল পাঠ্যবিষয়ের বিশেষ পরিপূরক অর্থাৎ ব্যাকরণ-শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয় হইবে অতি স্পষ্ট ও সহজবোধগম্য।

Declensional and verbal forms should first be taught as fully fledged parts of speech rather than as stems, roots and terminations. Both in declensional and conjugational forms, simpler ones should be taken first. Instead of teaching pure grammar, which gives only bits of the speech in isolation, the whole live speech should be given to the student, and grammar taught as a complement to it.

(S. Com. P. 132)

সংস্কৃত কমিশনের মতে, সংস্কৃত ভাষায় ও ব্যাকরণে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করার জন্য সংস্কৃত শিক্ষক বিবিধ ধরনের আধুনিক উন্নত উপকরণ বা শিক্ষামূলক উপাদান ব্যবহার করিবেন এবং অতিরিক্ত পাঠক্রমিক কার্যাবলীকে শিক্ষার সহিত সংযুক্ত করিবেন। *"Whether they teach actual language or grammar, the Sanskrit teachers should bring to their work a real interest and enthusiasm, and harness all such modern aids as have come to be handled in the teaching of English and other languages. The introduction of newly designed exercises, including oral recitations and dialogues and competitions therein, preparation of charts and exhibits etc. are devices, which would form both an education and a pastime, and should be employed along with the orthodox exercises in translation and composition. The extra-curricular activities should be made to supplement the class-work."*

(S. Com. P. 132)

সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে কমিশন যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, প্রাথমিক স্তরে সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যম হইবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা। তবে, সংবাদ-পদ্ধতি এবং কথোপকথনমূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাঝে মাঝে সংস্কৃত ভাষাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। *The consensus was that the mother-tongue or the regional language should be used for this purpose. In fact, the young student would learn Sanskrit quicker and in an easier and lure natural way if the mother-tongue was employed as the medium of instruction. It was, however, suggests by some witnesses—and the commission also agrees with that suggestion—that, as part of the direct and conversational method to be employed, Sanskrit should also be used now and then.*

(S. Com. P. 133)

বিদ্যালয়-স্তরে সংস্কৃতশিক্ষার গুরুত্ব, সংস্কৃত শিক্ষকের কর্তব্য, কণ্ঠগত বিদ্যার স্থান, সংস্কৃত পাঠদানের মাধ্যম, পাঠশালা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য, পাঠশালা শিক্ষায় সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর সংযোজন, শিক্ষার পাঠ্যক্রমের সংস্কৃতের স্থান প্রভৃতি সম্পর্কে সংস্কৃত কমিশনের বক্তব্যসমূহের বঙ্গানুবাদ করিয়া সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হইল।

মাতৃভাষা অথবা অন্যান্য কথ্যভাষাগুলির ক্ষেত্রে, শিশু প্রথমে বক্তার নিকট হইতে কথ্য রূপটি গ্রহণ করিয়া থাকে এবং পরবর্তী সময়ে বিষয়টির বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান-আহরণের জন্য পুস্তকের সাহায্য লইয়া থাকে। কিন্তু সংস্কৃতের ক্ষেত্রে শিশুকে প্রথম হইতেই শিক্ষক অথবা পুস্তকের সাহায্য লইতে হয়।

প্রাচীন ভারতবর্ষে যে পদ্ধতিই অবলম্বিত হউক না কেন, ছাত্র-ছাত্রীদেব সংস্কৃত শিক্ষা সহজ ছিল; কেননা ঐ সময়ে ঘরে-বাহিরে সংস্কৃত শিক্ষার একটি পরিমণ্ডল ছিল। শ্রবণের মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষার সুযোগ সেই সময়ে খুবই সহজলভ্য ছিল।

বর্তমান কালের ছাত্রদের পক্ষে বিষয়টি অধিকতর জটিল, সুতরাং অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতে মুখস্থ রাখিবার প্রয়োজনীয়তাও অধিক। প্রাচীন কালের যে-কোন শিক্ষা-পদ্ধতি অপেক্ষা মুখস্থ করিবার প্রণালীটিই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার প্রধান ও প্রয়োজনীয় সোপানরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। বৈদিক পুঁথিপত্রগুলি এবং অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্য মৌখিকতার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে চলিয়া আসিয়াছে। স্মৃতিতে ধরিয়া রাখাই ছিল সে যুগের সংস্কৃতে জ্ঞান লাভ করিবার একটি উল্লেখযোগ্য পন্থা। পুঁথিগত বিদ্যা অপেক্ষা কণ্ঠগত বিদ্যাকে স্বাগত জানান হইয়াছিল এবং প্রাচীন পদ্ধতি একটি চলমান বিশ্বকোষের উদ্ভাবন করিয়াছিল। বর্তমান কালেও শিক্ষাব্রতীরা শিক্ষাদানের মুখস্থ বিদ্যাকে বিভিন্ন স্তরে একটি বিশেষ পন্থা বলিয়া গুরুত্ব দিয়াছেন। আমরাও সেই কারণে মুখস্থ রাখিবার ব্যাপারটিকে দূরে না সরাইয়া ইহাকে শিক্ষাদানের প্রাথমিক এবং পরবর্তী স্তরে উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করিতে প্রস্তাব করি। নিছকভাবে

সংস্কৃত শব্দরূপ এবং ধাতুরূপ সমূহ, শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করিতে না বলিয়া এ সকল শব্দরূপ এবং ধাতুরূপের পশ্চাতে যে নীতিগুলি অনুসৃত হইয়াছে, সেইগুলি যদি শিক্ষার্থীদের জানান যায়, তাহা হইলে এই নীতিগুলি প্রয়োগ করিয়া তাহারা অপরাপর সকল ধাতুরূপ সহজেই কণ্ঠস্থ করিতে পারিবে। কেবলমাত্র পরিচিত বিষয়বস্তু এবং ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে যে শিশুকে পরিচিত হইতে অপরিচিতের গণ্ডীতে অতিক্রম করানো যাইবে—এই ধারণা ঠিক নয়, মাতৃভাষার সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত সংস্কৃত শব্দকোষের যথেষ্ট ব্যবহার এবং শিশুর পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমার্জনার প্রয়োজন রহিয়াছে।

কমিশনের মতে অন্যান্য বিদেশী ভাষা যথা ইংরাজীর মত সংস্কৃত, কোন ভারতীয় শিশুর পক্ষে পৃথক্ কিছু নয়। কেননা, শিশুর মাতৃভাষার প্রধান উৎসই হইল এই সংস্কৃত ভাষা এবং যেভাবে সে মাতৃভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে, ঠিক তেমন ভাবেই সেই শিশুটি কিছু সংস্কৃত শিক্ষা করিতে পারিবে। অবশ্য সংস্কৃত শিক্ষক কেবলমাত্র এই বিষয়টির প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবেন না। কারণ কিছু শব্দশিক্ষাই সমস্ত নয়, পদ-বিন্যাস এবং ব্যাকরণগত সংযোগ ব্যতিরেকে কিছুই শেখানো যাইবে না।

শ্রুতিলিখন এবং মৌখিক পদ্ধতিতে প্রথমে শিক্ষা দিতে হইবে। এই উভয় পদ্ধতির মধ্যে সহজতর মাধ্যমটিকে প্রথমে বাছিয়া লইতে হইবে। কেবলমাত্র ব্যাকরণ শিক্ষা-দিলেই শিক্ষাদানের কার্য সুসম্পন্ন হইবে না, কেননা ইহাতে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বাক্য মাত্র শেখা যাইতে পারে। ইহার পরিবর্তে সম্পূর্ণ বাক্যটিতে ছাত্রদের শিখাইতে হইবে এবং ব্যাকরণকে ইহার পরিপূরক হিসাবে শিখাইতে হইবে। ছাত্রগণ যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাষা সম্পর্কে একটি সম্যক্ ধারণা গড়িয়া তুলিতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফলিত ব্যাকরণের এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে হইবে। এই অবস্থায় ছাত্রগণ সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে নিজেরাই একটি ধারণা করিতে পারিবে।

শিক্ষক মহাশয়গণ ভাষা অথবা ব্যাকরণ যাহাই শিক্ষা দেন না কেন, তাহারা তাহাদের কাজের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ এবং উদ্দীপনার ভাবটি ফুটাইয়া তুলিবেন, এবং ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষা শিখাইবার জন্য বিভিন্ন আধুনিক পন্থাও এই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবেন।

নূতন ধরনের অনুশীলনীর প্রবর্তন এবং ইহার সঙ্গে মৌখিক আবৃত্তি এবং বাক্যালাপ পারস্পরিক প্রতিযোগিতা তালিকা প্রস্তুতিকরণ প্রভৃতি অন্যান্য অনুশীলনী এবং অনুবাদ-কার্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া ছাত্রদের শিক্ষাদানের কার্যটিতে সম্পূর্ণতা আনয়ন করিতে হইবে। শ্রেণীর কাজের পরিপূরক হিসাবে পাঠ্য-বহির্ভূত বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, সংস্কৃত নাটক প্রযোজনা ও পরিচালনা-কালে ছাত্ররা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারে না বলিলেই চলে।

সাক্ষীগণ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, সংস্কৃত শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় পরিবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির সহিত তাল মিলাইয়া চলিতে হইবে। কেননা, যাহা দীর্ঘ দিন যাবৎ

কঠিন বলিয়া অপবাদগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা ইহাতে সহজ এবং আনন্দদায়ক হইয়া উঠিবে।

কমিশনের এই মতের সহিত পাঠশালার অধ্যাপনা-কার্যে নিযুক্ত পণ্ডিতগণ অথবা সংস্কৃত উপাধিধারিগণ একমত হইবেন যে, সংস্কৃত শিক্ষাদানে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠক্রম গ্রহণ করিতে হইবে। এই শিক্ষাক্রম কোন সংস্কৃত শিক্ষা-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের পুরা একবৎসরের পাঠ্য হইবে। যদি এই বিষয়ে যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়, তাহা হইলে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা-পদ্ধতিতে নূতন চিন্তা আনয়ন করা যাইবে।

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে কমিশন যথেষ্ট অনুসন্ধান চালাইয়াছেন। গরিষ্ঠ অংশের মতামত হইল এই যে, বিদ্যালয়-স্তরে পুনরায় ইংরাজীকে শিক্ষার মাধ্যম করিবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে সকলে একমত যে মাতৃভাষা অথবা স্থানীয় ভাষা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। বস্তুতঃপক্ষে, অল্পবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীগণ মাতৃভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষা অনেক সহজে করিতে পারিবে। কিছু কিছু সাক্ষী প্রস্তাব করিয়াছেন এবং কমিশনও তাহাদের সহিত একমত যে, প্রচলিত পদ্ধতির অঙ্গ হিসাবে সংস্কৃত মাঝে-মাঝেই ব্যবহার করা যাইতে পারে, এবং ইহার দ্বারা শিশু শিক্ষার্থীরা অল্প আয়াসেই মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করিতে পারিবে। সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি আগ্রহ-সৃজনের উদ্দেশ্যে এই পন্থা অবলম্বন করা উচিত।

পাঠশালা-পদ্ধতিতে শিক্ষাদানে শাস্ত্রপাঠের অত্যধিক প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। পাঠ্যপুস্তক সেখানে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়া হয়।

যদিও পাঠের পরিধি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়, তবুও ইহার গভীরতা উল্লেখযোগ্য। যে সমস্ত পণ্ডিতগণ ১৫-২০ বৎসর অধ্যাপনা করিতেছেন, তাঁহারা ক্রমশঃ সেই বিশেষ শাস্ত্রে একজন বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠেন। যদিও এ সম্বন্ধে কোন দলিল প্রভৃতির মতো কোনো প্রমাণ নাই, তথাপি বলা যায়, শাস্ত্রে তাঁহাদের ছিল যথেষ্ট জ্ঞান। তাঁহারা পাঠ্য বিষয় ব্যাখ্যা করিবার সময় অর্থপুস্তক বা অন্যান্য কিছুর সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। এই জ্ঞান স্মৃতির এবং মনের অনুশীলনের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। ইহাকে লঘু করিয়া দেখিবার কোন অবকাশ নাই। কেননা, আগের বিশ্লেষণ হইতে জানা গিয়াছে যে, স্মৃতিতে ধরিয়া রাখাই শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ। অতীত কালে যাহা শিক্ষা করা হইয়াছে, তাহা যদি মনে রাখিতে না পারা যায়, তাহা হইলে একই জিনিস বারংবার অধ্যয়ন করিতে হয় এবং নূতন কিছু আর শিক্ষা করাও সহজসাধ্য হয় না। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, অত্যধিক মনে রাখিবার কৌশল অবলম্বনে অধ্যয়নের অগ্রগতিকে ব্যাহত করিতে পারে।

আমরা ইহা প্রস্তাব করিতেছি যে, পাঠশালায় বর্তমান শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে নিম্নলিখিত উপায়ে উন্নত করা যাইতে পারে। অত্যন্ত সংকীর্ণ অথবা অত্যন্ত অপরিণত

বিশেষীকরণ এড়াইয়া চলিতে হইবে। ছাত্ররা যাহাতে সাধারণভাবে সাহিত্যে গভীর জ্ঞান অর্জন করিতে পারে এবং বিভিন্ন শাস্ত্র যাহা সে চয়ন করিয়াছে, তাহার নীতিগুলি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান যাহাতে সে লাভ করিতে পারে, তাহা দেখিতে হইবে। শাস্ত্রের একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। তাহাদের প্রত্যেকটিতে বৃদ্ধির দুইটি স্তর রহিয়াছে। এইগুলি হইল প্রাথমিক স্তর এবং পরবর্তী উন্নতির স্তর। প্রত্যেক শাস্ত্রে প্রাচীন এবং নবীন উন্নতির দুইটি স্তর হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, প্রাচীন বিভাগটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। কেবলমাত্র কিছু বুনিয়াদী এবং শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করানো হইয়াছে।

গবেষণা-বিভাগকে প্রাচীনকালের অনেক দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, প্রাচীন বিভাগের অনেক মূল্যবান পুস্তকরাশি, ন্যায়, বেদ প্রভৃতি প্রকাশনার জন্য ধন্যবাদ। অনেক বিদগ্ধজনের কাছে অজ্ঞাত এই সমস্ত বিষয়সমূহ দৃষ্টিগোচরের জন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ। প্রাচীন কালের সাহিত্য-বিষয়গুলিকে বর্তমান পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিলে শাস্ত্রের ক্রমোন্নতি সম্পর্কে পণ্ডিতগণ একটি ধারণা করিতে পারিবেন। এমন কি, এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ-গুলি যখন পাওয়াও গিয়াছে, তখনও দেশের বিভিন্ন অংশের বিদ্যালয়গুলির তালিকাতে ইহাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলায় এবং পূর্বভারতের বিভিন্ন স্থানে পাণিনির ব্যাকরণ মর্যাদা পায় নাই। জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে সাহিত্য-তালিকায় ধাবন্যলোক অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। কমিশন ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পাঠশালাগুলিতে বিশেষভাবে বেদ পড়াইবার কোন সুযোগ নাই। বেদের কিছু নির্বাচিত অংশ দেশের বিভিন্ন স্থানের পাঠশালার সাধারণ পাঠ্যতালিকায় আছে। অবশ্য সর্বত্র এই নিয়ম অনুসৃত হয় নাই। অবশ্য বেদের সামগ্রিক প্রয়োজনীয়তার নিকট এই সামান্য অন্তর্ভুক্তি মোটেই যথেষ্ট নয়। কমিশনের মতে, বিভিন্ন শাস্ত্রের সহিত যথা 'মীমাংসা', 'ব্যাকরণ' এবং 'সাহিত্য' প্রভৃতি বিষয়-গুলিকে যেমন পরীক্ষার বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, সেইরূপ পাঠশালায় বিশেষ বিষয় হিসাবে এই সমস্ত পাঠ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। বেদের এই পাঠ্যতালিকায় কেবলমাত্র চারি বেদের (ভাষ্য-সমেত) অংশই থাকিবে না, আনুষঙ্গিক বৈদিক পাঠ্যও থাকিবে। কমিশন প্রস্তাব করিতেছেন, পাঠশালায় সাধারণ তালিকায় বেদের কিছুটা পাঠের ব্যবস্থা করা উচিত। কমিশন আরও প্রস্তাব করিতেছেন, বেদ এবং ইহার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি পাঠশালায় বিশেষভাবে পাঠের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা পাঠশালায় শিক্ষণ-পদ্ধতিতে কিছু সংস্কারের জন্য প্রস্তাব করিতেছি। সাধারণতঃ দেখা যায়, পাঠ্য বিষয়গুলির প্রতিটি ছত্র এবং শব্দ ব্যাখ্যা করিতেছেন। কিন্তু যাহা ব্যাখ্যাত হইল, তাহা ছাত্রদের বোধগম্য হইল কি না, সেই বিষয়ে অতি সামান্য দৃষ্টিই দেওয়া হইল। যে সমস্ত পাঠশালায় আমরা অনুসন্ধানের নিমিত্ত গিয়াছি, সেই সমস্ত স্থানে ছাত্রদের প্রশ্ন করিয়া যাহা উত্তর আসিয়াছে, তাহা নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক। শিক্ষক মহাশয় যেমন পাঠ্য বইটি পড়িয়া থাকেন, ছাত্ররাও যাহাতে তাহা পাঠ করিয়া বিষয়টি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারে, সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের একজন সাক্ষী যিনি অবশ্য পণ্ডিতও বটেন, তাঁহার মতে প্রথমে বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছাত্রদের পরিচিত করিয়া তাহার পরে পাঠ্য বিষয়টি পাঠ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, ছাত্ররা ঠিকমত শিক্ষক মহাশয়ের বক্তব্য সঠিকভাবে অনুধাবন করিতে পারিতেছে কি না তাহা বুঝিবার জন্য, ছাত্রদিগকে এ বিষয়ে শিক্ষক মহাশয় প্রশ্ন করিয়া দেখিবেন।

অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়গুলি বিশেষতঃ যে সকল স্থানে প্রক্রিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই সকল স্থলে বিভিন্ন তালিকা, লিখিতভাবে, অথবা অন্যান্য পরিচিত বিষয়বস্তুর সাহায্য ছাত্রদের নিশ্চিতভাবে সাহায্য করিবে। শাস্ত্রপাঠকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য এই সমস্ত বর্তমান পদ্ধতিকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাইতে হইবে। পাঠশালায় শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সংস্কৃত প্রয়োজনীয়। ইহা প্রস্তাব করা হইতেছে যে, সংস্কৃত মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইবে, অবশ্য নিম্নশ্রেণীতে যে সকল স্থানে মাতৃভাষার প্রয়োজন, সেই সকল স্থলে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা মনে করা সঙ্গত হইবে না যে, কেবলমাত্র আধুনিক বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়গুলিতেই পাঠ্য-বহির্ভূত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া যাইবে। পাঠশালাগুলিতেও বিতর্ক-প্রতিযোগিতা, পত্রিকা-প্রকাশনা, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীগণের জ্ঞানের বিস্তার করা যাইতে পারে। বিভিন্ন শাস্ত্রে, ছাত্রদিগকে তাহাদের বিষয়-সম্পর্কে একটি সংযোগ গড়িয়া তুলিবার সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। এক কথায়, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের একটি আনন্দময় পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে, যেখানে শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষার ন্যায় সংস্কৃতভাষাকেও আপন করিয়া লইতে পারিবে।

বর্তমানে বিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্ন বিষয়ের অপরিহার্যতার দরুণ ছাত্রদের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়িয়াছে। ভাষার স্থান ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছে। বর্তমান বিশ্বের সহিত পরিচিতির জন্য তাহাদের কিছু অঙ্ক, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, ভৌতবিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা করা প্রয়োজন। কেননা, এই বিষয়গুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। জ্ঞানার্জনের উপায় হিসাবে ভাষা ব্যবহৃত হইবে এবং ইহা মনে রাখিয়াই কোন একটি ভাষা, যথা ইংরাজী, মাতৃ-ভাষা অথবা অন্য কোন ভাষা গভীর-ভাবে শিক্ষা করিতে হইবে।.........

অবশ্য এই ক্ষেত্রে উপযোগিতাবাদীদের বক্তব্যই শেষ কথা নয়। শিক্ষার গঠনমূলক দিকটির প্রতিও দৃষ্টিদান করিতে হইবে। এবং এই স্থলেই শিক্ষাব্রতিগণ দর্শন অথবা উচ্চতর শিক্ষায় সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। অবশ্য ভাষা বা তথ্যের দিক্ হইতেই হউক বা অন্য কোন দিক্ হইতেই বিবেচিত হউক না কেন, একটি ভাষা যথেষ্ট নয়।

আমরা অবশ্যই আমাদের শিশু, নব্য যুবক অথবা যুবকদের জন্য প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় এমন কতকগুলি বিষয়কে প্রাধান্য দিব, যাহা তাহাদের অভ্যন্তরস্থ গুপ্ত ক্ষমতাকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবে। ইহা হইতে সামগ্রিকভাবে এই মত

গৃহীত হইতে পারে যে, সংস্কৃতের একটি শিক্ষাগত এবং গুণগত যোগ্যতা রহিয়াছে, যাহা হিন্দী অথবা অন্য কোন ভারতীয় ভাষার নাই। বিভিন্ন কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কৃতের স্থান বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই অবস্থায় সরকার এই ঐতিহ্য রক্ষার জন্য বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে সংস্কৃতের অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন। সংস্কৃতে উপার্জনের আশা কম বলিয়া সংস্কৃতের বিচারশক্তি ও আধ্যাত্মিক মূল্য অনেকেই চিন্তা করিয়া দেখেন না। কিন্তু সেই সমস্ত চিন্তাবিদ্‌গণ এবং রাষ্ট্র-পরিচালকগণ যাঁহারা শিক্ষার এবং জাতীয় ঐক্যের নিমিত্ত একটি সুষম বিষয়-সূচী রচনা করিতে চাহেন, তাঁহাদের ছাত্রদিগকে যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার সহিত পরিচিত করিয়া তুলিতে হইবে। নতুবা ইহা সফল হইবে না। সংস্কৃতের প্রয়োজনয়ীতা সার্বজনীন, এবং ইহাকে বাস্তবে রূপ দিবার জন্য প্রয়োজন হইলে প্রচলিত পদ্ধতির বাহিরে যাইয়াও কর্তৃপক্ষের অবশ্যই কিছু করা উচিত। কমিশন যথার্থভাবে সংস্কৃতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবার পক্ষপাতী। কমিশন প্রস্তাব করিতেছেন যে, ছাত্র-ছাত্রীগণ যাহাতে সংস্কৃত পাঠ করিতে পারে, তাহার জন্য দেশের সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে ব্যবস্থা থাকা উচিত। ইহার মতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রত্যেক ভারতীয় ছাত্রকে তিনটি ভাষা শিক্ষা দিতে হইবে। প্রথমতঃ, মাতৃভাষা অথবা স্থানীয় ভাষা, দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজী ভাষা, এবং তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত অথবা অন্য কোন প্রাচীন ভাষা, যথা আরবী, পার্শিয়ান, ল্যাটীন, গ্রীক প্রভৃতি।

মহাবিদ্যালয়-স্তরে সমস্ত ছাত্রদের নিখিল ভারতের কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে তাহাদের হিন্দী শিক্ষা দিতে হইবে। যদি বিদ্যালয়ে ইহা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে হিন্দী-ভাষী ছাত্রদের অপর কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষা অথবা কোন দক্ষিণ-ভারতীয় ভাষা ইংরাজীর পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইবে। কমিশন সংস্কৃতের বিকল্প হিসাবে হিন্দীকে স্থান দিতে নারাজ।

বিদ্যালয়ে ভাষা-শিক্ষার জন্য কমিশন নিম্নলিখিত পদ্ধতির প্রস্তাব করেন ঃ

১ম হইতে ৫ম শ্রেণী—মাতৃভাষা অথবা সংস্কৃত প্রভৃতি হইতে অতিরিক্ত ঐচ্ছিক পাঠ।

ষষ্ঠ শ্রেণী—মাতৃভাষা এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত শুভাসিত হইতে অতিরিক্ত ঐচ্ছিক পাঠ।

৭ম শ্রেণী—একাদশ শ্রেণী : মাতৃভাষা (স্বল্প-পরিমাণ), ইংরাজী এবং সংস্কৃত। কমিশনের মতে হিন্দীকে চতুর্থ ভাষা হিসাবে ব্যবহার না করিয়া মহাবিদ্যালয়-স্তরে মাতৃভাষা ও সংস্কৃত জ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষণের জন্য পাঠ্য হওয়া উচিত।

কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ত্রিভাষা-সূত্র, যথা—মাতৃভাষা, ইংরাজী এবং সংস্কৃত যদি দেশের বিভিন্নস্থানে গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহা হইলে চার-ভাষা-সূত্র, যথা—মাতৃভাষা, ইংরাজী, হিন্দী (অথবা কোন প্রাচীন ভাষা) ও সংস্কৃত প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

কমিশন চার-ভাষার একটি পাঠক্রম প্রবর্তনের অনুকূলে। এই সংযুক্ত পাঠক্রম প্রথমতঃ মাতৃভাষার পরিবর্তে অবশ্যপাঠ্য বিষয় হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এই পাঠক্রমের স্থায়িত্ব ৫ বৎসরের কম হইবে না। তৃতীয়তঃ, এই পাঠক্রমে দ্বি-ভাষার উপর এবং উচ্চশ্রেণীতে সংস্কৃতের উপর ক্রমশঃ গুরুত্ব দিতে হইবে। এবং চতুর্থতঃ, সংযুক্ত পাঠক্রমের প্রত্যেক বিষয়ে উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যিক হইবে।

কমিশনের মতে চার-ভাষা শিক্ষণ কোন বাধা ছাড়াই পড়ানো যাইতে পারে······ কমিশন বিদ্যালয়-স্তরে পালি অথবা প্রাকৃতকে সংস্কৃতের পরিবর্তে গ্রহণের বিপক্ষে।

কমিশন মনে করেন, পাঠশালা শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বিভিন্ন আধুনিক ভাষার সংযোজনের মাধ্যমে সঞ্জীবিত করিয়া তোলা যাইবে।

অবশ্য এই সমস্ত আধুনিক ভাষার প্রবর্তন যেন পণ্ডিতগণের বৃত্তির মান নিম্নমুখী না করে। পুনর্গঠিত পাঠশালাগুলিতে সপ্তাহে কমপক্ষে যোলটি *Period* সংস্কৃত পাঠের নিমিত্ত রাখিতে হইবে।

পণ্ডিত-শিক্ষকগণকে শিক্ষক-শিক্ষণে অংশ লইতে হইবে। এই সমস্ত পুনর্গঠিত পাঠশালাগুলি যথাযথভাবে পরিদর্শন করিতে হইবে।

উচ্চবিদ্যালয় অথবা পুনর্গঠিত পাঠশালা হইতে মহাবিদ্যালয়ে যাহাতে প্রবেশ করা যায়, তাহাও দেখিতে হইবে। প্রথমটিতে পাঁচ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা যাহাতে দুই বৎসর প্রথমা এবং তিন বৎসর মধ্যমা—যাহা পুনরায় নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিকের তুল্য। সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরে শাস্ত্রী (তিন বৎসরে) এবং আচার্য (দুই বৎসরে) পাঠ্যসূচী হইবে। সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের বি. এ. এবং এম এ শ্রেণীর মতই সমান মর্যাদা লাভ করিবে।

কমিশনের মতে: বিভিন্ন ভারতীয় অথবা বিদেশী ছাত্রগণের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার পদ্ধতি অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে। অন্য ভাষার সহিত সংস্কৃতের অতুলনীয়তার এবং শব্দকোষ প্রভৃতির জন্যই ইহার প্রয়োজন এবং শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে স্নাতক এবং পণ্ডিতগণকে সংস্কৃত শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিদ্যালয়ে কমিশনের মতে সংস্কৃতের বিশেষ চরিত্রের জন্য এবং ছাত্র-ছাত্রীগণ ইহার অতুলনীয়তার কথা তাহাদের চারিপাশে সর্বদা শুনিতে পাইতেছে না বলিয়া বিশেষ-ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সংস্কৃত শিক্ষাদানের সময়ে শিক্ষকমহাশয়গণ কেবলমাত্র আধুনিক পন্থা যথা দৃশ্য-বিষয়বস্তু, কথোপকথন, আবৃত্তি, নাটক প্রভৃতিরই সাহায্য লইবেন, তাহা নহে। তাহারা 'খাণ্ডনত্য' এবং 'আকনস্ত' পদ্ধতিও অবলম্বন করিবেন। ইহাতে যে ছাত্রগণের শিক্ষাদানের পদ্ধতি, উৎসাহ এবং জ্ঞানস্পৃহা বৰ্দ্ধিত হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রাথমিক স্তরে ব্যাকরণ পরিপূর্ণ ব্যাকাংশরূপে শিক্ষা দিতে হইবে; এবং

বিদ্যালয়-স্তরে সংস্কৃত শিক্ষাদানের জন্য মাতৃভাষা অথবা স্থানীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। যে স্থলে সরাসরি অথবা কথোপকথন-পদ্ধতি প্রযুক্ত হইবে, সেই স্থলে সংস্কৃত মাঝে মাঝে ব্যবহার করা যাইবে। এই অবস্থায় আমরা বারাণসীর সঙ্গবেদ-বিদ্যালয়ের গৃহীত পদ্ধতির উল্লেখ করিতে পারি। বিভিন্ন দিক্ হইতে বিচার করিলে ইহা একটি আদর্শ শিক্ষাপীঠ। পরীক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা নিজেরাই মৌখিক পরীক্ষা এবং বিতর্ক-প্রতিযোগিতা ফলাফলের বিচারে উপাধি দিতেছেন। ইহাতে প্রাচীন ঐতিহ্যর ধারাবাহিকতাই বজায় রহিয়াছে। আমরা সেইজন্য বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে খোলাখুলি বিতর্ক-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থার জন্য প্রস্তাব করিতেছি। যোগ্যতার বিচারে, তথা মেধার ভিত্তিতে, অংশ-গ্রহণকারীদের পুরস্কারের ব্যবস্থা কবিতে হইবে। ইহার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নহেন, তাঁহারাও পুরস্কারাদি ব্যাপারে সাহায্য কবিতে পারেন। আমরা নিশ্চিত যে, ঐতিহ্যবাহী এই শাস্ত্রীয় বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ইহার দ্বারা পুনরুজ্জীবিত হইবে, এবং এই ব্যবস্থা উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা-ব্যবস্থায় প্রযুক্ত হইবে। বর্তমানে পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে নৈরাশ্য দেখা দিয়াছে, সেই নৈরাশ্য-দূরীকরণে এই ধরনের ব্যবস্থা বিশেষ সহায়ক বলিয়া মনে হয়।

পরিশেষে এই কথা বলা যায় যে, সংস্কৃত শিক্ষা কমিশন যে উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত কমিশন যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন, সেই সুপারিশসমূহ খুবই প্রণিধানযোগ্য। বর্তমানে শিক্ষা-জগতে অন্যান্য প্রগতিশীল ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষাকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদান করিতে হইলে কমিশনের সুপারিশগুলিকে অবশ্যই বাস্তবে কার্যকর করিতে হইবে।

কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে যদি অপরা-পর বিশেষ প্রয়োজনীয় পাঠ্যবিষয়ের ন্যায় একটি বিশেষ মূল্যবান ভূমিকা প্রদান করা হয়, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানও হইবে উন্নত। কমিশনের এই ধরনের মন্তব্যটি কমিশন রিপোর্টের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ১৩৩ পৃষ্ঠায় সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে: ***Firstly, in modern schools and colleges, Sanskrit is not studied exclusively, but pursued along with a large number of other subjects. Secondly, the better type of student is not normally attracted to the study of the Humanities in general. Sanskrit and Philosophy are the worst sufferers in this respect. Thirdly, the grounding in Sanskrit which a student gets in the secondary schools is poor and shaky. A good superstructure cannot be raised on such rickety foundations. If our Sanskrit in the secondary schools are accepted, the University standard will prove very considerably.***

সংস্কৃত কমিশনের সুপারিশগুলি খুবই উচ্চাশাপূর্ণ। সংস্কৃত ভাষাকে জনপ্রিয়

করিয়া তোলার জন্য কমিশনের প্রস্তাবসমূহ সত্যই যৌক্তিকতা-গ্রাহ্য। অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা করিয়া বাস্তবের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সহিত সংস্কৃত ভাষাকে একটি গৌরবময় স্থান প্রদান করার যে কথা কমিশন বলিয়াছেন, তাহাব মধ্য দিয়া কমিশন তাঁহার দূরদর্শিতার ও প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়াছেন।

প্রশ্নাবলী

1. What is the background of the Sanskrit Commission? Discuss the main recommendations of the Sanskrit Commission and state to what extent they have been implemented.
2. What are the major recommendations of the Sanskrit Commission regarding compulsory inclusion of Sanskrit in the curriculum at school stages?
3. Point out the views of the Commission as to the methods of teaching Sanskrit to be followed by the Sanskrit teacher.

পাঠটীকা
[LESSON PLAN]

ষোড়শ অধ্যায়

সংস্কৃত পাঠটীকা

পাঠদান কার্যকে সুচারুরূপে সন্তোষজনকভাবে অনুষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে যে পাঠ-পরিকল্পনা সুচিন্তিত ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে শিক্ষাদানকার্যের মূল লক্ষ্যকে ফলপ্রসূ করিবার নিমিত্ত তৈয়ারী করা হয়, তাহাকেই বলা যায় পাঠটীকা।

সংজ্ঞা

পাঠটীকার দ্বারা শিক্ষকমহোদয় একটি বিধিবদ্ধ পথে চলিয়া প্রতিদিনের পাঠের মধ্যে একটি সুসমঞ্জস সমতা বজায় রাখিয়া পূর্বাপর সম্পর্ক স্থাপন করিয়া পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ জাগ্রত করিবার মানসে যুক্তিভিত্তিক ও মনোবিজ্ঞানসম্মত পথে শিক্ষার্থীর উপকারার্থে সর্বদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া পাঠদানের উদ্দেশ্য-সাধনের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন।

তাৎপর্য

সংস্কৃত পাঠদানের সময় বা পাঠ-পরিকল্পনাকালে সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয়কে পাঠদানের তাৎপর্য, পাঠদানের বিশেষ সময়, শিক্ষার্থীর বয়স, রুচি, আগ্রহ, প্রবৃত্তি, শিক্ষার মান, শ্রেণীর স্তর, শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

পাঠ-পরিকল্পনায় শিক্ষকের করণীয়

পাঠটীকার বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও শিক্ষকমহাশয়ের সুষ্ঠু ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে আলোচিত হইল—

পাঠটীকার বৈশিষ্ট্যাবলী

॥ ক ॥ **উদ্দেশ্য**—সংস্কৃত পাঠটীকার একটি উদ্দেশ্য থাকিবে। এই উদ্দেশ্য এরূপ হইতে পারে, অর্থবোধ, ভাষাবোধ, ভাববোধ, রসবোধ, বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান, চিন্তাশক্তি ও সুবিশ্লেষণী শক্তির উন্মেষ প্রভৃতি। উদ্দেশ্যটি স্থির থাকিলে পাঠদান-কার্যটিও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে। উদ্দেশ্য দুই প্রকার হইতে পারে—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ।

॥ খ ॥ **সাজসরঞ্জাম**—পাঠদানকার্যকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য কতকগুলি সাজসরঞ্জামের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই সাজসরঞ্জামগুলিকে উপকরণ বলা হয়। যথা, ব্ল্যাকবোর্ড, চক্, ডাস্টার, পুস্তক, লেখনী, চক্ষুগোচরীভূত সহজলভ্য, বস্তুনিচয়, চিত্র, অনুকৃতি, শ্রবণ, দর্শনভিত্তিক প্রদীপন প্রভৃতি।

॥ গ ॥ **আয়োজন**—আয়োজন হইল প্রস্তুতি-পর্ব। এই পর্বে শিক্ষকমহাশয় অদ্যকার পাঠের প্রস্তুতিক্ষেত্র রচনার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান ও পূর্ব অভিজ্ঞতা জানিয়া লইয়া অদ্যকার পাঠের প্রতি অতি সন্তর্পণে ধীরপদক্ষেপে সুকৌশলে শিক্ষার্থীকে লইয়া যাইবেন।

॥ ঘ ॥ **পাঠঘোষণা**—শিক্ষকমহাশয় যে বিষয়টি পড়াইবেন, সেইটি আয়োজন পর্বের শেষে শ্রেণীকক্ষে ঘোষণা করিয়া বোর্ডে লিখিয়া দিবেন।

॥ ঙ ॥ **উপস্থাপন**—ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই স্থলেই শুরু হয় প্রকৃত পক্ষে পাঠদান কার্যটি। অদ্যকার পাঠ্যবিষয়টি এই স্থলে সংস্কৃতশিক্ষক মহোদয় তুলিয়া ধরিয়া শিক্ষার্থীর পূর্ণ সহযোগিতায় সহজ সরল দ্ব্যর্থব্যঞ্জকতাহীন সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নের সাহায্যে ও উত্তর-গ্রহণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে রসব্যঞ্জক আবহাওয়ার মধ্য দিয়া সংস্কৃত শিক্ষার্থীর মনে সংস্কৃত সাহিত্যের রস সঞ্চার করিয়া পাঠসমাপ্তির পথে অগ্রসর হইবেন।

॥ চ ॥ **বোর্ডের কাজ**—পাঠ পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয় পাঠ্যবিষয়ের সুষ্ঠু পরিস্ফুরণের নিমিত্ত দুরূহ শব্দাদি বিশ্লেষণের জন্য ও ভাববস্তুর প্রকাশের জন্য বোর্ডের সাহায্য লইবেন।

॥ ছ ॥ **অভিযোজন**—অদ্যকার পাঠ শিক্ষার্থী কতখানি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল তাহা সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয় এই পর্বে সহজ-সরল-স্পষ্ট-আগ্রহোদ্দীপক শ্রুতিমাধুর্য-মণ্ডিত সাহিত্য-রসসিঞ্চিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সহানুভূতিসহ জানিতে প্রয়াসী হইবেন। এই স্তরের প্রশ্নগুলি উপস্থাপনস্তরের প্রশ্নের ন্যায় সংক্ষিপ্ত বা ক্ষুদ্র হইবে না। অভিযোজন-স্তরে প্রশ্ন হইবে একটু বড় (উপস্থাপনের দুইটি প্রশ্নের উত্তরের সমতুল হইবে অভিযোজনের একটি প্রশ্নের উত্তর)।

সমগ্র পাঠ্যাংশটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এইস্তরে বিশেষ তাৎপর্য্যমূলক প্রশ্ন করিতে হইবে। উপস্থাপনের প্রশ্নগুলিকে অভিযোজন স্তরে একেবারে হুবহু তুলিয়া ধরা কখনই সঙ্গত নয়। সর্বস্তরের প্রশ্ন হইবে স্পষ্ট ও সহজবোধ্য।

সুতরাং শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পাঠপরিকল্পনার পাঠটীকা রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনরূপ সংশয় থাকিতে পারে না। শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করিয়া কোন শিক্ষক যদি পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই কোন বিষয় পড়াইতে শুরু করেন, "কত সময়ের মধ্যে কোন্ ধরনের বিষয় কতটুকু তিনি পড়াইতে পারিবেন; শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য কতটুকু, তাহাদের প্রবণতাই বা কোন্ দিকে; যে বিষয় পড়াইতে হইবে বিশেষ শ্রেণীকক্ষে সেই বিষয় পড়াইবার প্রধান উদ্দেশ্য কি হইবে; শ্রেণীকক্ষের ছাত্র বা ছাত্রীসংখ্যা কত; কেমনভাবে পড়াইলে নির্দিষ্টসংখ্যক ছাত্র বা ছাত্রীরা প্রত্যেকেই উপকৃত হয় এবং বিষয়-পাঠের উদ্দেশ্য সার্থক হয়; কোন্ সময়ে বিষয়টি পড়াইতে হইবে, সেই সময় তাহাদের মনের অবস্থা কিরূপ" ইত্যাদি দিক্‌গুলি ভালভাবে বিবেচনা করিয়া যদি শিক্ষক মহাশয় বা শিক্ষিকা মহোদয়া পাঠদানে রত হন, তাহা হইলে শিক্ষাপ্রদান সার্থক হইবে। শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থিনীরা হইবে সমুপকৃত। শিক্ষাগ্রহণের-জন্য যাহারা বা যে সকল ছাত্র ও ছাত্রী বিদ্যানিকেতনে আসিতেছে, অভিভাবক বা অভিভাবিকারা যেখানে এক বিরাট আশা লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন যে, তাঁহারা অকৃপণ হস্তে অর্থাদি ব্যয় করিয়া তাঁহাদের পুত্রকন্যাদের যে সকল শিক্ষানিকেতনে পাঠাইতেছেন, সেইখান

হইতে তাঁহাদের পুত্রকন্যারা আশানুরূপ শিক্ষালাভ করিয়া শিক্ষালোকে আলোকিত হইয়া জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবার সামর্থ্য অর্জন করিবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিবে। অভিভাবক বা অভিভাবিকাদের এই আশাকে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব যেমন তাঁহাদের পুত্রকন্যাদের, তেমনি শিক্ষক বা শিক্ষিকাদেরও।

"শিক্ষা শিক্ষার স্বার্থে, শিক্ষা শিক্ষার্থীর স্বার্থে, শিক্ষা দেশের ও দশের স্বার্থে, শিক্ষাদানক্রিয়া একটি মহৎ ক্রিয়া, একটি পবিত্র কর্ম, একটি নৈতিক দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য" ইত্যাদি কথা চিন্তা করিয়াই শিক্ষকতার ব্রতে আমাদের দীক্ষা লওয়া কর্তব্য।

অতএব, যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্যের সুষ্ঠু সম্পাদনের নিমিত্ত যেরূপ পূর্ব প্রস্তুতির বা পূর্ব-পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ শিক্ষাদানরূপ একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কর্মকেও সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য পূর্বপরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। এই কথা প্রাক্-প্রাথমিক স্তর হইতেই শুরু করিয়া উচ্চ শিক্ষার গবেষণার স্তর পর্যন্ত সমভাবে প্রযোজ্য।

শিক্ষকতার বৃত্তিতে আন্তরিক গভীর আস্থা স্থাপন করিয়া শিক্ষক বা শিক্ষিকা মহাশয়াকে শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীনীর সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলবিধানের উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান-কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে এবং তজ্জন্য একটি সুপরিকল্পিত পন্থাকে অনুসরণ করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, বিদ্যালয়ে যেখানে অনেক সময় একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে ৪টি বা ৫টি করিয়া প্রত্যহ ক্লাস লইতে হয়, বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয় যেখানে পড়াইতে হয়, সেইখানে সুপরিকল্পিত পন্থা বা পাঠ-পরিকল্পনা প্রত্যহ তৈয়ারী করা ও অনুসরণ করা বাস্তবিকপক্ষে আদৌ কি সম্ভব ?

প্রশ্নের উত্তর যদিও সাধারণভাবে আশা করা হচ্ছে "না", তথাপি আমার মতে ইহা "হ্যাঁ"। পাঠপরিকল্পনা বা পাঠটীকা বলিতে যদি কেবলমাত্র "বিস্তৃত তথ্য বা তত্ত্ব, বিবিধ ধরনের প্রশ্ন ও সেইগুলির সম্ভাব্য উত্তর, কোন্ স্তরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কি কি করণীয়, কোন্ কোন্ ধরনের উপকরণ ব্যবহার করিতে হইবে" ইত্যাদি সকল সম্ভারে পরিপূর্ণ একটি সুদর্শন নিখুঁত পারিপাট্যপূর্ণ চিত্রকেই বোঝায়, তাহা হইলে ৫টি বা ৬টি করিয়া (বিবিধ বিষয়ের উপর) ক্লাস লইবার জন্য ৫টি বা ৬টি এই ধরনের হৃষ্টপুষ্ট পাঠটীকা রচনা করা সত্যই সম্ভবপর নয়।

কিন্তু পাঠটীকা বা পাঠপরিকল্পনা বলিতে কি কেবল এই ধরনের চিত্রকেই ইঙ্গিত করিয়া থাকে ? উত্তর হইল "না"। ইহার ইঙ্গিত পোষাকের প্রতি নয়, ইঙ্গিত হৃদয়ের প্রতি। সময় যেখানে কম, বিষয় যেখানে অনেক, নির্দিষ্ট সময়ে যেখানে প্রায় ৩৫ বা ৪৫ জন ছাত্রকে নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে হইবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাহাদিগকেই

কাম্যলক্ষ্যে উপস্থিত করাইতে হয়, তাহা হইলে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের পূর্বেই শিক্ষক-মহাশয়কে অবশ্যই পাঠ্যবিষয়ের উপর একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। চিন্তা ও বিবেচনাপূর্বক শিক্ষক পূর্ব হইতেই যদি লিখিতভাবেই হউক, আর মনে-মনেই হউক, পড়ানোর ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে শ্রেণীকক্ষে-প্রবেশ করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে লইয়া যাইতে-কোন অসুবিধা হইবে না। পূর্বপ্রস্তুতি বা পূর্ব হইতে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা-গ্রহণ করা অন্যান্য কার্যের ন্যায় পাঠদান-কার্যেও সর্বস্তরে সর্বাবস্থায় অপরিহার্য। অবশ্য সর্বদাই যে বিস্তৃতভাবে বা প্রত্যহ সর্বশ্রেণীতে সর্বপ্রকার পাঠদানের ক্ষেত্রে-পাঠপরিকল্পনা কাগজে-কলমে তৈয়ারী করা সম্ভব, তাহা নাও হইতে পারে। তবে যতদূর সম্ভব পরিকল্পনা রচনা করাই বিধেয়। যেখানে বা যখন কোন কারণে কাগজে-কলমে রচনা করা সম্ভব নয়, তখন "কেমনভাবে পড়াইব, কি কি প্রশ্ন করিব, আলোচ্য বিষয়ে ছাত্রদের কিরূপ জিজ্ঞাসা থাকিতে পারে, তাহাদের কিভাবে উত্তর দিব, বিষয়টি তাহারা আয়ত্ত করিল কি না, তাহা জানিবার জন্য কি ধরনের প্রশ্নাবলীর অবতারণা করা হইবে" ইত্যাদি ব্যাপারে পূর্ব হইতে মানসিক পরিকল্পনা বা মানসিক প্রস্তুতি থাকা উচিত। ইহাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ-হইতে পারে।

সর্বস্তরে সর্বদা বিস্তৃতভাবে পাঠটীকা রচনা করা যদি কোন কারণে সম্ভব না হয়, তাহা হইলে একটি আদর্শ পাঠটীকার পরিলেখ বা খসড়া (outline) অন্ততঃ রচনা করা যাইতে পারে। তাহাকে অনুসরণ করিয়া শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনমত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠদানকার্যে অগ্রসর হইতে পারেন। নীচে-এইরূপ একটি খসড়া দেওয়া হইল।

পাঠটীকার একটি পরিলেখ বা খসড়া

"সংস্কৃত"
অদ্যকার পাঠ
দ্বিতীয় বিভক্তির ব্যবহার

শ্রেণী—সপ্তম
সময়—৪০ মিনিট
ছাত্রসংখ্যা—৩৫

উদ্দেশ্য—সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বিতীয়া বিভক্তির বিভিন্ন ব্যবহার সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করা।

উপকরণ—সাধারণ-উপকরণাদি।

আয়োজন—প্রথমা বিভক্তির ব্যবহার সম্পর্কে ছাত্রদের কতটুকু ধারণা আছে, তাহা জানিবার জন্য কতকগুলি প্রশ্ন করা হইবে।

পাঠঘোষণা—অদ্যকার পাঠ ঘোষিত হইবে।

উপস্থাপন—দ্বিতীয়া বিভক্তির কর্মকারকে প্রয়োগ, বিনা; ধিক্, প্রতি, নিকষা, অন্তরেণ, ঋতে প্রভৃতি যোগে দ্বিতীয়ার ব্যবহার সম্পর্কে ছাত্রদের সহযোগিতার মাধ্যমে উদাহরণসহযোগে তাহাদিগকে জানিতে সাহায্য করা।

অভিযোজন—কতকগুলি ভুল সংশোধন ও শূন্যস্থান পূরণের মাধ্যমে জানিয়া লওয়া ছাত্রেরা যাহা শিখিল, তাহা কতখানি প্রয়োগ করিতে পারে।

গৃহকর্ম—কতকগুলি অব্যয়ের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়ার ব্যবহার।

সুতরাং পাঠপরিকল্পনা বা পাঠটীকা রচনার উদ্দেশ্য যে মহৎ এবং সেই মহৎ উদ্দেশ্যকে কার্যে রূপায়িত করা যে আবশ্যিক কর্তব্য, এই বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশই থাকিতে পারে না।

সংস্কৃত গদ্যের পাঠটীকা

বিদ্যালয়—	**বিষয়**—সংস্কৃত।
শ্রেণী—অষ্টম—(*VIII*)	সাধারণ পাঠ—সংস্কৃত গদ্য।
ছাত্রসংখ্যা—৪৮	**বিশেষ পাঠ**—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"।
গড় বয়স—১৩ বৎসর +	লেখক—ভুজঙ্গ চট্টোপাধ্যায়:
সময়—৪৫ মিঃ	**পাঠক্রম**—(ক) নাস্তি জগতীহ ····· পালয়তি। (খ) অস্যাঃ ········গরীয়সী।
তারিখ—	**অদ্যকার পাঠ**—নাস্তি জগতীহ ·· ·· পালয়তি।
শিক্ষক—	

উদ্দেশ্য	(প্রত্যক্ষ) বিষয়বস্তুটিকে শিক্ষার্থীর সম্মুখে সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত করা এবং যাহাতে শিক্ষার্থী ইহা ভালভাবে বুঝিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা। জননী ও জন্মভূমির প্রতি সন্তান ও নাগরিক হিসাবে শিক্ষার্থীর গুরুদায়িত্ব বোধ জাগানো। **পরোক্ষ**—শিক্ষার্থীর মনকে রসাভিমুখী করা এবং তাহার চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির বিকাশ সাধন করা।

উপকরণ	আলোচ্য বিষয়কে অধিকতর স্পষ্ট ও সহজবোধ্য করিয়া তুলিবার জন্য বিষয়োপযোগী যথার্থ একটি চিত্র বা অনুকৃতি ও চক্, ডাস্টার, সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক, বোর্ড প্রভৃতি সাধারণ উপকরণ।
আয়োজন	শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর মনকে পাঠাভিমুখী করার উদ্দেশ্যে তাহার পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হইবে— (ক) কস্যাঃ সাহায্যেন ভবন্তঃ বয়ঞ্চ সর্বে মানবাঃ পৃথিব্যাঃ প্রথমত এব আলোকং দ্রষ্টুং সমর্থাঃ ভবন্তি ? (কাহার সাহায্যে তোমরা ও আমরা প্রত্যেকে প্রথম পৃথিবীর আলোক দেখিতে সক্ষম হই ?) (খ) কা এব বা দশমাসং দশদিনঞ্চ ব্যাপ্য ভবতঃ অস্মান্ চ সর্বান্ গর্ভে ধারয়তি ? (কেই বা তোমাদের ও আমাদের সবাইকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করে ?)
	(গ) জনন্যাঃ গর্ভদেশাদ্ বহিঃ আগত্য যস্যাং ভূমৌ বয়ং সর্বে পতিতাঃ ভবামঃ তস্যাঃ ভূমেঃ কিং নাম ? (জননীর গর্ভ হইতে বাহিরে আসিয়া আমরা যে ভূমিতে পতিত হই, সেই ভূমির নাম কি ? (ঘ) শ্রূয়তে ইদং যদ্ দেবাঃ যত্র নিবসন্তি তত্র নিরবচ্ছিন্নং সুখম্ অবিমিশ্রঃ আনন্দমন্দোহশ্চ সততং বিরাজতে। কিং নাম তস্য স্থানস্য ? (শোনা যায়, দেবতারা যেখানে থাকেন, সেইস্থলে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও অবিমিশ্র আনন্দ সর্বদা বিরাজ করে। সেই জায়গাটির নাম কি ?)

পাঠঘোষণা	যেহেতু জননী আমাদিগকে ধারণ করেন এবং জন্মভূমি জন্মের পর আমাদের স্থান প্রদান করেন সেইহেতু জননী ও জন্মভূমি নিরবচ্ছিন্ন সুখস্থান স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে জননী ও জন্মভূমির ভূমিকা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ইহাদের প্রতি আমাদের কর্তব্যও অনেক বেশী—এই সত্যটি আজ আমরা শ্রীভুজঙ্গ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" নামক গল্পের প্রথম দুই অনুচ্ছেদ পাঠ করিয়া উপলব্ধি করিব—এই বলিয়া শিক্ষক মহাশয় পাঠঘোষণা করিবেন।
	(ক) বিষয়—নাস্তি জগতীহ জননী সমঃ পরমোগুরুঃ ....মাতেব ইয়মস্মান্ পালয়তি।
উপস্থাপন	**প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ** (খ) পদ্ধতি—(শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীর পূর্ণ সহযোগিতায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অগ্রসর হইবেন এবং প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীকে পূর্ণভাবে সাহায্য করিবেন।) প্রথমতঃ···শিক্ষকমহাশয় অদ্যকার পাঠ্যবিষয়টির যতি-ছেদ প্রভৃতির প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখিয়া আদর্শ সরব পাঠ দিবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্য হইতে দুই চারিজনের নিকট হইতে আদর্শ পাঠ গ্রহণ করিবেন। শিক্ষার্থীদিগকে যথার্থ উচ্চারণরীতি অনুসরণে তিনি সাহায্য করিবেন। তারপর বিষয়টির অতি সহজপথে সাবলীল গতিতে রসগ্রাহী আলোচনার পর শিক্ষক মহাশয় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করিবেন। (ক) জগতি কঃ পরমঃ গুরুঃ? (জগতে পরমগুরু কে?) (খ) প্রথম জন্মাবস্থায়াং জননী কথং শিশুং রক্ষতি? (প্রথম জন্মাবস্থায় জননী কিভাবে শিশুকে রক্ষা করেন?) (গ) সা সদা কিং চিন্তয়তি? (তিনি সর্বদা কি চিন্তা করেন?) (ঘ) কথং সা প্রত্যক্ষ দেবতা? (কেন তিনি প্রত্যক্ষ দেবতা?)

	(ঙ) কা নাম জন্মভূমিঃ ? (জন্মভূমি কি ?) (চ) অস্মাকংকৃতে সা কিং করোতি ? (আমাদের জন্য সে কি করে ?) (ছ) জননীং জন্মভূমিং চ প্রতি অস্মাকং কিং কর্তব্যম্ ? (জননী ও জন্মভূমির প্রতি আমাদের কি কর্তব্য ?)
বোর্ডের কাজ	প্রয়োজনবোধে শিক্ষকমহাশয় নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ শিক্ষার্থীদের পূর্ণ সহযোগিতায় বোর্ডে লিখিয়া দিবেন এবং সম্যক্‌ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। (অ) বয়মন্নপানাদিকম্ (আ) শ্রেয়োবিধানায় (ই)—গরীয়সী (ঈ)—আমরণমস্মাকম্।
অভিযোজন	অদ্যকার পাঠটি শিক্ষার্থীরা বুঝিতে পারিয়াছে কিনা তাহা জানিবার জন্য শিক্ষকমহাশয় তাহাদিগের প্রয়োগদক্ষতা বৃদ্ধি করিবার মানসে নিম্নরূপ প্রশ্নগুলি করিবেন। (ক) অস্মাকং সর্বেষাং জীবনে জনন্যাঃ ভূমিকা কীদৃশী ? (আমাদের প্রত্যেকের জীবনে জননীর ভূমিকা কিরূপ ?) (খ) জন্মভূমিরপি কথং জননীস্বরূপা ? (জন্মভূমিও কেন জননী স্বরূপ) ? (গ) জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি কথং গরীয়সী ? (জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ কেন ?)
গৃহকর্ম	**গৃহকর্ম**—শিক্ষকমহাশয় গৃহ হইতে শিক্ষার্থীদিগকে অদ্যকার পাঠের বিষয়টি তাহাদের নিজেদের ভাষায় লিখিয়া আনিতে বলিবেন।

সংস্কৃত পদ্যের পাঠটীকা (২)

বিদ্যালয়— শ্রেণী—নবম (*IX*) ছাত্রসংখ্যা—৪২ ছাত্রদের গড়বয়স—১৪বৎসর+ সময়—৪৫ মিঃ তারিখ— শিক্ষক—	বিষয়—সংস্কৃত সাধারণপাঠ—সংস্কৃতপদ্য বিশেষ পাঠ—"সুভাষিতানি" অদ্যকার পাঠ—প্রথম আটটি শ্লোক।

উদ্দেশ্য	(প্রত্যক্ষ)—পাঠ্যবিষয়টির ভাববোধ, রসবোধ, বিষয়বস্তুর মর্মার্থ, রচনাশৈলী প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থী-দিগকে অবহিত করা। (পরোক্ষ)—শিক্ষার্থীদিগকে কাব্যরসাস্বাদনে সক্ষম করিয়া তোলা এবং তাহাদিগের চিন্তাশক্তি ও কল্পনা-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা।
উপকরণ	বিষয়ানুগ কয়েকটি চিত্র ও শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণাদি।
আয়োজন	শিক্ষার্থীদিগের মনকে পাঠাভিমুখী করার উদ্দেশ্যে তাহাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করিবেন। (ক) অধ্যয়নে সাফল্যার্জনায় কিং কর্তব্যম্? (খ) কার্যসিদ্ধেঃ কস্তাবদ্ মহান্ উপায়ঃ? (গ) অস্মাকং কস্তাবৎ শত্রুঃ? (ঘ) দুষ্টজনস্য স্বভাবঃ কীদৃশঃ? (প্রয়োজনবোধে শিক্ষক প্রশ্নগুলির বঙ্গানুবাদ করিয়া দিবেন)।
পাঠঘোষণা	আমরা আজ এই ধরনের বিষয় সংশ্লিষ্ট সুভাষিতানি—কবিতার প্রথম আটটি শ্লোক পড়িব—এই বলিয়া শিক্ষক পাঠঘোষণা করিবেন।
উপস্থাপন	(ক). বিষয়— উদ্যোগিনং পুরুষসিংহম্..........হৃদয়ে তু হলাহলম্। (প্রথম আটটি শ্লোক) (খ) পদ্ধতি— বিধিসম্বলিত উপায়ে যথার্থ উচ্চারণ রীতি অনুসরণপূর্বক শিক্ষক আটটি শ্লোকের আদর্শ সরব পাঠ দিবেন। তারপর, শিক্ষার্থীদিগকে একবার নীরব পাঠ দিতে বলিয়া পরে দুই চারিজনকে আদর্শ সরব পাঠ দিতে বলিবেন। প্রয়োজনা-বকাশে শিক্ষক আর একবার আদর্শ সরব পাঠ দিতে

উপস্থাপন	পারেন। তারপর বিষয়বস্তুর অতি সাবলীল ভঙ্গীতে রসগ্রাহী আলোচনা করিয়া এবং প্রয়োজন হইলে দুরূহ-শব্দাদির অর্থ শিক্ষার্থীদিগের সহায়তায় ব্যাখ্যা করিয়া শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্ন করিবেন : (ক) "সুপ্তস্য সিংহস্য" ইত্যনেন কঃ বোধ্যতে ? (খ) উদ্যোগেন কিং প্রয়োজনম্ ? (গ) সর্পস্য স্বভাবঃ কীদৃশঃ ? (ঘ) খল সর্পয়োঃ মধ্যে কিং পার্থক্যম্ ? (ঙ) কথং দুর্জনঃ পরিহর্তব্যঃ ? (চ) উদারচরিতস্য লঘুচেতসশ্চ কানি বৈশিষ্ট্যানি দৃশ্যন্তে ? (প্রয়োজনবোধে প্রশ্নগুলির বঙ্গানুবাদ করিয়া দিতে হইবে।)
বোর্ডের কাজ	নীচের কঠিন শব্দগুলি বিশ্লেষণ করিয়া শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় তাহাদের অর্থ স্পষ্ট করিয়া বোর্ডে লিখিয়া দিবেন। (অ) উপৈতি (আ) পরিহর্তব্যঃ (ই) খলঃ (ঈ) বসুধৈব (উ) হলাহলম্।
অভিযোজন	অদ্যকার আটটি শ্লোকের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীরা সম্যক্-ভাবে বুঝিতে পারিয়াছে কিনা তাহা জানিবার নিমিত্ত শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্নগুলি করিবেন। (ক) কে নাম কাপুরুষাঃ ? (খ) উদ্দেশ্যস্য (কার্যস্য) সিদ্ধয়ে কিং কর্তব্যম্ ? (গ) কীদৃশঃ স্বভাবঃ আশ্রিতব্যঃ কীদৃশঃ স্বভাবঃ চ বর্জনীয়ঃ ? (প্রয়োজনস্থলে প্রশ্নসমূহের বঙ্গানুবাদ বাঞ্ছনীয়।)
গৃহকর্ম	শিক্ষক শিক্ষার্থীদিগকে গৃহ হইতে এই আলোচিত আটটি শ্লোকের সারমর্ম তাহাদিগের নিজের ভাষায় লিখিয়া আনিতে বলিবেন।

সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠটীকা (৩)

বিদ্যালয়—	বিষয়—সংস্কৃত।
শ্রেণী—দশম (X)	সাধারণ পাঠ—সংস্কৃত ব্যাকরণ
ছাত্রসংখ্যা—৪০	বিশেষ পাঠ—স্বরসন্ধি
ছাত্রদের গড় বয়স—১৫ বৎসর+	অদ্যকার পাঠ—স্বরসন্ধির প্রথম দুটি সূত্র
সময়—৪০ মিনিট	
তারিখ—	
শিক্ষক—	

উদ্দেশ্য	**প্রত্যক্ষ**—উদাহরণ সহযোগে স্বরসন্ধির প্রথম চারিটি সূত্র খুব সহজভাবে সুষ্ঠু পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদিগের নিকট উপস্থাপিত করা এবং শিক্ষার্থীরা যাহাতে এইগুলি যথার্থভাবে অনুধাবন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা। **পরোক্ষ**—ব্যাকরণে শিক্ষার্থীদিগের আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং তাহাদের চিন্তাশক্তি, বিশ্লেষণী শক্তি ও কল্পনা শক্তির বৃদ্ধি সাধন করা।
উপকরণ	বিভিন্ন উদাহরণ সম্বলিত চার্ট এবং শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজনীয় সাধারণ উপকরণাদি।
আয়োজন	শিক্ষার্থীদের পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পাঠের প্রতি আকর্ষণের জন্য শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্ন করিবেন। (ক) কঃ তাবদ্ বর্ণঃ ? (খ) বর্ণস্য কতি ভেদাঃ ? নামানি কথয়। (গ) "শশ" ইতি শব্দস্য অন্তে কঃ বর্ণ অস্তি ? (শ্ + অ) (ঘ) "অঙ্কঃ" ইতি শব্দে প্রথমে কঃ বর্ণঃ অস্তি ? (ঙ) "শশ" "অঙ্কঃ" ইতি দ্বয়োঃ শব্দয়োঃ মিলনেন কীদৃশঃ শব্দঃ ভবতি ? (চ) তর্হি "শশ" ইত্যস্য অন্ত্যবর্ণেন অকারেণ সহ "অঙ্কঃ" ইত্যস্য প্রথমবর্ণস্য অকারস্য মিলনাৎ কঃ বর্ণঃ জায়তে ? (ছ) ব্যাকরণে অস্য মিলনস্য কিং নাম ?

পাঠঘোষণা

স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের মিলনে যে সন্ধি হয়, তাহ জানার জন্য স্বরসন্ধির প্রথম দুটি সূত্র আজ আলোচন করিব—এই বলিয়া শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করিবেন। (স্বরবর্ণেন সহ স্বরবর্ণস্য মিলনেন যঃ সন্ধিঃ ভবতি তজ্জ্ঞানায় স্বরসন্ধেঃ প্রথমং সূত্রদ্বয়ং সম্যক্ আলোচয়িষ্যামি—ইতি উক্ত্বা শিক্ষকঃ পাঠঘোষণাং করিষ্যতি।)

উপস্থাপন

শিক্ষক নিম্নলিখিত উপায়ে দুটি সূত্র বুঝাইবেন।

(ক) **অদ্যাবধি** স অত্র ন আগতঃ।

(খ) **বিদ্যালয়ং** গচ্ছ।

(গ) আনয় **কুশাসনম্**।

(ঘ) বিদ্যাসাগরঃ আসীদ্ **দয়ার্ণবঃ**।

(ক) **অদ্যাবধি**—অদ্য অবধি>অদ্ য্ অ অ বধি >অদ্য্ অ অ বধি>অদ্য আ বধি > অদ্যা বধি>অদ্যাবধি।

(খ) **বিদ্যালয়ঃ**—বিদ্যা আলয়ঃ > বিদ্য্ আ আ লয়ঃ>বিদ্য্ আ লয়ঃ>বিদ্যা লয়ঃ>বিদ্যালয়ঃ।

(গ) **কুশাসনম্**—কুশ আসনম্>কুশ্ অ আ সনম্ >কুশ্ আ সনম্>কুশাসনম্।

(ঘ) **দয়ার্ণবঃ**—দয়া অর্ণবঃ>দয়্ আ অ র্ণবঃ
আ
>দয়্ আ র্ণবঃ>দয়ার্ণবঃ।

এই চারিটি উদাহরণ হইতে এই সাধারণ সূত্র রচনা করা যায় যে, অকার কিংবা আকারের পর অকার কিংবা আকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয় এবং আকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। ("অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ।")

অকারস্য আকারস্য বা পরং যদি অবর্ণঃ আ বর্ণঃ বা তিষ্ঠতি তর্হি সন্নিহিত বর্ণদ্বয়স্য মিলনেন আকারঃ (আবর্ণঃ) ভবিষ্যতি। আকারঃ পূর্ববর্ণেন সহ সংযুক্তঃ ভবেৎ।

উপস্থাপন

(ক) ভারতবর্ষস্য উত্তরস্যাং দিশি **গিরীন্দ্রঃ** অবস্থিতঃ।

(খ) **লক্ষ্মীশং** নমস্কৃত্য সর্বং কার্যং কুরু।

(গ) **কবীশ্বরঃ** রবীন্দ্রনাথঃ কলিকাতানগর্য্যাং সমজনি।

(ঘ) পূর্ণতাং-প্রাপ্নোতি সদা **মহতীচ্ছা**।

(ক) **গিরীন্দ্রঃ**—গিরি ইন্দ্র>গির্ ই-ই-ন্দ্রঃ>গির্ ঈ ন্দ্রঃ>গিরী ন্দ্রঃ—গিরীন্দ্রঃ>গিরীন্দ্রঃ।

(খ) **লক্ষ্মীশঃ**—লক্ষ্মী ঈশঃ>লক্ষ্ম্ ঈ-ঈ-শঃ>লক্ষ্ম ঈ শঃ>লক্ষ্মী শঃ>লক্ষ্মীশঃ।

(গ) **কবীশ্বরঃ**—কবি ঈশ্বরঃ>কব্ ই ঈ শ্বরঃ>কব ঈ শ্বরঃ>কবী শ্বরঃ>কবীশ্বরঃ।

(ঘ) **মহতীচ্ছা**—মহতী ইচ্ছা>মহত্ ঈ-ই-চ্ছা> মহত্ ঈ চ্ছা>মহতী চ্ছা>মহতীচ্ছা।

এই চারিটি উদাহরণ হইতে এইরূপ একটি সাধারণ সূত্র করা যায় যে, ইকার কিংবা ঈকারের পর ইকার কিংবা ঈকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঈকার হয় এবং ঈকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় ("অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ।") (ইকারস্য ঈকারস্য বা পরং যদি ইকারঃ ঈকারঃ বা স্যাৎ তদা তয়োঃ মিলনেন ভবতি ঈকারঃ। স চ পূর্ববর্ণেন সহ মিলিত ভবতি।) এই স্থলে শিক্ষক সর্বদা শিক্ষার্থীদের পূর্ণ সহ-যোগিতায় উপরি-উক্ত উদাহরণগুলির সুবিন্যস্ত স্তরানুসারে বিশ্লেষণ করিয়া সাধারণ সূত্র নির্মাণ করিবেন এবং বোর্ডে সযত্নে লিখিয়া দিবেন।

বোর্ডের কাজ এই পর্বে অপরিহার্য

	শিক্ষার্থীদিগের নবলব্ধজ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্য শিক্ষক নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করিবেন। নীচের এই বিযুক্ত শব্দগুলিকে যুক্ত করে—(অধোলিখিতান্ বিযুক্তশব্দান্ যুক্তান্ কুরু) লতা + অন্তঃ, ক্ষিতি + ঈশঃ, দেব + আলয়ঃ, অতি + ইব। নীচের যুক্ত শব্দগুলিকে বিযুক্ত কর—(অধোলিখিতান্ যুক্তশব্দান্ বিযুক্তান্ কুরু) মহার্ঘঃ, গদাঘাতঃ, প্রতীক্ষা, মহীন্দ্রঃ।
গৃহকর্ম	সংস্কৃত পাঠ্য পুস্তকের পঠিত গল্প হইতে এই ধরনের কয়েকটি (উপরিউক্ত আলোচিত দুইটি সূত্রাবলম্বী) উদাহরণ বাছিয়া সেইগুলির সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া আনিতে শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষক নির্দেশ দিবেন।

সংস্কৃত অনুবাদের পাঠটীকা (৪)

কালাঙ্ক
(তারিখ)
বিদ্যালয়
শ্রেণী—একাদশ (*XI*)
ছাত্রসংখ্যা—৩৫
ছাত্রদের গড় বয়স—১৬ বৎসর +
সময়—৪০ মিঃ
শিক্ষক

বিষয়—সংস্কৃত
পাঠসঙ্কেত—সংস্কৃত অনুবাদ
(বাংলা থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ)
অদ্যকার বিশেষ পাঠ—

"উত্তরাপথে দুর্দান্ত নামে এক সিংহ ছিল..............এইরূপ স্থির করিয়া গ্রামে গিয়া সে সযত্নে একটি বিড়াল আনিল এবং নিজের গুহায় রাখিয়া দিল।"

উদ্দেশ্য	(ক) ছাত্রদের অর্থবোধে সহায়তা করা। (খ) সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষার বাক্যগঠনরীতি সম্পর্কে অবহিত করা। (গ) সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মানো। (ঘ) সন্ধি, বচন, লিঙ্গ, কারক, সমাস, প্রত্যয় প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রয়োজনীয় নিয়মগুলির যথার্থ প্রয়োগে সাহায্য করা। (ঙ) সাবলীল রচনাশক্তি ও চিন্তাশক্তির বিকাশসাধন পূর্বক সংস্কৃতভাষা জ্ঞানবৃদ্ধিতে সাহায্য করা।
উপকরণ	(ক) অনুবাদের অংশটির একটি সুন্দর রঙীন ছবি। (খ) সংস্কৃতে সাদৃশ্যমূলক অনূদিত অংশের উদ্ধৃতি সহ গোটানো বোর্ড। (গ) চক্, ঝাড়ন (ডাস্টার), সংস্কৃত অভিধান (বাংলা হইতে সংস্কৃতে) প্রভৃতি প্রয়োজনীয় উপকরণ।
আয়োজন	উপরের অংশটির যথার্থ অনুবাদ করিতে হইলে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারে ও ব্যাকরণে যে ধরনের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রয়োজন তাহা ছাত্রদের কতটুকু আছে তাহা পরীক্ষা করার জন্য শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্ন করিবেন— (ক) "গুহা" ইতি শব্দস্য সংস্কৃতে কঃ অর্থঃ ? (খ) "আনন্দের সঙ্গে, দুঃখের সঙ্গে, ক্রোধের সঙ্গে, লজ্জার সঙ্গে, যত্নের সঙ্গে" প্রভৃতি বঙ্গভাষামূলক শব্দানাং সংস্কৃতে কীদৃশঃ সুষ্ঠু প্রয়োগঃ স্যাৎ ? (গ) "ছেদন করা, কাটা" ইত্যাদ্যর্থে একস্য উপযুক্তস্য সংস্কৃত ক্রিয়াপদস্য ব্যবহারং কুরু। (ঘ) ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়স্য ল্যপ্ প্রত্যয়স্য চ ব্যবহারঃ কুত্র কুত্র ভবেৎ ? (ঙ) ক্ত প্রত্যয়েন ক্তবতু প্রত্যয়স্য ব্যবহারে কীদৃশং পার্থক্যং দৃশ্যতে ? (চ) লঙ্ লোট্ চ ইতি লকার দ্বয়োঃ ব্যবহারবৈশিষ্ট্যং প্রদর্শয়।

পাঠঘোষণা

অদ্য তাবৎ "উত্তরাপথে দুর্দান্ত নামে এক সিংহ ছিল... ......এইরূপ স্থির করিয়া গ্রামে গিয়া সে সযত্নে একটি বিড়াল আনিল এবং নিজের গুহায় রাখিয়া দিল" ইতি বঙ্গভাষানয়স্য অংশবিশেষস্য সংস্কৃতভাবয়া অনুবাদঃ কৃতঃ ভবিষ্যতি ইতি উচ্চার্য্য শিক্ষকঃ অনুকারস্য বিশেষং পাঠং শ্রেণ্যাং সমুদ্‌ঘোষয়িষ্যতি।

(এই সময়ে শিক্ষক যে গোটানো বোর্ডে অনুবাদের অংশটি সম্পূর্ণ লেখা আছে, সেইটি ছাত্রদের সুবিধার জন্য দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া দিবেন।)

উপস্থাপন

বিষয়	পদ্ধতি
উত্তরাপথে দুর্দান্ত নামে এক সিংহ ছিল। সে যখন পর্বত-গুহায় ঘুমাইত তখন কোন একটি ইন্দুর আসিয়া রোজ তাহার কেশের অগ্রভাগ কাটিয়া দিত। তারপর এই সিংহ তাহার কেশের অগ্রভাগ ছিন্ন দেখিয়া রাগিয়া গেল; কিন্তু ইন্দুরকে ধরিতে সক্ষম হইল না। তারপর চিন্তা করিল—ক্ষুদ্র শত্রুটিকে বধ করার জন্য একজন ক্ষুদ্র সৈন্যকে আনিব। এইরূপ স্থির করিয়া গ্রামে গিয়া সে সযত্নে একটি বিড়াল আনিল এবং নিজের গুহায় রাখিয়া দিল।	প্রথমতঃ সংস্কৃত শিক্ষক অনুবাদের উপর অর্থাৎ অনুবাদের বিষয়বস্তুটির উপর একটি ছোট ভূমিকা করিবেন। তারপর তিনি অনুবাদের অংশটি ধীরে ধীরে সরবে পড়িবেন। প্রয়োজনবোধে ছাত্রদের দু-একবার পড়িতে বলিতে পারেন। তারপর যে শব্দগুলি সংস্কৃতে অনুবাদ করা কঠিন বলিয়া ছাত্রদের কাছে প্রতিভাত হইবে, তিনি ছাত্র-দিগকে সেই দুরূহ শব্দগুলি (যেমন,—নামে, ঘুমাইত, কাটিয়া দিত, ছিন্ন, বধ করার জন্য,' সযত্নে, রাখিয়া প্রভৃতি) দেখাইতে বলিবেন। তারপর তিনি ছাত্রদের পূর্ণ সহযোগিতায় দুরূহ শব্দগুলির সংস্কৃত প্রয়োগ করিবেন এবং' সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডে লিখিয়া দিবেন।

	বিষয়	পদ্ধতি
উপস্থাপন		যেমন,—নামে—নাম্না বা ইতি নাম বা ইতি আখ্যাতঃ বা অভিহিতঃ। ঘুমাইত—নিদ্রিতঃ অভবৎ বা বভূব বা ভবতি স্ম, নিদ্রাং গচ্ছতি স্ম বা অগচ্ছৎ, স্বপিতি স্ম বা অস্বাপসীৎ। কাটিয়া দিত—অচ্ছিনৎ, ছিনত্তি স্ম। বধ করার জন্য—বধায় বা নিধনায়। সযত্নে—সযত্নং বা যত্নেন সহ। রাখিয়া—সংস্থাপ্য বা স্থাপয়িত্বা। অতঃপর তিনি (শিক্ষক) এক-একটি ছাত্রকে অনুবাদের অংশটির এক-একটি বাক্যকে সরল সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে বলিবেন অথবা সমগ্র অংশটিই ছাত্রদের সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে বলিবেন এবং নিজ নিজ খাতায় তাহা লিখিয়া রাখিতে বলিবেন। সমগ্র অংশটির এইভাবে অনুবাদ সমাপ্ত হইলে শিক্ষক এক-একটি ছাত্রকে এক-একটি বাক্যের বা সমগ্র অংশের সংস্কৃতানুবাদটি পড়িতে নির্দেশ দিবেন। যখন কোন ছাত্র বাংলা হইতে সংস্কৃতে তাহার অনুবাদটি পড়িবে তখন সেই স্থলে যদি ব্যাকরণগত বা প্রয়োগগত কোন ভুল থাকে, তবে সেই ভুলের প্রকৃতি লইয়া আলোচনা করিয়া ছাত্রদের পূর্ণ সহযোগিতায় সেই ভুলের সংশোধন করিয়া দিবেন এবং সংশোধিত রূপ বোর্ডে লিখিয়া দিবেন ছাত্রদের সুবিধার

	বিষয়	পদ্ধতি
উপস্থাপন		জন্য। ছাত্রদের সুবিধার্থে তিনি ছাত্রদের সাহায্যে অংশটির সংস্কৃতানুবাদ (ছাত্রেরা যেমন ভাবে করিয়াছে সেইদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া) বোর্ডে লিখিয়া দিতে পারেন। যথা—উত্তরা-পথে 'দুর্দান্তঃ' নাম একঃ সিংহঃ আসীৎ। সঃ যদা পর্বতকন্দরে স্বপিতি স্ম তদা কশ্চন মূষিকঃ তত্র আগত্য প্রত্যহং তস্য কেশবস্য অগ্রভাগং (কেশরাগ্রং) অচ্ছিনৎ। ততঃ সঃ সিংহঃ তস্য কেশবাগ্রং ছিন্নং (লনং) দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধঃ অভবৎ। কিন্তু মূষিকং ধর্তুং ন সমর্থঃ অভবৎ। তদনন্তরং সঃ অচিন্তয়ৎ—ক্ষুদ্র-শত্রোঃ বধায় একং ক্ষুদ্রসৈনিকম্ আনেষ্যতি। ইতি নিশ্চিত্য সঃ গ্রামং গত্বা একং মার্জারম্ আনীয় স্বগুহায়াং স্থাপিতবান।
অভিযোজন	ছাত্রেরা এই ধরনেব অনুবাদের অংশে যাহা লিখিল, তাহা কতদূর প্রয়োগ করিতে পারে, তাহা জানার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন শিক্ষক ছাত্রদের সামনে রাখিবেন। নিম্নের অংশ বা বাক্যগুলির সংস্কৃতে অনুবাদ কর (অধোলিখিতানাং বাক্যানাং বা অংশবিশেষস্য সংস্কৃত ভাষায়াম্ অনুবাদং কুরু) (ক) অযোধ্যায় দশরথ নামে একজন প্রতাপশালী বাজা ছিলেন। তিনি যখন পালঙ্কে নিদ্রা যাইতেন তখন রাণীরা রোজ তাঁহার সেবা-পরিচর্যা করিত। রাণীদের সেবা পাইয়া তিনি তুষ্ট হইলেন। তিনি চিন্তা করিলেন—রাণীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য তিনি পুরস্কৃত করিবেন।	

গৃহকর্ম	শিক্ষক অদ্যকার পাঠ্য বা আলোচ্য অনুবাদের অংশটি ছাত্রদেব বাড়ি হইতে সরল সংস্কৃতে পুনরায় লিখিয়া আনিতে বলিবেন। ছাত্রেরা বাড়ি হইতে তাহা লিখিয়া আনিলে শিক্ষক তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন।

সংস্কৃত রচনাকল্পর পাঠটীকা (৫)

বিদ্যালয়— **শ্রেণী**—নবম (*IX*) **ছাত্রী-সংখ্যা**—৪২ **গড় বয়স**—১৪ বৎসব+ **সময়**—৪৫ মিঃ। **শিক্ষিকা—** **কালাঙ্ক** (তাবিখ)—	**বিষয়—** সংস্কৃতরচনাকল্প (কম্পোজিশন) **অদ্যকার পাঠ-পরিচয়—** "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি"। এই অংশটিব ভাবসম্প্রসাবণ।

উদ্দেশ্য	**প্রত্যক্ষ**—অল্প কথায় যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাকে বিশদভাবে বর্ণনা করিতে সাহায্য করা। অন্তর্নিহিত ভাবকে কেন্দ্র করিয়া কিভাবে সুমধুর রচনা লেখা যায় সেই বিষয়ে ধারণা লাভ করিতে ছাত্রীদের সাহায্য করা। ভাবসম্প্রসারণের ভাষা যাহাতে স্পষ্ট, মধুর, সহজবোধগম্য, সরল ও সর্বজনগ্রাহ্য হয় এবং ভাববস্তুটি যাহাতে ক্রম-পর্যায়ে সঙ্গতিমূলক সাদৃশ্যবাহী উপযোগী বিভিন্ন মনোরম চিত্তাকর্ষক উদাহরণের অবলম্বনে অগ্রসর ও বিস্তৃত হয়, সেই বিষয়ে ধারণা লাভ করিতে ছাত্রীদের সাহায্য করা। **পরোক্ষ**—যুক্তি, বিচার, ভাষা-প্রয়োগ, রচনা-শক্তি প্রভৃতি গুণের বিকাশে ছাত্রীদের সাহায্য করা।

আয়োজন	ছাত্রীদের মনকে অদ্যকার পাঠ্য ভাবসম্প্রসারণের বিষয়বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য সংস্কৃত শিক্ষিকা নিম্নরূপ প্রশ্ন করিবেন— (ক) অস্মিন্ সমাজে মানবঃ একাকী স্থাতুং কিং শক্নোতি ন বা ? (এই সমাজে মানুষ কি একা থাকিতে পারে ?) (খ) সামাজিকজীবস্বরূপেন মানবেন তর্হি সমাজে কিং করণীয়ম্ ? (তাহা হইলে সামাজিক জীব হিসাবে সমাজে মানুষের কি করা উচিত ?) (গ) সমাজে যদি সাধুজনেন সজ্জনেন বা সহ মানবঃ তিষ্ঠতি বা মিলিতঃ ভবতি তর্হি মানবেন কিং ফলং লভ্যতে ? (সমাজে যদি সৎলোকের সঙ্গে মানুষ থাকে, তাহা হইলে মানুষের কিরূপ ফল হয় ?) (ঘ) অসাধুজনানাং সঙ্গঃ মানবস্য কীদৃশং প্রয়োজনং সাধয়তি ? (অসাধুলোকের সঙ্গ মানুষের কিরূপ প্রয়োজন সাধন করে ?)
পাঠঘোষণা	অদ্য বয়ম্ ঈদৃশস্য ভাবসম্বন্ধস্য অংশবিশেষস্য সুষ্ঠু সম্প্রসারণং (ভাবসম্প্রসারণম্) করিষ্যামঃ—এই বলিয়া শিক্ষিকা পাঠঘোষণা করিবেন।
উপস্থাপন	শিক্ষিকা "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি" এই অংশটি বোর্ডে লিখিয়া দিবেন এবং প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে ছাত্রীদের পূর্ণ সহযোগিতায় বিষয়টির আলোচনা করিবেন :— (ক) সংসর্গেন বা সঙ্গলাভেন কিং প্রয়োজনম্ ? (খ) সঙ্গলাভেন মানবস্য কথং পরিবর্ত্তনং জায়তে ? (গ) "কাচঃ কাঞ্চনসংসর্গাদ্ ধত্তে মারকতীং দ্যুতিম্।" ইতি বাক্যস্য কঃ অর্থঃ ? (ঘ) শ্রীচৈতন্যস্য সঙ্গলাভাৎ পরং জগাই-মাধাই ইতি ভ্রাতৃদ্বয়স্য কীদৃশং পরিবর্ত্তনং বভূব কথং বা ? (ঙ) "হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ সর্বেষাং মতির্হীয়তে" ইতি বাক্যস্য কঃ অর্থঃ ? (চ) সঙ্গলাভব্যাপারে মানবৈঃ কীদৃশঃ পন্থা গ্রহণীয়ঃ ?

অভিযোজন	ছাত্রীদের নবলব্ধ ধারণার পরীক্ষা নিমিত্ত শিক্ষিকা নিম্নরূপ প্রশ্ন করিবেন— (ক) সৎসঙ্গপ্রভাবেন অসৎসঙ্গপ্রভাবেন চ মানবস্য চরিত্রে কিং কিং বৈশিষ্ট্যং পরিলক্ষ্যতে ? (খ) "ত্যজ দুর্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্" ইতি মনীষিবচনস্য কা সার্থকতা ? শিক্ষিকা এই প্রশ্ন দুইটির উত্তর ছাত্রীদের খাতায় লিখিতে বলিতে পারেন এবং লেখার সময় তিনি শ্রেণীকক্ষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছাত্রীদের লেখা দেখিবেন ও প্রয়োজনবোধে সাহায্য করিবেন।
গৃহকর্ম	শিক্ষিকা ভাল করিয়া সরল সংস্কৃতে ছাত্রীদের বাড়ি হইতে ভাবসম্প্রসারণটি লিখিয়া আনিতে বলিবেন এবং লেখার মধ্যে অর্থসঙ্গতি, শালীনতা, স্পষ্টতা ও পরিমিতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলিবেন।

পাঠটীকা—(৬)

শব্দরূপ—পাঠটীকা

নর (মানুষ / মনুষ্য) শব্দ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	নরঃ	নরৌ	নরাঃ
দ্বিতীয়া	নরম্	নরৌ	নরান্
তৃতীয়া	নরেণ	নরাভ্যাম্	নরৈঃ
চতুর্থী	নরায়	নরাভ্যাম্	নরেভ্যঃ
পঞ্চমী	নরাৎ	নরাভ্যাম্	নরেভ্যঃ
ষষ্ঠী	নরস্য	নরয়োঃ	নরাণাম্
সপ্তমী	নরে	নরয়োঃ	নরেষু
সম্বোধন	নর	নরৌ	নরাঃ

বিদ্যালয়—বিরলাপুর বিদ্যালয়
শ্রেণী—সপ্তম
ছাত্রসংখ্যা—৩২
গড় বয়স—১১/১২ বৎসর+
সময়—৪৫ মিঃ
তারিখ—১৫. ১. '৭৬

শিক্ষকের নাম—শ্রীপ্রশান্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বিষয়—সংস্কৃত
বিশেষ বিষয়—সংস্কৃত ব্যাকরণ
পাঠ্যাংশ—শব্দরূপ
অদ্যকার পাঠ—'নর' শব্দ

উদ্দেশ্য :

(প্রত্যক্ষ)—সংস্কৃত 'নর' শব্দের সামগ্রিক রূপের সঙ্গে ও তাহার ব্যবহার-বিধির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করা।

(পরোক্ষ)—সংস্কৃত ভাষার আয়ত্তীকরণে ও সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

উপকরণ—একটি মানুষেব, দুইটি মানুষের ও তিনটি মানুষের পর পব তিনটি ছবি ; একটি মানুষ যাইতেছে, এই ধরনের একটি ছবি , দুইটি মানুষকে ঋষিপ্রবর দেখিতেছেন, এই ধরনের একটি ছবি , তিনটি মানুষের দ্বারা কাজ করানো হইতেছে, এই ধরনের একটি ছবি , একটি মানুষকে রাজা ধন দান করিতেছেন, এই ধরনের একটি ছবি , দুইটি মানুষের কাছ হইতে একটি ফল পড়িয়া যাইতেছে, এই ধরণের একটি ছবি, তিনটি মানুষের চুল পাকা, এই ধরনের একটি ছবি , এবং সব মানুষেই ভগবান আছেন, এই ধরনের একটি ছবি। (ছবিগুলি রোল্‌বোর্ডে বা গুটানো বোর্ডে চক্ দিয়া আঁকা হইলেও চলিবে বা এ ধবনের ছবিগুলি সংগ্রহ করিয়া সময় ও প্রসঙ্গানুসারে ফানেল্‌বোর্ডে বা ফাইন্যালোগ্রাফে একের পর এক ছবিগুলি আটকাইয়া দিলেও চলিবে), এছাড়া রোল্‌বোর্ডে লেখা 'নর' শব্দের রূপটিও দরকার।

আয়োজন—শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের বর্তমান পাঠের প্রতি আগ্রহ-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাদের পূর্ব-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কতকগুলি প্রশ্ন করিবেন : (প্রশ্নগুলি যদিও সংস্কৃতে করা হইবে, তথাপি ছাত্রদের প্রয়োজনবোধে সেগুলির বঙ্গানুবাদ বা মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া দিতেও শিক্ষক মহোদয় প্রস্তুত থাকিবেন)।

(ক) (একম্ ছাত্রম্ উদ্দিশ্য) তব কিং নাম ?

(খ) "তোমার বন্ধু শ্যামল বই পড়িতেছে, পাখীটি গান করিতেছে" ইত্যাদিষু বাক্যেষু রাম (ছাত্রটির নাম), বন্ধু, শ্যামল, পাখী, গান প্রভৃতয়ঃ বঙ্গভাষয়া (বঙ্গভাষায়াঃ ব্যাকরণে) কিম্ উচ্যন্তে ?

(গ) "বালকটি গান করে, বালিকাটি নাচে"—অত্র বালক-বালিকা ইতি বঙ্গভাষামূলকে বিষয়দ্বয়ে কিং পার্থক্যং দৃশ্যতে ?

(ঘ) রাম, শ্যামল, গান ইত্যাদিনা সহ পাখী, বন্ধু প্রভৃতীনাম্ আকৃত্যা কীদৃশং পার্থক্যং দৃশ্যতে ?

(ঙ) "মানুষ জন্মে, মানুষ মরে"—অত্র মানুষ ইত্যস্য তর্হি কিং কিং বৈশিষ্ট্যম্ অস্তি ?

(চ) মানুষ ইতি অস্য সাধুভাষয়া (বঙ্গভাষায়াম্) কিং রূপম্ ?

(ছ) পাপী মনুষ্যঃ মরণাৎ পরং কুত্র প্রেরিতঃ ভবতি ? (অস্মাকং সমাজে বিষয়ম্ ইমম্ অবলম্ব্য প্রচলিতাং ধারাণাম্ অঙ্গীকৃত্য উত্তরং দেহি)।

(জ) 'নরক' ইতি শব্দস্য অন্ত্যস্য বর্ণস্য লোপাৎ পরং কঃ তিষ্ঠতি ?

পাঠঘোষণা—অদ্য মনুষ্যবাচকস্য নরশব্দস্য (অকারান্ত-পুংলিঙ্গশব্দস্য) রূপম্ সম্যক্ আলোচিতং ভবিষ্যতি অধুনা।

উপস্থাপন—শিক্ষক প্রথমে একটি মানুষের ছবি দেখাইয়া (ছবি দেখানোর সময় শিক্ষক সর্বত্র অবশ্যই pointer বা সূচক ব্যবহার করিবেন) প্রশ্ন করিবেন—

(ক) অত্র কঃ দৃশ্যতে ?

(খ) কতি নরাঃ অত্র ?

তখন একটি নরের রূপ 'নরঃ' এই কথাটি ছবিব তলায় লিখিয়া দিবেন।

দ্বিতীয় ছবি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন :

(ক) অত্র কঃ দৃশ্যতে ?

(খ) কতি নরাঃ অত্র ?

তখন দুইটি নরের রূপ "নরৌ" এই কথাটি ছবিটির তলায় লিখিয়া দিবেন।

তৃতীয় ছবি দেখাইয়া প্রশ্ন করিবেন :

(ক) অত্র কঃ দৃশ্যতে ?

(খ) কতি নরাঃ অত্র ?

তখন তিনটি নরের রূপ 'নরাঃ' এই কথাটি ছবির তলায় লিখিয়া দিবেন।

(এখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে এই বিষয়ে উত্তর আদায় করিয়া লইবেন যে, 'নরঃ' একবচন, 'নরৌ' দ্বিবচন ও 'নরাঃ' বহুবচন। বাংলা ব্যাকরণে ছাত্রেরা ইতিমধ্যেই বচন-সম্পর্কিত ধারণা লাভ করেছে—এটি এখানে স্মরণযোগ্য)। ইহার পর "একটি মানুষ যাচ্ছে" এই ধরনের একটি ছবি দেখাইয়া শিক্ষক প্রশ্ন করিবেন : "যাইতেছে" এইটি কি ? "মানুষ" এইটি কি ? "একটি মানুষ" অস্য সংস্কৃতং রূপং কীদৃশম্ ? তাহা হইলে কি অর্থে বা কোন্ ক্ষেত্রে 'নরঃ' শব্দটি এখানে প্রযুক্ত ? এরপর শিক্ষক বলিয়া দিবেন ও সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া দিবেন যে, কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়।

'দুইটি মানুষকে ঋষি দেখিতেছেন' এই ধরনের ছবি দেখাইয়া প্রশ্ন করা হইবে—ঋষি কাহাদের দেখিতেছেন ? কি বা কাহাকে দিয়া প্রশ্ন করিলে কোন্ কারক পাওয়া যায় ? 'দুইটি মানুষকে' এর রূপ হলো 'নরৌ'। এইটি শিক্ষক ছবির তলায় লিখিয়া দিবেন এবং ইহাও লিখিয়া দিবেন যে, এইটি দ্বিতীয়া বিভক্তির দ্বিবচনের রূপ (কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়)।

'তিনজন মানুষের দ্বারা কাজ করানো হইতেছে' এই ধরনের ছবির দ্বারা প্রশ্ন করা হইবে যে, এখানে কাহাদের দ্বারা কাজ করানো হইতেছে ? দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক প্রভৃতির প্রয়োগে কোন্ কারক হয় ? ছবির তলায় শিক্ষক লিখিয়া দিবেন 'নরৈঃ' এবং বলিয়া দিবেন করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। 'একটি মানুষকে রাজা ধন দান করিতেছেন' এই ছবিটি দেখাইয়া শিক্ষক প্রশ্ন করিবেন : রাজা কাহাকে দান করিতেছেন ? যাহাকে কিছু দান করা হয় সেখানে কোন্ কারক হয় ? ইহার পর ছবির তলায় 'নরায়' কথাটি লিখিয়া শিক্ষক বলিয়া দিবেন যে, সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়।

'দুইটি মানুষের কাছ হইতে একটি ফল পড়িয়া যাইতেছে' এই ধরনের ছবি দেখাইয়া শিক্ষক প্রশ্ন করিবেন : কাহাদের কাছ হইতে ফল পড়িয়া যাইতেছে ? যেখান

হইতে কিছু পড়ে সেখানে কোন্ কারক হয় ? তারপর ছবির তলায় শিক্ষক লিখিয়া দিবেন 'নরাভ্যাম্' এবং উল্লেখ করিবেন যে, অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

'তিনটি মানুষের চুল পাকা' এই ধরনের ছবি দেখাইয়া প্রশ্ন করিবেন : কাহাদের চুল পাকা। 'কাহাদের' এখানে 'র' বা 'এর' থাকিলে কোন্ পদ হয় ? তখন ছবির তলায় 'নরাণাম্' কথাটি লিখিয়া দিয়া শিক্ষক বলিয়া দিবেন যে, সম্বন্ধপদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।

'সব মানুষেই ভগবান আছেন'—এই ধরনের ছবিটি দেখাইয়া শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিবেন : ভগবান কোথায় আছেন ? 'এ' বা 'এতে' থাকিলে বা যেখানে কিছু থাকে —এই অর্থে কোন্ কারক হয় ? এরপর ছবির তলায় 'নরেষু' কথাটি লিখিয়া শিক্ষক সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও উল্লেখ করিয়া দিবেন যে, অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়।

'একটি বালক একটি মানুষকে ডাকছে'—এই ধরনের একটি ছবির মাধ্যমে শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিবেন : বালকটি কাহাকে ডাকিতেছে ? যাকে ডাকা হয় বা ডাকিয়া কিছু বলা হয়, সেখানে কোন্ পদ হয় ? ইহার পর ছবির তলায় 'নর' কথাটি লিখিয়া শিক্ষক বলিয়া দিবেন সম্বোধনে এই ধরনের রূপ হয়।

অতঃপর সমগ্র 'নর' শব্দটির রূপ লিখিত রোল বোর্ডটি শিক্ষক দেওয়ালে টাঙাইয়া দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের দিয়া সমগ্র রূপটি পড়াইয়া লইবেন। পরে ছাত্রদের বলিবেন খাতায় রূপটি লিখিয়া লইতে। রূপটি ছাত্রেরা ঠিক লিখিতেছে কিনা সেটি শিক্ষক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া লইবেন এবং সহযোগিতা করিবেন। সহজে শিক্ষার্থীরা যাহাতে শব্দরূপটি মনে রাখিতে পারে, মনে রাখার ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে যাহাতে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহসমন্বিত প্রচেষ্টা দেখা দেয়, সেইজন্য নিম্নরূপ ছড়াটি ব্যবহার করা যাইতে পারে :

নরঃ নরৌ নরাঃ
সোজা হয়ে দাঁড়া।
নরম্ নরৌ নরান্
বুঝে সুজে খান্।
নরেণ নরাভ্যাম্ নরৈঃ
ভারী মজা খেতে দৈ।
নরায় নরাভ্যাং নরেভ্যঃ
ওষুধ মোদের সদা সেব্য।
নরাৎ নরাভ্যাং নরেভ্যঃ
ভাল লাগে ঘৃত গব্য।
নরস্য নরয়োঃ নরাণাম্
বজায় রাখ দেশের নাম।
নরে নরয়োঃ নরেষু
হৃদয় বলে আছে কিছু।

অভিযোজন—ছাত্রদের নবলব্ধজ্ঞান পরীক্ষা-মানসে শিক্ষকমহাশয় নিম্নরূপ প্রশ্ন করিবেন :

(ক) "মানুষেবা যায়" অত্র 'মানুষেরা' ইতি স্থানে 'নর' শব্দস্য কীদৃশং রূপং ব্যবহৃতং ভবতি ?

(খ) "মানুষ দুটির রং শুভ্র" অত্র 'মানুষ দুটির' ইতি স্থানে 'নর'শব্দস্য কিং রূপং ভবতি ?

(গ) "মানুষটির জন্যে জল আন" অত্র 'মানুষটির জন্য' ইতি স্থানে 'নর'শব্দস্য কীদৃশং রূপং সম্ভতি ?

(ঘ) "ওহে মানুষ ! এখানে এস" অত্র 'ওহে মানুষ !' ইতি অস্মিন্ 'নর'শব্দস্য কিং রূপং ভবেৎ ?

গৃহকাজ—শিক্ষকমহাশয় ছাত্রদেব গৃহ হইতে ভালভাবে তৈবী করা 'নব' শব্দটির রূপ লিখিয়া আনিতে নিদেশ দিবেন।

সংস্কৃত গদ্য—পাঠটীকা (৭)

বিদ্যালয়স্য নাম—
বিরলাপুর বিদ্যালয়ঃ
শ্রেণী—দশম
ছাত্রসংখ্যা—চত্বারিংশৎ
সামান্যং বয়স্—পঞ্চদশ+
শিক্ষকস্য নাম—

বিষয়ঃ—সংস্কৃতম্
পাঠ্যবিষয়ঃ—সংস্কৃতগদ্যম্।
অদ্যকারপাঠঃ—
চাসনালাখনিবিপর্যয়ঃ।

উদ্দেশ্যঃ

প্রত্যক্ষঃ—বিহাররাজ্যান্তর্গতধানবাদসমীপে অবস্থিতস্য চাসনালাঽঙ্গারভরণস্থানস্য সাম্প্রতিকবিপর্যয়েন সহ ছাত্রাণাং পরিচিতিঃ, সংস্কৃতভাষয়া সর্ববিধঘটনায়াঃ বর্ণনা প্রকাশঃ বা লীলয়া সম্ভবতি,—ইতি বোধেন সহ ছাত্রাণাং পরিচয়ঃ ; সংস্কৃতভাষা প্রাত্যহিক সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-শিক্ষাগত-সর্ববিধ-সংবাদপরিবেশনে সর্বদৈব সমর্থা ইতি বিষয়ে ছাত্রাণাম্ অবগতিঃ।

পরোক্ষঃ—সংস্কৃতশব্দানাং ধাতূনাং চ প্রয়োগঃ কথং ক্রিয়তে, সংস্কৃতবাক্যগঠনস্য কা রীতিঃ, সংস্কৃতশব্দাদীনাম্ শুদ্ধোচ্চারণম্ কীদৃশম্, অতীব সরলসহজবোধগম্যসংস্কৃত-ভাষয়া বিবিধানাং বিষয়ানাং প্রকাশঃ কথং কর্তুং শক্যতে, বিভিন্নেষু অঞ্চলেষু ঘটিতানাং বিবিধানাং ঘটনানাম্ অবগতিঃ কথং কার্য্যা ইতি।

উপকরণম্—পাঠ্যবিষয়োপযোগিচিত্রাণি কতি (যথা—সংবাদপত্র-প্রকাশিতানি

খনিচিত্রানি যানি উদ্দেশ্যসাধনে সমর্থানি তানি সংগৃহ্য শিক্ষকমহোদয়ঃ শ্রেণীকক্ষে 'ফ্লানেল্ বোর্ড' ইতি নামকে ফলকে স্থানং সময়ং চ বিচার্য্য একৈকশঃ ব্যবহর্তুং শক্নোতি ছাত্রাণাং সুষ্ঠু অবগমনায়।) সাধারণানি উপকরণানি চ।

আয়োজনম্—শিক্ষার্থিণাম্ পূর্বাভিজ্ঞতাং সুষ্ঠু বিচার্য্য পাঠ্যাংশং প্রতি তেষাম্ আগ্রহজাগরণায় কতি প্রশ্নাঃ অত্র ক্রিয়ন্তে :

(১) ভবতাং গৃহে যত্র রন্ধনকার্য্যম্ অনুষ্ঠিতং ভবতি তৎস্থানং কিম্ উচ্যতে ?

(২) রন্ধনকক্ষে (মহানসে) রন্ধনকার্যায় কেন কেন চ দ্রব্যেন নিতবাং প্রয়োজনম্ অস্তি ?

(৩) অগ্নিঃ (তস্মিন কক্ষে) কুত্র প্রজ্বলতি ?

(৪) চুল্ল্যাম্ অগ্নিজ্বলনায় কেন দ্রব্যেন প্রয়োজনম্ অতীব ?

(৫) অংগারঃ যত্র প্রাপ্যতে তৎস্থানং কিম্ উচ্যতে ?

(৬) সাম্প্রতং সংবাদপত্রাদিষু প্রকাশিতায়াঃ স্মরণীয়ায়াঃ একস্যাঃ খনিঘটনায়াঃ উল্লেখং কুরু।

পাঠঘোষণা : অদ্য তাবৎ বিহাররাজ্যে অবস্থিতং ধানবাদং নিকষা 'চাসনালা' ইতি অঙ্গারাকরস্য বিপর্যয়কাহিনী অধুনা উপস্থাপ্যতে।

উপস্থাপনম্ :

বিষয়ঃ	পদ্ধতিঃ
পৃথিব্যাং প্রত্যহং বিচিত্রাঃ ঘটনাঃ ঘটন্তে। কতি ঘটনা আনন্দপ্রদায়িনী কতি চ দুঃখদায়িনী। যদা বয়ম্ আহ্লাদজনকঘটনাং পশ্যামঃ অথবা তাদৃশী ঘটনা যদা কর্ণকুহরং প্রবিশতি সর্বে বয়ং প্রফুল্লিতাঃ, যদা তু দুঃখাত্মকঘটনা আয়াতি তদা আনন্দস্থলং গৃহ্লাতি দুঃখরাশিঃ—ইতি সাধারণানাং জনানাং সবিধে অতীব সত্যম্, ন তু অসাধারণানাম্। কতি দিবসেভ্যঃ পূর্ব্বম্ রেডিও ইতি বেতারযন্ত্রেণ সংবাদপত্রেণ চ জ্ঞাতা অস্মাভিঃ ঈদৃশী একা সমাপত্তিঃ যা নিতরাং দুঃখপূর্ণা। ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দস্য ডিসেম্বরমাসস্য সপ্তবিংশতিদিবসে মধ্যাহ্নকালে প্রায়েণ দ্বিতীয়ঘটিকায়াং বিহাররাজ্যান্তর্গত ধানবাদং নিকষা চাসনালা ইতি	প্রথমত এব শিক্ষকঃ বিষয়স্য আদর্শ-সরবপাঠং প্রদাস্যতি। ছাত্রৈঃ অনুরুদ্ধঃ সঃ অসকৃৎ সরবপাঠং কুর্যাৎ। ছাত্রেষু কতিচন অনন্তরম্ আদিষ্টাঃ ভবিষ্যন্তি সরবপাঠপ্রদানায়। শিক্ষকঃ সর্বদৈব সযত্নং পশ্যেৎ যথা ছাত্রাঃ সর্বে বিষয়ং যত্নেন অবধানেন চ সহ পশ্যন্তি। যদি ছাত্রাঃ মন্যন্তে বিষয়ে অস্তি কশ্চন দুর্বোধ্যশব্দসমূহঃ তদা শিক্ষকঃ তেষাং সাহায্যার্থং তেষামেব পূর্ণসহযোগিতাম্ অবলম্ব্য দুর্বোধ্যান্ বিষয়ান্ (সহজম্ পন্থানম্ অনুসৃত্য) স্পষ্টীকরিষ্যতি। যদি চিত্রাণি মূর্তোপকরণানি ব্যবহৃতানি তর্হি চিত্রাণি দ্বারীকৃত্য প্রশ্নান্ কুর্য্যাৎ। চিত্রাণি যদি ন সন্তি তদা এতে প্রশ্নাঃ পৃষ্টাঃ স্যুঃ :— (১) পৃথিব্যাং কীদৃশী ঘটনা প্রত্যহং পদং করোতি ?

বিষয়ঃ	পদ্ধতিঃ
অঙ্গারাকরঃ অকস্মাৎ সলিলপ্লাবিতঃ। তত্র খনিগর্ভে কার্যরতাঃ বহবঃ শ্রমিকাঃ কতি উচ্চপদস্থাঃ আধিকারিকাঃ চ নিরুপায়াঃ জলপ্লাবনাদ্ অঙ্গারাগারে সমাবদ্ধাঃ। বিহাররাজ্যশাসকঃ কেন্দ্রপরিচালকাঃ চ যথাশক্তি চেষ্টাং কর্তুম্ আরভন্তে স্ম তেষাম্ উদ্ধারায়। খনিগর্ভে আবদ্ধানাং জনানাং শোকার্তানাম্ আত্মীয়ানাম্ মর্মভেদকং শোকক্রন্দনং অদ্য সর্বেষাং দেশানাম্ আবালবৃদ্ধবণিতানাং হৃদয়ং শোকাভিভূতং করোতি। খনিগর্ভস্থ আবদ্ধানাং নরানাং কলত্রেভ্যঃ আত্মীয়েভ্যঃ বা প্রদত্তম্ সহস্ররৌপ্যং সাহায্যরূপেণ। জলপ্লাবনকারণং জ্ঞাতুম্ নির্মিতা একা অনুসন্ধানসমিতিঃ যত্র সভাপতিঃ উজ্জ্বলনারায়ণসিংহঃ, প্রধানঃ ব্যবস্থাপকঃ চ শ্রীকুলবন্তসিংহ মহোদয়ঃ। আমেরিকা রাশিয়া প্রভৃতি দেশাৎ আনীতঃ শক্তিমান্ জলোত্তলনযন্ত্রবিশেষঃ। শাসকানাং চেষ্টায়াঃ ত্রুটিঃ নাস্তি। অস্য জানুয়ারীমাসস্য বিংশতিদিবসে সংবাদপত্রে দৃশ্যতে উদ্ধারকারিণঃ কথং প্রস্তুতাঃ অঙ্গারভরণ-স্থানে অবতারণায়, কথং বা লিফ্‌ট্ ইতি উত্তরণাবতরণযন্ত্রবিশেষম্ অবলম্ব্য অবতরন্তি তে। খনিগর্ভাৎ কতি মৃতদেহাঃ উদ্ধৃতাঃ উপরি আনীতাঃ চঃ। ইয়ং ঘটনা সর্বদা এব ক্লিষ্টদায়িকা মর্মপীড়কা চ নাস্তি তত্র সন্দেহঃ। কুত্র কদা বা বিপদ্ আয়াতি ন কোঽপি জনঃ বিজ্ঞঃ মূর্খঃ বা জানাতি সদা। নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে ইতি সত্যং বচনং স্মরণীয়ম্॥	(২) চাসনালা খনিগর্ভে কস্মিন্ দিনে দুর্ঘটনা জাতা? (৩) দুর্ঘটনায়াঃ কঃ পরিণামঃ? (৪) দুর্গতানাং সাহায্যার্থং কিং কৃতম্ অথবা কা কা ব্যবস্থা অবলম্বিতা? (৫) অনুসন্ধানসমিতিসদস্যদ্বয়স্য নাম কুরু। (৬) খনিগর্ভে উদ্ধারকারিভিঃ কিং দৃষ্টম্ কিং কৃতং চ? অস্মিন পবে কাষ্ঠফলকং *(Black-board)* প্রধানোপকবণরূপেণ শিক্ষকঃ গ্রহীষ্যতি। কাষ্ঠফলককার্যেণ অত্র প্রয়োজনম অস্তি। প্রশ্নোত্তরাদানকালে শিক্ষকঃ যদি চিন্তয়তি অনুভবতি বা যদ্ ছাত্রাঃ বিষয়াববোধে ন সম্যক্ সমর্থাঃ তর্হি তেন বিষয়স্য অধিকং বিস্তৃতং ব্যাখ্যানং করণীয়ম্। সবত্রেব শিক্ষার্থিণাং সক্রিয়-সহযোগিতা কাম্যা। অত্র স্মবণীয়ম্—প্রশ্নদানাবসবে প্রথমত এব শিক্ষকঃ প্রশ্নং শ্রেণীকক্ষে নিক্ষিপেৎ। যে ছাত্রাঃ উত্তরদানে ক্ষমাঃ তে হস্তোত্তলনং করিষ্যন্তি। তেষু কঞ্চিৎ শিক্ষকঃ উত্তরদানায় আদিশতি। যঃ উত্তরদানে অসমর্থঃ সঃ ন তিরস্কৃতঃ উপেক্ষিতঃ বা কদাপি ভবিষ্যতি। সমর্থছাত্রাদ্ উত্তরম্ আদায় অসমর্থং ছাত্রম্ উৎসাহিতং কুর্যাৎ তস্য উত্তরস্য প্রদানায়। আরোহপদ্ধতিম্ অনুসৃত্য শিক্ষকঃ সর্বত্র অগ্রেসরিষ্যতি। সংস্কৃতভাষয়া শিক্ষার্থিণঃ যথা অন্তঃপ্রবৃত্ত্যা উত্তরং দদতি তথা শিক্ষকঃ তেভ্যঃ উৎসাহং প্রদাস্যতি।

অভিযোজনম্—ছাত্রাঃ পঠিতস্য অংশস্য অবধারণে কথং সমর্থাঃ অথবা তেষাং নবলব্ধজ্ঞানং কীদৃশম্ ইতি পরীক্ষিতুং শিক্ষকঃ প্রশ্নান্ এতাদৃশান্ করিষ্যতি :

(ক) "ইতি সাধারণানাং জনানাং সবিধে অতীব সত্যম্ ন তু অসাধারণানাম্" ইতি বাক্যস্য অবিতথঃ অর্থঃ কঃ ?

(খ) খনিগর্ভে যদ্ ঘটিতং তস্য বর্ণনাং সংক্ষেপতঃ সরলয়া ভাষয়া কুরু।

(গ) অস্মাৎ পাঠ্যাংশাৎ কা শিক্ষা প্রাপ্তা ?

গৃহকার্যম্—অদ্য পঠিতাদ্ অংশাদ্ "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে" ইতি অংশবিশেষম্ অবলম্ব্য অস্য ভাবস্য অতীবসহজভাষয়া সম্প্রসারণং কৃত্বা গৃহাদ্ আনয় আগামীকল্যম্—ইতি শিক্ষকঃ সর্বান্ ছাত্রান্ উদ্দিশ্য বদেৎ।

সংস্কৃত পদ্য পাঠটীকা (৮)

বিদ্যালয়—হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল
শ্রেণী—অষ্টম
ছাত্রসংখ্যা—৪০
গড় বয়স—১৩+
সময়—৪০ মিঃ
তারিখ—৫ ৭ '৭৫
শিক্ষক—

বিষয়—সংস্কৃত
সাধারণপাঠ—সংস্কৃত পদ্য
অদ্যকার পাঠ—সংস্কৃতস্তুতিঃ।
(অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী মহোদয়ের "মানমঞ্জরী" নামক গ্রন্থ হইতে বিষয়টি উদ্ধৃত)

উদ্দেশ্য (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)—"সংস্কৃতস্তুতিঃ" অংশটির মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষার উপযোগিতা ও এই ভাষার সঙ্গে বৈদেশিক পণ্ডিতদেরও ঘনিষ্ঠ পরিচিতি সম্পর্কে ছাত্রদের পূর্ণ অবহিত করা এবং সংস্কৃত ভাষার রচনাকৌশল ও ভাষাব্যবহার-রীতির ব্যাপারে তাহাদের পরিচিত করা।

উপকরণ—ভারতবর্ষের মানচিত্র, সংস্কৃতপ্রেমিক বিশিষ্ট কয়েকজন বিদেশী পণ্ডিতের ছবি, এ ছাড়া অত্যাবশ্যক সাধারণ উপকরণ প্রভৃতি।

আয়োজন—ছাত্রদের পূর্ব অভিজ্ঞতা যাচাই করিয়া বর্তমান পাঠের সঙ্গে তাহাদের সংযোগসাধনের উদ্দেশ্যে শিক্ষকমহাশয় কতকগুলি প্রশ্ন করিবেন—

(ক) বাড়ী ভেঙে গেলে তাকে টিকিয়ে রাখতে বাড়ীর মালিক কি করেন ?

(খ) সারানো বা মেরামত কথাটিকে শুদ্ধ বাংলায় কি বলা যায় ?

(গ) সংস্কার কথাটির বিশেষণরূপ কিরূপ হইবে ?

(ঘ) সংস্কৃত কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মনে কি ধরনের অর্থ প্রথমেই ভাসিয়া ওঠে ?

(ঙ) সংস্কৃতভাষা মূলতঃ কোন্ দেশের ভাষা ?

পাঠঘোষণা—ভারতবর্ষের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃতভাষা কেবল ভারতের নয়, বিদেশেরও অসংখ্য মহান্ ব্যক্তিদেব শ্রদ্ধার্ঘ অর্জন করিতেছে, এই সত্যটি তুলিয়া ধরার জন্য স্যার হোরেস হেম্যান উইল্সন রচিত "সংস্কৃতস্তুতিঃ" নামক একটি কবিতা আজ পড়ানো হইবে।

উপাস্থাপন :

বিষয়	পদ্ধতি	সম্ভাব্য উত্তর
ন জানে বিদ্যতে কিং তন্ মাধুর্যমত্র সংস্কৃতে। সর্বদৈব সমুন্মত্তা যেন বৈদেশিকা বয়ম্ ॥ ১ যাবদ্ ভারতবর্ষং —স্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্য-হিমাচলৌ। যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ, তাবদেব হি সংস্কৃতম্ ॥ ২	প্রথমতঃ সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয় খুব সুন্দরভাবে (আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে) কবিতাটির আদর্শ সরব পাঠ দিবেন। ছাত্রদের নিজ নিজ পুস্তকে মনোনিবেশ করিতে বলিবেন। ছাত্রদের মধ্য হইতে দু-চারজনকে কিছু কিছু অংশের সরব পাঠ দিতে বলিবেন। প্রয়োজন হইলে শিক্ষক আরও একবার সবব পাঠ দিবেন। ইহার পব প্রশ্ন করিবেন :	
	(প্রয়োজন-স্থলে সংস্কৃত প্রশ্নের বঙ্গানুবাদ করিয়া দিবেন শিক্ষক)	
	(ক) 'আমি বিষয়টি জানি' অত্র 'জানি' ইতি শব্দস্য কঃ অর্থঃ ?	'বুঝেছি' অথবা 'পরিচয় আছে' ইতি অর্থ বোধ্যতে।
	(খ) তাদৃশঃ অর্থঃ পাঠ্যাংশে কুত্র অস্তি ?	'জানে' ইতি অস্মিন্ স্থানে তাদৃশঃ অর্থঃ অস্তি।
	(গ) মৃৎ+ময়—অত্র পদদ্বয়স্য মিলনাৎ কীদৃশং রূপং ভবতি ?	'মৃন্ময়' ইতি
	মিলনাৎ জাতস্য পদস্য মধ্যে কঃ তাবৎ নবাগতঃ বর্ণঃ ? পাঠ্যাংশে কুত্র বা কস্মিন্ পদে তাদৃশস্য মিলনজাতস্য নবাগতস্য বর্ণস্য আবির্ভাবঃ দৃশ্যতে ?	'ন' কারঃ 'তন্মাধুর্যম্' অত্র (তৎ+মাধুর্যম্'
	(ঘ) অস্মাকং দেশঃ, দেশস্থিতঃ পর্বতঃ নদী চ যাবদ্ এব স্থাস্যন্তি	"যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্যহিমাচলৌ।

বিষয়	পদ্ধতি	সম্ভাব্য উত্তর
	সংস্কৃতভাষা তাবদ্ অবশ্যং স্থাস্যতি ইতি অর্থঃ পাঠ্যাংশে কুত্র দৃষ্টঃ? তাদৃশম্ অংশং পঠ যত্নেন।	যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্॥"
	(ঙ) বিদেশানাং পণ্ডিতাঃ সংস্কৃত-ভাষয়া—দুঃখিতাঃ / আনন্দিতাঃ / প্রমত্তাঃ / অতীব প্রমত্তাঃ (অত্র যদ্ উত্তরং সত্যং তস্য উপরি "√" ইতি চিহ্নং দেহি।	অতীব প্রমত্তাঃ
	(চ) সংস্কৃতে অস্তি—তিক্ততা / মধুরত্বং দুর্বোধ্যত্বম্ (অত্র যদুত্তরং সত্যং তস্য অধঃ-রেখাঙ্কনং কুরু।) (এখানে উপস্থাপন-পর্বে শিক্ষক তাঁর সুবিধামত ফানেল্ বোর্ড বা রোল্ বোর্ড বা সাধারণ বোর্ড ব্যবহার অবশ্যই করিবেন)।	মধুরত্বম্

অভিযোজন ছাত্ররা পাঠ্য বিষয়টি কতখানি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইল, সেইটি জানার উদ্দেশ্যে শিক্ষক কতকগুলি প্রশ্নের অবতারণা করিবেন—

পদ্ধতি	সম্ভাব্য উত্তর
শিক্ষক প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবেন—"সর্বদৈব সমুন্মত্তা" ইত্যত্র কে সমুন্মত্তাঃ? কস্মিন্ তে সমুন্মত্তাঃ?	বৈদেশিকাঃ। সংস্কৃতে।
পরে বলিবেন—সংস্কৃতং কতি বৎসরং যাবদ্ স্থাস্যতি?	যাবদ্ ভারতবর্ষং, বিন্ধ্যহিমাচলৌ গঙ্গা গোদা চ তিষ্ঠন্তি তাবৎ সংস্কৃতং স্থাস্যতি।
ইহার পর বলিবেন—নীচে প্রদত্ত প্রশ্নটির সম্ভাব্য কয়েকটি উত্তর দেওয়া আছে। তন্মধ্যে যেটি ঠিক, তাহার পাশে দেওয়া বন্ধনীর মধ্যে লিখিয়া দাও "অথ কিম্" এই কথাটি। "সংস্কৃতস্তুতিঃ" ইতি পদ্যম্ কম্ অর্থম্ প্রতিপাদয়তি? পাঠ্যং পদ্যং যম্ অর্থম্ প্রতিপাদয়তি সঃ ঈদৃশঃ—	
(১) সংস্কৃতভাষায়াঃ উপযোগিতা [ ]	
(২) সংস্কৃতভাষাং প্রতি স্বদেশবাসিনাং শ্রদ্ধা	
(৩) সংস্কৃতভাষায়াঃ চিরস্থায়িত্বং [ ] ভাষাং প্রতি বিদেশবাসিনাং শ্রদ্ধা চ [ ]	[(৩) অথ কিম্]
(৪) সংস্কৃতভাষাংপ্রতি বৈদেশিকানাং প্রীতিঃ	

গৃহকাজ—ছাত্রেরা গৃহ হইতে পদ্যটির সারাংশ অতি সহজ সংস্কৃতে লিখিয়া আনিবে—এই বিষয়ে শিক্ষক মহাশয় নির্দেশ দিবেন।

ব্যাকরণ পাঠটীকা (৯)

(তুমুন্ প্রত্যয়ের প্রয়োগবিধি)

বিদ্যালয়—	**বিষয়**—সংস্কৃত
শ্রেণী—নবম	বিশেষ বিষয়—সংস্কৃত ব্যাকরণ
ছাত্রসংখ্যা—	**সাধারণ পাঠ**—তুমুন্ প্রত্যয়
গড় বয়স—	**অদ্যকার পাঠ**—তুমুন্ প্রত্যয়ের সাধারণ পরিচয় ও প্রয়োগবিধি।
সময়—	
তারিখ—	
শিক্ষক—	

উদ্দেশ্য—সংস্কৃতে তুমুন্ প্রত্যয়ের ব্যবহারের সাধাবণ কতকগুলি প্রয়োজনীয় নিয়মেব সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করা এব॰ সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠের সপ্রয়োজনত্ব সম্বন্ধে তাহাদের অবহিত করা।

উপকরণ—তুমুন্ প্রত্যয় ব্যবহার সম্পর্কিত ধারণাকে সুস্পষ্ট করার জন্য তুমুন্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ-সংক্রান্ত অতি সহজবোধ্য, পরিচিত প্রয়োজনীয় উদাহরণ সমন্বিত কতকগুলি চার্ট বা রোল্ বোর্ড এবং এ ছাড়া অন্যান্য সাধারণ উপকরণ।

আয়োজন—বর্তমান পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে ছাত্রদের সুষ্ঠুভাবে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে তাহাদের অভিজ্ঞতার পরিসর ও মান জানিতে শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্ন করিবেন :

প্রশ্ন/পদ্ধতি	কাম্য উত্তর
"যে গান গাহিয়া চলিয়া গেল, সে দয়ালু ব্যক্তি, বিজ্ঞান আমাদের পাঠ্য, রঘুদা একজন দক্ষ লাঠিয়াল, এই কাজটা তোমার করণীয়।" ইত্যাদিষু বাক্যেষু 'গাহিয়া - চলিয়া -দয়ালু-পাঠ্য-লাঠিয়াল-করণীয়' প্রভৃতিষু পদেষু ইয়া (গাহ+ইয়া), (চল+ইয়া), আলু (দয়+আলু), য বা ণ্যৎ (পঠ্+ণ্যৎ/য), আল (লাঠি+আল), অনীয় (কৃ+অনীয়) ইত্যাদয়ঃ যে দৃশ্যন্তে তেষাং কিং নাম ব্যাকরণে?	প্রত্যয় ইতি নাম।

প্রশ্ন/পদ্ধতি	অভীষ্ট উত্তর
"আমি কাজ করিতে যাইব অথবা রাম পড়িতে যাইবে" ইত্যাদিষু বাক্যেষু কঃ কর্তা? কতি ক্রিয়াঃ তত্র সন্তি? কাঃ তাঃ? 'করিতে' ইতি ক্রিয়য়া সহ 'যাইব' ইতি ক্রিয়ায়াঃ অথবা 'পড়িতে' ইতি ক্রিয়য়া সহ 'যাইবে' ইতি ক্রিয়ায়াঃ কিং পার্থক্যম্? কস্যাঃ ক্রিয়ায়াঃ কীদৃশং স্থানম্ অত্র?	'আমি' 'রাম' চ। প্রথম বাক্যে ক্রিয়াদ্বয়ং দ্বিতীয়বাক্যে চ ক্রিয়াদ্বয়ম্। 'করিতে যাইব' চ। 'পড়িতে যাইবে' চ। করিতে ইতি ক্রিয়ায়াম্ 'ইতে' ইতি প্রত্যয়ঃ অস্তি ('করার জন্য' ইতি অর্থে), 'যাইব' অত্র 'ব' প্রত্যয়ঃ (ভবিষ্যৎকালার্থে)। 'পড়তে' ইতি ক্রিয়ায়াং 'তে' ইতি প্রত্যয়ঃ ('পড়ার জন্যে' ইতি অর্থে)। 'যাবে'— অত্র 'ব' প্রত্যয়ঃ (ভবিষ্যৎকালার্থে)। "যাইব অথবা যাইবে" ইতি প্রধান ক্রিয়া। "করিতেঅথবা পড়িতে" ইতিপ্রয়োজনার্থক বা হেত্বর্থক বা নিমিত্তার্থ-বোধক ক্রিয়া।

পাঠঘোষণা—দুই ক্রিয়ার কর্তা একজন হইলে এবং উভয় ক্রিয়ার মধ্যে নিমিত্তার্থবোধক ক্রিয়ার সঙ্গে যে প্রত্যয় হয়, তাহাকে বলে তুমুন্ প্রত্যয়। আজ এই তুমুন্ প্রত্যয় লইয়া আমাদের আলোচনা এখন শুরু হইতেছে।

প্রশ্ন/পদ্ধতি	অভীষ্ট উত্তর
উপস্থাপন—শিক্ষক মহাশয় প্রথম চার্টটি খুলিয়া দেওয়ালে টাঙাইবেন এবং ছবিটি দেখাইয়া (পুস্তক হাতে বিদ্যালয়ে গমনরত ছাত্রের ছবি) প্রশ্ন করিবেন :	
(১) চিত্রে কঃ দৃশ্যতে?	একঃ বালকঃ, তস্য হস্তে পুস্তকম্।
(২) বালকঃ পুস্তকং গৃহীত্বা কুত্র গচ্ছতি?	বিদ্যালয়ং গচ্ছতি।
(৩) কথং বিদ্যালয়ং গচ্ছতি	পঠনায় গচ্ছতি।
(৪) 'পঠনায় গচ্ছতি' অত্র কা নিমিত্তার্থবোধকক্রিয়া?	পঠনক্রিয়া।
(৫) অতঃ কুত্র তুমুন্ প্রত্যয়স্য প্রয়োগঃ সম্ভবতি?	পঠনরূপায়াং ক্রিয়ায়াম্।
(৬) পঠনক্রিয়ায়াঃ প্রধানঃ ধাতুঃ কঃ? শিক্ষক ইহার পর বলিবেন (সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াও দিবেন) 'পঠ্' ধাতুনা সহ তুমুন্ প্রত্যয়স্য যোগাৎ রূপং ভবতি 'পঠিতুম্' ইতি (পঠ্+তুমুন্); তখন জিজ্ঞাসা	পঠ্ ইতি। (তুমুন্ – তুম্) = উন্। তুম্ অস্তি। উ নাস্তি, ন্ নাস্তি চ

প্রশ্ন/পদ্ধতি	অভীষ্ট উত্তর
করবেন—পঠিতুম্ পদে 'তুমুন' ইতি শব্দস্য কঃ কঃ বর্ণঃ নাস্তি, কঃ কঃ বর্ণঃ অস্তি চ ?	
তর্হি ধাতুনা সহ অস্য প্রত্যযস্য সংযোগাৎ পর' তুমুন ইতি শব্দস্য কঃ কঃ বর্ণঃ লুপ্তঃ ভবতি ?	'মু' ইত্যস্য 'উ' বর্ণঃ লুপ্তঃ ভবতি। অন্ত্য 'ন' চ লুপ্তঃ ভবতি।

পদ্ধতি	উত্তর
অপর একটি চার্ট খুলিয়া শিক্ষক কযেকটি বাক্য দেখাইবেন। যেমন,	
(ক) বিদ্যালয' গন্তু' কালঃ অযম।	বিদ্যালযে যাইবার এইটি সময়।
(খ) পঠিতুম সময়ঃ।	এখন (ইহা) পডিবার সময।
(গ) খাদিতুম অয' অবসরঃ।—শিক্ষক তখন ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করিবেন—	ইহা খাইবার সময।
(ক) প্রথমবাক্যস্য কঃ অর্থঃ ?	
(খ) দ্বিতীযবাক্যস্য কীদৃশঃ অর্থঃ ?	
(গ) তৃতীযবাক্যস্য কঃ অর্থঃ ?	
ইহার পর জিজ্ঞাসা করিবেন—	
অত্র বাক্যত্রযে কস্মিন শব্দে অর্থসাদৃশ্যম অস্তি সর্বত্র ? অথবা অস্মাদ্ বাক্যত্রযাদ্ ঈদৃশানা' ত্রযাণাং শব্দানাম উল্লেখ' কুরু যেষাম্ অর্থঃ ত্রিষু স্থানেষু এব অভিন্নঃ।	কাল, সময, অবসর ইতি শব্দত্রয়ে "সময়ঃ" ইতি অর্থঃ প্রতিভাতি। "গন্তুম, পঠিতুম, খাদিতুম" ইতি ত্রিষু শব্দেষু চ "তে" (যাইতে, পডিতে, খাইতে) ইতি একঃ অর্থঃ অস্তি।
শিক্ষক তখন ছাত্রদের পূর্ণ সহযোগিতা নিযে বলিবেন যে, গন্তুম্-পঠিতুম-খাদিতুম্ ইত্যত্র নিমিত্তার্থবোধকঃ তুমুন্ প্রত্যয়ঃ দৃশ্যতে। কালঃ-সময়ঃ-অবসরঃ ইতি শব্দানাং প্রয়োগঃ প্রমাণীকরোতি অত্র যৎ কালবাচকশব্দযোগাৎ ক্রিয়য়া সহ তুমুন্ প্রত্যয়ঃ যুক্তঃ ভবতি।	

পদ্ধতি	উত্তর
ইহার পর আর একটি চার্ট খুলিয়া শিক্ষক কতকগুলি উদাহরণ দেখাইবেন। যেমন, বালকঃ গন্তুং সমর্থঃ। রামঃ ভোক্তুম্ ক্ষমঃ। বালিকা নর্ত্তিতুং নিপুণা। গীতা গাতুং কুশলা। প্রভাতঃ দ্রষ্টুম্ অলম্। জয়দেবঃ বক্তুং পটুঃ। তারপর শিক্ষক জিজ্ঞাসা করবেন—বাক্যানাম্ এষাম্ কঃ কঃ বঙ্গার্থঃ ?	বালকটি যাইতে সমর্থ, রাম খাইতে সক্ষম, বালিকাটি নাচিতে দক্ষ, গীতা গানে নিপুণ, প্রভাত দেখিতে সমর্থ, জয়দেব বলিতে পটু ইত্যাদয়ঃ।
তারপর জিজ্ঞাসা করিবেন—এষাং বাক্যানাম্ অন্তে কীদৃশাঃ শব্দাঃ ব্যবহৃতাঃ ?	সমর্থঃ, ক্ষমঃ, নিপুণা, কুশলা, অলম্, পটুঃ প্রভৃতয়ঃ।
ইহার পর শিক্ষক প্রশ্ন করিবেন: এতানি বাক্যানি কিং প্রমাণী কুর্ব্বন্তি ?	সমর্থ, ক্ষম, নিপুণ, কুশল, অলম্, পটু প্রভৃতি শব্দযোগেন অপি ধাতুভিঃ সহ তুমুন প্রত্যয়ঃ যুক্তঃ ভবতি।
তখন শিক্ষক ছাত্রদের সাহায্যে বোর্ডে লিখিবেন যে, সমর্থার্থকশব্দযোগাদ্ অপি ধাতুভিঃ সহ তুমুন্প্রত্যয়ঃ সংযুক্তঃ ভবতি। ছাত্রেরা যাহাতে বোর্ডের লেখাটি নিজেদের খাতায় লিখিয়া লয়, শিক্ষক সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি রাখিবেন।	
অপর আর একটি চার্ট খুলিয়া শিক্ষক কতকগুলি উদাহরণ দেখাইবেন— (ক) শ্যামঃ জ্ঞাতুম্ (জ্ঞা+তুমুন্) ইচ্ছতি। (খ) রাজা দাতুম্ (দা+তুমুন্) ইচ্ছতি। (গ) অর্থী অর্থং লব্ধুম্ (লভ্+তুমুন্) ইচ্ছতি।	
শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিবেন: এষাং বাক্যানাম্ অন্তে কিং ক্রিয়াপদং দৃশ্যতে ? তর্হি অত্র কস্মিন্ স্থানে কস্মিন্ অর্থে বা তুমুন্ প্রত্যয়স্য প্রয়োগঃ ?	"ইচ্ছতি" ইতি ক্রিয়াপদম্। ইচ্ছার্থক ধাতুযোগে তুমুন্প্রত্যয়স্য প্রয়োগঃ সম্ভবতি।
আর একটি চার্ট খুলিয়া শিক্ষক পুনরায় কতকগুলি বাক্য দেখাইবেন—	

পদ্ধতি	উত্তর
(ক) সঃ হসিতুম্ (হস্+তুমুন্) শক্নোতি। (খ) বালিকা সেবিতুম্ (সেব্+তুমুন্) জানাতি। (গ) শিক্ষকঃ প্রশ্নং প্রষ্টুম্ (প্রচ্ছ্+তুমুন্) আরভতে। (ঘ) মাতা বিপত্তিং দ্রষ্টুম্ (দৃশ্+তুমুন্) ন সহতে।	
শিক্ষক বাক্যগুলি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন—এতেষাং বাক্যানাম্ অন্তে কিং কিং ক্রিয়াপদম্ অস্তি? তখন শিক্ষক ছাত্রদের পূর্ণ সহযোগিতা-অবলম্বনে এই নিয়মে উপনীত হইবেন যে, এ সকল ধাতুর যোগেও তুমুন্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ সম্ভব। ছাত্ররা যাহাতে এই নিয়মটি লিখিয়া লয়, সেইদিকে সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।	শক্নোতি, জানাতি, আরভতে, সহতে ইত্যাদীনি।
ইহার পর শিক্ষক বোর্ডে দুইটি বাক্য লিখিবেন :	
(ক) পাচকঃ পক্তুং রন্ধনগৃহং যাতি। (পক্তুম্—পচ্+তুমুন্)	রাঁধুনী রান্না করিতে রান্নাঘরে যাইতেছে।
(খ) শিক্ষকঃ পাঠায় পঠনার্থং বা ছাত্রম্ আদিশতি।	শিক্ষক ছাত্রকে পড়িতে (পড়ার জন্যে) আদেশ করিতেছেন।
বাক্য দুইটির অর্থ তিনি জানিতে চাহিবেন। অর্থ জানিবার পর শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিবেন—	
প্রথম বাক্যে কঃ কর্তা? কা কা ক্রিয়া?	পাচকঃ ইতি কর্তা। ক্রিয়াদ্বয়ম্—পক্তুম্ যাতি চ।
দ্বিতীয় বাক্যে কঃ কর্তা? কা কা চ ক্রিয়া?	শিক্ষকঃ ইতি কর্তা। পাঠায় পঠনার্থং বা আদিশতি চ ইতি ক্রিয়াদ্বয়ম্।
প্রথমবাক্যে কঃ পচতি কঃ চ যাতি?	পাচকঃ পচতি, পাচকঃ চ যাতি।
দ্বিতীয় বাক্যে কঃ পঠতি কঃ চ আদিশতি।	ছাত্রঃ পঠতি শিক্ষকঃ চ আদিশতি।

পদ্ধতি	উত্তর
তর্হি উচ্যতাম্—প্রথম বাক্যে কতি কর্তা কতি চ ক্রিয়া ?	কর্তা একঃ। ক্রিয়া দ্বিবিধা—পঠতি যাতি চ।
দ্বিতীয় বাক্যে তর্হি কতি কর্তা কতি চ ক্রিয়া ?	কর্তা দ্বিবিধঃ—শিক্ষকঃ ছাত্রঃ চ। ক্রিয়া দ্বিবিধা—পঠনক্রিয়া আদেশক্রিয়া চ।
দ্বিতীয় বাক্যে কঃ কর্তা কাং ক্রিয়াম্ অনুতিষ্ঠতি ?	শিক্ষকঃ আদেশক্রিয়াম্ অনুতিষ্ঠতি। ছাত্রঃ পঠনক্রিয়াম্ অনুতিষ্ঠতি।
প্রথমবাক্যে "পক্তুম্" ইত্যত্র কস্য প্রত্যয়স্য ব্যবহারঃ দৃশ্যতে ?	তুমুন প্রত্যয়স্য ব্যবহারঃ দৃশ্যতে।
দ্বিতীয়বাক্যে "পঠনায়" ইত্যত্র কস্য প্রয়োগঃ ?	পঠনশব্দস্য চতুর্থীবিভক্তেঃ একবচনস্য প্রয়োগঃ।
প্রথম বাক্যেন সহ দ্বিতীয়বাক্যস্য কিং পার্থক্যম্ ?	প্রথমবাক্যস্য কর্তা একঃ। ক্রিয়া দ্বিবিধা। তত্র তুমুন্ প্রত্যয়স্য প্রয়োগঃ অস্তি। দ্বিতীয়বাক্যে কর্তা দ্বিবিধঃ। ক্রিয়া চ দ্বিবিধা। তুমুন্ প্রত্যয়স্য প্রয়োগঃ নাস্তি।
তখন শিক্ষক ছাত্রদের পূর্ণ সহযোগিতায় এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবেন যে, যেখানে কর্তা একজন এবং ক্রিয়া দুইটি, সেইখানে অসমাপিকা ক্রিয়াটিতে তুমুন্ প্রত্যয় যুক্ত হইবে এবং যেখানে দুইটি ক্রিয়ার কর্তা একজন নয়, সেখানে অসমাপিকা ক্রিয়াতে তুমুন্ না হইয়া অনট্ প্রত্যয়যুক্ত হয় এবং প্রত্যয়যুক্ত পদটি বিশেষ্য পদ হিসাবে ব্যবহৃত হয় (পঠ্+অনট্=পঠন)। বিশেষ্য পদটির চতুর্থী বিভক্তির একবচন অথবা পদটির সঙ্গে অর্থম্ শব্দ যুক্ত করিয়া একবচনে প্রযুক্ত হয়। সকল ছাত্র সম্যক্ অনুধাবনের পর এই নিয়মসমূহ নিজ নিজ খাতায় তুলিয়া লইবে এবং শিক্ষক সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইবেন।	

উপস্থাপনের শেষ পর্বে তুমুন্ প্রত্যয়যুক্ত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ধাতুর রূপসম্বলিত একটি চার্ট শিক্ষক ছাত্রদের সম্মুখে প্রদর্শন করিবেন।

অভিযোজন—তুমুন্‌প্রত্যয়প্রয়োগবিধি ছাত্ররা কতখানি বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে এবং বিধিসমূহকে বাস্তবে প্রয়োগ করিতে সমর্থ কি না, সে বিষয়ে পরীক্ষা করিবার জন্য শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্ন করিবেন—

(১) তুমুন্‌প্রত্যয়স্য কুত্র কুত্র প্রয়োগঃ সম্ভবতি ?

(২) নিম্নস্থিতানাং বাক্যানাং মধ্যে যত্র যত্র ভ্রমঃ অস্তি তস্য তস্য সংশোধনং কুরু যত্র যত্র ভ্রমঃ নাস্তি তস্য তস্য পার্শ্বে "√" ইতি চিহ্নং দেহি।

(ক) অহং সমর্থঃ কার্যং করিতুম্। (খ) শিশুঃ শয়িতুম্ আগচ্ছতি।

(গ) তে দর্শিতুম্ ইচ্ছন্তি। (ঘ) বাজা ব্রাহ্মণায় ভোক্তুম্ অন্নং দদাতি।

(ঙ) যঃ গায়িতুম্ শক্নোতি। (চ) মহ্যং পানায় জলং দেহি।

(ছ) দ্রব্যম্ গ্রহীতুম্ আগচ্ছতি সা।।

গৃহকর্ম—শিক্ষক ছাত্রদের নীচের বাক্যগুলিকে সংস্কৃত ভাষায় (তুমুন্ প্রত্যয় প্রয়োগ করিয়া) অনুবাদ করিয়া আনিতে বলিবেন। আমরা পড়িতে যাইব, এখন ভ্রমণের সময়, ধনী দরিদ্রকে ধন দিতে চায়, তাহাবা খেলিতে পারে, সাধুরা নদীতে স্নান করিতে যাইতেছে।

(বিঃ দ্রঃ—তুমুন্ প্রত্যয়ের উপর এধরনের পরিকল্পনাকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইটি ঘণ্টায় অর্থাৎ দুইটি পিরিয়ডে পড়ানো উচিত।)

পাঠটীকা (১০)

বিদ্যালয়—হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল	**বিষয়**—সংস্কৃত
শ্রেণী—সপ্তম	**সাধারণ পাঠ**—সংস্কৃত গদ্য
ছাত্রসংখ্যা—৩৫	**বিশেষ পাঠ**—'প্রভাতবর্ণনম্'
ছাত্রদের গড় বয়স—১২ বৎসর+	(শ্রীরঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত
সময়—৪০ মিঃ	'সংস্কৃতভাষাপ্রবেশঃ' নামক গ্রন্থ
তারিখ—২১.৮.'৭৬	হইতে গৃহীত)
শিক্ষক—শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য	**অদ্যকার পাঠ**—সমগ্র অংশ

উদ্দেশ্য :

(প্রত্যক্ষ)—বিষয়বস্তুর সহিত ছাত্রদের পরিচিত করা এবং বিষয়াবধারণে অথবা বিষয়ের আয়ত্তীকরণে তাহাদিগকে সক্ষম করিয়া তোলা।

(পরোক্ষ)—সংস্কৃত ভাষার প্রতি ছাত্রদের সমাকৃষ্ট করা এবং ভাষার প্রয়োগক্ষেত্রে তাহাদিগকে সমর্থ করিয়া তলা।

উপকরণ—বিষয়ানুগ একটি চিত্র এবং শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণাদি।

আয়োজন—ছাত্রদের পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কয়েকটি প্রশ্ন করা হইবে :

(ক) কস্মিন্ সময়ে চন্দ্রঃ প্রতিভাতি ?

(খ) চন্দ্রস্য কিং কার্যম্ ?

(গ) চন্দ্রস্য অনুপস্থিতিঃ কদা অনুভূয়তে ?

(ঘ) পেচকঃ কদা ন বহিঃ গচ্ছতি ?

(ঙ) সূর্যস্য আবির্ভাবঃ কদা ভবতি ?

(চ) দিবাভাগস্য প্রথমার্দ্ধস্য কিং নাম ?

পাঠঘোষণা—অদ্য 'প্রভাতবর্ণনম্' ইতি গদ্যাংশং পাঠয়ামি ইতি শিক্ষকঃ পাঠঘোষণাং করিষ্যতি।

উপস্থাপন—এই স্থলে শিক্ষক প্রথমতঃ সরবে গদ্যাংশটির আদর্শ পাঠ দিবেন এবং ছাত্রদের সুবিধার্থে একাধিকবারও পাঠ দিতে পারেন। শিক্ষকের পাঠের সময় ছাত্রেরা নিজ নিজ গ্রন্থে উক্ত অংশটির প্রতি সতর্ক দৃষ্টিপ্রদানপূর্বক্ অভিনিবেশ-সহকারে শিক্ষকের পাঠ শ্রবণ করিতেছে কি না, সেইদিকেও শিক্ষক নজর রাখিবেন। পরে ছাত্রদের মধ্য হইতে চারি-পাঁচজনকে কিছু কিছু অংশ সরবে পাঠ করিতে বলিবেন। প্রয়োজনমত উচ্চারণাদিক্ষেত্রে তাহাদিগকে উপযুক্ত সাহায্য প্রদান করিবেন। ইহার পর ছবি দেখাইয়া তিনি প্রশ্ন করিবেন :

(ক) চিত্রে কঃ দৃশ্যতে ? (উত্তর—সূর্যঃ)

(খ) উদ্যানে কানি দৃশ্যন্তে ? (উত্তর—পুষ্পাণি)

(গ) কে মধু পিবন্তি ? (উত্তর—মধুকরাঃ)

(ঘ) কে ক্ষেত্রং গচ্ছন্তি ? (উত্তর—গোপালাঃ)

ইহার পর শিক্ষক পাঠ্যাংশ হইতে ছোট ছোট প্রশ্ন করিবেন এবং ছাত্রদের বোর্ডে সেইগুলি লিখিতে বলিবেন :

(ক) শব্দানাং বঙ্গার্থান্ বদত—রমণীয়ম্, মন্দং মন্দম্, গত্বা, দিশি, নীড়ান্।

(খ) বায়ুঃ কীদৃশং বহতি ?

(গ) সূর্যঃ কুত্র উদেতি ?

(ঘ) বিহগাঃ কিং কুর্বন্তি ?

(ঙ) পূণ্যার্থিনঃ স্নানায় কুত্র গচ্ছন্তি ?

(চ) "বায়ুর দ্বারা শরীর শীতল হয়" ইতি বাক্যেন সহ পাঠ্যাংশস্য কস্য বাক্যস্য সাদৃশ্যং বিদ্যতে ?

(ছ) "ছাত্রেরা পড়িতেছে" ইতি বাক্যেন সহ কস্য সংস্কৃতবাক্যস্য সাদৃশ্যম্ অস্তি ?

অভিযোজন—অদ্যকার পাঠ ছাত্ররা কতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্ন করিবেন :

পাঠ্যাংশম্ অবলম্ব্য উত্তরং যচ্ছত :

(ক) কীদৃশী রজনী ?

(খ) দিশঃ কেন পূর্ণাঃ ?

(গ) —— নীডান্ —— (শূন্যং স্থানং পূর্ণং কুরু)

(ঘ) পশ্চিমায়াম্/পূর্বস্যাং সূর্যঃ উদেতি (অশুদ্ধম্ অংশং পরিহর)

(ঙ) পুণ্যার্থিনঃ/পুণ্যার্থীনঃ স্নানায় গচ্ছন্তি (শুদ্ধম্ অংশং রেখাঙ্কিতং কুরু)

(চ) মধু যে গৃহ্ণন্তি তেষাং কিং নাম ?

(ছ) "প্রাতঃকাল বড় সুন্দর" ইত্যস্য সংস্কৃতভাষয়া প্রকাশং কুরু।

(প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রশ্নাদির বঙ্গানুবাদ করিয়া দিতে হইবে)

গৃহকর্ম—সহজেন সংস্কৃতেন প্রভাতকালস্য বর্ণনাং কুরুত।

পাঠটীকা (১১)

বিদ্যালয়—	**বিষয়**—সংস্কৃত
শ্রেণী—সপ্তম	**সাধারণ পাঠ**—সংস্কৃত ব্যাকরণ
ছাত্রসংখ্যা—	**বিশেষ পাঠ**—ক্রিয়াপদের ব্যবহার
ছাত্রদের গড় বয়স—	**অদ্যকার পাঠ**—
সময়—৪০ মিঃ	(গম্, দৃশ্, পঠ্ ও লিখ্ ধাতুর লটের প্রয়োগ)
তারিখ—	
শিক্ষক—	

উদ্দেশ্য—সংস্কৃত ব্যাকরণে নির্দিষ্ট কয়েকটি ধাতুর লটের প্রয়োগবিধি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে অবহিত করা এবং সংস্কৃতব্যাকরণ পাঠের উপযোগিতা সম্পর্কে তাহাদিগকে সজাগ করা।

উপকরণ—শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণাদি।

আয়োজন—শিক্ষার্থীদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রশ্ন করা হইবে :

(ক) বালকটি যায়, সে দেখে, আমি করি, তাহারা খেলে, আমরা লিখি—অত্র 'যায়', 'দেখে', 'করি', 'খেলে', 'লিখি' ইত্যাদীনাং পদানাং ব্যাকরণে কিং নাম ?

(খ) আমি গিয়াছিলাম এবং আমি যাই—অস্মিন্ বাক্যদ্বয়ে ক্রিয়াদ্বয়স্য "গিয়াছিলাম—যাই" মধ্যে কিং পার্থক্যম্ ?

(গ) সে যাইবে এবং সে যায় অত্র—'যাইবে ও যায়' ইতি ক্রিয়াদ্বয়স্য মধ্যে কীদৃশং পার্থক্যম্ ?

পাঠঘোষণা—সংস্কৃত ব্যাকরণে বর্তমানকালকে লট্ হিসাবে, অতীতকালকে লঙ্ হিসাবে এবং ভবিষ্যৎকালকে লৃট্ হিসাবে প্রকাশ করা হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রত্যেকটি ধাতুর (ক্রিয়ার) দশটি ল-কারের মধ্যে লট্ একটি অন্যতম ল-কার। ইহার প্রয়োগ বর্তমানকাল অর্থে। আজ গম্ (যাওয়া অর্থে), দৃশ্ (দেখা অর্থে), পঠ্

(পড়া অর্থে) ও লিখ্ (লেখা অর্থে) ধাতুগুলির লট্-এর প্রয়োগ আমরা জানিব—এই বলিয়া শিক্ষক মহাশয় পাঠঘোষণা করিবেন।

উপস্থাপন—নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে শিক্ষকমহাশয় পাঠকার্যে অগ্রসর হইবেন।

(ক) 'বালকঃ গচ্ছতি' অত্র কতি বালকাঃ ? 'গচ্ছতি' ইতি গম্ ধাতোঃ অন্তর্গতঃ।

(খ) তর্হি 'গচ্ছতি' ইত্যস্য কঃ অর্থঃ ?

(গ) 'গচ্ছতি' ইত্যস্য কস্মিন পুরুষে, কস্মিন বচনে চ প্রয়োগঃ ? ('বালকঃ' ইতি পদম্ অবলম্ব্য উত্তরং দেহি।)

(ঘ) 'আবাম্ পশ্যাবঃ' অত্র কর্তুঃ কা সংখ্যা 'পশ্যাবঃ' ইতি দৃশ্ ধাতোঃ অন্তর্গতঃ।

(ঙ) তর্হি "পশ্যাবঃ" ইত্যস্য কঃ অর্থঃ ?

(চ) "পশ্যাবঃ" ইত্যস্য কস্মিন পুরুষে, কস্মিন্ বচনে চ প্রয়োগঃ ? ('আবাম্' ইতি পদম্ অবলম্ব্য উত্তরং দেহি।)

(ছ) "ত্বম্ পঠসি" অত্র কর্তুঃ কতি সংখ্যা—"পঠসি" ইত্যস্য কস্মিন পুরুষে কস্মিন বচনে চ প্রয়োগঃ ? (ত্বম ইতি অবলম্ব্য উত্তরং দেহি।)

(জ) "তৌ লিখতঃ"—অত্র কর্তুঃ কঃ পুরুষঃ, কিং বচনঞ্চ ?

(ঝ) "লিখতঃ"—লিখ্ ধাতোঃ অত্র কস্মিন পুরুষে কস্মিন্ বচনে চ প্রয়োগঃ ?

(ঞ) "মুনয়ঃ পশ্যন্তি"—অত্র কঃ কর্তা ? তস্য কঃ পুরুষঃ কিং চ বচনম্ ?

(ট) তর্হি "পশ্যন্তি" ইতি দৃশ্ ধাতোঃ কস্মিন বচনে চ প্রয়োগঃ ?

(ঠ) যুবাম্ পঠসি—'যুবাম্' ইত্যস্য কঃ অর্থঃ ?

(ড) "পঠসি" ইত্যস্য পঠ্ ধাতোঃ কস্মিন্ পুরুষে কস্মিন বচনে চ প্রয়োগঃ ?

(ঢ) "বয়ম্ গচ্ছামঃ"—অত্র কর্তুঃ পুরুষং, বচনং চ বদ।

(ণ) "গচ্ছামঃ" ইত্যস্য তর্হি কস্মিন্ পুরুষে কস্মিন্ বচনে চ প্রয়োগঃ ?

ইহার পর শিক্ষক মহাশয় গম্, দৃশ্, পঠ্ ও লিখ্ ধাতুসমূহের কেবলমাত্র লট্-এর রূপগুলি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করিয়া পড়াইয়া দিবেন। সুকুমারমতি চঞ্চলহৃদয় শিক্ষার্থীদের এইরূপ ধাতুপাঠে আগ্রহবর্ধনের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ ছড়াটি শিক্ষার্থীদের সম্মুখে তুলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইহার দ্বারা ধাতুরূপগুলি শিক্ষার্থীরা সহজেই স্মৃতিপটে ধরিয়া রাখিতে পারিবে। যেমন :

"গচ্ছতি গচ্ছতঃ গচ্ছন্তি
রান্নায় লাগে খন্তি।
গচ্ছসি গচ্ছথঃ গচ্ছথ
রাম সীতার প্রাণনাথ।
গচ্ছামি গচ্ছাবঃ গচ্ছামঃ
অভ্যাস কর সংযম।"

এই পর্বেই বোর্ডের কাজ চলিবে।

অভিযোজন—ধাতুরূপগুলির লট্-এর প্রয়োগসম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা-পরীক্ষার নিমিত্ত নিম্নরূপ প্রশ্ন করা যাইতে পারে।

(ক) নরাঃ — (শূন্যং পূর্ণং কুরু।)

(খ) গচ্ছামঃ তে (শুদ্ধম্ অশুদ্ধং বা বদ, কারণং চ লিখ।)

(গ) "তোমরা দেখ" (সংস্কৃত ভাষয়া অনুবাদং কুরু।)

(ঘ) "আমরা দুইজন লিখি" (সংস্কৃতভাষয়া অনুবাদং কুরু।)

(ঙ) পুস্তকং — ছাত্রাঃ (শূন্যং পূর্ণং কুরু।)

(চ) গচ্ছতি গচ্ছসি ত্বম্ (রেখাঙ্কিতস্য পদদ্বয়স্য মধ্যে শুদ্ধস্য পদস্য পার্শ্বে '√' ইতি চিহ্নং দেহি)

(ছ) "আমি দেখি" অত্র 'দেখি' ইত্যস্য স্থানে "পশ্যতি, পশ্যথ, পশ্যামি" ইতি রূপাণাং মধ্যে কস্য রূপস্য প্রয়োগঃ ভবিষ্যতি, কথং বা ?

গৃহকর্ম—সংস্কৃত ভাষয়া অনুবাদং কুরু : সে পড়ে, তাহারা দেখে, *He writes,* আমি যাই, তোমরা লিখিতেছ, *We, the two, are going*, তাহারা দুইজন পড়িতেছে, তোমরা দুইজন পড, *They go.*

সংস্কৃত পাঠটীকা (১২)

ততস্তেন নকুলেন বালকসমীপমাগতঃ কৃষ্ণসর্পো ব্যাপাদিতঃ খণ্ডিতশ্চ। অথাসৌ নকুলো ব্রাহ্মণমায়ান্তমবলোক্য রক্তবিলিপ্তমুখপাদঃ সত্বরমুপগম্য ব্রাহ্মণস্য চরণয়োর্লুলোঠ। ততোঽসৌ ব্রাহ্মণস্তথাবিধং নকুলং দৃষ্ট্বা, মম পুত্রোঽনেন ভক্ষিত ইত্যবধার্য তং ব্যাপাদিতবান্। অনন্তরং যাবদসাবুপসৃত্য পশ্যতি ব্রাহ্মণস্তাবদ্ বালকঃ সুপ্তঃ, সর্পশ্চ ব্যাপাদিতস্তিষ্ঠতি।

যোঽর্থতত্ত্বমবিজ্ঞায় ক্রোধস্যৈব বশংগতঃ।
স তথা তপ্যতে মূঢো ব্রাহ্মণো নকুলাদ্ যথা॥

কালাঙ্কঃ—	**বিষয়ঃ**—সংস্কৃতম্
বিদ্যালয়ঃ—	**বিশেষবিষয়ঃ**—সংস্কৃতগদ্যম্("ব্রাহ্মণ-নকুল-কৃষ্ণসর্পকথা।")
শ্রেণী—নবম	**পাঠক্রমঃ**—
অধ্যেতৃসংখ্যা—	(ক) অস্ত্যুজ্জয়িন্যাং মাধবো...... তথা কৃত্বা গতঃ
ছাত্রাণাং সাধারণং বয়ঃ—	*(খ) ততস্তেন নকুলেন......... ব্রাহ্মণো নকুলাদ্ যথা
সময়ঃ—	**অদ্যকারস্য পাঠ**—(খ) অংশঃ
শিক্ষকস্য নাম—	

উদ্দেশ্যম্—পাঠ্যবিষয়েন সহ ছাত্রাণাং সম্যক্ পরিচয়ঃ, সংস্কৃতভাষাং প্রতি তেষাং শ্রদ্ধাবর্ধনং, সংস্কৃতভাষাপ্রয়োগে চ তেষাং নৈপুণ্যার্জনম্।

উপকরণম্—শ্রেণীকক্ষস্য সাধারণানি উপকরণানি।

আয়োজনম্—পূর্বাভিজ্ঞতাপরীক্ষণার্থং নিম্নলিখিতাঃ প্রশ্নাঃ প্রষ্টব্যাঃ :—

(ক) কিং নাম আসীৎ ব্রাহ্মণস্য ?

(খ) কস্মাদেব তস্য দাতুমাহ্বানমাগতম্ ?

(গ) আহ্বানং প্রাপ্য সঃ কিম্ অচিন্তয়ৎ ?

(ঘ) উদ্দেশ্যসাধনায় সঃ পর্যবসানে কিং করোতি স্ম ?

উপস্থাপনম্ঃ

বিষয়ঃ	পদ্ধতিঃ	সম্ভাব্যম্ উত্তরম্
ততস্তেন নকুলেন বালকসমীপমাগতঃ কৃষ্ণসর্পো ব্যাপাদিতঃ খণ্ডিতশ্চ। অথাসৌ নকুলো ব্রাহ্মণমায়ন্তম্ অবলোক্য .... অনন্তরং যাবদসাবুপসৃত্য পশ্যতি ব্রাহ্মণস্তাবদ্ বালকঃ সুপ্তঃ সর্পশ্চ ব্যাপাদিতস্তিষ্ঠতি। যোঽর্থতত্ত্বমবিজ্ঞায় ক্রোধস্যৈব......... মূঢ়ো ব্রাহ্মণো নকুলাদ্ যথা।	(শিক্ষকমহোদয়ঃ সর্বত্রৈব ছাত্রাণাং সক্রিয়াং সহযোগিতাম্ অবলম্ব্য তেষাম্ আগ্রহসংবর্দ্ধনপূর্বকঞ্চপাঠদানকার্যে অগ্রেসরিষ্যতি)। প্রথমতঃ এব শিক্ষকঃ পাঠ্যবিষয়স্য আদর্শং সরবং পাঠং প্রদাস্যতি। কতি ছাত্রান্ চ বদিষ্যতি সরবপাঠপ্রদানায়। উচ্চরণাদিক্ষেত্রে শিক্ষকস্য সাহায্যং সততং কাম্যম্। অনন্তরাং নিম্নসদৃশাঃ প্রশ্নাঃ উপস্থাপিতাঃ ভবেয়ুঃ।	
	"কৃষ্ণসর্পো হতঃ" ইতি পাঠ্যাংশে কুত্র উক্তম্ ?	"কৃষ্ণসর্পো ব্যাপাদিতঃ ইত্যত্র উক্তম্।
	"হতঃ" ইত্যর্থে কঃ শব্দঃ তত্র প্রযুক্তঃ ?	"ব্যাপাদিতঃ" ইতি প্রযুক্তঃ।
	"চরণে লুটাইয়া পড়িল" কুত্র উক্তম্ ?	চরণয়োর্লোঠ ইত্যত্র উক্তম্।
	"চরণয়োঃ" ইতি প্রয়োগস্য কা সার্থকতা ?	ন একং চরণম্ চরণদ্বয়ম্ ইত্যর্থে প্রয়োগঃ।

বিষয়ঃ	পদ্ধতিঃ	সম্ভাব্যম্ উত্তরম্
	ব্রাহ্মণম্ আগতং দৃষ্ট্বা নকুলঃ কিং কৃতবান্?	ব্রাহ্মণম্ আগতম্ দৃষ্ট্বা রক্তাপ্লুতঃ নকুলঃ ব্রাহ্মণস্য চরণদ্বয়ে লুলোঠ।
	ব্রাহ্মণঃ তদা কিং করোতি স্ম?	ব্রাহ্মণঃ তদা তং হতবান্।
	অনন্তরং ব্রাহ্মণস্য কা অবস্থা জাতা?	অনন্তরং যদা ব্রাহ্মণঃ অপশ্যৎ যদ্ বালকঃ সুপ্তঃ ন হি মৃতঃ সর্পঃ চ মৃতঃ তদা সঃ অচিন্তয়ৎ যদ্ নকুলং হত্বা সঃ অপরাধং করোতি স্ম।
	অস্মিন্নেব স্থলে শিক্ষকঃ প্রয়োজনম্ উদ্দিশ্য কাষ্ঠফলকস্য সহায়তাং গ্রহীষ্যতি।	
	পাঠ্যবিষয়ায়ত্তীকরণং কীদৃশং জাতম্ ইতি জ্ঞাতুং শিক্ষকঃ অধোলিখিতান্ প্রশ্নান প্রক্ষ্যতি :--"তাড়াতাড়ি নিকটে যাইয়া" ইতি কুত্র উক্তম্?	"সত্বরম উপগম্য" ইত্যত্র উক্তম্।
	"দেখিয়া" ইত্যর্থে কুত্র কুত্র কীদৃশাঃ প্রয়োগাঃ দৃষ্টাঃ?	অবলোক্য, দৃষ্ট্বা চ।
	কথং ব্রাহ্মণঃ নকুলং হন্তি স্ম?	নকুলেন পুত্রঃ হতঃ ইতি মত্বা ব্রাহ্মণঃ নকুলং হন্তি স্ম।
	কথং ন ব্রাহ্মণস্য ঈদৃশং কার্যং সমর্থনযোগ্যম্?	যত ব্রাহ্মণঃ সুষ্ঠু ধৈর্যম্ অবলম্ব্য বিষয়ং ন চিন্তয়িত্বা কার্যং কৃতবান্ অতঃ তৎ ন সমর্থন-যোগ্যম্।
	কা শিক্ষা অস্মাৎ পাঠ্যাংশাৎ প্রাপ্তা?	ক্রোধঃ ত্যক্তব্যঃ। সম্যগেব বিচার্য্য কার্য্যং করণীয়ম্। অকস্মাৎ ন কিমপি করণীয়ম্।

গৃহকর্ম—ছাত্রাঃ যথা পাঠ্যবিষয়স্য ভাবার্থং সরলসংস্কৃতভাষয়া লিখেয়ুঃ তথা শিক্ষক-মহাশয়ঃ নির্দেশং প্রদাস্যতি।

সম্প্রদানকারক পাঠটীকা (১৩)

বিদ্যালয়ঃ—	**বিষয়ঃ**—সংস্কৃতম্।
শ্রেণী—নবম	বিশিষ্টঃ বিষয়ঃ—সংস্কৃতব্যাকরণ
ছাত্রসংখ্যা—	(কারকম্ অবলম্ব্য)
সাধারণং বয়ঃ—	**অদ্যকারস্য পাঠঃ**—সম্প্রদানকারকঃ
সময়ঃ—	ত্রীণি সূত্রাণি (কর্মণা যমভিপ্রৈতি স
কালাঙ্কঃ—	সম্প্রদানম্, রুচ্যর্থানাং প্রীয়মানঃ
শিক্ষকঃ—	স্পৃহেরীপ্সিতঃ।)

উদ্দেশ্যম্—সম্প্রদানকারকস্য নির্দ্দিষ্টেঃ সূত্রৈঃ সহ (উপরিবর্ণিতৈঃ সূত্রৈঃ ত্রীভিঃ) শিক্ষার্থিনাং সম্যগেব পরিচয়ঃ, "ব্যাকরণস্য উপযোগিতা অস্তি" ইতি বিষয়ে তেষাং প্রতীত্যুৎপাদনম্ চ।

উপকরণম্—শ্রেণীকক্ষস্য সাধারণানি উপকরণানি।

আয়োজনম্—বর্তমানপাঠে তেষাং (ছাত্রাণাম্) আগ্রহসংবর্ধনায় তেষাং পূর্বাভিজ্ঞতাম্ অধিকৃত্য নিম্নলিখিতাঃ প্রশ্নাঃ সমুপস্থানীয়াঃ।

(ক) কতি পদানি?

(খ) খাদতি, গচ্ছতি, পঠতি, পশ্যতি ইত্যাদীনি রূপানি কস্য পদস্য অন্তর্গতানি?

(গ) ক্রিয়য়া সহ যস্য সম্বন্ধঃ বর্ততে ব্যাকরণে তস্য নাম কিম্?

(ঘ) রামঃ নয়নাভ্যাং বিহগং পশ্যতি—অস্মিন্ বাক্যে কানি কানি কারকানি সন্তি?

(ঙ) তত্র কা কা বিভক্তি প্রযুক্তা?

(চ) "প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া" ইত্যাদিভ্যঃ পরং কা বিভক্তিঃ?

(ছ) চতুর্থী বিভক্তিঃ কস্মিন কারকে প্রযুক্তা ভবেৎ?

পাঠঘোষণা—অদ্য যত্র চতুর্থীবিভক্তিঃ প্রযুক্তা ভবতি তৎ সম্প্রদানকারকম্ অঙ্ক অহম্ আলোচয়িষ্যামি। তস্য ত্রীণি সূত্রানি আলোচিতানি ভবিষ্যন্তি।

উপস্থাপনম্—শিক্ষার্থিনাং সক্রিয়াং ভূমিকাম্ আহূয় তেষাং পূর্ণাং সহযোগিতাম্ চ অবলম্ব্য শিক্ষকমহাশয়ঃ আলোচনাক্ষেত্রে অগ্রেসরেৎ। নিম্নসদৃশান্ প্রশ্নান্ স প্রক্ষ্যতি অনন্তরম্ :—

(ক) "পিতা কন্যাকে তার পতির হাতে সম্প্রদান করছেন"—ইত্যস্য কঃ অর্থঃ?

(খ) "সম্প্রদানম্" ইতি পদং যদি বিভক্তিং ভবেৎ তর্হি কিং ভবেৎ পূর্বপদং কিং ভবেৎ পরপদম্?

(গ) "সম্" ইত্যস্য "প্রদানম্" ইত্যস্য চ কঃ অর্থঃ?

(ঘ) "রাজা বিপ্রায় স্বর্ণং দদাতি"—অত্র কঃ কর্তা? কিং চ কর্ম? কা বা ক্রিয়া? কমুদ্দিশ্য রাজা দানক্রিয়াং করোতি? বিপ্রশব্দে কা বিভক্তিঃ প্রযুক্তা?

(ঙ) তর্হি অত্র কঃ সম্প্রদানকারকান্তর্গতঃ?

(চ) তর্হি কিং নাম সম্প্রদানকারকম্? ততঃ "কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্।

চতুর্থী সম্প্রদানে।" ইতি শিক্ষকঃ লিখেৎ কাষ্ঠফলকে। ছাত্রাণাং সহযোগিতাম্ অবলম্ব্য স বৈয়াকরণবচনস্য ব্যাখ্যানং করিষ্যতি।

(ছ) "সাহিত্যে তার রুচি আছে" অত্র "রুচি" ইত্যস্য কীদৃশঃ অর্থঃ ?

(জ) "মিষ্টান্নং রোচতে শিশবে"—অস্য বাক্যস্য কঃ অর্থঃ ? কস্য অস্তি রুচিঃ মিষ্টান্নে ? "শিশু" শব্দস্য কা বিভক্তিঃ প্রযুক্তা ?

(ঝ) উচ্যতাম্ তর্হি কুত্র সম্প্রদানকারকং প্রযুক্তং ভবতি ?

(ঞ) অনন্তরং শিক্ষকঃ "রুচ্যর্থানাং প্রীয়মানঃ" ইতি সূত্রং কাষ্ঠফলকে লিখিত্বা ছাত্রাণাং সাহায্যেন আলোচনাং করিষ্যতি।

(ট) "তাহার এখনও ভোগস্পৃহা মেটেনি ইত্যস্য বাক্যস্য কঃ অর্থঃ ? তর্হি "স্পৃহা" ইত্যস্য কঃ অর্থঃ ?

(ঠ) বালিকা অলঙ্কারায় স্পৃহয়তি অত্র কিং বালিকায়াঃ স্পৃহা দৃশ্যতে ?

(ড) অত্র অলঙ্কারশব্দে কা বিভক্তিঃ প্রযুক্তা ?

(ঢ) অস্মাদ্ উদাহরণাৎ তর্হি কিং জ্ঞায়তে ?

অনন্তরং শিক্ষকঃ স্পৃহেরীপ্সিতঃ" ইতি সূত্রং কাষ্ঠফলকে সমুল্লিখ্য ছাত্রাণাং সহযোগিতাম্ দ্বারীকৃত্য আলোচয়িষ্যতি।

অভিযোজনম্—ছাত্রাণাং লব্ধধারণায়াঃ পরীক্ষণার্থম অধোলিখিতাঃ প্রশ্নাঃ প্রষ্টব্যাঃ—

(ক) দানস্য যথার্থং তাৎপর্যং কিম্ ?

(খ) সম্প্রদানে কা বিভক্তিঃ ভবেৎ ?

(গ) কুত্র কুত্র সম্প্রদানকারকং সম্ভবতি

গৃহকার্যম্—রেখাঙ্কিতানাং পদানাং ক্ষেত্রে কা বিভক্তিঃ প্রযুক্তা কথং বা প্রযুক্তা ?

ব্রাহ্মণায় গোধনং দেহি, মহ্যং রোচতে মোদকঃ, পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি, স্বদতে বালকায় মধু।

পদ্যের পাঠটীকা (১৪)

বিদ্যালয়ঃ—যজ্ঞেশ্বরী পাঠশালা
শ্রেণী—দশম
ছাত্রীসংখ্যা—
সাধারণং বয়ঃ—
সময়ঃ—
কালাঙ্কঃ—২৪.৮.'৭৬
শিক্ষিকায়াঃ নাম—মঞ্জুলা ভট্টাচার্য

বিষয়ঃ—সংস্কৃতম্
বিশেষ বিষয়ঃ—সংস্কৃতপদ্যম্
(আচার্যস্তুতিঃ)
পাঠনির্দেশঃ—
(ক) "উপনীয় তু যঃ শিষ্যং......
বিদ্যাচ্ছ্রুতোপক্রিয়য়া তয়া।"
(খ) "ব্রাহ্মণস্য জন্মনঃ কর্তা......
যোঽনূচানঃ স নো মহান্"।
*(গ) "বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং.....
নাম বিভ্রাতি ॥"
অভ্যকারস্ত পাঠঃ
*(গ) অংশবিশেষঃ

উদ্দেশ্যম্—"আচার্যস্তুতিঃ" নামকস্য পদ্যস্য পাঠ্যাংশবিশেষং যথা শিক্ষার্থিন্যঃ সম্যক্ অবগন্তুং সমর্থাঃ ভবন্তি, সংস্কৃতসাহিত্যক্ষেত্রেণ সহ যথা তাঃ সুপরিচিতাঃ ভবেয়ুঃ, ভাষাপ্রয়োগস্য বিধিনিচয়ং যথা সুষ্ঠু জ্ঞাতুং শক্নুবন্তি তথা শিক্ষিকয়া ব্যবস্থা গ্রহণীয়া সততমেব।

উপকরণম্—শ্রেণীকক্ষস্য সাধারণানি উপকরণানি।

আয়োজনম্—বর্তমানপাঠ্যাংশং প্রতি ছাত্রীনাং মনোযোগাকর্ষণায় তাসাং পূর্বসঞ্চিতাভিজ্ঞতাজালেন সহ বর্তমানাভিজ্ঞতাসমূহস্য সংহতিসাধনায় শিক্ষিকামহোদয়া অধোবর্ণিতানাং প্রশ্নানাম্ সমুপস্থাপনং করিষ্যতি।

(ক) কঃ তাবদ্ "আচার্য" ইতি আখ্যাং প্রাপ্তুম্ আর্হতি?

(খ) উপাধ্যায়েন সহ আচার্যস্য কিং পার্থক্যম্?

(গ) কঃ তাবদ্ উচ্যতে পিতা?

উপস্থাপনম্—শিক্ষার্থিনীনাম্ আগ্রহস বর্ধনপূর্বকং তাসাং সক্রিয়াং সহযোগিতাং চ অবলম্ব্য শিক্ষিকামহোদয়া পাঠ্যাংশস্য স্বাভাবিকীম্ আলোচনাং প্রতি শনৈঃ শনৈঃ অগ্রেসরিষ্যতি।

বিষয়ঃ	পদ্ধতিঃ	কাম্যম্ উত্তরম্
"বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণাং তু বীর্যতঃ। বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ॥ ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ। যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥ যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্মময়ো মৃগঃ। যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥"	শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতানাং সর্বাসাং ছাত্রীণাং সবিধে নির্দ্দিষ্টং পাঠ্যপুস্তকং স্থাস্যতি ইতি অস্মিন্নেব স্থলে সর্বদৈব কাম্যম্। সুরসিকা সহানুভূতিসম্পন্না সহৃদয়া শিক্ষিকা প্রথমত এব আদর্শং পন্থানম্ অনুসৃত্য আবৃত্তিং করিষ্যতি। শিক্ষিকায়াঃ আবৃত্তিঃ ছাত্রীভিঃ সর্বত এব শ্রোতব্যা। শ্রেণীস্থিতানাং ছাত্রীণাং মধ্যে কতি শিক্ষার্থিণ্যঃ শিক্ষিকায়াঃ নির্দ্দেশাৎ পাঠ্যাংশস্য আবৃত্তিপ্রদানে ব্যাপৃতাঃ ভবেয়ুঃ। যদি তাসাম্ উচ্চারণাদি ব্যাপারে কাচন ত্রুটিঃ দৃশ্যতে তস্যাঃ সংশোধনং শিক্ষিকয়া কৃতং ভবেৎ। যদি প্রয়োজনং স্যাৎ তর্হি শিক্ষিকা অসকৃৎ পাঠ্যাংশস্য আদর্শপাঠপ্রদানং করিষ্যতি	

বিষয়ঃ	পদ্ধতিঃ	কামম্ উত্তরম্
	ছাত্রীণাং সুবিধার্থম্। ততঃ প্রশ্নানাং নিম্নসদৃশানাম্ অবতরণং সম্ভবিষ্যতি—	
	(ক) কিং নাম পলিতম্?	(ক) শুভ্রম্ ইতি।
	(খ) কথং জ্ঞানতঃ ইতি প্রয়োগঃ কথং ন জ্ঞানাৎ?	(খ) "জ্ঞানতঃ" ইতি তসিল্প্রত্যয়ান্তঃ। পঞ্চম্যর্থে অস্য প্রত্যয়স্য প্রয়োগঃ সম্ভবতি। অত্র "জ্ঞানাৎ" ইত্যস্য প্রয়োগঃ ন অশুদ্ধঃ। পঞ্চমী বিভক্ত্যন্তং রূপং বর্জয়িত্বা তসিল্-প্রত্যয়ান্তং শব্দং ব্যবহর্তুং পার্যতে।
	(গ) "যুবাপ্যধীয়ানস্তম্" ইতি পদস্য সন্ধিবিচ্ছেদং কুরু।	(গ) যুবা + অপি + অধীয়ানঃ + তম্।
	(ঘ) কেষাং বীর্যতঃ জন্মতঃ চ জ্যৈষ্ঠং নির্ধাবিতম্?	(ঘ) ক্ষত্রিয়াণাং শূদ্রাণাঞ্চ।
	(ঙ) বিপ্রাণাং বৈশ্যানাঞ্চ কেনোপায়েন জ্যৈষ্ঠ্যং নির্ধাবিতম্?	(ঙ) বিপ্রাণাং জ্ঞানতঃ বৈশ্যানাঞ্চধান্যধনতঃ জ্যৈষ্ঠ্যং ভবতি।
	(চ) পলিতং শিরঃ কথং ন বৃদ্ধত্বং প্রতিপাদয়তি?	(চ) পলিতং শিরঃ বয়সোচিতং বৃদ্ধত্বং প্রতিপাদয়তি ন তু জ্ঞানোচিতং বৃদ্ধত্বম্। পণ্ডিতঃ যুবা অপি বৃদ্ধঃ বক্তুং শক্যতে।

অভিযোজনম্—পাঠ্যাংশঃ শিক্ষার্থিনীভিঃ সমায়ত্তঃ ন বা, অস্য তাৎপর্যগ্রহণে তাঃ আদৌ সমর্থাঃ ন বা ইতি পরীক্ষণায় নিম্নবর্ণিতান্ প্রশ্নান্ শিক্ষিকা জিজ্ঞাসিষ্যতে।

বিষয়ঃ	পদ্ধতিঃ	কাম্যম্ উত্তরম্
	(ক) "বিপ্রাণাং জ্ঞানতো · ·· শূদ্রাণামেব জন্মতঃ" অস্মাৎ শ্লোকাৎ চতুর্বর্ণানাং কর্তব্যম্ অধিকৃত্য কিং জ্ঞাতম্ ?	(ক) জ্ঞানগ্রহণং প্রদানাং চ বিপ্রাণাং, বীরত্বপ্রদর্শনং ক্ষত্রিয়াণাং ধনধান্যসংরক্ষণং বৈশ্যানাং শূদ্রস্য চ বর্ণত্রয়াণাং সেবা ইতি বোধ্যতে।
	(খ) কাষ্ঠময়ো হস্তী" চর্মময়ো মৃগঃ" ইতি বাক্যানাং কিং তাৎপর্যম্ ?	(খ) কার্যতঃ কাষ্ঠময়ঃ হস্তী চর্মময়ঃ মৃগঃ চ ন সম্ভবতঃ। ঈদৃশঃ প্রয়োগঃ ন স্বাভাবিকঃ, যথা হস্তী ন কাষ্ঠময়ঃ মৃগঃ চ ন চর্মময়ঃ ভবতঃ তথা বিপ্রঃ অপি ন জ্ঞানবিহীনঃ ভবতি। কিন্তু যদি ভবতি তর্হি আয়াতি ভয়ঃ, আবির্ভবতি চ দুষ্টং ফলম্।

গৃহকর্ম—শিক্ষার্থিন্যঃ আচার্যস্য বৈশিষ্ট্যম অবলম্ব্য সরলসংস্কৃতভাষয়া অভিমতং প্রকাশয়িষ্যন্তি।

পাঠটীকা (১৫)

বিদ্যালয়ঃ—
শ্রেণী—সপ্তম
ছাত্রসংখ্যা—
সাধারণং বয়ঃ—
সময়ঃ—
কালাঙ্কঃ—
শিক্ষকস্য নাম—

বিষয়ঃ—সংস্কৃতম
পাঠ্যবিষয়ঃ—সংস্কৃতব্যাকরণম্
(পাঠ্যগ্রন্থস্য নাম—শ্রীরঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় বিরচিতং "সংস্কৃতভাষা-প্রবেশঃ" নামকং পুস্তকম্)
অদ্যকারস্য পাঠঃ—বিশেষ্যবিশেষণ প্রয়োগবিধিঃ।

উদ্দেশ্যম্—বিশেষ্যবিশেষণ প্রয়োগনীতি সমূহেন সহ ছাত্রাণাং পরিচয়লাভঃ, সংস্কৃতভাষা—শিক্ষায়াং সংস্কৃত ব্যাকরণস্য উপযোগিতাবিষয়ে তেষাং ধারণালাভঃ চ।

উপকরণম্—সাধারণানি উপকরণানি।

আয়োজনম্—পূর্বাভিজ্ঞতাপরীক্ষণার্থং বর্তমানবিষয়ং প্রতি আগ্রহবর্ধনায় চ ঈদৃশাঃ প্রশ্নাঃ প্রষ্টব্যাঃ—

(ক) "তিনি শিক্ষকপদে আছেন" "গুরুর পদযুগল শিষ্য ভক্তিসহকারে স্পর্শ করিল" —অস্মিন্ বাক্যদ্বয়ে "পদ"শব্দস্য কঃ কঃ অর্থ ?

(খ) পূর্বোক্তম্ অর্থং বিনা ভিন্নার্থে পদশব্দস্য কীদৃশঃ ব্যবহারঃ ভবতি ?

(গ) রামঃ খাদতি—তত্র 'রামঃ' ইত্যস্য কিং পদম্ ?

(ঘ) রামঃ **উত্তমঃ** বালকঃ—অত্র "উত্তমঃ" ইত্যস্য কিং পদম্ ?

পাঠঘোষণা—বিশেষ্যবিশেষণপদপ্রয়োগরীতিম্ অবলম্ব্য আলোচনাং **করিষ্যামি** ইতি শিক্ষকঃ ঘোষয়তি।

উপস্থাপনম্—(ক) শ্যামঃ সুশীলঃ বালকঃ ভবতি—অত্র বালকস্য কিং পদম্ ? সুশীলস্য কিং পদম, বালকস্য কিং বচনম্, কিং লিঙ্গং কা চ বিভক্তিঃ ? সুশীলস্য কিং বচনম্, কিং লিঙ্গম্ কা চ বিভক্তিঃ ?

(খ) রাজা দরিদ্রায় ব্রাহ্মণায় ধনং দদাতি—"অত্র দরিদ্রায়" ইতি পদস্য কিং বচনং কিং লিঙ্গং কা চ বিভক্তিঃ ? 'ব্রাহ্মণায়' ইতি পদস্য কিং বচনং কিং লিঙ্গম্ কা চ বিভক্তিঃ ?

(গ) শোভনীয়াঃ লতাঃ উদ্যানে ভবন্তি—অত্র 'লতাঃ' 'শোভনীয়াঃ' ইতি পদদ্বয়স্য কিং বচনং কিং লিঙ্গং কা বা বিভক্তিঃ ?

(ঘ) বালকঃ গভীরায়াং পুষ্করিণ্যাং স্নাতি—অত্র কিং বিশেষ্যপদম্ কিং চ বিশেষণপদম্ ? অস্য পদদ্বয়স্য কিং বচনম্ লিঙ্গং কা চ বিভক্তিঃ ?

(ঙ) বানরঃ মিষ্টে ফলে খাদতি—অত্র রেখাঙ্কিতস্য পদদ্বয়স্য কিং বিশেষ্যপদম্ কিং চ বিশেষণপদম্ ? তয়োঃ পদয়োঃ বচনং লিঙ্গং বিভক্তিং চ প্রকাশয়।

(চ) তর্হি বদ বিশেষ্যবিশেষণপদদ্বয়স্য মধ্যে কীদৃশঃ সম্বন্ধঃ তিষ্ঠতি ? কুত্র কুত্র তয়োঃ সাদৃশ্যং তিষ্ঠতি ?

অনন্তরং শিক্ষকঃ উচ্চারয়িষ্যতি সংক্ষেপতঃ বিশেষ্যবিশেষণপ্রয়োগরীতিম্ ইত্থম্ :

"বিশেষ্যস্য হি যল্লিঙ্গং বিভক্তিবচনে চ যে
তানি সর্বানি যোজ্যানি বিশেষণপদেষ্বপি ॥"

ছাত্রাণাং সহযোগিতাম্ অবলম্ব্য শিক্ষকঃ পূর্বোক্তস্য শ্লোকস্য ব্যাখ্যাং করিষ্যতি।

অভিযোজনম্—ছাত্রাণাং লব্ধধারণায়াঃ পরীক্ষণার্থং নিম্নলিখিতান প্রশ্নান্ প্রক্ষ্যতি :—

(ক) শূন্যং স্থানম্ অশূন্যং কুরু :—

পশ্যামি——বিহগম্। কার্যং কৃতং সুন্দরেণ ——। মম জননী——। বানরস্য আসক্তিঃ অস্তি মধুরায়——।

(খ) বামপার্শ্বে কানিচিৎ বিশেষণপদানি দক্ষিণপার্শ্বে কানিচিৎ বিশেষ্যপদানি সন্তি। যস্য বিশেষণপদস্য যোগ্যং যদ্ বিশেষ্যপদং তস্য বিশেষণপদস্য পার্শ্বে তস্য উপযুক্তস্য বিশেষ্যপদস্য ক্রমিকসংখ্যাং লিখ :—

(১) দীর্ঘা	(১) পুষ্পাণি
(২) সুশীলৌ .	(২) জলে
(৩) রম্যাণি	(৩) লতা
(৪) নির্মলে	(৪) নরস্য
•(৫) বৃদ্ধস্য	(৫) বসনেন
(৬) চপলায়াঃ	(৬) বালকৌ
(৭) মলিনেন	(৭) বালিকায়াঃ

গৃহকার্যম্—(ক) সংশোধনং কুরু :—
নির্মলঃ গগনম্, স্থানং পবিত্রা, সুন্দরৌ পুষ্পৌ, মহান কীর্তিঃ।
(খ) সংস্কৃতভাষয়া অনুবাদং কুরু—
মানুষ মরণশীল, ভাল ফল, সুন্দরী রমণী।

সংস্কৃত পাঠটীকা (১৬)

বিদ্যালয়ঃ—হুগলী ব্রাঞ্চ বিদ্যালয়ঃ	**বিষয়ঃ**—সংস্কৃতম্
শ্রেণী—অষ্টম শ্রেণী	বিষয়বিশেষঃ—সংস্কৃত ব্যাকরণম্
ছাত্রাণাং সংখ্যা—৩৫	**অদ্যকারস্য পাঠঃ**—কারকাণাং
সময়ঃ—৪৫ মিঃ	সাধারণতয়া পরিচয়প্রদানম্।
কালাঙ্কঃ—৩১।৮।৭৬	
শিক্ষকস্য নাম—	

উদ্দেশ্যম্ (প্রত্যক্ষং পরোক্ষঞ্চ)—ছাত্রাণাং কারকবিশেষৈঃ সহ সাধারণ এব পরিচয়ঃ, কারকপ্রয়োগব্যাপারে ধারণালাভঃ, সংস্কৃতব্যাকরণপাঠস্য উপযোগিত্ববিষয়ে চ প্রতীত্যুৎপাদনম্ ইতি।

উপকরণম্—সাধারণানি উপকরণানি।

আয়োজনম্—ছাত্রাণাং পূর্বাভিজ্ঞতাপরীক্ষণার্থং বর্তমানপাঠ্যাংশে তেষাম্ আগ্রহ সংবর্ধনায় চ নিম্নবর্ণিতানাং প্রশ্নানাং সমুপস্থাপনম্—

(ক) মেঘঃ গর্জতি, নরঃ গ্রামে বসতি, রাজা বিপ্রায় ধনং দদাতি, বালিকা চন্দ্রং পশ্যতি।

অত্র রেখাঙ্কিতানাং পদানাং ব্যাকরণে কীদৃশঃ পরিচয়ঃ?

(খ) কতি পদানি বর্ত্তন্তে?

(গ) অত্র কানি কানি বিনা রেখাঙ্কিতানি পদানি সম্পূর্ণানি ন ভবিষ্যন্তি?

(ঘ) তর্হি অত্র রেখাঙ্কিতৈঃ পদৈঃ সহ অপরপদানাং কঃ অস্তি?

পাঠঘোষণা—"বাক্যে ক্রিয়য়া সহ যস্য সম্বন্ধ বিদ্যতে তৎ কারকম্ উচ্যতে" ইতি উক্ত্বা অদ্য কারকানাং সাধারণপরিচয়প্রদানং করিষ্যামি ইতি শিক্ষকস্য ঘোষণা স্যাৎ।

উপস্থাপনম্—ছাত্রাণাং সক্রিয়াং সহযোগিতাম্ অবলম্ব্য তেষাম্ আগ্রহসংবর্দ্ধন-পূর্বকং শিক্ষকঃ শনৈঃ শনৈঃ পাঠ্যবিষয়ং প্রতি অগ্রেসরিষ্যতি। অধোলিখিতানাং প্রশ্নানাং সমেষাম্ উত্তরগ্রহণপ্রদানেন আলোচনাকার্যম্ সমগ্রসরেৎ :—

(ক) রাজা স্বহস্তেন কোষাগারাৎ ধনং নীত্বা রাজপ্রাসাদে বিপ্রেভ্যঃ সর্বং ধনং বিতরতি।

অত্রঃ কঃ ধনং বিতরতি? তত্র কা বিভক্তিঃ প্রযুক্তা? কিং বিতরতি রাজা? তত্র কা বিভক্তিঃ? কেন বিতরতি? তত্র কা বিভক্তিঃ? (কেভ্যঃ) কস্মৈ বিতরতি? তত্র কা বিভক্তিঃ? কস্মাদ্ বিতরতি? তত্র কা বিভক্তিঃ? কস্মিন্ স্থানে বিতরতি? তত্র কা বিভক্তিঃ? তর্হি অত্র কঃ দানরূপাং ক্রিয়াং সম্পাদয়তি? (বিতরণরূপাং বা)

রাজা কিম্ দাতুম্ (বিতর্তুম্) বা (বিতরিতুম) ইচ্ছতি? কস্য সাহায্যেন বিতরণক্রিয়াম্ অনুতিষ্ঠতি? কম্ কান বা উদ্দিশ্য বিতরণম্? কস্মাদ্ এব আয়াতি কস্মাদ্ বা বিশ্লিষ্টং ভবতি ধনম্? কুত্র বা কস্মিন্ আধারে বিতরণং ভবতি? তর্হি বদত কুত্র কুত্র কানি কানি কারকানি ভবন্তি?

(অস্মিন্নেব পর্বে কাষ্ঠফলকে অপি লিখনকার্যং সম্ভবেৎ প্রয়োজনম্ উদ্দিশ্য)

অভিযোজনম্—কথঞ্চিৎ ছাত্রাঃ বিষয়াবধারণে সমর্থাঃ তস্য (তেষাং) পরীক্ষণায় প্রশ্নাবলী :—

(ক) কিং নাম কারকম্? (খ) কতি কারকাণি?

(গ) কিং নাম সম্প্রদানকারকং, কিং বা অধিকরণং, কিং বা কর্তৃকারকম্?

গৃহকার্যম্—সোদাহরণং কারকনিচয়ঃ ব্যাখ্যায়তাম্।

সংস্কৃত পাঠটীকা (পাঠটীকা নং ১৭)

বিদ্যালয়ঃ—

শ্রেণী—দশম

ছাত্রসংখ্যা- ৩০

ছাত্রানাং সাধারণ-

বয়ঃক্রমঃ—১৫ বৎসরম্ +

সময়ঃ—৪০ মিঃ

শিক্ষকস্য নাম—

বিষয়ঃ—সংস্কৃতম্।

বিশেষবিষয়ঃ—সংস্কৃতগদ্যম্ (পঞ্চতন্ত্রকথামুখম্)

পাঠক্রমঃ—

(ক) সকলার্থশাস্ত্রসারং ..... বিদ্বান ন ভক্তিমান।

(খ) তদেতেষাং যথা ...... প্রবুদ্ধান্ করিষ্যতি।

*(গ) স রাজা তদাকর্ণ্য . বালাববোধনার্থং ভূতলে সংপ্রবৃত্তম্।

অদ্যকারস্য পাঠঃ—*চিহ্নিত অংশঃ

উদ্দেশ্যম্—গল্পাংশস্য অববোধনং, সংস্কৃতভাষাপ্রয়োগকৌশলাধিগ্রহণং সংস্কৃতভাষামূলকসাহিত্যানুরাগবর্ধনঞ্চ।

উপকরণম্—বিষয়াবলম্বিতং চিত্রমেকং সাধারণানি উপকরণানি চ।

আয়োজনম্—বর্তমানপাঠ্যবিষয়ং প্রতি ছাত্রাণাম্ আগ্রহসংবর্ধনায় তেষাং পূর্বাভিজ্ঞতাজ্ঞানায় (পূর্বাভিজ্ঞতাং জ্ঞাতুম্ ইতি) চ শিক্ষকমহোদয়ঃ ছাত্রান্ কতি প্রশ্নান্ প্রক্ষ্যতি :

(ক) রাজ্ঞঃ অমরশক্তেঃ কতি পুত্রাঃ আসন্? কিং তেষাং নাম, কীদৃশং চ তেষাং বৈশিষ্ট্যম্?

(খ) পুত্রাণাং হিতার্থং রাজা কিম্ অকরোৎ?

(গ) রাজপুত্রাণাং শিক্ষালাভায় সচিবাঃ নৃপায় কীদৃশীং মন্ত্রণাম্ দদতি স্ম?

পাঠঘোষণা—অদ্য পঞ্চতন্ত্রকথামুখম্ ইতি উপাখ্যানস্য শেষাংশঃ পাঠয়িষ্যামি শিক্ষকঃ ইতি বদিষ্যতি।

উপস্থাপনম্ঃ

বিষয়ঃ	পদ্ধতিঃ
স রাজা তদাকর্ণ্য বিষ্ণুশর্মাণম্ আহূয় প্রোবাচ—ভো ভগবন্ মদনুগ্রহার্থমেতানর্থশাস্ত্রং প্রতি দ্রাগ্ যথানন্যসদৃশান্ বিদধাসি, তথা কুরু। তদহং ত্বাং শাসনশতেন যোজয়িষ্যামি। ··· বিষ্ণুশর্মণাপি তানাদায় তদর্থং মিত্রভেদমিত্রপ্রাপ্তি কাকোলূকীয় লব্ধপ্রণাশপরীক্ষিতকারকাণি চেতি পঞ্চতন্ত্রাণি রচয়িত্বা পঠিতাস্তে রাজপুত্রাঃ। তেঽপি তান্যধীত্য মাসষট্কেন যথোক্তাঃ সংবৃত্তাঃ। ততঃ প্রভৃত্যেতৎ বালাববোধনার্থং ভূতলে সংবৃত্তম্॥	প্রথমত এব ছাত্রাঃ যথা পাঠ্যপুস্তকাণি উন্মুক্তানি কৃত্বা পাঠ্যবিষয়ং পশ্যন্তি যত্নেন তথা শিক্ষকমহাশয়ঃ সতর্কঃ তিষ্ঠেৎ। অনন্তরং অংশবিশেষস্য সরবং পাঠং প্রদাস্যতি শিক্ষকমহোদয়ঃ আদর্শপস্থানম্ অনুসৃত্য। ততঃ কতি নির্দ্দিষ্টাঃ ছাত্রাঃ যথা পাঠাদর্শনীতিম্ অনুসৃত্য অংশবিশেষস্য কিয়ৎ কিয়ৎ অংশং পঠিষ্যতি উচ্চৈঃ তথা শিক্ষকমহাশয়ঃ নির্দ্দেশং প্রদাস্যতি। অনন্তরং শ্রেণীকক্ষপ্রাচীরে স্থিতস্য।

সমাবৃতস্য চিত্রস্য উন্মোচনং কৃত্বা শিক্ষকঃ পৃচ্ছতি উদ্দিশ্য বালকান্ঃ

(ক) চিত্রে রাজা কেন সহ আলপতে? (খ) যেন সহ রাজা আলাপবতঃ সঃ কিং করোতি? (গ) বিষ্ণুশর্মা অধুনা রাজপুত্রান গৃহীত্বা কিং করোতি?

ততঃ বিষয়ম্ অবলম্ব্য শিক্ষকমহোদয়ঃ পৃচ্ছতি—

(ক) শুনিয়া, ডাকিয়া, সমর্পণ করিয়া, রচনা করিয়া ইত্যাদ্যর্থদ্যোতকান অত্র ব্যবহৃতান্ সংস্কৃতশব্দান্ প্রদর্শয়।

(খ) রাজা বিষ্ণুশর্মানং কিম্ অবদৎ?

(গ) স্বনামত্যাগঃ, পঞ্চতন্ত্রম্ ইতি পদদ্বয়স্য সমাসনির্ণয়ং কুরু।

(ঘ) বিষ্ণুশর্মা কান্ প্রতিজ্ঞাম্ অকরোৎ?

(ঙ) প্রতিজ্ঞারক্ষার্থং স কিম্ অকরোৎ?

(প্রয়োজনম্ উদ্দিশ্য শিক্ষকমহাশয়ঃ মাতৃভাষাম্ ভাষান্তরম্ বা গ্রহীতুং শক্নোতি)

অভিযোজনম্—পাঠ্যাংশঃ ছাত্রৈঃ সুষ্ঠু অধিগতঃ, অধিগতস্য বিষয়স্য বাস্তবপ্রয়োগঃ কর্তুং চ শক্যতে ইতি পরীক্ষণার্থং (পরিজ্ঞাতুং বা) শিক্ষকমহোদয়ঃ কতি প্রশ্নান্ প্রক্ষ্যতি ঃ

(ক) কিম্ আকর্ণ্য রাজা বিষ্ণুশর্মাণম্ আহূতবান্?

(খ) 'বিদ্যাবিক্রয়' ইতি পদস্য কঃ অর্থঃ বোধ্যতে?

(গ) কানি কানি পঞ্চতন্ত্রাণি আসন?

(ঘ) 'বিষ্ণুশর্মা' ইতি পণ্ডিতস্য চরিত্রং বর্ণয়তু।

(প্রয়োজনম্ অবলম্ব্য শিক্ষকমহাশয়ঃ উপস্থাপনপর্বে অভিযোজনপর্বে চ কাষ্ঠফলককার্যং *(B. B. work)* কর্তুম্ অর্হতি?

গৃহকার্যম্—ছাত্রাঃ গৃহাৎ পাঠ্যাংশস্য সারসংক্ষেপং সরলসংস্কৃতেন লিখিত্বা আনেষ্যন্তি ইতি ছাত্রান্ উদ্দিশ্য শিক্ষকমহাশয়স্য উক্তিঃ।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	শ্লোক (১)	বরুণমগ্নিমাদ্ধ	বরুণমগ্নিমাহুঃ
৩	শ্লোক (১)	মতিবিশ্বানমাহুঃ	মাতবিশ্বানমাহুঃ
৩	শ্লোক (২)	পবিষস্বজাতৈ	পবিষস্বজাতে
৩	শ্লোক (৩)	কিমাববিবঃ	কিমাববীবঃ
৩	শ্লোক (৩)	কিমাসীদ গ্রহণং	কিমাসীদ গহনং
৩	৩	আধুঃ	আধু
৪	শ্লোক (১)	পৃথিবীং দ্যামুতেমাং	পৃথিবী দ্যামুতেমাং
৪	৩	ব্রাহ্মণাংশ	ব্রাহ্মণাংশ
৪	৭	সেখানে	সেইখানে
৫	৪	*M. Winternity*	*M. Winternitz*
৬	১	আবণ্যকেব	আবণ্যক
৬	শ্লোক (১)	নোপনিষদ	বোপনিষদ
৬	শ্লোক (১)	যতোভবসাদযে	যতোভবসাদযেৎ
৮	১	অসমীমেব	অসীমেব
৮	শ্লোক (২)	তথাবম্ং	তথাবসং
৯	২	সৌতসূত্রে	শ্রৌতসূত্রে
১০	১	তাহাব, তাহাব	তাঁহাব, তাহাব
১১	২	নাবাশাংসীকে	নাবাশংসীকে
১২	১	*Sitaramyya*	*Sitaramaya*
১৩	৬	অশ্বলাযনেব	আশ্বলাযনেব
২৩	১	অহোবহঃ	অহবহ
৩২	শ্লোক	বিগলকাঙ্ক্ষী	বিগলৎকাঙ্ক্ষী
৩৭	শ্লোক	গুণাঢ্যো ন বঞ্চিতো জনঃ	গুণাঢ্যোন বঞ্চিতো জনঃ
৩৭	শ্লোক	বাণধ্বাবমধ্যাংযো	বাণধ্বনাবনধ্যাংযো
	শ্লোক	কবিকুঞ্জি কুম্ভভিদুবো	কবিকুঞ্জিকুম্ভভিদুবো
৪১	শ্লোক	পুনবাদিলঘুমঃ	পুনবাদিলঘুর্ঘঃ
৪৫	১। (ক) (অ)	ব্যঞ্জনসজ্ঞস্য	ব্যঞ্জন সজ্ঞস্য
৪৫	১। (ক)(অ) উদাহরণ	ব্যাধুতচূতাঙ্কুব	ব্যাধুতচূতাঙ্কুব
৪৬	১। (ক) (উ) সংজ্ঞা	ইত্যুক্তো॥	ইত্যুক্তো—
৪৬	১। (ক)(উ) উদাহবণ	নয়নে নযনে	নয়নে! নয়নে
৪৬	শ্লেষ অলঙ্কাব ও তাব প্রকার	(জ) শ্লেষ অলঙ্কার ও তাব প্রকার	(খ) শ্লেষ অলঙ্কার ও তার প্রকার

পৃষ্ঠাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৬	১। (খ) (ই)	পুরাস্ত্রীকৃতো	পুরা স্ত্রীকৃতো
৪৭	১। (খ) (ই)	নানামরাঃ. সর্বদোমাধবঃ	নামামরাঃ, সর্বদো মাধবঃ
৪৭	২। (ক) সংজ্ঞা	বাচ্যমবৈধর্ম্যং উপমাদ্বয়োঃ	বাচ্যমবৈধর্ম্যং উপমা দ্বয়োঃ
৪৭	১। (গ)	বিনিগদ্যতেঃ সুমনোভহরৈঃ	বিনিগদ্যতে সুমনোভরৈঃ
৪৮	২। (ক) (উ)	স্পর্শমুখেন	স্পর্শসুখেন
৪৯	১। (খ) (ই)	কেবলম্যেব	কেবলস্যেব
৫০	২। (ছ)	ইতঃস্থতি	ইতঃস্তুতিঃ
৫০	১। (জ)	সাধর্ম্যস্য	সধর্মস্য
৫০	২। (ঝ)	বৈরীমৃগীদৃশাম	বৈরিমৃগীদৃশাম্
৫১	২। (ড)	শিরসা শিরসা	শিরসা
	২। (ঢ)	নিমিত্তত্বাদ	নিমিত্তত্বাদ্
৫২	২। (ণ)	কলাভাবো	কলাভাবঃ
	২। (ণ)	প্রভবোঽপ্য প্রমত্তাস্তে	প্রভবোঽপ্যপ্রমত্তাস্তে
৭০	৫	বিচিভাষাভাব	বিচিত্রভাষাভাব
৭৬	শ্লোক (ই)	কালেন কলতে	কালেন ফলতে
৭৮	৫	এইরূপভাবে	এইরূপে
১১২	২	বস্তুনিরপেক্ষ বিশেষ্য	বস্তুনিরপেক্ষ বিশেষ
১৬৭	(ঘ)	অস্যান	অস্যাম্
১৮২	শ্লোক	শিক্ষা, বিশেষ যুক্তা, যস্যো ভয়ং	শিষ্টা, বিশেষযুক্তা, যস্যোভয়ং
১৮৩	শ্লোক (৪)	আচার্য পুত্রঃ, স্বোধ্যাপ্যা	আচার্যপুত্রঃ স্বোঽধ্যাপ্যা
১৮৩	শ্লোক (৫)	রক্ষমাম্, বিদ্যা নিয়তং	রক্ষ মাম্, বিদ্যান্নিয়তং
১৮৫	১	এষো	এষা
১৯৯	৪। অন্তঃস্থবর্ণ	(হ) যবরট্	(হ) যবরট্
২০৯	৩	সংগীত নৃত্য	সংগীত, নৃত্য
২১০	১	*Judgment*	*Judgement*
২১০	৩	বয়স আগ্রহ	বয়স, আগ্রহ
২১৬	১। (খ)	[উদাহরণ··· · ··· সুখানি চ। (x)	[উদাহরণ········· সুখানি চ। (x)]
২১৮		শ্রীপঞ্চমী তিথৌ	শ্রীপঞ্চমীতিথৌ।
২২০		শিক্ষার্থিন্য চ	শিক্ষার্থিন্যশ্চ।
২২১	১	(শ্রুতা)	(শ্রদ্ধা)
২২৩	৩	তৈরী	তৈয়ারী
২২৩	৪	প্রোজেক্ট	প্রজেক্ট

পৃষ্ঠাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২৩	৪	সম্কৃত	সংস্কৃত
২২৪	(খ)	বিভন্ন	বিভিন্ন
২২৫	২	জীনধর্মকথা	জীর্ণধনকথা
২২৫		কালান্তকঃ	কালাঙ্কঃ
২২৫		পূর্ণিমা দিবসে	পূর্ণিমাদিবসে
২২৫		মাননীয় প্রধানশিক্ষকস্য	মাননীয় প্রধান শিক্ষকস্য
২২৫		অপব শিক্ষকমহোদয়ানং	অপরশিক্ষকমহোদয়ানাং
২২৬	২	বচম্িতু	বচয়তু
২২৬	৫	তাবদযোগ্যপবিবেশ	তাবদ্ যোগ্যপরিবেশ
২২৭	৪	(১ ঘণ্টা ৩০ মিঃ) স্থিতিকালঃ	(১ ঘণ্টা ৩০ মিঃ......... .. . ·স্থিতিকালঃ)
২২৮	৩	মনোজ্ঞতম	মনোজ্ঞম্
২২৮	৩	কালাস্কং	কালাঙ্কঃ
২২৮		(সবসাকুল্যে)	(সর্বসাকল্যে)
২২৯	৬	সংস্কৃতশিক্ষকঃ	সংস্কৃতশিক্ষকঃ প্রভৃতিভ্যঃ
২৩০	১	শিক্ষকানাং চ	শিক্ষকানাং চ প্রয়োজনম্
২৩৪	৪	মাতৃস্তোত্রঃ, অগ্রহান্বিত, প্রস্তুত	মাতৃস্তোত্রম্, আগ্রহান্বিত, প্রস্তুত
২৩৭	৪	অভিচ্ছেদ্য	অবিচ্ছেদ্য
২৪২		আলোচ্য *(Conton s)*	আলোচ্য *(Contents)*
২৬০		দ্বিতীয় বিভক্তির	দ্বিতীয়া বিভক্তিব
২৬১		সংস্কৃতগদ্যেব পাঠটীকা	সংস্কৃতগদ্যেব পাঠটীকা (১)
২৭০		শিক্ষার্থীদিগেব নবলব্ধজ্ঞান,	এইবাব অভিযোজন পর্বে শিক্ষার্থীদিগেব নবলব্ধজ্ঞান,
২৭০		যুক্ত কবে	যুক্ত কব।
২৭২	১	বঙ্গভাবানয়স্য	বঙ্গভাষাময়স্য

বিঃ দ্রঃ—মুদ্রণ প্রমাদবশতঃ ১৬২ পৃষ্ঠায় ঊনবিংশ অধ্যায়েব পরিবর্তে অষ্টাদশ অধ্যায়, এবং ২৫৭ পৃষ্ঠায় ষডবিংশ অধ্যায়ের পরিবর্তে ষোডশ অধ্যায় হয়েছে।